বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯	সংখ্যা-০৩	মার্চ- ২০২৬

Panthapath, Moghbazar Rail Gate, FDC intersection, Mirpur-1, or Gabtoli Bus Stand — such sights can be found across different parts of the capital.

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬১
শ্রম বাজার	৬২ - ৯০
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৯১ - ১০৭
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৮ - ১২৫
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২৬ - ১৩৯
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৪০ -১৪১

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৬ ফাল্গুন ১৪৩২, ১ মার্চ ২০২৬

মধ্যরাত থেকে পদ্মা-মেঘনায় মাছ ধরা বন্ধ

জেলেদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের তাগিদ

মতলব উত্তর উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, অভিযানের সময় নদীতে নামলেই আইনি ব্যবস্থায় আনা হবে। জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে

■ মতলব উত্তর (চাঁদপুর) সংবাদদাতা

জাটকাসহ সব মাছ রক্ষায় আজ শনিবার মধ্যরাত থেকে চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনাসহ ছয়টি নদী অঞ্চলে দুই মাস সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। যা চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।

নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেরা খাদ্য সহায়তার চাল পাবেন। চাঁদপুরের চরাঞ্চল সমৃদ্ধ মতলব উত্তর উপজেলার ৯ হাজার ১০০ জেলের প্রত্যেককে সরকার জনপ্রতি ৪০ কেজি হারে চার কিস্তিতে ১৬০ কেজি করে চাল দেবে। নিষেধাজ্ঞার এ সময় জেলেরা নৌকা ও জাল মেরামতের কাজ করবেন। তবে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়লে কমপক্ষে এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা জরিমানাসহ উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন জেলেরা। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও নদীতে জাটকার নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিতে ২০০৬ সাল থেকে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস নদীতে সব ধরনের মাছ শিকার নিষিদ্ধ করে সরকার।

জানা যায়, নিষেধাজ্ঞার এই সময় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে আমিরাবাদ বাজার পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার আর হাইমচরের চরভৈরবী পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার এলাকায় জাল ফেলা, মাছ আহরণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অভয়াশ্রম বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে মতলব উত্তর উপজেলা টাস্কফোর্স। এই দুই মাস উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবে।

উপজেলার ষাটনল মালোপাড়ায় মেঘনা পাড়ের জেলে ফুলচাঁদ বর্মন ও রনজিত পাল বলেন, 'আমরা নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি। সরকারের কাছে দাবি, এ সময় চালের পাশাপাশি যেন নগদ কিছু টাকাও দেয়। কারণ, চালের সঙ্গে রান্না করতে তেল-লবণ, তরকারিসহ অনেক কিছুই লাগে।' তারা আরো বলেন: 'অধিকাংশ জেলে ধারদেনা ও কিস্তিতে জর্জরিত। এ সময় কিস্তি বন্ধ থাকলে আমগো উপকার হইতো।

ইলিশ গবেষক ড. মো. আনিসুর রহমান বলেন, ইলিশ উৎপাদন বাড়াতে শুধু প্রশাসনিক তৎপরতা যথেষ্ট নয়। জাটকা রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলেও জেলেদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে এর সুফল দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে না।

মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনাপাড়ের মোহনপুর নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলী ও উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস জানান, মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে নির্ধারিত বিজিএফএর চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে। আর এ সময়ে কেউ যাতে কোনোভাবেই নদীতে নামতে না পারে, সেজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে মৎস্য বিভাগ। মতলব উত্তর উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, অভিযানের সময় নদীতে নামলেই আইনি ব্যবস্থায় আনা হবে। জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

এদিকে রামগতি (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা জানান, জাতীয় মাছ ইলিশের পোনা জাটকা রক্ষায় ও ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধিতে চাঁদপুরের ষাটনল থেকে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিলোমিটার নৌসীমাকে ইলিশের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

উপজেলা টাস্কফোর্সের সদস্যসচিব ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) তূর্য সাহা জানান, মাছ ধরা বন্ধ থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে পরিবারকে 'বিশেষ ভিজিএফ' সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আগামী চার মাস এই বিশেষ ভিজিএফ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ক উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি নিলুফা ইয়াসমিন নিপা জানান, নিষিদ্ধ সময় জেলেদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সময় পুনর্বাসনের আওতায় জেলেদের খাদ্যসহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • March 1, 2026

Industrial workers' wages, salaries to be paid before Eid: Minister

OUR CORRESPONDENT

SYLHET, Feb 28: Minister for Textiles and Jute and Industries Khandaker Abdul Muktadir said that the outstanding wages and salaries of industrial workers would be paid before Eid.

He also said that taxes would not be increased in the private sector.

In response to a question from journalists on Saturday regarding a comment by the Finance Minister on increasing taxes, the Commerce Minister said the Finance Minister's statement was wrongly reported in the media.

The tax-GDP ratio in Bangladesh is very low. It is much higher in all neighbouring countries.

The minister pointed out that a letter had been sent to the European Union as an advance preparation for a free trade agreement to face the challenges after the LDC. Initiatives for free trade agreements with Australia, Canada and the UK will be taken step by step.

He was talking to reporters after exchanging views with administration officials at the Circuit House in Sylhet on Saturday afternoon.

At the same time, Minister for Expatriates' Welfare, Labour and Employment Ariful Haque Chowdhury said that the government was working to open various closed labour markets outside the country. The benefits will be seen within the next month. The government is working to ensure that passports and police clearances of Bangladeshis hoping to immigrate to Spain reach them on time.

Besides, Water Resources Minister Shahid Uddin Chowdhury Annie said that the government was working on dredging rivers and canals and building haor protection embankments ahead of the next monsoon season. No corruption would be allowed in this work. "We are working with zero tolerance. Making the country corruption-free is a tough challenge for the government."

After the exchange of views, the commerce minister and the water resources minister inspected the erosion-hit Surma and Chengerkhal rivers in Mogalgaon area of Sylhet Sadar upazila.

forsylhet@gmail.com

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । রবিবার । ১ মার্চ ২০২৬

২৫৩ নারী-শিশু নির্যাতন ধর্ষণের শিকার ৫০

এমএসএফের ফেব্রুয়ারির মনিটরিং প্রতিবেদন

- ধর্ষণের পর হত্যা ৫টি
- নির্বাচন ঘিরে ১৩৬ ঘটনায় সহিংসতার শিকার ৭৯৯ জন
- গণপিটুনিতে ১৮ জন নিহত ও অজ্ঞাতপরিচয় ৫৪ লাশ উদ্ধার
- কারা হেফাজতে ১৩ বন্দির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫৩টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ৩৩টি। নির্যাতনের শিকারদের মধ্যে সাতটি শিশু ও আটজন কিশোরী রয়েছে। এ ছাড়া সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ১২টি ঘটনায় দুটি শিশু, এক কিশোরী ও ৯ নারী শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে পাঁচটি, যার শিকার দুটি শিশু ও তিন কিশোরী। মানবাধিকার সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) মানবাধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং প্রতিবেদনে (ফেব্রুয়ারি) এই তথ্য উঠে এসেছে।

গতকাল শনিবার এমএসএফের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের গণমাধ্যমে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষাঙ্গন, গণপরিবহন, এমনকি নিজ ঘরেও নারীরা নিরাপদ নন, যা নাগরিক নিরাপত্তার চরম প্রশ্ন তোলে। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা ভয়াবহ সামাজিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্ষণের শিকারদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারী। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, এটি শুধু অপরাধ নয়, বরং মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের চরম বহিঃপ্রকাশ। এ ছাড়া ধর্ষণচেষ্টা হয়েছে ১২টি এবং যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ১১টি। শারীরিক নির্যাতনের ৬৩টি ঘটনা নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরে। **১০০ প্রাণহানি :** ফেব্রুয়ারিতে আট কিশোরী ও ২৭ নারী 'আত্মহত্যা' করেছেন। একই সময়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু ও হত্যার শিকার হয়েছে ৬৫ জন নারী ও শিশু, যার মধ্যে ২৬ জন শিশু-কিশোরী। গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, পারিবারিক বিরোধ, যৌতুক, প্রেমঘটিত জটিলতা, প্রতিশোধ ও হতাশা—এসব কারণের সঙ্গে জড়িত বেশির ভাগ ঘটনা। এ ছাড়া ছয় নবজাতককে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যার মধ্যে তিনটি জীবিত, তিনটি মৃত। মানবাধিকার বিশ্লেষকদের মতে, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতার চরম ব্যর্থতার প্রতীক।

নির্বাচনী সহিংসতা : ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী সহিংসতার ১৩৬টি ঘটনায় ৭৯৯ জন হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশুসহ পাঁচজন নিহত ও ৭৯৪ জন আহত হয়। নির্বাচনের আগে ৬৫টি ঘটনায় ৩৮৫ জন আহত, নির্বাচনের দিন সহিংসতার ১৪টি ঘটনায় ৯৮ জন আহত ও নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার ৫৭টি ঘটনায় শিশুসহ পাঁচজন নিহত ও ৩১১ জন আহত হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতা বা হামলার ১৮টি ঘটনায় দুজন নিহত ও ১১৩ জন আহত হয়েছে।

কারা হেফাজতে মৃত্যু : এমএসএফের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে কারা হেফাজতে ১৩ বন্দির মৃত্যু হয়েছে। জানুয়ারিতে এর সংখ্যা ছিল ১৫।

মব সন্ত্রাস (গণপিটুনি) : ফেব্রুয়ারিতে গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাসে হতাহতের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে ঘটেছে। এ মাসে অন্তত ৩১টি গণপিটুনির ঘটনায় ১৮ জন নিহত ও ৩৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। গণপিটুনির শিকার ১৫ জনকে আহতাবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। ১৮ জনের মধ্যে চারজনকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে, সাতজনকে চুরির অভিযোগে, পাঁচজনকে বাগবিতণ্ডার জেরে, একজনকে মাদক ব্যবসার অভিযোগে হত্যা করা হয়।

অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ : এমএসএফ জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক শিশু, ১১ নারী ও ৪২ জন পুরুষের (মোট ৫৪) মরদেহ উদ্ধার হয়েছে, যা নাগরিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতার বড় কারণ। অল্পসংখ্যক ঘটনা ছাড়া সব কয়টি মরদেহের পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। জানুয়ারিতে এর সংখ্যা ছিল ৫৭। এসব মরদেহের বেশির ভাগই নদী বা ডোবায় ভাসমান, মহাসড়ক বা সড়কের পাশে, সেতুর নিচে, রেললাইনের পাশে, ফসলি জমিতে ও পরিত্যক্ত স্থানে পাওয়া যায়। কিছু মরদেহ গলা কাটা, বস্তাবন্দি, হাত-পা বাঁধা ও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

সাংবাদিক নির্যাতন : তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে ১১টি ঘটনায় ৫১ সাংবাদিক বিভিন্ন জেলায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় হামলা, আইনি হয়রানি, হুমকি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ফেব্রুয়ারিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাতটি এবং আদিবাসী নির্যাতনের একটি ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) উপস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকরা ছয় বাংলাদেশির ওপর নির্মম নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । রবিবার । ১ মার্চ ২০২৬
কালের কণ্ঠ

বেতন-বোনাস নিশ্চিত করুন

তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতার শঙ্কা

প্রায় প্রতিবছরই ঈদের আগে কিছু তৈরি পোশাক কারখানায় বেতন-বোনাস নিয়ে ঝামেলা হয়। বিশেষ করে ঈদের কয়েক দিন আগে থেকে শ্রমিকদের রাস্তায় নেমে আসতে দেখা যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের। ঈদে ঘরমুখো মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ বছরও তেমন আলামতই দেখা যাচ্ছে। গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৫০ থেকে ৬০টি কারখানায় অসন্তোষ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। আর এর জের ধরে পুরো শিল্পাঞ্চলেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা নতুন সরকারের জন্য সুখকর হবে না।

এই খাতের কারখানাগুলোতে প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটছে। এর ওপর শুরু হয়ে গেছে বেতন-ভাতা ও ঈদ উপলক্ষে উৎসব বোনাসের দাবিতে কর্মসূচি পালন। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের উদ্যোগে গত শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা হয়। আগামী ২০ রমজানের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের সব বকেয়া মজুরি ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবি জানানো হয়। গত বৃহস্পতিবার গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় অবস্থিত রিপন নিটওয়্যারের শ্রমিকরা নাইট বিল ও বার্ষিক ছুটির পাওনা পরিশোধের দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। গাজীপুর শিল্পাঞ্চল গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম বলেন, 'বকেয়া মজুরির দাবিতে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারখানার শ্রমিকরা সড়কে নেমে মিছিল ও বিক্ষোভ করছেন। সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে।'

প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ঈদ-পূর্ব পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগামী মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটির (টিসিসি) বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মনিনুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে জানান, ঈদ বোনাস ও মজুরি পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে এবং কিছু কারখানার শ্রমিকরা এরই মধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এদিকে ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধে সম্ভাব্য আর্থিক চাপ মোকাবেলায় স্বল্প সুদে ঋণ (সফট লোন) ও বকেয়া নগদ প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়ের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে সংগঠনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর প্রণোদনার অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন এবং স্যালারি সাপোর্টের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে উত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম মনে করেন, সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা না গেলে ঈদের আগে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা বাড়তে পারে। তাই সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলায় আগাম সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ অঞ্চলের (আশুলিয়া) অনেক কারখানার শ্রমিক ঈদের আগে মজুরি ও বোনাস পাওয়া নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন।'

আমরা মনে করি, এমন পরিস্থিতিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে একত্র হয়ে সংকট মোকাবেলায় দ্রুত কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বিজিএমইএর সদস্য নয়, এমন কারখানাগুলোর বেতন-ভাতা পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

সমকাল
রোববার। ১ মার্চ ২০২৬।

পেনশন চান গ্রামীণ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

গ্রামীণ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেনশনের দাবিতে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী গ্রামীণ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা, অবসরের ১৫ বছর পর পেনশন পুনঃস্থাপন এবং মাসিক পেনশন চালুর দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

গ্রামীণ ব্যাংক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহাবুবুল আলম বলেন, ২০০৪ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা প্রতি মাসে চিকিৎসা ভাতা পাওয়ার পাশাপাশি সরকার ঘোষিত সব ধরনের উৎসব ভাতা পাবেন। ২০১৬ সালে আরও একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়, শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসর নেওয়ার তারিখ থেকে ১৫ বছর পূর্ণ হলে পুনরায় পূর্ণ পেনশন প্রাপ্য হবেন। দেশের সব পর্যায়ে এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়ন করা হলেও শুধু গ্রামীণ ব্যাংকে তা বাস্তবায়ন করেনি।

তিনি বলেন, ২০০৪ ও ২০১৬ সালের সরকারি পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন গ্রামীণ ব্যাংকে বাস্তবায়ন না হলে আমরা লাগাতার আন্দোলনে যাব।

সমকাল
■ রোববার। ১ মার্চ ২০২৬।

ঈদের আগে কারখানা শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হবে

সিলেটে বাণিজ্যমন্ত্রী

আবদুল মুক্তাদির

■ সিলেট ব্যুরো

সিলেট সফরে বিভিন্ন কর্মসূচি শেষে একসঙ্গে কথা বলেছেন বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, প্রবাসীকল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী। গতকাল শনিবার সিলেট সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে তারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন।

ব্রিফিংকালে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ঈদের আগেই শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও বেতন পরিশোধ করার কথা জানিয়েছেন। তিনি ব্যক্তি খাতে কর বাড়ানো হবে না উল্লেখ করে সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর একটি মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ভুলভাবে মিডিয়ায় এসেছে। বাংলাদেশে ট্যাক্স জিডিপির রেশিও অনেক কম। আশপাশের সব দেশে অনেক বেশি। এই রেশিও কম হওয়ার কারণে আমাদের যা রাজস্ব আদায় হয়, তা সরকারের খরচ মেটাতে চলে যায়। উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। তাই অর্থমন্ত্রী ট্যাক্স জিডিপির রেশিও বাড়ানোর কথা বলেছেন।

খন্দকার আবদুল মুক্তাদির রমজানে বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, প্রথম দু-একদিন লেবুসহ কয়েকটি পণ্যের দাম অহেতুক বেড়ে গিয়েছিল। এখন আবার আগের অবস্থায় চলে এসেছে। তিনি এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে মুক্তবাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানান।

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুর হক চৌধুরী বন্ধ থাকা বিশ্বের বিভিন্ন শ্রমবাজার পুনরায় চালু করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই এ বিষয়ে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। স্পেনে অভিবাসনপ্রত্যাশী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী হাওর রক্ষার কাজে কোনো ধরনের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না উল্লেখ করে বলেন, আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে নদী ও খাল খনন এবং হাওররক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারে কাজ চলছে। জিরো টলারেন্স নীতিতে সরকার কাজ করছে।

সময়ের আলো
সোমবার। ২ মার্চ ২০২৬।

জেলেপাড়ায় উঁকি দিচ্ছে সুদিনের স্বপ্ন

২ মাস দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে সুন্দরবনে কাঁকড়া আহরণ শুরু, ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য

● কাজী শহিদুল হক রাজু সাতক্ষীরা

প্রজনন মৌসুমে দুই মাস বন্ধ থাকার পর রোববার থেকে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জে ফের কাঁকড়া আহরণ শুরু হয়েছে। এতে উপকূলের জেলে পরিবারগুলোতে। বন বিভাগ থেকে অনুমতি নিয়ে সুন্দরবনে যেতে শুরু করেছেন জেলেরা। প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে নিষেধাজ্ঞার সময়ে কাঁকড়া আহরণ বন্ধ থাকায় অনেক জেলে পরিবার আর্থিক সংকটে পড়েন। কেউ বিকল্প পেশায় যুক্ত হন, আবার কেউ ধারদেনা করে সংসার চালিয়েছেন। নতুন মৌসুম শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছেন তারা।

পশ্চিম সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মো. মসিউর রহমান জানান, প্রজনন মৌসুমে কাঁকড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দরবনে বিভিন্ন নদী-খালে দুই মাস জেলেদের কাঁকড়া আহরণ নিষিদ্ধ ছিল। রোববার থেকে বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে জেলেরা প্রবেশ নিষিদ্ধ অভয়াশ্রম ছাড়া অন্য নদী-খালে কাঁকড়া আহরণ করতে পারছেন। তবে কেউ যাতে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরার অনুমতি নিয়ে বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে না পারে সে জন্য বনরক্ষীদের টহল ও অন্যান্য কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনচালিত নৌকা বা ট্রলারে কাঁকড়া পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলেও জানান এই বন কর্মকর্তা।

দুই মাস পর রোববার থেকে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জে ফের কাঁকড়া আহরণ শুরু হয়েছে ● সময়ের আলো

সরেজমিন আলাপকালে সুন্দরবনসংলগ্ন হরিনগর জেলেপাড়ার বাসিন্দা অরুন মণ্ডল জানান, সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরেই তার পাঁচ সদস্যের সংসার চলে। অন্য পেশার কাজে তিনি অভ্যস্ত নন। তা ছাড়া এলাকায় অন্য কোনো কাজও তেমন নেই। নিষেধাজ্ঞার সময়টাতে সংসার চালাতে মহাজনের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখন নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। কাঁকড়া ধরে সেই ঋণ পরিশোধ করবেন তিনি। একই এলাকার জেলে নিত্যরঞ্জন মণ্ডল বলেন, দুই মাস নিষেধাজ্ঞা চলাকালে আমার মতো দরিদ্র জেলেদের চরম দুর্দিন গেছে। সরকারি ভাতার ব্যবস্থা না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কেউই সুন্দরবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যায় না।

বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের চারটি স্টেশনের আওতাধীন পুষ্পকাটি, মান্দারবাড়িয়া, নটাবেঁকি ও হলদেবুনিয়া এলাকা অভয়ারণ্য। এ ছাড়া দোবেকী ও কাঁচিকাটার ৫২ শতাংশ অভয়ারণ্য ঘোষিত। এ ছাড়া সাতক্ষীরা রেঞ্জের সুন্দরবনের মধ্যে অভয়ারণ্য ঘোষিত ছোট কেয়াখালী খাল, বড় কেয়াখালী খাল, ঘোলশিবুনিয়া খাল ও সাপখালী খাল এবং ২৫ ফুটের কম প্রশস্ত খালে সারা বছরই কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ থাকে। বাকি অংশের নদী ও খালে বৈধ পাস-পারমিটধারী প্রায় ১৫ হাজার জেলে শুধু কাঁকড়া আহরণ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৯৯৮ সালে কাঁকড়া রফতানির নীতিমালা প্রণয়নের পর থেকেই প্রতি বছর দুই মাস কাঁকড়া ধরার পাস-পারমিট বন্ধ রাখা হয়।

পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী, কদমতলা, কৈখালী ও কোবাদক ফরেস্ট স্টেশনের আওতায় ২ হাজার ৯০০টি নৌকার সুন্দরবনে প্রবেশের অনুমতিপত্র আছে। এর মধ্যে কাঁকড়া ধরার নৌকা ১ হাজার ৬০০টি।

SUNDAY MARCH 1, 2026
FALGUN 16, 1432 BS
The Daily Star

Two-month ban on hilsa fishing starts

OUR CORRESPONDENT, *Barishal*

A two-month fishing ban in five hilsa sanctuaries will take effect from midnight tonight, aiming to boost production and protect jatka, young hilsa less than 10 inches.

The restriction will cover 432 kilometres of riverine areas across six districts -- Barishal, Bhola, Patuakhali, Chandpur, Lakshmipur and Shariatpur, said Md Anisuzzaman, assistant director of the Divisional Fisheries Office in Barishal.

Under the VGF programme, 4,22,000 fishing families in Barishal division will receive 40kg of rice per month from February to May, amounting to a total of 160kg per family.

Barishal District Fisheries Officer Sanjib Sanyamat said 44,736 fishers in the district will receive 7,157 tonnes of VGF rice. "In the district, 83 kilometres of river in Sadar and Mehendiganj upazilas have been declared sanctuaries prohibiting fishing activities," he added.

In Bhola, the ban will apply to 190 kilometres of the Meghna and Tetulia rivers for two months -- 90 kilometres of the Meghna River from Char Ilisha to Char Pial and 100 kilometres of the Tetulia River from Char Bheduria to Char Rustam -- affecting nearly 2,00,000 fishers across seven upazilas.

With Eid-ul-Fitr approaching, many fishers expressed concern over repaying NGO and cooperative loans during the ban. They demanded loan instalments be deferred, 100kg of rice per family, and inclusion of all registered fishers in the assistance programme.

"Almost every fisher here runs their household with loans from different cooperatives and NGOs. We are worried about how we will repay them during the ban," said Alauddin Majhi, a fisher from Bhola Sadar.

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২ মার্চ ২০২৬, ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২

ইলিশের অভয়াশ্রমে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা, জেলেপাড়ায় দুশ্চিন্তা

ভোলা প্রতিনিধি

নদীর ঘাটে সারি সারি নৌকা নোঙর করা। জাল গুটিয়ে কাদামাটির চরে বসে কেউ জাল মেরামত করছেন, কেউ বা নীরবে তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। ইলিশ রক্ষায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শুরুর পর এমনই দৃশ্য এখন ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীর তীরজুড়ে। গতকাল রবিবার থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১৯০ কিলোমিটার নদী এলাকা ইলিশের অভয়াশ্রম ঘোষণা করে সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে শুরু হওয়া এ নিষেধাজ্ঞায় জেলার লক্ষাধিক জেলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

গতকাল রবিবার সরেজমিনে ভোলা সদর উপজেলার শিবপুর ভোলা খাল ও ধনিয়ার তুলাতুলি মাছঘাট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বেশিরভাগ নৌকা তীরে তুলে রাখা হয়েছে। জেলেরা জাল শুকাচ্ছেন, কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত জাল মেরামত করছেন। নদীতে মাছ ধরার কোনো প্রস্তুতি নেই। শিবপুর ভোলা খালের জেলে মো. রায়হান (৩৫) বলেন, 'নদীতে মাছ কম পেয়েছি এ বছর। আগের দেনা শোধ করতে পারিনি। এখন আবার দুই মাস কাজ বন্ধ। সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাবে।'

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস নদীতে সব ধরনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই দুই মাস ভোলার মেঘনা নদীর চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার এবং তেঁতুলিয়া নদীর চর ভেদুরিয়া থেকে চর রুস্তম পর্যন্ত ১০০কিলোমিটারসহ মোট ১৯০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশের অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন জানান, বরাদ্দকৃত চাল প্রথম সপ্তাহেই বিতরণ করা হবে। এছাড়া ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩ হাজার ৬০০ জেলেকে অতিরিক্ত' খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে। জেলেদের এনজিওর ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখার দাবির বিষয়ে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে, আশা করি শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৪ মার্চ ২০২৬

বিজিএমইএর স্বস্তি

পোশাক শ্রমিকদের এক মাসের বেতনের জন্য বিশেষ ঋণসুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের চলমান সংকট মোকাবিলায় শ্রমিকদের এক মাসের বেতনভাতা পরিশোধের জন্য বিশেষ ঋণসুবিধা চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন এ ব্যবস্থার আওতায় ব্যাংকগুলো পোশাক কারখানার মালিকদের এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারবে। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে, এই ঋণের অর্থ কোনোভাবেই মালিকপক্ষের হিসাবে যাবে না; বরং তা শ্রমিকদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে সরাসরি পাঠাতে হবে। সচল ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধের উদ্দেশ্যেই এ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে রপ্তানি কমে যাওয়া, ক্রয়াদেশ স্থগিত বা পিছিয়ে যাওয়া এবং তীব্র তারল্য সংকটের ফলে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ সক্ষমতার ওপর। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদন সক্ষমতা ধরে রাখা এবং রপ্তানির ধারা অব্যাহত রাখতে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সচল রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ চলতি মূলধন ঋণসীমার বাইরে প্রয়োজন অনুসারে এবং গ্রাহকের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে মেয়াদি ঋণ নিতে পারবে। এ ঋণ দিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনভাতা পরিশোধ করা যাবে। ঋণের পরিমাণ হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন মাসের প্রদত্ত গড় বেতন ভাতার সমপরিমাণ বা তার কম। যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, তারা রপ্তানিমুখী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে গত জানুয়ারি পর্যন্ত নিয়মিত বেতন পরিশোধ করেছে, সেগুলোকে সচল ধরা হবে। সচল ও রপ্তানিমুখী হওয়ার বিষয়টি বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। এই ঋণের বিপরীতে বাজারভিত্তিক প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে। ব্যাংকগুলো সরাসরি শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে ফেব্রুয়ারি-২০২৬ মাসের বেতনভাতা পাঠাবে। ঋণটি তিন মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে সমান কিস্তিতে (মাসিক বা ত্রৈমাসিক) পরিশোধ করতে হবে। নিয়মিত সুদ ছাড়া অন্য কোনো অতিরিক্ত সুদ, ফি বা চার্জ আদায় করা যাবে না।

এ বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে পোশাক শিল্পের মালিকদের ওপর শ্রমিকদের বেতনভাতা, বোনাস এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল পরিশোধের প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়েছে। এই সংকটময় সময়ে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পসহ সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর জন্য ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। তিনি সময়োপযোগী এই উদ্যোগের জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়, অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২৫০০ কোটি টাকার তহবিল অনুমোদন : বিজিএমইএ সূত্র জানায়, সংগঠনটির বর্তমান বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা নগদ সহায়তার অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে।

সমকাল ■ মঙ্গলবার। ৩ মার্চ ২০২৬।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

প্রবাসীদের নিরাপত্তায় শৈথিল্য নহে

ইরানের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা এবং উহার জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানের পাল্টা অভিযান প্রায় সমগ্র পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যে স্পষ্টতই নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে ইরানসহ অঞ্চলটির বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীগণের নিরাপত্তা লইয়া সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহ, তৎসহিত জনসাধারণের মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষত গত তিন দিনে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইনসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি হতাহত হইবার খবরে এই উদ্বেগ গভীর হইয়াছে। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, সংযুক্ত আরব আমিরাতে শনিবার ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন বাংলাদেশিসহ তিনজন নিহত হইয়াছেন। ৫৮ আহতের মধ্যেও বাংলাদেশি রহিয়াছেন। উপরন্তু সোমবার বাহরাইনে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত এবং দুইজন বাংলাদেশি আহত হইয়াছেন। এই চিত্র মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশিগণের নিরাপত্তার প্রশ্নটি নূতন করিয়া সম্মুখে আনিয়াছে।

আমরা জানি, ইরান শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনেই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে নাই। সৌদি আরব, কুয়েতসহ অঞ্চলটির যেই সকল দেশে মার্কিন ঘাঁটি রহিয়াছে, সেইগুলিকেও ইরান মার্কিন হামলার জবাবস্বরূপ লক্ষ্যবস্তু স্থির করিয়াছে। অন্যদিকে শুধু সৌদি আরবেই কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ২২ লক্ষাধিক; সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, ইরানসহ সংশ্লিষ্ট সংকটকবলিত রাষ্ট্রগুলিতে বসবাসকারী বাংলাদেশির সংখ্যা যোগ করিলে মোট সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এই শঙ্কা অমূলক নহে, ইরানের উপর মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসন যতদিন চলিবে, উক্ত দেশগুলিতে বসবাসকারী বাংলাদেশি হতাহতের ঘটনা তত বাড়িবে। ইতোমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছেন, ইরানে তাহাদের 'অভিযান' চার সপ্তাহ চলিতে পারে।

বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের বৃহৎ অংশ আসে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমানে ঝঞ্ঝাক্লিষ্ট দেশগুলি হইতে। বিগত চার বৎসর যাবৎ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস এবং যেই ডলার সংকট বাংলাদেশ মোকাবিলা করিতেছে, সেইখানে রেমিট্যান্সই প্রধান ভরসা জোগাইয়াছে। বার্ষিক বিশাল অঙ্কের আমদানি বিল মিটাইবার ক্ষেত্রেও উহা অন্যতম সহায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, রেমিট্যান্স আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তিরূপে ইতোমধ্যে আবির্ভূত। অভিবাসীদের অধিকাংশই পল্লি অঞ্চলের অধিবাসী, যাহারা মূলত প্রান্তিক পরিবারভুক্ত। সেই দিক হইতে অভিবাসন কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহিত প্রান্তিক নারীরও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। এই অভিবাসীদের নিরাপত্তা লইয়া কোনো প্রকার শৈথিল্য বা উদাসীনতার অবকাশ নাই।

আশার বিষয়, বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বিষয়টি বিবেচনায় লইয়াছে। শনিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঐ অঞ্চলে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা লইয়া সরকারের পক্ষ হইতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন ইতোমধ্যে স্থাপনা, কূটনীতিক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ইরানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। একইভাবে ঐ অঞ্চলের অন্য দেশগুলিতেও প্রয়োজনীয় তৎপরতা চালাইতে হইবে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আকাশপথ ও আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনরত বাংলাদেশি কর্মীদের বিষয়টাও সহানুভূতির সহিত দেখিতে হইবে। সর্বোপরি 'সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভব'– বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থানের প্রতি আমরা সমর্থন ব্যক্ত করিতেছি। তৎসহিত এই আশাও ব্যক্ত করিতেছি, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন, উত্তেজনা পরিহার এবং অবিলম্বে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৎপরতাও চালাইবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Monday 2 March 2026

জাটকা সংরক্ষণ: জেলেদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে

ইলিশের উৎপাদন বাড়ানো ও জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস পদ্মা-মেঘনা নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুরের রামগতি থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত বিস্তৃত নদী এলাকাকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ে মাছ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও মজুদ নিষিদ্ধ থাকবে। প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ ধরনের পদক্ষেপে ইলিশের উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। জাতীয় সম্পদ হিসেবে ইলিশ সংরক্ষণে অংশীজনদের সহযোগিতা তাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই নীতির আরেকটি দিক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলিয়ে অনেক জেলে পরিবার সরাসরি নদীর ওপর নির্ভরশীল। নিষেধাজ্ঞার সময় তারা বেকার হয়ে পড়েন।

সরকার নির্দিষ্টসংখ্যক জেলেকে ভিজিএফের চাল দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু জেলেদের অভিযোগ, এই বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। শুধু খাদ্য সহায়তায় সংসারের অন্যান্য ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। সন্তানদের পড়াশোনা, ঋণের কিস্তি ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে তারা আরও সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞার সফল বাস্তবায়নের জন্য দুইটি বিষয় সমান গুরুত্ব পায়। প্রথমত, আইন প্রয়োগে কঠোরতা ও সমন্বয় বজায় রাখতে হবে, যাতে কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে সুবিধা না নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জেলেদের সহায়তা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত করতে হবে। প্রকৃত জেলেদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। সময়মতো খাদ্য সহায়তা বিতরণ এবং প্রয়োজনে সীমিত আর্থিক সহায়তা বা বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বিবেচনা করা যেতে পারে।

জাটকা সংরক্ষণ কেবল প্রশাসনিক অভিযানের বিষয় নয়। এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের বিষয়। ইলিশ রক্ষা করা যেমন জরুরি, তেমনি জেলে পরিবারের জীবিকাও নিশ্চিত করতে হবে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৩ মার্চ ২০২৬।

ইলিশ বাঁচাতে ২ মাসের নিষেধাজ্ঞা

ইলিশ অভয়াশ্রমে দুই মাসের জন্য সব ধরনের মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য বিভাগ। রোববার থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা ও চাঁদপুরের ৫টি অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশসহ সব ধরনের মৎস্য আহরণে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা ও জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরিশালের সদর উপজেলার চরমোনাই জুনাহার এলাকা থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার অভয়াশ্রমে অভিযান পরিচালনা করবে নৌবাহিনী, নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড ও মৎস্য অধিদফতর। জাটকা ইলিশ পূর্ণাঙ্গ পরিণত করতে প্রতি বছর দুই মাস মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা থাকে এসব অভয়াশ্রমে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয়াশ্রমে এলাকায় মৎস্য আহরণ করলে দুই বছরের জেল ও আর্থিক জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

মাছ শিকারে দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞার এ সময়ে অবসরে বসে নেই উপকূলের জেলেরা। ঘাটসংলগ্ন সুবিধাজনক জায়গায় দল বেঁধে পুরোনো জাল মেরামতের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। তবে সমুদ্রে সব ধরনের মাছ শিকার নিষিদ্ধ থাকায় সংসারের ব্যয়ভার বহন ও মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের টাকা শোধ নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা।

মৎস্য অধিদফতর জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞাকালে বরিশাল বিভাগের ৬ জেলায় ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪২১ জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে। এর মধ্যে বরিশাল জেলার ১০ উপজেলার ৪৪ হাজার ৭৩৬ জন নিবন্ধিত জেলেকে সহায়তা প্রদান করা হবে। বরিশালের জেলেরা জানান, নিষেধাজ্ঞাকালে তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সঠিক সময় খাদ্য সহায়তার চাল না পৌঁছলে বাধ্য হয়ে অনেক জেলে নদীতে মাছ শিকার করতে নামেন। অনেক প্রকৃত জেলে চাল ও জেলে কার্ড পাননি। প্রকৃত জেলেদের খাদ্য সহায়তা ও জেলে কার্ড বিতরণের দাবি জানান তারা। বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. মো. হাদিউজ্জামান বলেন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোরালোভাবে নিষেধাজ্ঞা চলবে। আইন অমান্য করে কেউ ইলিশ শিকার করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় রাত ও দিনে পাহারার জন্য স্পিডবোট ও লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাজ না থাকায় পুরোনো জাল মেরামতের পেছনে সময় ব্যয় করছেন জেলেরা ● সময়ের আলো

বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মো. আনিসুজ্জামান বলেন, বরিশাল বিভাগের অভয়াশ্রমগুলো নিরাপদ রাখতে সবদিক দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন জানান, মেঘনা ও তেঁতুলিয়াসহ এখানকার নদীগুলোর ১৯০ কিলোমিটার এলাকার দুটি অভয়াশ্রমে ইলিশসহ সব ধরনের মৎস্য শিকার বন্ধ থাকবে। এতে করে জাটকা ইলিশ রক্ষাসহ অন্য সব ধরনের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে প্রতিদিন স্থানীয় হাট-বাজার, জেলেপল্লী, মাছ ঘাট ও মৎস্য আড়তগুলোতে জেলেদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সভা অব্যাহত থাকবে।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬,

নারীর প্রতি অনলাইন হয়রানি বন্ধে সামাজিক পরিবর্তন দরকার

গোলটেবিল বৈঠক

নারীর প্রতি অনলাইন-সহিংসতা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সিএসডব্লিউসি ও প্রথম আলো।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) নাহরিন ইসলাম খান, শারমিন খান, তাপতুন নাসরীন ও সারা হোসেন। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ভুয়া আইডি তৈরি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে ভিডিও তৈরিসহ নানাভাবে অনলাইনে নারীদের হয়রানি, প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন'-এ গত ৫ বছরে ৭৮ হাজারের বেশি অভিযোগ এসেছে নারীর প্রতি সাইবার সহিংসতা ও হয়রানি নিয়ে। এ ধরনের হয়রানি বন্ধে অনলাইনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নারীকে যেমন করণীয় জানতে হবে, তেমনি রাষ্ট্রকেও সচেষ্ট হতে হবে নারীকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। নারীর প্রতি অনলাইন হয়রানি বন্ধে সামাজিক পরিবর্তন দরকার। গতকাল সোমবার সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (সিএসডব্লিউসি) ও *প্রথম আলো* আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন বক্তারা।

'নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতা: ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক সহায়তা নিশ্চিতে করণীয়' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে।

বৈঠকে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) তাপতুন নাসরীন বলেন, অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা যেন ঘটতে না পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অনেকে 'ভিউ ও রিচ' পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত অনেক তথ্যও অনলাইনে দিয়ে দেন। এভাবে ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলা যাবে না। নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতা নিয়ে গত ৫ বছরে ৮৭ হাজার ৭২৭টি অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫২ হাজার ৭০২টি অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাত্র ১৮০টি মামলা হয়েছে। তিনি বলেন, সাইবার সহিংসতা বন্ধে সবাইকে এক হয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ব্লাস্টের অনারারি নির্বাহী পরিচালক ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন বলেন, সাইবার অপরাধ দমনের আইনি প্রক্রিয়া ও নতুন অপরাধ সংঘটনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। সময়ের সঙ্গে অপরাধের নতুন নতুন ধরন আসে। তাই আইন আরও দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। একটি গোষ্ঠী নারীদের পেছনে টেনে রাখতে চায়। নারীবিদ্বেষ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাসহ নানা কারণে নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়। এসবের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক পরিবর্তন দরকার।

অভিযোগ পাওয়ার পর সাক্ষ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে দুর্বলতা রয়েছে বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক। তিনি বলেন, অনলাইন সহিংসতার অভিযোগের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, পুলিশের সদস্যরা জানেন না তদন্তের জন্য কীভাবে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সচেতনতাও বাড়াতে হবে।

অনলাইনে নিজে প্রতিদিন ঘৃণামূলক মন্তব্য ও হয়রানির শিকার হন বলে মন্তব্য করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম খান। তিনি বলেন, নারীর প্রতি এ ধরনের হয়রানি বন্ধে সরকারকেই সবচেয়ে বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোরও দায় আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন বলেন, নারীদের প্রতি সহিংসতায় ডক্সিং সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হয়রানির উদ্দেশ্যে ভুক্তভোগী নারীর ফোন নম্বর ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্র ও পুলিশ ব্যবস্থা নেবে ঠিকই; কিন্তু পাশাপাশি নিজেকেও প্রযুক্তিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নট ফর প্রফিট ল-এর আইনবিষয়ক পরামর্শক শারমিন খান বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাইবার সহিংসতা ও তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়গুলোতে এমন কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা উচিত, যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে জানেন।

'মেয়ে নেটওয়ার্ক'-এর প্রতিষ্ঠাতা তৃষিয়া নাশতারান বলেন, অনলাইন সহিংসতার ক্ষেত্রে কনটেন্ট নামিয়ে নেওয়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়; কিন্তু কেউ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারে, কেউ স্টোর করতে পারে কনটেন্ট। ফলে এসবের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট থেকেই যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো আয়ের জন্য ভুয়া আইডি ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য বন্ধে ব্যবস্থা নেয় না; বরং রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি চাওয়া যায়।

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আফরোজা সোমা বলেন, অনলাইনে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে আইন সংস্কারের পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি ও সামাজিক শক্তি বাড়াতে হবে।

সিএসডব্লিউসি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রিয়া আহসান চৌধুরী বলেন, আইনের প্রয়োগ না থাকলে সহিংসতার ঘটনা বাড়তে থাকবে।

বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজির (বিডব্লিউআইটি) সাবেক পরিচালক কানিজ ফাতেমা বলেন, যাঁরা অনলাইনে অপরাধ করছেন, তাঁরা কেন অপরাধ করছেন, সেটি নিয়েও গবেষণা করা দরকার।

প্রতিবন্ধী নারীদের সুরক্ষার দিকেও নজর বাড়ানোর আহ্বান জানান উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (ডব্লিউডিডিএফ) কর্মসূচিসহ সমন্বয়কারী শারমিন আক্তার। তিনি বলেন, সাইবার সহিংসতার বিরুদ্ধে আইন সংশোধন ও নীতিমালা তৈরিতে প্রতিবন্ধী নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য হেমা চাকমা বলেন, নারীদের ওপর অনলাইন সহিংসতা বিশদ আকারে ঘটছে। ফলে শুধু ব্যক্তির ওপর দায় না চাপিয়ে রাষ্ট্রকে সহিংসতা রোধে দায়িত্ব নিতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী লাবণ্য প্রজ্ঞা বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে হয়রানিমূলক কনটেন্ট বানানো হচ্ছে। তাই এআই নিয়ে মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়াতে স্কুল পর্যায় থেকে কাজ করা দরকার।

স্বাগত বক্তব্যে ব্লাস্টের পরিচালক (পরামর্শ ও যোগাযোগ) মাহবুবা আক্তার বলেন, অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বেশির ভাগ ভুক্তভোগী জানেন না, কোথায় কী অভিযোগ জানাবেন, কোথায় গিয়ে প্রতিকার পাবেন।

গোলটেবিল বৈঠকে 'নারী ও প্রযুক্তি : লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা নিরসন এবং আইনি সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্লাস্টের আইনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও সিএসডব্লিউসি প্ল্যাটফর্মের ফোকাল পারসন মনীষা বিশ্বাস। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, জনসচেতনতা তৈরি, স্কুলভিত্তিক নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অনলাইন সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সমন্বয়, গোপনীয়তা রক্ষা, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্য সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া, সহিংসতা সৃষ্টিকারী কনটেন্ট মুছে ফেলার জন্য বিশেষ উইং গঠন, প্রতিটি বিভাগীয় শহর ও প্রতিটি থানায় সাইবার সেল গঠন, কেন্দ্রীয়ভাবে মামলার তদারকি, লিংক ব্লকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। গোলটেবিল বৈঠক সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

সমকাল ■ বুধবার । ৪ মার্চ ২০২৬

জেলেরা ৮ থেকে ১০ কেজি চাল কম পাচ্ছেন

দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়ন

- ট্যাগ অফিসার উপস্থিত হওয়ার ১ ঘণ্টা আগেই চাল বিতরণ শুরু হয়
- প্রত্যেকের ৮০ কেজি চাল পাওয়ার কথা, দেওয়া হয় ৭০-৭২ কেজি

ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) সংবাদদাতা

ইলিশ শিকার থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক জেলের ৮০ কেজি চাল পাওয়ার কথা। স্থানীয় প্যানেল চেয়ারম্যান, ট্যাগ অফিসার, সচিব ও তাঁর লোকজনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক জেলেকে ৮ থেকে ১০ কেজি চাল কম দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর থানার দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণে এমন অনিয়ম হয়েছে।

উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বাড়াতে পদ্মা ও মেঘনা নদীর অভয়াশ্রমে মাছ ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে। নিষেধাজ্ঞার সময় সরকার থেকে প্রত্যেক জেলেকে ৮০ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা। দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সেকান্দার খান ১ হাজার ৫০ জন নিবন্ধিত জেলের প্রত্যেককে ৮ থেকে ১০ কেজি চাল কম দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টা থেকে চাল বিতরণের কথা, কিন্তু ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেদরগঞ্জ উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান সরকার উপস্থিত হওয়ার আগেই সকাল ৭টা থেকে চাল বিতরণ শুরু করেন সেকান্দার খান ও তাঁর লোকজন। চাল মেপে দেওয়ার কথা থাকলেও তা না করে ইচ্ছেমতো বিতরণ করেন চেয়ারম্যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অনিয়মের সত্যতা পান গণমাধ্যমকর্মীরা। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাফিজুল হককে জানালে তিনি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এম রাফসান রাব্বি ও সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল ইমরানকে ঘটনাস্থলে পাঠান। তারা এসে চাল বিতরণে অনিয়মের সত্যতা পান। এরপর তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে বাকি জেলেদের মধ্যে চাল বিতরণ করেন। ট্যাগ অফিসার উপস্থিত হওয়ার আগে চাল বিতরণ, ওজনে কম দেওয়াসহ অনিয়মের বিষয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান সেকান্দার খানকে জিজ্ঞাসা করা হলে সদুত্তর দিতে পারেননি। দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়নের জেলে রাকিব মাঝি মঙ্গলবার সকালে চাল নিতে যান। সকাল ১০টার দিকে পরিষদের সামনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, তাঁকে ৮০ কেজি চাল দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেওয়া হয়েছে ৭০ কেজি। চাল কম দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছেন চাল কম এসেছে তাই কম দিয়েছেন।

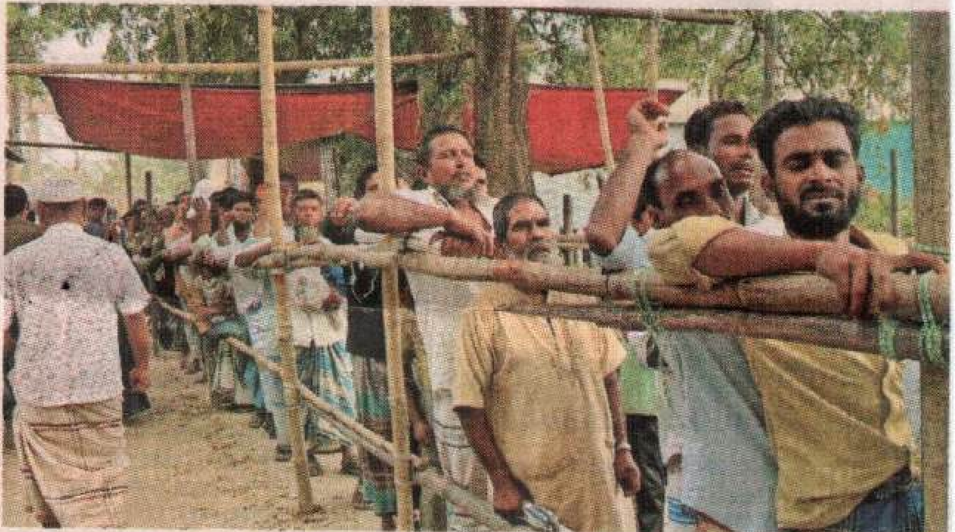

বরাদ্দের চাল নিতে দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে জেলেদের অপেক্ষা ■ সমকাল

মালবাজার এলাকার ফয়সাল হোসেন তাঁর বাবার নামের চাল নিতে পরিষদে যান। তিনি বলেন, তাদের বলা হয়েছে দুই কিস্তিতে ৮০ কেজি চাল বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু চাল মেপে দেখা যায় ৭২ কেজি। চেয়ারম্যান বললেন উপজেলা থেকে চাল কম দিয়েছে, তাই তারাও কম বিতরণ করছেন। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যানের কথা শুনে কিছু বলার সাহস পাইনি। কিন্তু আপনারা (সাংবাদিক) আসার পরে দেখলাম ৮০ কেজি করে দিচ্ছে, বিষয়টা বুঝতে পারলাম না। অভিযোগ দিয়ে কি করব বলেন? অনিয়ম-দুর্নীতি কি বন্ধ হবে?'

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে নুরুদ্দী বাজার এলাকার এক জেলে জানান, সরকারের নিষেধাজ্ঞা মেনে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছেন তারা। এখন সংসার চলে না। সন্তানদের নিয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। অথচ জেলেদের জন্য বরাদ্দের ৮০ কেজি চালের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে ৭০-৭২ কেজি। এই অনিয়মের বিচার করবে কে? চেয়ারম্যান সেকান্দর খানকে বললে তিনি খারাপ আচরণ করেন। এই ভুক্তভোগী বলেন, 'চাল কম দিলেও আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা প্রতিবাদ করলে এই এলাকায় থাকতে পারবো না।'

অভিযোগের ব্যাপারে প্যানেল চেয়ারম্যান সেকান্দার খানের ভাষ্য, সঠিক মাপে চাল দেওয়া হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। অনেকের চাল পরিমাপে কম হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার ইউনিয়নে আমি কত কেজি চাল দিবো সেটা আমার ব্যাপার, আপনি ওজন মাপার কে? দায়িত্বে থাকা ট্যাগ অফিসার জাহিদুর রহমান সরকার জানান, ২-৩ কেজি করে কম দিচ্ছেন, এর বেশি নয়। বোঝেন তো বস্তায় কিছু চাল কম থাকে। ২-৩ কেজি কম দিতে পারেন কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এই বিষয়ে চেয়ারম্যান ও সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ভেদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হাফিজুল হকের ভাষ্য, অনিয়মের সংবাদ পেয়ে সেখানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা সেখানে গিয়ে অনিয়মের সত্যতা পেয়েছেন। তাদের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল ■ বুধবার। ৪ মার্চ ২০২৬। ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২

কৃষি অবহেলিত কেন

মো. শাহিন আলম

আমাদের মধ্যে পেশাকে সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করার প্রবণতা রয়েছে, যা মানসিক বৈকল্যের বহিঃপ্রকাশ। পেশা কখনও মহৎ হতে পারে না; মহৎ হন ব্যক্তি। আর সেই ব্যক্তি যে কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারেন। অথচ সামাজিক কাঠামোতে এমন মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে কিছু পেশাকে অযৌক্তিকভাবে উঁচে এবং কিছু পেশাকে নীরবে নিচু পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় কৃষি ও কৃষকের পেশার অবমূল্যায়নে। অথচ খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গ্রামীণ জীবনের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে কৃষির ওপর।

এই মানসিক সংকট শুধুই যে ব্যক্তিগত সংকোচ, তা বলা যাবে না। বরং এটি দীর্ঘদিনের সামাজিক ও কাঠামোগত মানসিকতার ফল। গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় এ সংকট দেখেছি। বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, অনেক কৃষক নিজেদের পেশাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছেন। তারা ধীরে ধীরে এই পেশা থেকে বেরিয়েও যাচ্ছেন। যারা এখনও এই কর্মে নিযুক্ত; কম-বেশি তাদের অনেকেই চান না তাদের সন্তানরা অন্তত এই পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করুক। সন্তানরা যেন অন্য কোনো উপায়ে বা পেশায় জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পান।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫ অনুযায়ী, দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১০ দশমিক ৯৪ শতাংশ এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ এখনও প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। যদিও বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমানে জিডিপিতে এ খাতের অবদান তুলনামূলক কিছুটা কমছে, তবুও কর্মসংস্থানের দিক থেকে জনশক্তি-নির্ভরতা এখনও স্থিতিশীল।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতির পেছনে একটি প্রধান প্রাকৃতিক শক্তি বা উৎস কাজ করে। যেমনটা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ তেল ও গ্যাসকে তাদের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় কৃষির বিকল্প কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ এই মুহূর্তে দৃশ্যমান নয়। আমাদের শক্তি নদ-নদী, খাল-বিল, সর্বোপরি বিস্তীর্ণ কৃষিজমি।

এই প্রেক্ষাপটে কৃষি ঘিরে আমাদের মানসিক কাঠামোর মৌলিক সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়নের পথে খুব বেশি এগোনো যাবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষিকে আর মন্দের ভালো হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম, গণমাধ্যমের উপস্থাপন কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের বয়ানে কৃষিকে একটি নিরাপত্তামুখী পেশা হিসেবে তুলে ধরতে হবে। যেভাবে বিসিএস, ব্যাংক বা করপোরেট চাকরিকে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি, সেভাবে কৃষিকেও সম্মানজনক পরিচয়ের জায়গাটুকু আমাদের করে দিতে হবে।

■ মো. শাহিন আলম: সাবেক শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমকাল বৃহস্পতিবার। ৫ মার্চ ২০২৬।

গৃহস্থালি কাজের সমান বণ্টনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নারীর 'সময় দারিদ্র্য' নিরসনে গৃহস্থালি কাজের সমান বণ্টনের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজন। তারা বলেছেন, অবৈতনিক যত্ন ও গৃহস্থালি কাজের ভারসাম্যহীন বণ্টন নারীর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি জাতীয় অর্থনীতিতেও অদৃশ্য প্রভাব ফেলে। গৃহস্থালি কাজের সমান বণ্টনের মাধ্যমে নারীর প্রতি এই বৈষম্য দূর করতে হবে।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) আয়োজিত 'পরিবর্তনের সময়: অবৈতনিক সেবার নিয়ম পরিবর্তনে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। নারীর সময়-দারিদ্র্য ও অদৃশ্য শ্রমের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে তরুণদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

দুই পর্বের সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন এমজেএফ-এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। দ্বিতীয় প্লেনারি অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (সিআরডি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোখলেসুর রহমান।

সেমিনারে বিশিষ্টজন

বক্তব্য দেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিগড) প্রফেসোরিয়াল ফেলো অধ্যাপক ড. সেলিম জাহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. তৈয়েবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক ড. অতনু রাব্বানি, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অর্থনীতির স্বাধীন পর্যালোচনা (আইআরবিডি) কর্মসূচির সমন্বয়ক তৌফিকুল ইসলাম খান, ঢাকায় সুইডেন দূতাবাসের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ রেহানা খান প্রমুখ।

সেমিনারে নারীর ওপর অবৈতনিক সেবাকর্ম ও গৃহস্থালি কাজের অসম চাপের চিত্র তুলে ধরে জানানো হয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের সময়ের ব্যবহারের ওপর পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, দেশে নারীরা পুরুষের তুলনায় অবৈতনিক গৃহস্থালি ও যত্নের কাজে ৫ থেকে ৭ গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। এই বৈষম্যমূলক বণ্টন নারীকে 'সময় দারিদ্র্যের' দিকে ঠেলে দিচ্ছে; যার ফলে শিক্ষাগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান, বিশ্রাম, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নাগরিক অংশগ্রহণে তাদের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে। এতে ব্যক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অধ্যাপক সেলিম জাহান বলেন, তরুণদের মনে রাখতে হবে, ঘর শুধু নারীর নয়, এটি নারী ও পুরুষ উভয়েরই। এই বোধ তৈরি হলে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।

অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমান বলেন, নারীর গৃহস্থালি কাজ 'আনপেইড ওয়ার্ক' বিবেচনায় নিয়ে এর মূল্যায়ন করা হয় না। আশা করি, নারীরা তাদের প্রাপ্য সম্মান পাবেন।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, ঘরের কাজ হলো 'লাইফ স্কিল'। পরিবার থেকে এটি শিখতে হবে। জনগণের করের টাকায় যারা পড়াশোনা করেন, তারা কোনো কাজ না করলে সেটি হবে অপরাধ।

রেহানা খান বলেন, আনপেইড ওয়ার্কের সঙ্গে দারিদ্র্য জড়িত। এই আনপেইড ওয়ার্কের কারণে অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যায়।

শাহীন আনাম বলেন, আনপেইড ওয়ার্কে ব্যস্ত থাকায় নারীর কোনো লক্ষ্য থাকে না। তাই গৃহস্থালি কাজের সমান বণ্টনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অসম শ্রমবণ্টনের শারীরিক ও মানসিক প্রভাব এবং সমান অংশগ্রহণের ইতিবাচক পরিবর্তন তুলে ধরা হয়।

কালের কণ্ঠ

শোভন কাজ

ঢাকা । বুধবার । ৪ মার্চ ২০২৬

সাইবার সহিংসতায় ৯৭% নারী-শিশু

বিশ্ব যৌন নিপীড়নবিরোধী দিবস আজ

নিখিল ভদ্র ▷

- ভুক্তভোগী সবচেয়ে বেশি ৭৬% নারী, ২১% অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাশিশু ও ৩% পুরুষ
- ফেসবুকে ৭৭% শিশু ঝুঁকিতে
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ

ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নারী ও শিশুর ওপর সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে। বর্তমানে ৯৭ শতাংশ নারী ও শিশু সাইবার সহিংসতার শিকার। সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন প্ল্যাটফর্মের সাম্প্রতিক তথ্য এটি।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে বড় ধরনের পরিবর্তন এলেও পরিবার বা সমাজের কোনো স্তরেই নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র—এমনকি সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিবারেও নারী ও শিশুরা নিরাপদ নয়। তারা প্রতিনিয়ত যৌন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে।

এমন প্রেক্ষাপটে আজ ৪ মার্চ বিশ্ব যৌন নিপীড়নবিরোধী দিবস পালিত হচ্ছে। যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিবছর এই দিবসটি পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে যৌন নিপীড়ন বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। যৌন নিপীড়ন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নতুন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ-২০২৬' বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন তাঁদের জীবদ্দশায় শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হন বলে জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইল্ডলাইট গ্লোবাল চাইল্ড সেফটি ইনস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতি আট শিশুর একটি গত এক বছরে অসম্মতিমূলক কথাবার্তা, যৌনতা-সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও অনুমতি ছাড়াই ছড়িয়ে

নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ

কেয়া আক্তার ▷

- এক মাসে অন্তত ৩৫ জন নারী ও শিশু ধর্ষণ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র

কাজের সূত্রে স্ত্রী ও ১৫ বছরের মেয়েকে নিয়ে নরসিংদীর মাধবদী বিলপাড় এলাকায় ভাড়া থাকতেন বাবা। প্রায় ১৫ দিন আগে স্থানীয় কয়েকজন যুবক মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে সেই ঘটনার মীমাংসা স্থানীয়ভাবে করা হয়। তবে ঘটনার শেষ এখানেই নয়। ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় ২৫ ফেব্রুয়ারি মেয়েটিকে তার বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরদিন সকালে সরিষাক্ষেত থেকে মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, গত এক মাসে অন্তত ৩৫ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এ ছাড়া নানাভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলছে।

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেশজুড়ে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপক ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। এই সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৯০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের মামলার বিচার হবে বললেও দৃশ্যত এর কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। এ কারণে সদ্যোনির্বাচিত সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে নারী ও কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা। নতুন সরকারকে এসব অপরাধ কমিয়ে আনতে হবে। বর্তমান সরকার তাদের

সাইবার সহিংসতায় ৯৭% নারী-শিশু

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

দেওয়ার ঘটনার শিকার হয়েছে। বিশ্বজুড়ে এমন ভুক্তভোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি ২০ লাখ।

সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন প্ল্যাটফর্ম'-এর তথ্য মতে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে যারা সাইবার সহিংসতার শিকার হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই নারী ও শিশু। ভুক্তভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৬ শতাংশ নারী, ২১ শতাংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাশিশু ও তিন শতাংশ পুরুষ। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার সহিংসতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্ল্যাকমেইল, ধর্ষণ, পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট ছড়ানো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে নগ্ন ছবি তৈরি করে ব্ল্যাকমেইল করার মতো ঘটনা রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করার ঘটনাও ঘটেছে। ৭০ শতাংশের বেশি ঘটনায় একই সঙ্গে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণ, ব্ল্যাকমেইল করা ও ডিজিটাল কনটেন্ট ছড়ানো হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র পরিচালিত 'স্টেপ আপ দ্য ফাইট এগেইনস্ট সেক্সচুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অব চিলড্রেন' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষার অভাবে শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণসহ নানা ঝুঁকি বাড়ছে। ৮ শতাংশ শিশু আংশিক ঝুঁকিতে ও ৬৯ শতাংশ শিশু আংশিক নিরাপদ অবস্থায় আছে। ফেসবুকে ৭৭ শতাংশ শিশু ঝুঁকিতে রয়েছে। ইনস্টাগ্রামসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও [illegible] সরাসরি অনলাইন যৌন প্রস্তাব বা হয়রানির শিকার হয়েছে।

নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে বলে জানান বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিনিয়র সহকারী পরিচালক শিবলি ইমতিয়াজ। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সহজ যে কেউ অ্যাকসেস পায় এবং নৈতিকভাবে দুর্বলরা এর অপব্যবহার করে। এখানে মেয়েদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়। গত এক বছরে নারী ও শিশু নির্যাতনসংক্রান্ত এক হাজার ২২৩টি কনটেন্ট অপসারণের অনুরোধের মধ্যে ৯৮ শতাংশেই সফল হয়েছে। কিন্তু বাজারের অনেক কম দামি রাউটারে 'প্যারেন্টাল কন্ট্রোল' ব্যবস্থা না থাকায় তদারকি কঠিন হয়ে পড়ছে।

যৌন নিপীড়ন বন্ধে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) তাপতুন নাসরীন বলেন, নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতা নিয়ে গত পাঁচ বছরে ৮৭ হাজার ৭২৭টি অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৭০২টি অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাত্র ১৮০টি মামলা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট যে যৌন নিপীড়ন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, যা নারী ও শিশু উভয়কেই প্রভাবিত করে। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, এই পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। নারী ও শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা [illegible] দায় করবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হবে, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং অপরাধীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। অন্তর্বর্তী সরকার 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ-২০২৫' অনুমোদন করলেও ওই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়নি।

নতুন সরকার অধ্যাদেশটি আইনে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি আইনের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাক্টিভিস্টস নেটওয়ার্ক (স্ক্যান) বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মুকুল। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, নারীদের পাশাপাশি শিশুরা, বিশেষ করে পথশিশুরা সব থেকে বেশি যৌন নিপীড়নের শিকার। নারী ও শিশুদের এই সহিংসতা মোকাবেলা করা কেবল মানবাধিকারের বিষয় নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য অগ্রাধিকার, যা লাখ লাখ জীবন বাঁচাতে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং সহনশীল ও শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিগত সরকারের জারি করা অধ্যাদেশটির যথাযথ বাস্তবায়ন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকার গত জানুয়ারি মাসে 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ' অনুমোদন করে। ওই অধ্যাদেশে শারীরিক, মৌখিক ইঙ্গিতপূর্ণ ও ডিজিটাল হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে পদাবনতি, চাকরিচ্যুতি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের বিধান রয়েছে। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে অধ্যাদেশটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বণিক বার্তা বুধবার, মার্চ ৪, ২০২৬

শিল্প পুলিশের আওতাধীন ৮ অঞ্চল

ঈদে বেতন-বোনাস দিতে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ২৬৬

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রতি বছর দুই ঈদ উদযাপনের আগে দেশের শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে কম-বেশি অস্থিরতা দেখা দেয়। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে শিল্প এলাকাগুলোয় অসন্তোষের ঝুঁকি অন্যবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। গত দেড় বছরে নানা কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শিল্প এলাকার কারখানাগুলোকে নিবিড় পর্যালোচনায় রেখেছে শিল্প পুলিশ। সংস্থাটির হিসাবে, ঈদুল ফিতরের আগে বেতন-বোনাস দিতে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ২৬৬।

জানা গেছে, ঈদকে কেন্দ্র করে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকার কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে সভা শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো এলাকায় এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। শ্রমিকপক্ষের দাবি, ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি মার্চের অন্তত অর্ধেক বেতন যেন তারা পায়, সেই সঙ্গে বোনাস। তবে এক্ষেত্রে অন্তত বোনাসটুকু নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি গাজী জসীম উদ্দীন বণিক বার্তাকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত যা সমস্যা আছে, আমরা মনে করছি সেগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বাকিটা বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। গোয়েন্দা তথ্যানুযায়ী, কিছু সমস্যা সৃষ্টির প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। আশা করছি বড় কোনো সমস্যা হবে না।'

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ৯ হাজার ৭৭৩টি। এর মধ্যে আশুলিয়ায় ১ হাজার ৫৯৫টি কারখানা রয়েছে। এখানে বেতন-বোনাস প্রদানে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানা ৬০টি। গাজীপুরে মোট ২ হাজার ৮০৬টির মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ৮২। চট্টগ্রামে শিল্প পুলিশের আওতাভুক্ত কারখানা রয়েছে ১ হাজার ৬৭৬টি। এর মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানা ৫৫টি।

নারায়ণগঞ্জে ১ হাজার ৮৮৪টির মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানা ২৫টি। ময়মনসিংহে মোট কারখানার সংখ্যা ২৮৯। এর মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ ৪০টি। খুলনায় মোট ৭৫৮টির মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ কোনো কারখানা নেই। কুমিল্লায় মোট কারখানার সংখ্যা ৩১৭। সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানা চারটি। সিলেটে মোট ৪৪৮টির মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ কোনো কারখানা নেই।

খাতভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমেও ২৬৬টি কারখানার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে শিল্প পুলিশ। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ৮৫ এবং বিকেএমইএর ৩৭টি। সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সদস্য কারখানাগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য অসমর্থ ৩৬টি। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানা নয়টি। কোনো সংগঠনের আওতায় নেই এমন সম্ভাব্য অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ৯৭।

শিল্প পুলিশের পর্যালোচনা অনুযায়ী, শিল্প এলাকাগুলোয় সমস্যাসংকুল কারখানা সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক খাতের। ২৬৬টির মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের কারখানা ১৭০টি; বাকি ৯৬টি অন্যান্য খাতের। এছাড়া শিল্প পুলিশের আওতাবহির্ভূত ঢাকা মহানগরীর ১০টি কারখানা বেতন-বোনাস দিতে ব্যর্থ হতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বেতন-বোনাস পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন বেশকিছু তৈরি পোশাক কারখানা নজরদারিতে রয়েছে। এদের উচ্চ ঝুঁকি, মধ্যম ঝুঁকি ও ঝুঁকিপূর্ণ—এ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ১৮০টি কারখানায় কর্মরত রয়েছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৯২ জন শ্রমিক। এখানে বেতন-বোনাস পরিশোধ না হওয়া ও শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট, মাঝারি ও সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোয় বেতন-বোনাস দিতে সমস্যা বেশি হতে পারে। ২০ রমজানের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সোচ্চার হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গতকাল ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৯৪তম সভা এবং আরএমজিবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (আরএমজি টিসিসি) ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেশের সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা, আরএমজি খাতে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ ও ছুটি মঞ্জুর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপদেষ্টা মাহদী আমিন।

সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন সাত কর্মদিবসের মধ্যে এবং ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করতে নির্দেশনা দেন।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৫ মার্চ ২০২৬

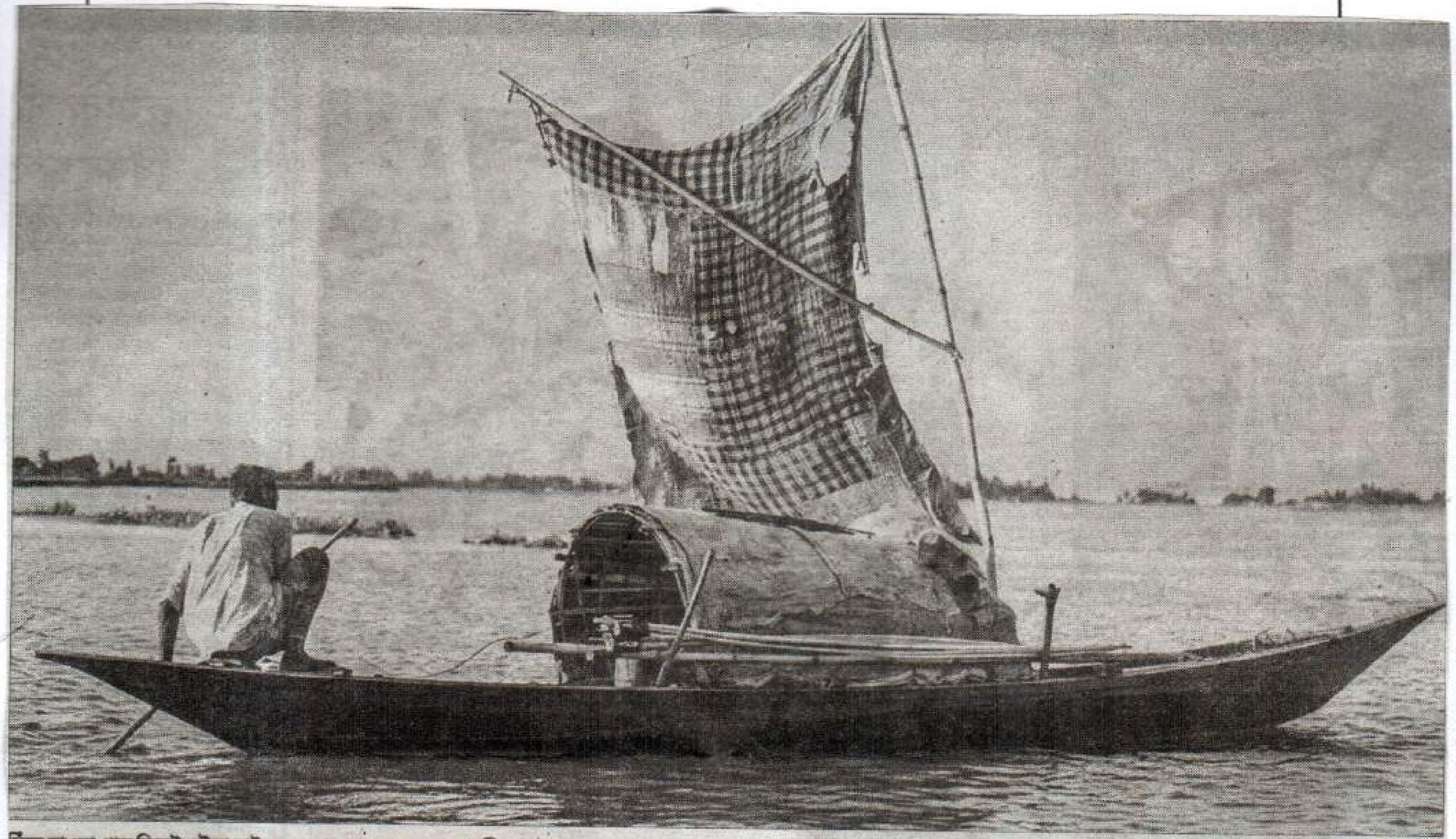

ছিঁড়ে যাওয়া পাল নিয়েই নৌকা বাইছেন অভাব আর ধারদেনায় জর্জরিত গাইবান্ধার এক জেলে ● সময়ের আলো

ঋণে ফাঁসা জাল-নৌকার জীবন

গাইবান্ধার জেলেদের নদী আঁকড়ে বাঁচার সংগ্রাম

● কায়সার রহমান রোমেল গাইবান্ধা

জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক যেন এক অবিচ্ছেদ্য সেতু। সেই সেতু ধরেই বছরের পর বছর বেঁচে আছেন গাইবান্ধার জেলেরা। জেলার মৎস্য বিভাগের তথ্যমতে, এখানে নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা ২১ হাজার ৩১০ জন। এর মধ্যে সরাসরি নদ-নদী থেকে মাছ আহরণের সঙ্গে যুক্ত আছেন ৭ হাজার ৬৪২ জন জেলে– যারা তিস্তা, যমুনা, করতোয়া, ঘাঘটসহ প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে জীবিকা খুঁজে নেন। জাল আর নৌকা– এই দুই সম্পদই তাদের সম্বল। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে নদীর মেজাজ। এখন আর আগের মতো মাছ ওঠে না জালে। নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসতে হয় প্রায় শূন্য হাতে। সংসার চালাতে গিয়ে বাড়ছে ঋণের বোঝা, বাড়ছে হতাশা– তবু নদী ছাড়তে পারেন না তারা।

নদ-নদীতে মাছের ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গাইবান্ধার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুর রাশেদ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে জেলার নদ-নদীগুলোর পানি আগের তুলনায় দ্রুত কমে যাচ্ছে। নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে, অনেক স্থানে চর জেগে উঠছে। এতে মাছের স্বাভাবিক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তিনি আরও জানান, পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে অবৈধ জাল ব্যবহার। নদীতে কিছু জেলে চায়না জাল ও কারেন্ট জাল ব্যবহার করছেন, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব সূক্ষ্ম ফাঁসের জালে ছোট মাছ ও পোনা পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। ফলে মাছের বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বলেন তিনি। ভরা মৌসুমেও প্রত্যাশিত পরিমাণ মাছ ধরা না পড়ার পেছনে এটিকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। জেলেদের বারবার সচেতন করা হলেও অনেকেই তা মানছেন না বলে আক্ষেপ করেন এই কর্মকর্তা।

নদীদখল ও দূষণের বিষয়টিও স্বীকার করে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, মাছের বিচরণস্থল ও প্রজনন এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, আবার শিল্প ও স্থানীয় বর্জ্যে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এতে মাছের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তিনি জানান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে অবৈধ জাল উচ্ছেদ ও দখল-দূষণের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

সদর উপজেলার কামারজানী বন্দর এলাকার জেলে নিখিল দাসের জীবন নদীকেন্দ্রিক। ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন, তার বাবা-দাদারা কীভাবে জাল ফেলে সংসার চালাতেন। এখন সেই নদীতে দাঁড়িয়ে তার চোখে ক্লান্তি। হতাশ কণ্ঠে বলে চলেন, আগে একবার জাল ফেললেই মাছ উঠত। রুই, কাতলা, বোয়াল– কত মাছ ছিল! এক দিনে চার-পাঁচ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করতাম। এখন সারাদিন জাল ফেলে দেড়-দুই হাজার টাকার মাছ পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। নিখিল দাস জানান, জীবিকা চালাতে ছয়-সাতজন মিলে মাছ ধরেন তারা। ইঞ্জিনের তেল, জাল মেরামত, খাবারের খরচ বাদ দিলে জনপ্রতি হাতে থাকে গড়ে ৩০০ টাকার মতো। সেই টাকায় সংসার চলে না। অনেকেই বাধ্য হয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিচ্ছেন। কেউ পেশা বদলে দিনমজুর হয়েছেন, কেউ রিকশা চালাচ্ছেন। কিন্তু নিখিল এখনও নদী ছাড়েননি। তার কথায়, বাপ-দাদার পেশা। নদী ছাড়া উপায় নেই।

ফুলছড়ি উপজেলার বালাসী ঘাটে গিয়ে দেখা যায়, জেলেরা নৌকা নিয়ে ফিরছেন। নৌকায় মাছ নেই, আছে হতাশা। ২৮ বছর ধরে মাছ ধরা বিমল বিশ্বাস বলেন, এখন নদীতে সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে। মাঝারি আকারের মাছও মেলে না। মাছের এমন আকাল আগে দেখিনি। তার কণ্ঠে আক্ষেপ– একসময় নদী ছিল সোনার খনি। এখন খনিতেই সোনা নেই।

তিস্তামুখঘাট এলাকার বিদ্যানন্দ বিশ্বাস দুই যুগের বেশি সময় ধরে জেলে। তিনি বলেন, আগে ভেসাল জালে টেংরা, পুঁটি, কই, শিং ধরা পড়ত। এখন নদীতে মাছ নেই বললেই চলে। বাধ্য হয়ে পুকুরের চাষের মাছ বিক্রি করছি।

জেলেদের অভিযোগ, নদ-নদীতে চায়না দুয়ারি ও কারেন্ট জালের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এসব জালে মা মাছসহ ছোট মাছ নির্বিচারে ধরা পড়ছে। ফলে প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। নদীর নাব্যতা কমে গেছে, দূষণ বেড়েছে– সব মিলিয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

জেলায় নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতি রয়েছে ১২০টি। এসব সমিতির নেতাদের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, জেলেদের বড় অংশই এখন ঋণের জালে আটকে আছে। কেউ এনজিওর কিস্তি পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন, কেউ সংসার চালাতে নতুন ঋণ নিচ্ছেন। নিষেধাজ্ঞার সময় সরকার সহায়তা দেয়, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। নিবন্ধিত অনেক জেলে সহায়তা পান না। ফলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

জেলার মৎস্য অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২ হাজার ১৮৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গাইবান্ধা জেলায় ৭টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা এবং ৮১টি ইউনিয়নের মোট ১ হাজার ২৪৪টি গ্রামে ২৫ লাখ ৬২ হাজার ২৩২ জন মানুষ বসবাস করেন। এখানে বছরে ৫২ হাজার ৩৭২ মেট্রিকটন মাছের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হয় ৪৩ হাজার ৭২ মেট্রিকটন।

THE FINANCIAL EXPRESS March 4, 2026

Creating jobs and driving growth-where should the focus be?

Despite notable improvements in macroeconomic indicators in recent years, Bangladesh now faces an urgent challenge: creating sufficient jobs and stimulating economic growth. The slowdown in new investment, combined with the closure of existing factories, has left many workers unemployed and weakened industrial momentum. At the same time, gross domestic product (GDP) growth has declined significantly. Provisional estimates for FY25 suggest growth between 3.49 percent and 3.97 percent, marking the lowest rate since the pandemic and continuing a three-year downward trend. This signals not merely a temporary fluctuation, but a deeper structural concern.

In this context, the government must confront a critical strategic choice. One option is to replicate past growth models that delivered short-term expansion but created long-term vulnerabilities, including financial fragility, inefficient capital allocation, and weak industrial competitiveness. While such measures may produce immediate statistical improvements, they risk undermining future stability and growth.

The alternative-and more sustainable-approach is to diagnose and address the root causes of declining investment and factory closures. These may include governance weaknesses, financial sector inefficiencies, policy uncertainty, inappropriate strategy and inadequate support for productivity-enhancing innovation through local value addition. By focusing on structural reforms that improve investor confidence, strengthen institutions, and enhance competitiveness, Bangladesh can create durable employment opportunities and achieve resilient, long-term economic growth rather than temporary, fragile gains.

According to media reports, although foreign currency reserves have recovered and panic in the financial sector has eased, private investment in Bangladesh remains subdued. Foreign exchange reserves, which fell sharply from $48 billion in 2021 to $25.90 billion in August 2024, rebounded to $34.3 billion by February 2026. The exchange rate also stabilised at around Tk 123 per US dollar after depreciating nearly 40 percent over the previous three years. Meanwhile, the balance of payments returned to a surplus of $0.76 billion in February 2026, a notable improvement from the $4.3 billion deficit recorded in August 2024. These trends suggest visible progress in restoring macroeconomic stability.

Despite these improvements, both domestic and foreign investment have declined sharply over the past two years. Registered domestic investment fell by 58 percent in the 2024-2025 fiscal year compared to the previous year, while foreign direct investment showed a similar downward trend. At the same time, factories closed. For example, more than 350 BGMEA member garment factories closed between 2024 and late 2025, particularly in Savar, Gazipur, and Narayanganj, leaving nearly 120,000 workers unemployed.

Despite the restoration of fiscal discipline, non-performing loans in Bangladesh have reached alarming levels, with actual bad loans estimated at35 percent of total lending.Corruption, weak governance, poor monitoring, and political influence are widely cited causes. However, structural economic factors also deserve attention. Declining labour-based local value addition, increasing technology import and rising input costs are eroding profitability, making it increasingly difficult for firms to repay loans sustainably.

These alarming developments raise fundamental questions. Why has investment failed to respond positively and non-performing loans skyrocketed despite improving financial indicators and restored stability? The answer likely lies beyond macroeconomic recovery, pointing toward deeper structural barriers affecting local value addition, profitability, and long-term industrial sustainability.

Among the reasons behind widespread factory closures in Bangladesh, rising production costs, energy prices, and raw material expenses are frequently cited. Yet a deeper, more structural issue has emerged: a significant decline in labour-based value addition. A recent study shows that despite a decade of robust manufacturing expansion, employment in productive sector has fallen by 1.4 million. This suggests that factors beyond financial distress, lack of orders, labour unrest, or political changes are driving the problem.

The readymade garment (RMG) industry, which forms the backbone of Bangladesh's exports, exemplifies this erosion of value addition and competitiveness. In 2013, producing and exporting $1 million worth of garments required 220 workers. By 2024, the same output needed only 94 workers, largely due to automation and adoption of advanced technologies. While technology can boost efficiency, Bangladesh's technology-import-centric low-cost labour model is undermining its core competitive advantage: labour-driven value creation in replication. Imported technologies are effectively replacing the very workforce that has historically powered the country's manufacturing success.

If this trend continues unchecked, relying on past approaches to revive investment and create jobs-without addressing declining labour value-may fail. Bangladesh faces a critical choice: either restructure its industrial strategy to substitute labour-driven competitiveness or risk repeating cycles of growth followed by jobless industrialisation.

Declining labour-based value addition has pushed many industries in Bangladesh into unprofitable territory. In electronics assembly, for example, labour contributes just 2 percent of production cost, while in furniture making it accounts for only 6 percent. With firms still obliged to repay loans and other dues, generating profits becomes increasingly difficult. Combined with rising input costs, these structural challenges make natural closures inevitable for existing firms. Under such conditions, expecting new investment to flourish is unrealistic.

Sustainable industrial growth requires addressing the erosion of local value addition and restoring the economic viability of labor-driven production.

It appears that Bangladesh's technology-import-centric,labour-based value addition through replication has lost its ability to generate profitable industrial growth, whether for domestic consumption or export markets.

Despite this, there is little evidence that the issue is being addressed at a structural level. Instead, reports indicate that defaulted loans of closed factories are being rescheduled, with fresh loans offered to resume production. While such measures may temporarily create jobs and support economic activity, they raise serious questions about long-term viability. Can firms with low labour-based value addition truly achieve profitability and repay their loans? If the underlying value addition is insufficient and production costs remain high, how can oversight ensure profitable operations and loan recovery? Policymakers must consider this core challenge to determine where investment and job-creation efforts should focus. Without addressing the structural limitations of labour-based value addition, temporary interventions risk perpetuating cycles of unprofitable industrial activity and increasing non-performing loans.

M. Rokonuzzaman, Ph.D is academic, and researcher on technology, innovation and policy.
Zaman.rokon.bd@gmail.com

সমকাল

শুক্রবার । ৬ মার্চ ২০২৬ ।

মৎস্যজীবীর ত্রাণ সহায়তা

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

সরকার পদ্মা ও মেঘনা নদীর অভয়াশ্রমসহ দেশের কয়েকটি এলাকায় মৎস্য আহরণে পহেলা মার্চ হইতে দুই মাসের যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে, উহা যথাযথ হইলেও এই সময়ে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিপূরণের যথার্থতা লইয়া প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে জাটকা এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মা ইলিশ রক্ষায় সরকার নদনদী ও সমুদ্রে সকল প্রকার মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে। তবে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন জেলেদের জন্য সরকার যেই ত্রাণ সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে, উহা যথাযথরূপে বিতরণ করা হয় না বলিয়াও অভিযোগ বিস্তর। বুধবার প্রকাশিত সমকালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইলিশ শিকার হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক জেলের ৮০ কেজি চাউল পাইবার কথা থাকিলেও শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে জেলেদের আট-দশ কেজি চাউল কম দেওয়া হইয়াছে। মাঠ পর্যায়ে জেলেদের সরকারি সহায়তা সম্পূর্ণ না পাইবার বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কারণ জেলে পরিবারগুলি শুধু মৎস্য আহরণ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞাকালে সকল ধরনের মৎস্য শিকারে বাধা থাকায় তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাহাদের খাদ্য সহায়তারূপে শুধু চাউল প্রদান করা কেন? উপরন্তু সেই চাউলও যদি তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ না পাইয়া থাকেন, তবে জেলেদের অন্ন সংস্থান হইবে কী প্রকারে?

ইলিশ আমাদের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য এবং বিশ্বে উৎপাদিত বিপুল অধিকাংশ ইলিশ বাংলাদেশেই উৎপাদন হইয়া থাকে। নিষেধাজ্ঞার দুই মৌসুমে ইলিশ আহরণ স্থগিত রাখিতে পারিলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এক যুগ পূর্বে যেই ইলিশ আহরণ ছিল প্রায় তিন লক্ষ টন; মধ্যখানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া পাঁচ লক্ষ টন অতিক্রম করিলেও সাম্প্রতিক প্রবণতা নিম্নমুখী। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং গবেষণা এই ক্ষেত্রে আরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করিতে পারে। বিশেষ করিয়া নিষেধাজ্ঞাকালীন যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উহা অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি জেলেদের চাহিদা যথাযথ পূরণ না করা হয়, তবে উভয় দিক হইতেই শঙ্কা থাকিয়া যায়। জেলেদের পেশা যথা মৎস্য আহরণ, তথায় দীর্ঘ দুই মাস মৎস্য শিকারে বিরত থাকিয়া বাঁচিতে হইলে প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণ করিতে হইবে। বিপরীতে যখন তাহারা বরাদ্দকৃত খাদ্য চাহিদা না পাইয়া থাকেন, উহা দুঃখজনক।

ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রভাবশালীরা প্রশাসনের যোগসাজশে মৎস্য আহরণ করিয়া থাকে। বিপরীতে এই সময়ে ইলিশ সুরক্ষা অভিযানের নামে জেলেদের উপর নিপীড়ন চালানো হইয়া থাকে। একান্তই জীবিকার তাগিদে যেই সকল জেলে এই সময় মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন, তাহাদের বিষয়ে কঠোরতর মনোভাব প্রত্যাশিত নহে। তাহাদের কারাগারে না পুরিয়া কিংবা জাল-নৌকা ধ্বংস না করিয়া লঘুদণ্ডের বিষয়টি সংবেদনশীলতার সহিত বিবেচনা করা আবশ্যক।

সমকালের প্রতিবেদনে শরীয়তপুরের জেলেদের আট-দশ কেজি চাউল কম দিবার বিষয়টি আসিলেও সমগ্র দেশেই এহেন প্রবণতা অস্বীকার করা যাইবে না। ইহার সহিত প্রকৃত জেলেরাই খাদ্য সহায়তা পাইতেছে কিনা, উহা প্রশ্নসাপেক্ষ। তজ্জন্য প্রকৃত জেলেদের তালিকা করিয়া পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা প্রদান করিতে হইবে। শরীয়তপুরের ঘটনায় ট্যাগ অফিসার অভিযোগ করিয়াছেন, বস্তায় কিছু চাউল কম থাকায় জেলেরা কম পাইতেছে। আমরা মনে করি, এইভাবে চাউল সহায়তা না দিয়া আর্থিক সহায়তা আরও ফলপ্রসূ হইতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতি বৎসর নিষেধাজ্ঞার সময়ে আর্থিক সহায়তা পাইলে তাহারা সকল প্রকার চাহিদা মিটাইতে পারিবেন। ইহাতে চাউল বহন, বিতরণ ইত্যাদি ঝামেলাও চুকিয়া যাইবে। তবে শরীয়তপুরের দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের আলোচ্য চাউল বিতরণে অনিয়ম খতাইয়া দেখিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। জেলেদের কোনোভাবেই বঞ্চিত করা যাইবে না।

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ২২ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Saturday 7 March 2026

গ্যাস সংকটে চার ইউরিয়া কারখানা ১৫ দিনের জন্য বন্ধ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) অধীন পাঁচটি কারখানার মধ্যে বর্তমানে চালু আছে শুধু শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড।

ঘোড়াশালের পলাশ ফার্টিলাইজার, চট্টগ্রামের ইউরিয়া ফার্টিলাইজার, যমুনা ফার্টিলাইজার ও আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিসিআইসির পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) মনিরুজ্জামান গত শুক্রবার বলেন, '১৫ দিনের জন্য বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এরপর কী সিদ্ধান্ত হবে, জানি না।'

এর বাইরে বেসরকারিভাবে পরিচালিত কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) গ্যাস সংকটে উৎপাদন বন্ধ রেখেছে।

ফলে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশের ছয়টি ইউরিয়া সার কারখানার মধ্যে পাঁচটিতেই বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ।

বিসিআইসির পাঁচটি ইউরিয়া কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় চালাতে প্রতিদিন প্রায় ১৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন হয়। গ্যাস সংকটের কারণে দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ইউরিয়া সার কারখানায় ১৫ দিনের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে

মনিরুজ্জামান বলেন, 'বিসিআইসির পাঁচটি ইউরিয়া কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় চালাতে প্রতিদিন প্রায় ১৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন হয়। চালু থাকা শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানার দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন।'

এদিকে ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় জ্বালানি সাশ্রয়ের নির্দেশনা জারি করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

গত বৃহস্পতিবার জারি করা নির্দেশনায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমানো, গ্যাসচালিত যন্ত্রপাতির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার পরিহার এবং পাইপলাইনে লিক রোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত সীমিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ৪ মার্চ ২০২৬,

কঠিন ঝুঁকিতে লক্ষাধিক শ্রমিক

● ভিসার মেয়াদ শেষ অনেকের ● প্রতিদিনই বাড়ছে ফ্লাইট বাতিল

সরোয়ার আলম

দীর্ঘদিন পর আরব-আমিরাত থেকে দেশে আসেন আবদুর রহিম। ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার তারিখ ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। সব প্রস্তুতি নিয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের ইরান হামলার কারণে ফ্লাইট স্থগিত। এই তথ্য শুনে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে তিনি ফিরে যান গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায়। গতকাল মঙ্গলবার টেলিফোনে জানান, তার সবশেষ হয়ে গেছে। ভিসার মেয়াদের শেষ দিন ছিল গতকাল। এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। প্রতিদিনই তার মতো কয়েক হাজার প্রবাসী শ্রমিক রাজধানীর শাহজালাল ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে ভিড় করছেন। ফ্লাইট বাতিলের খবরে তাদের আহাজারিতে গত কয়েক দিন বিমানবন্দরের বাতাস ভারী হয়ে আছে।

রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সংগঠন বায়রার তথ্য বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে অন্তত লক্ষাধিক শ্রমিক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছেন। তাদের বেশির ভাগেরই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা শেষ হওয়ার পথে। আগামী ১৫ দিন এভাবে চলতে থাকলে শ্রমবাজারে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। সরকারকে এ ব্যাপারে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। যেসব দেশে শ্রমিকরা আছেন এবং যাচ্ছেন ওইসব দেশের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলে ভিসার মেয়াদ বাড়াতেই হবে। তা ছাড়া অনেকে বিভিন্ন দেশ থেকে ট্রানজিট নিয়ে দেশে আসার সময় আটকা পড়েছেন। ফ্লাইট চলাচল না করায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অনেকে না খেয়েও দিন-রাত পার করছেন বলে তথ্য মিলছে।

বিমানবন্দর-সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানান, ঝুঁকি নিয়ে কয়েকটি রুটে ইউএস-বাংলা ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস চলাচল করছে। ওইসব ফ্লাইটে যারা আসছেন, তারাও ভয়ের মধ্যে থাকছেন। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করছে ইরান। আবার আমেরিকা ও ইসরাইলও পাল্টা আক্রমণ করছে। এসব কারণে প্রতিদিনই ফ্লাইটের সংখ্যা কমে আসছে। এভাবে চলতে থাকলে যেকোনো সময় সব রুটেই ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। গতকাল পর্যন্ত ১৮২টি ফ্লাইট চলাচল বাতিল করা হয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, 'কর্মীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার বিষয়টিতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া দরকার। যুদ্ধের কারণে অনেক শ্রমিকের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিকল্পভাবে তাদের কর্মস্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা অসহায়। আমরা যতটুকু পারছি তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।' একই কথা বলেছেন বায়রার নেতা মোবারক উল্লাহ শিমুলও। তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের নিয়ে আমরাও উদ্বেগের মধ্যে আছি।'

সংশ্লিষ্টরা আরও জানান, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে পাল্টাপাল্টি হামলায় মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে থাকা বাংলাদেশিরা আছেন আতঙ্কে। ইতিমধ্যে ইরান ও ইসরায়েলের বাইরে সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, জর্ডান ও আবুধাবিতে বিস্ফোরণ হচ্ছে। এসব বিস্ফোরণে মৃত্যুর খবরও এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওইসব দেশে থাকা বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। একই সময় ঢাকা থেকে দূতাবাসগুলোকে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে সরকার।

ভিসার মেয়াদ শেষ : ঘনিয়ে আসছে দুঃসময় : বর্তমানে বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভিসার মেয়াদ। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য যারা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন, তাদের অনেকেরই ভিসার মেয়াদ আর মাত্র কয়েক দিন বাকি।

ভুক্তভোগী শ্রমিক রুহুল আমিন বলেন, 'জমি বন্ধক রেখে আর চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ৩ লাখ টাকা জমা দিয়েছি এজেন্সিকে। এখন ভিসা হাতে আছে কিন্তু টিকিট নেই। যদি এই কয়েক দিনের মধ্যে না যেতে পারি, তবে আমার সব শেষ হয়ে যাবে। পাওনাদারদের মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারব না।'

এজেন্সিগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, প্রশাসনিক জটিলতা এবং বিভিন্ন দেশে আকামা বা কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত নিয়মের কড়াকড়িতে এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে না পারলে নিয়োগকর্তারা ডিমান্ড লেটার বাতিল করে দিচ্ছেন, যার ফলে বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন শ্রমিকরা। একাধিক শ্রমিক জানান, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। বেশির ভাগ শ্রমিকের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাতার এয়ারলাইনসে সৌদি আরবে যাওয়ার উদ্দেশে গতকাল নরসিংদী থেকে হজরত শাহজালালে আসেন যাত্রী রফিকুল ইসলাম। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে কাতারের উদ্দেশে বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করার কথা ছিল তার। এর আগে ভোর ৬টায় বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সঙ্গে তার দুই স্বজনও ছিলেন। দুপুর ১২টায় বিমানবন্দরে মালামালের লাগেজ নিয়ে অপেক্ষা করার সময় কথা হয় রফিকুল ইসলামের সঙ্গে। আক্ষেপ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ফ্লাইটটি বাতিল হয়েছে। আমাকে বহন করা সৌদিগামী কাতার এয়ারলাইনস ফ্লাইটির ট্রানজিট ছিল কাতারে। এ কারণে বাতিল হয়েছে ফ্লাইট।' সৌদি আরবে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি তার। এক মাসের ছুটিতে দেশে আসেন। ছুটি শেষে গতকাল কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফ্লাইট বাতিলের কারণে ভিসা নিয়ে বিপাকে পড়েছে। ভিসার মেয়াদ আর সাত দিন আছে। এর মধ্যে সময়মতো কর্মস্থলে যোগ দিতে না পারলে সৌদি ইমিগ্রেশন ওই দেশে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।

প্রতিদিনই বাড়ছে ফ্লাইট বাতিল : ভোগান্তির নতুন মাত্রা : বিমানবন্দরের চিত্র এখন অত্যন্ত করুণ। গত এক সপ্তাহে ঢাকা ও চট্টগ্রামে শত শত ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এয়ারলাইনসগুলোর পক্ষ থেকে কারিগরি ত্রুটি বা 'অপারেশনাল কারণ' দেখানো হলেও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য এটি মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরেজমিনে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা যায়, হাজারো মানুষ কনকোর্স হল এবং পার্কিং এরিয়ায় অপেক্ষা করছেন। কারও চোখে ঘুম নেই, মুখে অন্ন নেই। চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিত্রও অভিন্ন। সেখানে প্রবাসী শ্রমিকদের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। অনেকে বিলাপ করে কাঁদছেন। তাদের এই কান্নার শব্দ বিমানবন্দরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের দেয়ালে

প্রথম আলো
শনিবার, ৭ মার্চ ২০২৬, ২২ ফাল্গুন ১৪৩২

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস

নির্ধারিত সময়েই পরিশোধ করুন

প্রতিবছরই ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অধিকাংশ মালিক ঈদের আগে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে থাকেন। আবার কিছু কারখানাকে ঘিরে শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবার আসন্ন ঈদুল ফিতর সামনে রেখে দেশের শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের বিষয়ে সরকার একটি নির্দেশনা দিয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং ১২ মার্চের মধ্যে বোনাস দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ-সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্তও একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমরা আশা করব, কারখানার মালিকেরা সরকারের নির্দেশনা মেনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করবেন।

প্রতিবছরই একাধিক কারখানার শ্রমিকেরা বেতন-বোনাসের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। দেশে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সবচেয়ে বড় উৎসব সামনে রেখে শ্রমিক বঞ্চনা ও অসন্তোষ কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটি জাতির জন্য লজ্জাজনকই বলতে হবে। যে শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে জোরালো ভূমিকা রাখেন, তাঁদের ঈদযাত্রা ও উৎসব উদ্‌যাপনে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হোক আমরা চাই না।

দুঃখজনক হচ্ছে, এ বছরও শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এখনো ১৮০টি পোশাক কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধ না করার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তিন শতাধিক কারখানা জানুয়ারি মাসের বেতনই পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে নির্দেশনা দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ নয়। কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

পোশাক খাতের মালিকপক্ষ বৈশ্বিক মন্দা, রপ্তানি আয়ের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধি এবং তারল্যসংকটের কথা বারবার বলে আসছেন। তাঁদের এই সংকটের কথা বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশ ব্যাংক সচল রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোর জন্য এক মাসের বেতন সমপরিমাণ সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এটি মালিকপক্ষের জন্য একটি বড় সুযোগ। সরকারের পক্ষ থেকে এই আর্থিক সহায়তার পর এখন আর বেতন-ভাতা আটকে রাখার কোনো যৌক্তিক অজুহাত থাকতে পারে না। ঋণের অর্থ যেন সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে যায়, সেই শর্তটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়; এতে মধ্যস্বত্বভোগী বা স্বচ্ছতার অভাব দূর হবে।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা এবং রেশনের মতো মানবিক দাবিগুলোও টেবিলে রয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে যে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন, তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তবে তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সময়মতো পাওনা পরিশোধ। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের টানাপোড়েন যেন জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি এই তৈরি পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল না করে।

আমরা মনে করি, নির্দেশনার বাইরে সরকারের আরও দায়িত্ব রয়েছে। যেসব কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত, সেগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। কোনো অবস্থাতেই যেন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার জন্য ঈদের আগে রাজপথে নামতে না হয়। মালিকপক্ষকে মনে রাখতে হবে, এসব শ্রমিকই তাঁদের সারা বছরের ব্যবসা সচল রাখেন। ফলে শ্রমিকদের ঈদের আনন্দ নিশ্চিত করা তাঁদের দায়িত্ব। এটি শ্রমিকদের অধিকার। অন্যদিকে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সহজ শর্তের এই ঋণসুবিধা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও সচল কারখানাই পায়।

উৎসবের আনন্দ কেবল মালিক বা উচ্চবিত্তের জন্য নয়; তা যেন কারখানার সাধারণ শ্রমিকের ঘরেও সমানভাবে পৌঁছায়। একটি শান্তিপূর্ণ ও স্বস্তির ঈদের জন্য মালিক, শ্রমিক ও সরকার—তিন পক্ষকেই সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বণিকবার্তা সোমবার, মার্চ ৯, ২০২৬

নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস—একটি দিন যা নারীর অর্জনকে উদযাপনের পাশাপাশি লিঙ্গসমতার সংগ্রামকে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রমজীবী নারীদের অধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দিবসের সূচনা হয়। পরে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয় এবং এটিকে নারী অধিকার ও উন্নয়ন নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্মে পরিণত করে। আজ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক নারী দিবস কেবল একটি প্রতীকী দিবস নয়; এটি বিশ্বব্যাপী নীতি, আন্দোলন ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী আহ্বান।

২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। এবারের প্রতিপাদ্য—'Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls.'—অর্থাৎ সব নারী ও কন্যার জন্য অধিকার, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর পদক্ষেপ। এ প্রতিপাদ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কেবল প্রতিশ্রুতি বা নীতিগত ঘোষণা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাস্তব পরিবর্তন। এখনো বিশ্বের বহু দেশে বৈষম্যমূলক আইন, দুর্বল আইনি সুরক্ষা এবং সামাজিক কুসংস্কার নারীর অধিকারকে সীমিত করে রাখছে। তাই এখন সময় এসেছে এমন পদক্ষেপ নেয়ার, যা নারীদের অধিকারকে শুধু আইনে নয়, বাস্তব জীবনেও নিশ্চিত করবে।

এ প্রতিপাদ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ রয়েছে—অধিকার, ন্যায়বিচার ও কার্যকর পদক্ষেপ। প্রথমত, নারীর অধিকার মানবাধিকারেরই অংশ এবং তা অখণ্ডভাবে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। তৃতীয়ত, সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব নীতিতে ও কর্মসূচিতে রূপান্তর করতে হবে। এ তিন স্তম্ভ একসঙ্গে বিশ্বব্যাপী লিঙ্গসমতা অর্জনের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিভিন্ন উপায়ে উদযাপিত হয়। সরকারগুলো নীতি সংলাপ ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা—বিশেষ করে লিঙ্গসমতা বিষয়ক লক্ষ্য—অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলো নারীর প্রতি সহিংসতা, কন্যাশিশুর শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারীদের কণ্ঠ আরো জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। গত তিন দশকে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতি, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে লাখ লাখ নারী কর্মীর অংশগ্রহণ দেশের রফতানি অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে নারী নেতৃত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করেছে। তবে এ অগ্রগতির পাশাপাশি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাও রয়ে গেছে। বাংলাদেশে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এখনো পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এখনো প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা ৮০ শতাংশেরও বেশি। নারীদের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যেখানে মজুরি কম, সামাজিক সুরক্ষা সীমিত এবং কর্মপরিবেশ অনিশ্চিত। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং সম্পদে নারীর অসম প্রবেশাধিকার এখনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

এ বাস্তবতা দেখায় যে কেবল উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এমন একটি কাঠামোগত পরিবর্তন, যা নারীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে সামনে আসে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে নারী প্রধানমন্ত্রী বা শীর্ষ

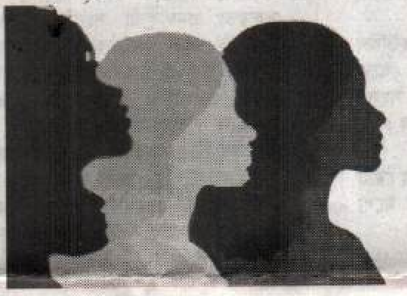

স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা আশাব্যঞ্জক। ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে বহু নারী স্থানীয় শাসন কাঠামোয় যুক্ত হয়েছেন। যদিও এসব পদে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তবুও এ অভিজ্ঞতা নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকারে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করতে পারে

নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনো অত্যন্ত সীমিত। সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনে সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নারীর সংখ্যা আগের তুলনায়ও কম ছিল। যদিও সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সংসদে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়, তবুও সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা খুবই কম। এ সীমিত প্রতিনিধিত্বের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিপুল আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন হয়, যা অনেক নারী প্রার্থীর জন্য বড় বাধা। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো এখনো অনেকাংশে পুরুষনির্ভর। ফলে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন পাওয়ার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

এছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানসিকতাও বড় ভূমিকা পালন করে। বহু ক্ষেত্রে রাজনীতিকে এখনো পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। পরিবার ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বও অনেক সময় নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাও নারীর নেতৃত্বকে সীমিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় রাজনীতিতে নারীর কম প্রতিনিধিত্বের প্রভাব গভীর। যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর উপস্থিতি কম থাকে, তখন নীতিনির্ধারণে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। মাতৃস্বাস্থ্য, শিশু পরিচর্যা, কর্মক্ষেত্রে সমতা কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতার মতো বিষয়গুলো নীতিনির্ধারণে যথাযথ গুরুত্ব পায় না।

অন্যদিকে গবেষণা দেখায় যে যেখানে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেশি, সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণসংক্রান্ত নীতির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। নারী নেতৃত্ব নীতিনির্ধারণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা যোগ করে এবং গণতন্ত্রকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হতে হবে। নির্বাচনী অর্থায়ন ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে নারী প্রার্থীদের জন্য আর্থিক বাধা কমে। নেতৃত্ব বিকাশ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নারীদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে পারে।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা আশাব্যঞ্জক। ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে বহু নারী স্থানীয় শাসন কাঠামোয় যুক্ত হয়েছেন। যদিও এসব পদে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তবুও এ অভিজ্ঞতা নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকারে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

তবে নারীর ক্ষমতায়ন কেবল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'অধিকার, ন্যায়বিচার ও কার্যকর পদক্ষেপ'—এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সব স্তরের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারকে আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী করতে হবে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতে নারীর কর্মসংস্থান ও নেতৃত্বের সুযোগ বাড়াতে হবে। নাগরিক সমাজকে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমকে নারীর অর্জন তুলে ধরতে হবে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

একই সঙ্গে নারীরাই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি। শিক্ষা, উদ্যোক্তা উদ্যোগ, সামাজিক নেতৃত্ব এবং সমষ্টিগত আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলছেন। দেশের যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি আমরা দেখছি, তার পেছনে লাখ লাখ নারীর অবদান রয়েছে—যারা পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ তাই কেবল উদযাপনের দিন নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণবার্তা। 'Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls.'—এ আহ্বান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে লিঙ্গসমতা অর্জনের পথ এখনো শেষ হয়নি। নারীর অধিকারকে আইনে এবং বাস্তবে নিশ্চিত করতে হবে, ন্যায়বিচারকে সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিবর্তনকে স্থায়ী করতে হবে।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে দেখিয়েছে যে নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী চালিকাশক্তি হতে পারে। এখন প্রয়োজন সেই অগ্রগতিকে আরো গভীর করা, যাতে প্রতিটি নারী ও কন্যাশিশু সমান অধিকার ভোগ করতে পারে, ন্যায়বিচার পেতে পারে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারে। তবেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রকৃত অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেবে।

ড. ফাহমিদা খাতুন: নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

সময়ের আলো | রোববার। ৮ মার্চ ২০২৬।

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

গাইবান্ধার গ্রামীণ জনপদে ফসলের মাঠে কাজ করা অসংখ্য নারী শ্রমিকের বাস্তবতা এখনও সেই পুরোনো বৈষম্যের গল্পই বলে ● সময়ের আলো

কাজ সমান হলেও মজুরিতে অর্ধেক

● গাইবান্ধায় কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখে নারী শ্রমিকরা ● কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও নারীর দ্বিগুণ মজুরি পায় পুরুষ শ্রমিকরা

● কায়সার রহমান রোমেল গাইবান্ধা

উত্তরের কৃষিপ্রধান জেলা গাইবান্ধার গ্রামীণ জনপদে সকাল হলেই মাঠের দিকে পা বাড়ান অসংখ্য নারী। ধান রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, সবজি ক্ষেত পরিচর্যা, ফসল কাটা কিংবা ঝাড়াই-মাড়াই– কৃষির প্রায় প্রতিটি ধাপেই তাদের পরিশ্রম জড়িয়ে আছে। কিন্তু মাঠের এই শ্রমের হিসাব কষতে গেলে দেখা যায় এক অদ্ভুত বৈষম্যের চিত্র। পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও নারী শ্রমিকদের মজুরি প্রায় অর্ধেক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সামনে এলেই নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতার কথা নতুন করে আলোচনায় আসে। কিন্তু উত্তরের কৃষিপ্রধান জেলা গাইবান্ধার গ্রামীণ জনপদে মাঠে কাজ করা অসংখ্য নারী শ্রমিকের বাস্তবতা এখনও সেই পুরোনো বৈষম্যের গল্পই বলে।

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল হাবিব সাঈদ মনে করেন, কৃষি নীতিমালায় নারীর শ্রমকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। তিনি বলেন, নারীদের জন্য আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে। সহজ শর্তে ঋণ, জমির মালিকানা এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা গেলে তারা আরও বেশি উৎপাদনে অবদান রাখতে পারবেন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী বলেন, নারী কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য শুধু সামাজিক অবিচার নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। তার মতে, কৃষি শ্রমিকদের জন্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

স্থানীয় নারী নেত্রী ইশরাত জাহান লিপি জানান, মাঠ পর্যায়ে ঘুরে তিনি বহু জায়গায় দেখেছেন নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি সময় কাজ করেন। কিন্তু মজুরি পান অর্ধেক বা তারও কম। তিনি মনে করেন, সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া এই বৈষম্য দূর করা কঠিন।

কৃষি কর্মকর্তাদের মতে, গাইবান্ধা জেলায় কৃষি শ্রমের প্রায় ৩৫ শতাংশই আসে নারীদের কাছ থেকে। কৃষি খাতে তাদের এই অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত না করা গেলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও নারী উন্নয়ন দুটোই পিছিয়ে পড়বে।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া ইউনিয়নের একটি বোরো ধানের ক্ষেতে দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে কাজ করছিলেন কয়েকজন নারী শ্রমিক। তাদের মধ্যে ছিলেন ফুলমনি হেমব্রম, বাসন্তী মুর্মু, চন্দনা সোরেন, লুকি কিসকু ও সরোজিনী হাঁসদা। ক্ষেতের আইলে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই উঠে আসে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা। ফুলমনি হেমব্রম বলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ধানক্ষেতে কাজ করি। পুরুষরা যেখানে ৭০০ টাকা পায়, আমরা পাই ৩৫০ টাকা। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু কাজ না করলে তো ঘরে চুলা জ্বলবে না। একই অভিযোগ করেন সরোজিনী হাঁসদা। তার কথায়, মাঠে নারী-পুরুষ সমান কাজ করি। অনেক সময় আমরা বেশি কাজ করি। কিন্তু মজুরি পাই অর্ধেক। মজুরি বাড়ানোর কথা বললে মালিকরা বলে, কাল থেকে আর আসতে হবে না।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যখন নারী-পুরুষ সমতার কথা বলা হচ্ছে, তখন এই কথাগুলো যেন গ্রামীণ বাস্তবতার এক নির্মম প্রতিচ্ছবি। কথাগুলো কেবল কয়েকজন নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, বরং গাইবান্ধার গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির একটি বড় বাস্তবতা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলায় একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক দৈনিক ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা মজুরি পান। একই ধরনের কাজের জন্য একজন নারী শ্রমিককে দেওয়া হয় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। অর্থাৎ একই শ্রমের মূল্য নির্ধারণে নারী শ্রমিকদের জন্য একটি অদৃশ্য সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। কৃষিপ্রধান এ জেলার অর্থনীতিতে নারীর অবদান দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২ হাজার ১৮৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলায় চারটি পৌরসভা ও ৮১টি ইউনিয়নে মোট গ্রাম রয়েছে ১ হাজার ২৪৪টি। জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ ৬২ হাজার ২৩২ জন। এর মধ্যে ৫৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৬ শতাংশ নারী। জেলায় মোট পরিবার রয়েছে ৬ লাখ ১১ হাজার ২৮৩টি, যার প্রায় ৯৮ শতাংশই কৃষিনির্ভর। জেলার মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৬ লাখ ১ হাজার ৭২১টি। এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক, ৩১ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক, ২০ শতাংশ ভূমিহীন কৃষক, ৯ শতাংশ মাঝারি কৃষক এবং মাত্র ২ শতাংশ বড় কৃষক। বর্গাচাষি পরিবারের সংখ্যা রয়েছে ৭১ হাজার ৭৭২টি। কৃষি বিভাগের তালিকাভুক্ত কৃষি শ্রমিক রয়েছেন প্রায় ৫৫ হাজার ৬৫০ জন। সংশ্লিষ্টদের মতে, এ শ্রমশক্তির একটি বড় অংশই নারী।

গ্রামীণ কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা শুধু মাঠের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। ধান, পাট, গম ও শাকসবজি চাষের পাশাপাশি তারা পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ এবং কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও যুক্ত। পরিবারে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক নারী এখন নিজেরাই ক্ষুদ্র খামার পরিচালনা করছেন এবং কৃষিকাজকে প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করছেন। তবু বাস্তবতায় দেখা যায়, এই বিপুল শ্রমের বেশিরভাগই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। অনেক ক্ষেত্রে নারীর কাজকে পারিবারিক শ্রম হিসেবে দেখা হয়। ফলে তাদের শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় না, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৮ মার্চ ২০২৬

যে হাটে শ্রম বিক্রি করতে আসেন দিনমজুরেরা

মাগুরা প্রতিনিধি

নাটোর থেকে মাগুরায় শ্রম বিক্রি করতে এসেছেন রফিকুল মিয়া (৬০)। সকাল থেকে বিকাল পার হয়ে গেলেও শ্রম বিক্রি করতে পারেননি তিনি। জেলার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রফিকুল মিয়ার মতো বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক দিনমজুর শ্রম বিক্রির জন্য এসেছেন। প্রতিদিন এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক খেটেখাওয়া মানুষ আসেন শ্রম বিক্রির জন্য। এটি মাগুরাসহ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ শ্রম বিক্রির হাট; যেখানে শ্রমিক ক্রয়-বিক্রয় হয়।

স্থানীয়রা ও শ্রম বিক্রয় করতে আসা দিনমজুররা জানান, মাগুরার আড়পাড়া মাঠে বসা এ হাটে তাদের মতো শত শত নিম্নআয়ের মানুষ আসেন শ্রম বিক্রির জন্য। তারা কৃষিকাজসহ অন্য যেকোনো কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এখানে এসে জড়ো হন। আর স্থানীয় কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এ হাট থেকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কামলা কিনে নিয়ে যায়।

সরেজমিনে আড়পাড়া স্কুল মাঠে দেখা যায় শতাধিক দিনমজুর। যাদের স্থানীয় ভাষায় 'জন' বা কামলা বলে। সেখানে শ্রম বিক্রির আশায় বসে থাকা রফিকুল মিয়া আরও বলেন, প্রায় ১ মাস আগে তিনি বাড়ি থেকে এসেছেন। তখন বোরো ধান রোপণের ভরা মৌসুম চলছিল। তিনি বলেন, তিন দিন, পাঁচ দিন বা এক সপ্তাহের জন্য এখান থেকে কামলা হিসেবে কিনে নিয়ে যায় মালিকরা। কাজ শেষে টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় দেন। তখন আবার কামলা দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা এই হাটে এসে আবারও বিক্রয়ের জন্য বসে থাকেন। এখানে প্রতিদিন অনেকে আসেন কামলা বা 'জন' হিসেবে বিক্রির জন্য। তিনি ১৫ থেকে ১৬ বছর ধরে এখানে আসেন। তার এলাকা থেকে অনেকেই এসেছেন 'জন' হিসেবে বিক্রির জন্য। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া জেলার মানুষও শ্রম বিক্রির জন্য আসেন। স্থানীয় শ্রমিকরাও এ হাটে বিক্রি হওয়ার জন্য আসেন। সাধারণত কৃষি খেতে কাজের জন্যই শ্রমিকদের কেনা হয়। ক্রেতা বা মালিক তার প্রয়োজন অনুযায়ী কামলা কেনেন। হাটে আসা শ্রমিক মনিরুল ইসলাম বলেন, আমরা গরিব মানুষ। নিজের কাজ শেষ করে এখানে চলে এসেছি। এখান থেকে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসার খরচ চালাই। ১০-১৫ দিন কাজ করে চলে যাই। অন্য জেলার মানুষ দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত থাকে। মনিরুল জানান, কখনো হাটে বিক্রি হতে না পারলে পাশে রেজিস্ট্রি অফিস প্রাঙ্গণে থাকি। আমি সাত-আট মাস হলো এখানে আসি।

স্থানীয় কৃষক সাইখুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনই এখানে কামলা পাওয়া যায়। কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে এসে কামলা কিনে নিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪৩২, ৫ মার্চ ২০২৬

শ্রমিক হয়রানিমুক্ত সেবা দেওয়ার আহ্বান শ্রমমন্ত্রীর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের দেশ এই বাংলাদেশ। কিন্তু তাদের কোনো সরকারি সহায়তা বা সেবা দিতে আমরা অনলাইন সিস্টেমের বদলে এখনো পুরাতন কাগজে পদ্ধতি ব্যবহার করছি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, সরকারি কাজে কোনো প্রকার অবহেলা সহ্য করা হবে না। যার যা দায়িত্ব, তাকে তা সজাগ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। এ সময় তিনি প্রতিটি স্তরে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে শ্রমিক হয়রানিমুক্ত সেবা দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বুধবার ঢাকায় শ্রম ভবনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মন্ত্রী তার বক্তব্যে সেবার মানোন্নয়নে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুবিধাভোগীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি শ্রম অধিদপ্তরের আইটি সেন্টারসহ চলমান সকল উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন।

সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার বলেন, শিশুশ্রম একটি জঘন্য অপরাধ, যা প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। তিনি শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে শ্রম পরিদর্শকদের কাজ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহমিদা আক্তার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ওমর মো. ইমরুল মহসিন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো. মুনির হোসেন খান এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল
রোববার। ৮ মার্চ ২০২৬

ঈদের আগে বেতন বোনাস চান চট্টগ্রামের জাহাজি শ্রমিকরা

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌ শ্রমিকসহ দেশের সর্বস্তরের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি, চট্টগ্রাম লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা শাখা।

গতকাল শনিবার সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় নেতৃবৃন্দ নৌপথে সব ধরনের চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও হয়রানি বন্ধের দাবিও জানান। দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতিসহ রাজপথে আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন শ্রমিক নেতারা।

সমাবেশে প্রধান বক্তা বাংলাদেশ জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ নেতা এম নুরুল হুদা চৌধুরী বলেন, শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। অথচ প্রতিবছর ঈদের আগে তাদের ন্যায্য পাওনা ও বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষ টালবাহানা করে। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা ও ঈদ বোনাস নিয়ে কোনো আপস করা হবে না।

তিনি আরও বলেন, নৌপথে দিন দিন চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ নাবিকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এর পরও নৌ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাহাজি শ্রমিকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। অবিলম্বে এসব অরাজকতা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ঈদের আগে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে রাজপথে নামতে এবং কর্মবিরতি পালনে বাধ্য হবে।

চট্টগ্রাম লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মো. সেলিম মাষ্টারের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকতার জামান মাষ্টারের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন নুরুল আলম মাষ্টার, মো. আলাউদ্দিন মাঝি, মোহাম্মদ নুরুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ মার্চ ২০২৬

ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে ১৫ শতাংশ পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আর্থিক সংকটের কারণে আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে দেশের অন্তত ২৫টি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধে সমস্যার মুখে পড়তে পারে। এমন তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহসভাপতি মো. রেজওয়ান সেলিম। তিনি জানান, বর্তমানে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে প্রায় ৪০ শতাংশ কারখানা এবং ঈদের বোনাস পরিশোধ করেছে মাত্র ১৫ শতাংশ কারখানা। ঈদ সামনে রেখে পোশাক খাতে সম্ভাব্য অস্থিরতা মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতাও চেয়েছেন পোশাক কারখানার মালিকরা।

NEWAGE

SUNDAY, MARCH 8, 2026, PHALGUN 23, 1432 BS

Disregard for women's rights continues: discustion

CPB observes Int'l Women's Day

Moloy Saha

POLITICIANS, academics and professionals on Saturday at a seminar in Dhaka said that despite victory was attained in the July uprising in 2024, discriminations against women in society remained as rampant as ever.

The Dhaka city south unit of the Communist Party of Bangladesh organised the seminar at the National Press Club to mark International Women's Day being observed today.

Lawyer Sara Hossain said at the programme that after July uprising victory on August 5 in 2024, the nation expected a country free of discriminations, but their expectations went entirely disregarded, when women experienced discriminations even at a greater level during the 18-month rule of the interim government.

At the programme, chaired by CPB presidium member Joly Talukder, Sara Hossain called on the women rights organisations in the country to continue their movement for establishing women's rights in society.

Dhaka University teacher Dipti Datta read out the keynote paper that focused on women protesters' prominent role in the July uprising, which was ignored later, the paper observed.

Joly Talukder criticised political parties for nominative very few women as candidates for the latest Jatiya Sangsad election held on February 12, mentioning that merely 86 women got nominations among total 1981 candidates.

The CPB presidium member also stressed that women's rights movement must go on with even greater force, particularly in the face of the recent rise in repression of and violence against women.

Physician Akthter Banu, politicians Kulsum Begum, Lucky Akhter, Mamata Chakraborty and Mahmuda Dipa also spoke at the seminar.

দেশ রূপান্তর

নারীর অদৃশ্য শ্রমের স্বীকৃতি কোথায়

মোহসীনা লাইজু

চারজন নারী সন্তানের স্কুলের ওয়েটিং রুমে বসে গল্প করছেন। গল্পের এক পর্যায়ে কে কী করেন। এর উত্তরে একজন জানালেন ব্যাংকার, একজন উদ্যোক্তা আর দুজন কিছুই করেন না। তাদের এই উত্তর নিয়ে আসলে ভাবতে হয়। যে সব নারী ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করেন না আসলে তারা কি কিছুই করেন না।

অথচ একটা পরিবারে প্রতিদিন অসংখ্য কাজ করতে হয় গৃহিণী নারীকে। এই তালিকায় থাকে বাজার করা, রান্না, ঘর পরিষ্কার, শিশু ও বয়স্কদের দেখাশোনা, পরিবারের ব্যবস্থাপনা আরও অনেক কিছু। নারীর এই শ্রম পরিবার ও সমাজকে টিকিয়ে রাখলেও অর্থনীতির পাতায় তার অস্তিত্ব নেই। অথচ এই অদৃশ্য শ্রমই পরিবারকে সচল রাখে, কর্মজীবী মানুষের শ্রমশক্তি পুনর্গঠন ও দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করে। বর্তমানে নারীর অদৃশ্য শ্রমের মূল্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা হচ্ছে।

অদৃশ্য শ্রমের পরিসংখ্যান : গৃহস্থালি ও পরিচর্যা খাতে যে শ্রম হয় তার মূল্য কম নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গবেষণায় দেখা যায়, এই শ্রমের মূল্য প্রায় ৬.৭ কোটি টাকা, যা দেশের মোট উৎপাদনের ১৮ থেকে ১৯ শতাংশের সমান। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অদৃশ্য শ্রমের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই করেন নারীরা। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা মজুরি ছাড়া গৃহস্থালির কাজ করেন। অন্যদিকে পুরুষেরা গড়ে দৈনিক দেড় থেকে দুই ঘণ্টা কাজ করেন। নারীরা পুরুষের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি শ্রম দিচ্ছেন। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় অর্থনীতির বড় অংশ কার্যত নারীর অদৃশ্য শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। নারীর এই শ্রমকে অর্থনৈতিক হিসাবে নিলে দেশের জিডিপির চিত্র বড় হতো। অদৃশ্য শ্রমের অর্থমূল্য যোগ করলে জাতীয় অর্থনীতির আকার ১৩ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের অন্য সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীল হতে পারেন মূলত এই অদৃশ্য শ্রমের কারণেই।

উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা : বিশ্বের অনেক দেশ অদৃশ্য শ্রমের মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশে নিয়মিত টাইম ইউজ সার্ভে পরিচালনা করেন, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন কাজের সময় হিসাব রাখা হয়। কানাডা ও নিউজিল্যান্ডে "হাউজহোল্ড স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট" তৈরি করে নারীর গৃহস্থালি কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের সরকারি রিপোর্টে নারী শ্রমের অবদানকে পরিমাপ এবং নীতিনির্ধারণে যুক্ত করা হয়েছে। সুইডেন ও নরওয়েতে গৃহকর্মকে সামাজিক সেবা হিসেবে দেখা এবং বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে নারীরা প্রতিদিন প্রায় ১২ বিলিয়ন ঘণ্টারও বেশি অবৈতনিক শ্রম দেন। যার সম্ভাব্য অর্থমূল্য বছরে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার।

কী করা যেতে পারে : নারীর অদৃশ্য শ্রমের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজ ও পরিবারের মানসিকতার পরিবর্তনও জরুরি। গৃহস্থালি কাজকে শুধু নারীর দায়িত্ব না দেখে যৌথ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা। শিক্ষা ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো। গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং নীতিনির্ধারণে বিষয়টি গুরুত্ব পেলে নারীর শ্রমের স্বীকৃতি বাড়বে এবং লিঙ্গসমতা তৈরি হবে।

রবিবার, ৮ মার্চ ২০২৬,

সরকার নিয়মিত গৃহস্থালি ও যত্নমূলক কাজের সময় পরিমাপ করে তার অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করবে। পরিবার এবং সমাজে নারীর এই শ্রমকে সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সচেতনতা ও প্রচার বাড়াবে।

এ প্রসঙ্গে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন জানান, নারীরা যেসব গৃহস্থালি কাজ, সন্তান ও পরিবার যত্ন, অভ্যন্তরীণ পরিচর্যা, রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিনা মজুরিতে করছেন, তার অর্থনৈতিক মূল্য বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় এক-দুই ভাগের সমপরিমাণ হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই অবদানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। যদি নারীর অদৃশ্য শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে নীতিনির্ধারণকারীরা সামাজিক সেবা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বাস্তবভিত্তিক বাজেট ও কর্মসূচি তৈরি করতে পারবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি পেলে নারীর অবদান সমাজে আরও সম্মানজনক হবে এবং লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পাবে। পরিবাধরে এবং সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন পাওয়ার ফলে নারীরা আত্মমর্যাদা অনুভব করবেন, যা মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার জন্য সহায়ক হবে।'

পরিকল্পনা কতটা দরকার : বাংলাদেশেও অদৃশ্য শ্রমকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। নিয়মিত সময় ব্যবহারের জরিপ চালু করা। গৃহস্থালি ও পরিচর্যা খাতের স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট তৈরি করা। গৃহিণীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বা পেনশন সুবিধা দেওয়া। শিশু ও বয়স্কদের জন্য ডে কেয়ার ও পরিচর্যা কেন্দ্র বাড়ানো। গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নারীর অদৃশ্য শ্রম গুরুত্ব পাবে এবং অর্থনীতিতে তাদের অবদান আরও দৃশ্যমান হবে। অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র পরিষ্কার এবং লিঙ্গসমতার নীতিনির্ধারণ সহজ হবে।

পরিশেষ : বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বড় ভিত্তি রয়েছে ঘরের ভেতরে। প্রতিদিন অসংখ্য নারী যে শ্রম দেন, তা দৃশ্যমান না হলেও দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নারীর অদৃশ্য শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া শুধু ন্যায্যতার প্রশ্ন নয়; টেকসই উন্নয়ন ও সমতার সমাজ গঠনেরও অপরিহার্য শর্ত০।

২৮

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2026

Workplaces to Himalayas, women keep facing barriers

Say speakers at event organised by Prothom Alo at Chhayanaut

STAFF CORRESPONDENT

Women in Bangladesh continue to face an "extra mile" of institutional resistance despite proving their abilities in fields ranging from journalism and forensic medicine to sports and politics, speakers said at an event yesterday.

Marking International Women's Day 2026, the event -- organised by Prothom Alo and supported by City Alo -- was held at the Chhayanaut Auditorium in the capital.

At the event, speakers highlighted the administrative and social barriers that still hinder women's progress in Bangladesh.

Dr Mumtaz Ara, associate professor of forensic medicine at Dhaka Medical College, pointed to the critical shortage of female forensic experts.

Having conducted more than 1,000 autopsies, she said the lack of female doctors in medico-legal examinations, particularly in rape cases, directly obstructs the judicial process.

"When conducting examinations for rape victims, female doctors are required. There is even a High Court order regarding this. Yet the number of female physicians specialising in this field remains very low," she said.

Dr Ara said increasing female participation in forensic medicine could significantly speed up the judicial process.

Responding to a question about pressure to alter reports in sensitive cases, she said, "You have to conquer both greed and fear. If you can overcome these two things, you can survive. I do not know what destiny holds next, but I remain steadfast."

> **We are still asked how five women can travel to the Himalayas 'alone'. Since we do not have a male companion with us, society assumes we are alone.**
>
> **Yasmin Lisa**
> Member of an expedition of team comprising five women

Zyma Islam, senior reporter at The Daily Star, reflected on her 14-year career in investigative journalism, where women remain under-represented.

"Throughout this entire time, I held on to my position by gritting my teeth," she said. "I did this because I knew that if I left, my place would likely be filled by ten men standing in line, and there might not be a single woman to replace me."

She said newsroom diversity is essential for comprehensive and inclusive storytelling.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Ensure greater participation of women in JS

Demand rights activists

STAFF CORRESPONDENT

Women's rights activists yesterday expressed concern over the low participation of women in the recent parliamentary election, saying political parties nominated very few female candidates and only a small number won in direct contests.

They made the remarks at a programme organised by the International Women's Day Committee at Manik Mia Avenue, titled "The 13th National Parliament Election: Women's Representation in Parliament -- Reality and Expectations".

Tamanna Khan Popi, coordinator of the protest and a member of Naripokkho, said women's participation in direct parliamentary seats had generally increased over the years, with a few exceptions. However, the latest election saw a significant drop in both nominations and victories for women, she added.

Organisers said women received only a small share

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

SUNDAY MARCH 8, 2026
FALGUN 23, 1432 BS
The Daily Star

শোভন কাজ

Ensure greater

FROM PAGE 3

of party nominations in the recent polls, and just over eight percent of them managed to win.

Lila Arifa Khanom, a women's rights activist, said the election had raised hopes of restoring democratic practices in the country and increasing women's participation in politics.

"However, the Women's Reform Commission's recommendation that political parties allocate at least 50 percent of nominations to women and the women's movement's demand for a minimum of 33 percent, were not met," she said.

On average, women received only 3.98 percent of nominations, she said, adding that Jamaat-e-Islami did not nominate any female candidates.

The activists reiterated their demand for filling reserved seats in parliament through direct elections instead of nominations by political parties.

They also called for greater participation of women in parliamentary activities and leadership roles, transparent guidelines for nominating candidates to reserved seats, and stronger action against violence against women.

The programme was supported by Women with Disabilities Development Foundation, Karmojibi Nari, Shakti Foundation, ActionAid Bangladesh, Brotee, Breaking the Silence, Gonoshasthaya Kendra, BRAC, CARE Bangladesh, Save the Children, BLAST, Disable Child Foundation, Naripokkho and several others.

Workplaces to Himalayas

FROM PAGE 3

The programme also celebrated a unique Himalayan expedition inspired by Begum Rokeya's "Sultana's Dream," which was inscribed in UNESCO's Memory of the World register in 2024.

A team of five women trekked through the Himalayas to mark the achievement. Representing the team, Yasmin Lisa spoke about the social stigma surrounding female autonomy.

"We are still asked how five women can travel to the Himalayas 'alone'," she said. "Because we do not have a male companion with us, society assumes we are alone."

She also described the physical hardships of the trek, recalling that the team once went 12 hours without water after failing to melt ice in the extreme cold.

Sharmin Farhana Chowdhury, former athlete and founder of Sports for Hope and Independence (SHI), spoke about administrative challenges faced by young athletes.

Although her team recently won three gold medals and one bronze in an international competition, she said obtaining travel documents remains a major obstacle.

"Obtaining travel documents for underprivileged and differently abled children is an ordeal. It sometimes feels as if the authorities are reluctant to issue them," she said, urging the government to prioritise such cases so athletes can represent Bangladesh internationally.

The political segment, moderated by Prothom Alo Editor and Publisher Matiur Rahman, featured women who contested the 13th National Parliamentary Election.

Matiur Rahman praised their courage in navigating unequal power structures and said the newspaper would continue to highlight their experiences.

Dr Manisha Chakraborty, a candidate from the Democratic Left Alliance, said the 22,486 votes she received represent a "new political current".

"Sometimes losing can mark the beginning of a new journey towards victory. We are striving to build a society based on equality rather than power-centric politics," she said.

Nabila Tasnid, an engineer who contested the Dhamrai constituency, described the intimidation she faced at polling stations.

Comparing her determination to the "violinist on the Titanic" who played until the end, she said, "I may have lost the count, but when people in Dhamrai told me, 'You are the MP of our hearts,' I knew I had won the battle that truly matters."

Mahia Juned, additional managing director of City Bank, spoke about the bank's efforts to promote financial literacy and economic opportunities for women.

She said City Bank is the first institution in Bangladesh to receive EDGE Certification, an international standard for gender equality.

Juned also mentioned a pilot project with UNFPA in which 120 underprivileged girls were trained in pharmacy and later recruited.

"True change is possible through empathy and by creating opportunities for one another in the workplace," she said.

The event was attended by several prominent figures, including Tamara Hasan Abed, chairperson of the board of trustees of BRAC University, and Rupali Haque Chowdhury, chairperson of the Prothom Alo Trust.

Political leaders who shared their experiences included Barrister Rumeen Farhana, newly elected MP for Brahmanbaria-2; Taslima Akhter, candidate for Dhaka-12 and president of Bangladesh Garment Sramik Sanghati; and former upazila chairman Sabira Sultana, candidate for Jashore-2.

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬

সমান শ্রম, মজুরি কম

এইচ এম আলাউদ্দিন, খুলনা ▷

ভোরের আলো ফুটতেই ধানের ক্ষেতে কাজে নেমে পড়েন পুষ্প মণ্ডল ও দীপালি ঘরামি। খুলনার উপকূলীয় উপজেলা কয়রার ৩ নম্বর কয়রা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এই দুই নারী। সঙ্গে আছেন একজন পুরুষ মজুরও। স্থানীয় চৌরাস্তা মোড়ের শহিদুল ইসলামের আমন ধানের জমিতে তাঁরা আগাছা পরিষ্কার করছিলেন।

একই জমিতে একই কাজ, দিন শেষে মজুরির হিসাব সমান নয়—পুরুষ শ্রমিক যেখানে আট ঘণ্টা কাজের জন্য পান ৪০০ টাকা, সেখানে নারী শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৩০০ টাকা। অর্থাৎ সমান পরিশ্রমের বিনিময়ে ১০০ টাকা কম পান উপকূলের নারীরা।

পুষ্প ও দীপালির মতো অনেক নারী শ্রমিক জানাচ্ছেন, তাঁরা পুরুষদের সমান সময় ও পরিশ্রম দিয়ে কাজ করলেও কম মজুরি পাওয়াটা যেন দীর্ঘদিন ধরে চলমান এক অঘোষিত রেওয়াজ। কেন এই বৈষম্য, তার সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই তাঁদের কাছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে উপকূলীয় এলাকার নারীদের জীবনযাত্রা দেখতে সরেজমিন ঘুরে এমন বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। কাজ করা নারীরা বলেন, সংসারের খরচে স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর জন্যই তাঁরা মাঠে কাজ করেন। পুরুষদের সমান শ্রম দিলেও কম মজুরি পাওয়াকে অনেকটা বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, উপকূলীয় এলাকায় নারীর জীবনের প্রতিটি কাজই কষ্টসাধ্য। ঘরের কাজ সামলে মাঠে শ্রম দেওয়া, দূরের টিউবওয়েল বা পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ—সবই তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বাড়তি পাওনা হিসেবে অনেক সময় দূর থেকে

উপকূলের নারী

পানি আনতে গিয়ে কিশোরী ও নারীরা বখাটেদের উত্ত্যক্তের শিকারও হন।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল গফফার আমন ধানের ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দেখিয়ে বলেন, 'নারী আর পুরুষ একই সময়ে জমির এক প্রান্ত থেকে আগাছা বাছাই শুরু করে সমান তালে অন্য প্রান্তে পৌঁছান। সারা দিন একই পরিমাণ শ্রম দিলেও মজুরি দেওয়ার সময় বৈষম্য করা হয়। পুরুষ শ্রমিক যেখানে পূর্ণ মজুরি পান, সেখানে নারী শ্রমিকদের দেওয়া হয় এক শ টাকা কম।'

সমান শ্রম দিয়েও নারীদের কম মজুরি দেওয়ার এই প্রথাকে অমানবিক বলে মন্তব্য করেন আব্দুল গফফার। তাঁর ভাষায়, 'কাজে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু মজুরির বেলায় বৈষম্য কেন থাকবে—এটি সত্যিই অন্যায়।'

সম্মিলিত নারী অধিকার সুরক্ষা ফোরামের সদস্যসচিব সুতপা দেবজ্ঞ বলেন, 'নারী অধিকার নিয়ে নানা আলোচনা হলেও প্রকৃত ভুক্তভোগী শ্রমজীবী নারীদের আরো সোচ্চার হতে হবে। যদি তাঁরা সম্মিলিতভাবে দাবি তুলতে না পারেন, তাহলে সমাজ থেকে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে না।'

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের খুলনা বিভাগীয় প্রধান অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা শিলু বলেন, 'প্রতিবছর নারী দিবস পালিত হলেও বাস্তবতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন পরিবর্তন হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে এই বৈষম্য যুগের পর যুগ ধরে চলছে।'

NEW AGE
MONDAY, MARCH 9, 2026,

INT'L WOMEN'S DAY

End to discriminations, violence demanded

Staff Correspondent

INTERNATIONAL Women's Day was celebrated on Sunday in Bangladesh as elsewhere in the world with calls for ending discrimination and violence against women, and creating an inclusive, sustainable and gender-equal world.

Different government and non-governmental organisations, political parties and rights bodies observed the day across the country with programmes, including processions, rallies and discussions under this year's theme of the day 'Rights, justice, action for all women and girls'.

As part of this year's International Women's Day observances, the government honoured former prime minister and late Bangladesh Nationalist Party chairperson Khaleda Zia with the 'The Best Indomitable Woman in Advancing Democracy' award.

President Mohammed Shahabuddin handed over the award to Barrister Zaima Rahman, the only daughter of current prime minister and ruling BNP chairman Tarique Rahman at a ceremony held at Osmani Smrity Auditorium in the capital.

The Ministry Of Women And Children Affairs, that honoured the late leader, also presented awards to five other individuals in five different categories for their resilience and achievements.

To mark the day, foreign affairs state minister Shama Obaed Islam hosted an Iftar event at the Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka, attended mainly by women, including diplomats, politicians, officials, civil society leaders and other distinguished guests from diverse sectors.

At the programme, she reiterated the government's commitment to addressing violence against women and girls with strengthened measures.

To mark the day on Sunday, Samajik Protirodh Committee, a coalition of 67 women rights, human rights and development organisations organised a rally, cultural event, and gathering at Central Shaheed Minar in Dhaka city.

Speakers at the rally urged the government to take effective measures to ensure women's safety by bringing those responsible for recent incidents of violence against women under the law.

Bangladesh Mahila Parishad president Fauzia Moslem said that violence against women was the biggest obstacle to the establishment of women's dignity and justice for them.

She called for forming a task force urgently to eliminate violence against women.

'Women's representation in political parties must not remain limited to 4 per cent or 10 per cent, it has to be at least 33 per cent in every political party to accelerate women's political empowerment,' Fauzia stated.

Adivasi Nari Network member Monira Tripura said that national minority women were victims of many kinds of discriminations that prevented them from getting justice.

She demanded ethnic minority women's unhindered access to education, healthcare, land rights, and economic empowerment which would help their 'mainstreaming'.

Dalit Nari Forum leader Tamanna Baraik alleged that Dalit people's occupations were still looked down upon in society, and women belonging to this community continued to toil without any recognition.

Worker Rehana Akhter said that women continued to be deprived from their rights despite their undeniable role in nation building.

'As a working woman, I am still fighting for my rights,' she said.

Rehana further demanded equal rights for women in property and six months of maternity leave instead of four for female workers in the private sector.

Samajtantrik Mahila Forum on the day organsied a rally in front of the National Press Club in the capital, demanding equal rights, justice for all the incidents of violence against women and children, and equal pay for women.

Bangladesh Legal Aid and Services Trust organised a human chain in front of the Bangladesh Supreme Court main gate, demanding protection, security and justice for victims of all forms of sexual and gender-based violence against women and children, including rape

Bangladesh Narimukti Kendra held a rally in front of the National Press Club, demanding exemplary punishment for perpetrators involved in violence against girls and women.

Bangladesh Chhatra Union held a rally against continued violence against women and girls across the country in front of Raju Memorial at Dhaka University.

কালের কণ্ঠ

শোভন কাজ

ঢাকা। রবিবার। ৮ মার্চ ২০২৬

বিদেশেও নিপীড়িত নারীকর্মীরা

সাত বছরে ফিরেছেন অন্তত ৭০ হাজার

বিশেষ প্রতিনিধি ▷

ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারান পটুয়াখালীর লিজা আক্তার। বিয়ের পর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। দুই সন্তানের উন্নত ভবিষ্যতের আশায় সৌদি আরবে গিয়েছিলেন বছর দুই আগে। কিন্তু চারবার হাতবদল ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন তাঁকে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামে পাঠায়। বর্তমানে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় তিনি।

ভাগ্য বদলের আশায় মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার রিজিয়া বেগম ছয় বছর আগে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যান। কিন্তু সেখানে তাঁকে দীর্ঘ সময় কাজ করানো, কম খাবার দেওয়া এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়। প্রায় পাঁচ বছর তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার বিমানবন্দরে তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ও পিবিআইয়ের সহযোগিতায় তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং তিনি পরিবারের কাছে ফিরে যান।

লিজা আক্তার বা রিজিয়া বেগমের মতো নারীর সংখ্যা এখন অনেক। গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি হয়রানি ও নিপীড়নসহ নানা সংকট নিয়ে ফেরত এসেছেন অসংখ্য নারী। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১০ লাখের বেশি নারী বিদেশে কাজ করছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কতজন ফিরেছেন, তার সঠিক তথ্য নেই।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, গত সাত বছরেই অন্তত ৭০ হাজার নারী দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নিপীড়নের নানা অভিযোগ করেছেন। এ ছাড়া অন্তত ৮০০ নারীর লাশ দেশে এসেছে।

সাত বছরে ফেরা ৭০ হাজার নারীর মধ্যে করোনা মহামারি চলাকালে শুধু ২০২০ সালেই ফেরেন ৪৯ হাজার ২২ জন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত শুধু সৌদি আরব থেকে ১৫ হাজারের বেশি নারী দেশে ফিরে আসেন।

এমন পরিস্থিতিতে আজ রবিবার পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'অধিকার, ন্যায়বিচার, উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক'।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ থেকে যত নারী বিদেশে যান তাঁদের বেশির ভাগই যান সৌদি আরবে এবং ২০১৫ সালের পর থেকে এই যাওয়া ত্বরান্বিত হয়। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর সৌদি আরবে পুরুষকর্মী পাঠানো বন্ধ ছিল। এরপর ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবের শ্রম উপমন্ত্রী আহমেদ আল ফাহাইদের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে এবং নারীকর্মী পাঠানোর চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। গত এক দশকে প্রায় পাঁচ লাখ নারী সৌদি আরবে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই যেমন বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়ে নিজের ও পরিবারের ভাগ্য বদলেছেন তেমনি নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশে ফিরেছেন অনেকে।

ব্র্যাক জানিয়েছে, ফেরত আসা নারীদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেরা অন্তত ১২১ জনকে তারা সেবা দিয়েছে। এর বাইরে নানা নিপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন হাজারো নারী। সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা রংপুরের এক নারী জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারে অভাবের কারণে তিনি ২০১৫ সালের ২৫ জুন সৌদি আরবে যান। যে বাড়িতে কাজ করতেন, সেখানে তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করা হতো। বাইরে থেকে আসা পুরুষরাও নির্যাতন করত। প্রতিবাদ করায় তাঁর গায়ে আগুন দেওয়া হয়।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান জানান, বিদেশে গিয়ে কত নারী বিপদে পড়েছেন বা ফেরত এসেছেন কিংবা কী ধরনের নিপীড়ন তাঁর ওপর হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। কারণ ভয় ও সামাজিক অপবাদের কারণে অনেকেই নির্যাতনের ঘটনা জানান না। তবে যেসব চিত্র উঠে আসে তা ভয়াবহ।

সময়ের আলো সোমবার। ৯ মার্চ ২০২৬।

সিরাজগঞ্জে কাজ হারিয়ে দিশাহারা নদীনির্ভর মানুষ

নদীতে মাছ নেই, চলে না নৌকা

রানা আহমেদ সিরাজগঞ্জ

নদীবেষ্টিত জেলা হিসেবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ। প্রধান নদী যমুনাসহ জেলার বিভিন্ন নদ-নদী একসময় ছিল এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। দীর্ঘদিনের খরা ও নদীর নাব্যতা হ্রাসসহ নদী ভরাট এবং শাখা নদী ও খাল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নদীগুলো হারিয়েছে তাদের স্বাভাবিক প্রবাহ। এতে একদিকে নদীতে মাছ ধরা বন্ধের উপক্রম হয়েছে, অন্যদিকে জেলে ও নৌ-শ্রমিকসহ নদীনির্ভর মানুষের জীবন-জীবিকা পড়েছে হুমকির মুখে। নদী ও খাল শুকিয়ে যাওয়ায় শুধু জেলে কিংবা নৌ-শ্রমিকরাই নয়, পুরো এলাকার অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শুধু ত্রাণ দিয়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। নদী খনন ও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের বিশাল এক জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে জীবিকা হারাবে। এ কারণে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত খনন ও খাল পুনঃখননের দাবি জানিয়েছেন তারা।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান বলেন, শুষ্ক মৌসুমে জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের উৎপাদন কমে গেছে যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে মৎস্যজীবীদের ওপর। ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য ভিজিএফ কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং দ্রুত তাদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হবে। সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান বলেন, নদী খনন ও নাব্যতার বিষয়টি বিআইডব্লিউটিএর আওতাধীন। তারাই এ ব্যাপারে কী করণীয় বলতে পারবে। আমরা শুধু ভাঙনের বিষয়টি দেখি। সিরাজগঞ্জ বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম-পরিচালক ক্যাপ্টেন জি. এ. এম. আলী রেজা বলেন, অনেক স্থানে ড্রেজিংয়ের কাজ করা হয়েছে। নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলে জেলার অনেক জায়গায় খননের কাজ শুরু করা হবে।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যমুনার বুকজুড়ে জেগে ওঠা হাজার হাজার একর জমিতে স্থানীয়রা বিভিন্ন ফসলের আবাদ করছেন। উৎপাদন বাড়ায় কৃষকদের মুখে হাসি ফুটলেও চরম বিপাকে পড়েছেন নৌ-শ্রমিক ও জেলেরা। একসময় ভরা নদীতে নৌকা চালিয়ে ও মাছ ধরে যারা সংসার চালাতেন, তারা এখন কাজ হারিয়ে দিশাহারা। নদীতে পানি না থাকায় অনেকেই তাদের শেষ সম্বল নৌকা ও জাল বিক্রি করে দিয়েছেন। পুঁজি হারিয়ে অনেকেই দাদন ব্যবসায়ী ও এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। জীবন বাঁচাতে পৈতৃক পেশা ছেড়ে অনেকেই কাজের সন্ধানে শহরসহ ঢাকামুখী হয়েছে। শহর ও ঢাকায় গিয়ে কেউ রিকশা-ভ্যান, কেউ সিএনজি, গার্মেন্টস, ট্রাক-বাসের হেলপার, আবার কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় যমুনা, ইছামতী, হুরাসাগর, বাঙালি, বড়াল, করতোয়া, ফুলজোড়সহ প্রায় ১৩টি উল্লেখযোগ্য নদী রয়েছে। এসব নদীর বেশিরভাগই যমুনা নদীর শাখা বা উপনদী হিসেবে পরিচিত। জেলায় স্থায়ী মৎস্যজীবীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৮৭৩ জন। এ ছাড়া মৌসুমি মৎস্যজীবী রয়েছে প্রায় ৫ হাজার। সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও শাহজাদপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদী এবং তাড়াশ ও উল্লাপাড়ায় চলনবিলে একসময় এসব নদীতে সারা বছর পানি প্রবাহ থাকলেও পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে পলি জমে বর্তমানে অনেক নদী ও খালের বিভিন্ন অংশে চর জেগে উঠেছে। কোথাও কোথাও নদ-নদী, খাল-বিল প্রায় শুকিয়ে গেছে। এ কারণে অনেক স্থানে কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করছে।

কাজিপুরের জেলে নিমাই দাস বলেন, আগে প্রতিদিন নদীতে নামলে ভালো মাছ পাওয়া যেত। এখন সারা দিন জাল ফেলেও তেমন মাছ পাওয়া যায় না। নদীতে অনেক চর জেগে ওঠায় মাছের দেখা মিলছে না। [illegible] খুব কষ্ট হচ্ছে। আরেক জেলে রহিম উদ্দিন বলেন, নদীতে পানি কমে গেছে, খালগুলোও শুকিয়ে যাচ্ছে। মাছ না থাকায় অনেকেই পেশা বদল করে অন্য জেলায় চলে গেছেন। কাওয়াকোলা চরের জেলে মালেক শেখ বলেন, নদীতে চর পড়ায় এখন আর মাছ পাওয়া যায় না। পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।

এদিকে নৌ-শ্রমিকদের অবস্থাও একই রকম। নদীতে নাব্যতা কমে যাওয়ায় অনেক নৌপথে নৌযান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন বহু মাঝি ও নৌ-শ্রমিক। স্থানীয় মাঝি রফিকুল ইসলাম বলেন, জেলার প্রধান নদী যমুনা ও তার শাখা নদীগুলোতে পানি কমে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছি। দীর্ঘদিনের খরা ও নদীর নাব্যতা হ্রাসের অনেক জায়গায় চর পড়েছে। এ কারণে নদীপথে নৌকা চলাচল সীমিত হয়ে গেছে। নৌ-শ্রমিক আব্দুল করিম বলেন, আগে নৌকায় চরের মানুষ ও মালামাল পরিবহন করেই সংসার চলত। এখন নদীতে পানি না থাকায় নৌকা চালানোই যায় না। শুষ্ক মৌসুম আসার আগেই নদী শুকিয়ে যায়। কাজ না থাকায় পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি।

চৌহালী উপজেলা থেকে অগণিত মানুষ দৈনিক জেলা শহরে যাতায়াত করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চরাঞ্চলের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতে যায়। কিন্তু জেগে ওঠা ডুবো চরের কারণে নদী পার হতে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে তাদের কর্মঘণ্টা।

এনায়েতপুর নৌকা ঘাটের ইজারাদার ইউসুফ আলী জানান, যেভাবে নদীর পানি কমছে, তাতে নৌকা চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এখন ড্রেজিং করে নৌপথ তৈরি করা না হলে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। এতে জেলা সদরের সঙ্গে নৌপথে চৌহালীসহ বিভিন্ন স্থানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Monday 9 March 2026

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : বোরো খেতে আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত নারী শ্রমিক

ভালুকায় বোরো ধানের সবুজ গোছায় ভরে উঠছে ফসলের মাঠ

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

ভালুকার বিভিন্ন গ্রামে বোরো ধানের সবুজ গোছায় ভরে উঠছে কৃষকের স্বপ্নপূরণের ফসলের মাঠ। ভর দুপুরে গ্রামের মাঠে মাঠে বোরো খেতে আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকরা। ভালুকার ধামশুর গ্রামে বোরোখেতে আগাছা পরিষ্কার করছিলেন কৃষক সুকুমার চন্দ্র বর্মণ। তিনি জানান তার নিজস্ব জমি না থাকায় নিজ গ্রামের শাহজাহান চৌধুরির কাছ থেকে অর্ধেক ভাগে ২৮ শতক জমি বর্গা নিয়ে বোরো ধানের আবাদ করেছেন। জমি চাষ করা বাবদ ২ হাজার টাকা, চারা রোয়া ১৫শ' সার বাবদ ১৯০০শ' ভিটামিন ৬০০, প্রথমবার ১৫০ টাকা পাল্লা হিসাবে ইউরিয়া সার কিনে খেতে প্রয়োগ করেছেন। আগাছা পরিষ্কারে ১২শ' টাকার মত শ্রমিকের মজুরি দিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে আরও ১৫শ' টাকার ইউরিয়া সার দিতে হবে।

রোগ বালাই না হলে ২০ মণ ধান পাবেন বলে তিনি আশা করছেন। জমির মালিক ধান বীজ ও নিজস্ব পাম্প হতে পানি সেচ ব্যবস্থা করেছেন। কোন রোগ বালাই কিংবা পোকার আক্রমণ এ পর্যন্ত হয়নি। তিনি ভালো ফলন পাওয়ার আশা করছেন। কৃষক সুকুমার চন্দ্র বর্মণের মতো হাজারো কৃষকের একটাই স্বপ্ন মাথার ঘাম ঝড়ানো বোরো ফসল ঘরে তোলবেন কিভাবে। চামিয়াদি গ্রামের হুরমত আলী পোকার আক্রমণ হতে ধান গাছ বাঁচাতে খেতে আগাম (মটর) নামে কীটনাশক স্প্রে করেছেন বলে জানান। রোগ বালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এ বছর বোরো ধানের ফলন ভালো হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। ভালুকার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকের ঘাম ঝড়ানো বোরো ধানের দিগন্তজুড়া মাঠ ভরে উঠেছে সারি সারি সবুজ পাতার আবিরে। ভর দুপুরে বোরো খেতে আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত রয়েছেন নারী শ্রমিকরা। সবুজ ধানের গোছায় হাত বুলিয়ে সোনার ফসল ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখছেন হাজারো কৃষক। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে মাঠে বোরো ধান খেতে আর কিছুদিনের মধ্যে থোর আসবে। এ সময় আগাছা পরিষ্কার ও সার-কীটনাশক দেয়া জরুরি। যারা মৌসুমের প্রথমেই খেত তৈরি করে বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তাদের খেতে ধানের গোছা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে। ওইসব ধানখেতে আগাছা বাছাই, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের সময় হওয়ায় চারিদিকে শ্রমিকের চাহিদা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে অধিকাংশ বোরো খেতে আগাছা বাছাইয়ের কাজ করছেন পুরুষদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকরা। কারণ হিসেবে কৃষকরা জানান বর্তমানে ভালুকার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর মিল ফ্যাক্টরিতে কাজ পাওয়া, রাস্তাঘাটের প্রসার ঘটায় দরিদ্র বেকার যুবকরা অটোরিকশা ও সিএনজি চালিয়ে জিবীকা নির্বাহের সুযোগ পাওয়ায় কৃষি কাজে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে গেছে। ফলে এখন মাঝ বয়সী গরীব নারী শ্রমিকরা খেতে খামারে কৃষি কাজ করছে তাও সংখ্যায় খুবই কম। গত শনিবার দুপুরে উপজেলার টাসকাপাড়া গ্রামে বোরো খেতে আগাছা পরিষ্কার করছিলেন কয়েকজন নারী শ্রমিক। এদের মধ্যে একজনের নাম জমিলা খাতুন। তিনি জানান নিজের খেয়ে ৫০০ টাকা রোজ তারা কাজ করেন। এতে তাদের দিন খুব কষ্টে কাটে। খেতে খলায় কাজ না করলে বেঁচে থাকার কোন পথ নাই তাই বাধ্য হয়েই তারা গৃহস্থের খেতে খলায় কাজ করে থাকেন। এদের মধ্যে জয়গন নামে একজন নারী শ্রমিক জানান 'বেটাগো দুই বেলা খাওন দিয়া ৫শ' ট্যাহা রোজ দেয় আর বেটি মানুষ হওয়ায় আমাগো খোরাকি না দিয়া দিনশেষে ৫০০ ট্যাহা হাতে দিয়া বিদায় করে।

এ বছর ভালুকায় সরকারি প্রনোদনার সার বীজ পাওয়ায় সময়মত বীজতলা তৈরি করে বোরো ধানের চারা রোপন করেছেন অনেক কৃষক। নদী-নালা, খাল-বিল বেষ্টিত উঁচু-নিচু উর্বর জমিতে ফসল উৎপাদন করে ভালুকার অধিকাংশ কৃষক তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এ অঞ্চলে সাধারণত আউশ, আমন,গম ও বোরো ধানের প্রচুর আবাদ হয়ে থাকে। নিচু জমি যেমন খাল-বিল ঘেষা রয়েছে সেসব জমিতে আগাম চাষ দিয়ে সেচের মাধ্যমে বোরো ধানের আবাদ হয়। এর আগে ওই জমিতে টিএসপি ও পটাশ সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন হয়। বর্তমানে রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সারের প্রয়োগ বেড়েছে অনেক বেশি। পৌষ-মাঘ দুই মাস বোরো ধান রোপনের উপযুক্ত সময়। কোন কোন এলাকায় চৈত্রের শেষদিকে আগাম বোরো ধান কাটা শুরু হয়। বৈশাখ মাস জুরে বোরো ধান কাটায় যেমন ব্যস্ত থাকেন কৃষকরা তেমনি আতঙ্কেও থাকতে হয়। এ সময়টায় কাল বৈশাখী শুরুর সময় হওয়ায় ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই কৃষকরা অনেকটা তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে বোরো ধান মাড়াই করে ঘরে তোলায় ব্যস্ত সময় কাটান।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুসরাত জামান জানান চলতি মৌসুমে ভালুকা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে প্রায় ১৮ হাজার ৬৭০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষমাত্র অর্জন হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৪ ফাল্গুন ১৪৩২, ৯ মার্চ ২০২৬

নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে তাকে ক্ষমতায় আনতে হবে

নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীর অধিকার রক্ষা, বৈষম্য নিরসন, নির্যাতন বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান, অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রকে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে তাকে ক্ষমতায় আনতে হবে বলে জানিয়েছেন নারী নেত্রীরা। তারা বলেছেন, বাংলাদেশে নারীরা বহুবার সাহস, সক্ষমতা ও নেতৃত্বের পরিচয় দিলেও তারা বিভিন্ন সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে বারবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। নারীরা বারবার প্রমাণ করেছেন যে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রে এখনো তাদের উপস্থিতি খুবই সীমিত।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার দিনব্যাপী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। বিভিন্ন আলোচনায় নারীরা উক্ত মন্তব্য করেন। এ বছরের নারী দিবসের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য ছিল—'রাইটস, জাস্টিস, অ্যাকশন : ফর অল উইমেন অ্যান্ড গার্লস'। বক্তারা বলেন, ধর্মান্ধ শক্তি নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রভাব বাড়াতে সব প্রগতিশীল ব্যক্তি, মহল ও দলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্য নিরসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত কর—এই স্লোগানের আলোকে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, নারী প্রগতি সংঘের পরিচালক শাহানাজ সুমী, কেয়ার বাংলাদেশের উইমেন এন্ড ইয়ুথ প্রোগ্রামের পরিচালক রওনক জাহান, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য মনিরা ত্রিপুরা, দলিত নারী ফোরামের তামান্না বারাইক, শ্রমিক নারী রেহানা আক্তার।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন : 'হার ভয়েস, হার রাইটস'—শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে সংগঠনটি নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'সবার জন্য মর্যাদাসম্পন্ন সমঅধিকারই ছিল আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের মূল কথা।'

এডাবের আলোচনাসভা : এডাব চেয়ারপারসন আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সম্মেলন কক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সাদিয়া শারমিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ভিউস্ বাংলাদেশের বার্তা সম্পাদক মারিয়া সালাম, পিডাপের নির্বাহী পরিচালক কাজী বেবী প্রমুখ।

পিকেএসএফ : 'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার'—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনের মিলনায়তনে বিশেষ আলোচনাসভায় বক্তারা বলেছেন, নারী ও কন্যার অধিকার সুরক্ষায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি—ডিআরইউ : প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। দিবসটি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও নারী সদস্যদের সম্মানে উপহার প্রদান করা হয়।

জাতীয় নারী জোট : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে জাসদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নারী জোট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বিকাল সাড়ে ৪টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শহিদ কর্নেল তাহের মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। জাসদের নারী বিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয় নারী জোটের নেত্রী সৈয়দা শামীমা সুলতানা হ্যাপির সভানেত্রীত্বে ও রাবেয়া দিলরুবার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন মোল্লা, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুজ্জামান বাদশা প্রমুখ।

ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার ও গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে নারী শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত শীর্ষক নারী শ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জে নারী উদ্যোক্তা মেলা

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

'আজকের পদক্ষেপ,আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রবিবার মুন্সীগঞ্জে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও নারী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভা কক্ষে সকালে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দা নুরমহল আশরাফী।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাম্মদ মুছাব্বেরুল ইসলাম। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম পিপিএম; সিভিল সার্জন ডা. কামরুল জমাদ্দার, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. নাজমা নাহার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক মৌসুমী মাহবুব।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট বিউটি আক্তার, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক আলেয়া ফেরদৌসী, জেলা তথ্য কর্মকর্তা রহিমা আক্তারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধান, নারী উদ্যোক্তাবৃন্দ, কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আলোচনাসভায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের আলোকে নারীর সমতা, ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এছাড়া সভায় নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এর আগে জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে নারী উদ্যোক্তা মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। এদিকে নারী দিবস উপলক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ সদর, টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া, লৌহজং, শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার আয়োজনে স্ব-স্ব উপজেলায় আলোচনাসভা, শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১৬ মার্চ ২০২৬

শ্রম আইন সংশোধনে এগোচ্ছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল রবিবার ঢাকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী জানান, শ্রম আইন সংস্কারের অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর আলোকে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬'-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি এরই মধ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

MONDAY MARCH 9, 2026
FALGUN 24, 1432 BS
The Daily Star

Same fields, same labour, never the same pay

Despite rising participation in agriculture, rural women remain caught in a cycle of unequal wages

MOSTAFA SHABUJ and
MD ASADUZ ZAMAN

Every day, life starts for Nurnahar Begum before sunrise in Rajosh village of Gobindaganj upazila in Gaibandha.

Alongside household chores, she spends long hours threshing crops at farmers' homes and working in nearby fields during the harvest season.

Yet, despite doing the same work as men, she earns barely half their wages.

"We get half the wages of men for the same work," said the 38-year-old labourer.

Women workers typically earn Tk 8,000 to Tk 9,000 a month, while male labourers receive Tk 20,000 to Tk 22,000, she added.

Her experience is far from unique. Thousands of women farm labourers across the region face the same disparity.

On March 2, Rosina Kisku, 25, and Dipali Kisku, 20 -- two Santal women -- were seen planting paddy seedlings in Rajabirat village of Gobindaganj.

Their work involved lifting bundles of seedlings and transplanting them across waterlogged fields. For this labour-intensive job, women earn Tk 500 a day, while men receive Tk 700.

"It feels painful to receive less for the same work," Dipali said. "But if we demand equal pay, we may lose our jobs."

Despite the wage disparity, women's participation in agriculture has grown significantly over the past decade, largely driven by economic necessity and the migration of men to non-farm jobs.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), women's labour force participation increased from 24 percent in 2000 to 36 percent in 2010, peaking at 42.8 percent in 2022 before falling to 38.40 percent in 2024.

A report by the interim government's Women's Affairs Reform Commission says much of the increase in women's employment over the past decade has come from agriculture.

Citing BBS data, the report notes that women's participation in agriculture rose sharply from 46 percent in 2000 to 78 percent in 2022 before falling to 56 percent in 2024.

Currently, around 3.08 crore people are engaged in agricultural activities -- including fisheries, livestock, and forestry -- with women accounting for 1.72 crore of the workforce.

Even as women take on a larger share of farm work, the persistent wage gap continues to undermine their economic empowerment and influence in household decision-making.

Since February, potato harvesting has been in full swing across the northern districts.

Visits to Bogura, Joypurhat, and Gaibandha found thousands of women working alongside men in the fields. Yet the wage gap remains stark.

Female labourers earn Tk 300 to Tk 350 a day for harvesting potatoes, compared to Tk 700-Tk 800 for men.

Male farmers often justify the disparity by arguing that men work longer hours or perform heavier tasks.

Abdul Hamid, 42, a farmer from Rajosh village who hired 15 women and 10 men for harvesting, said, "During Ramadan, women leave by 3:30pm for household chores, while men work from 7:00am until evening."

For women labourers, however, the pay gap feels deeply unfair.

Data from the Gaibandha District Statistics Office show there are 68,345 female labourers in the district, of whom 63,952 work in agriculture. The average daily wage for women is Tk 350, compared to Tk 500 for men.

In Bogura, 1,56,876 women are employed in agriculture, earning Tk 400 a day, while men earn Tk 600.

The BBS Labour Force Survey 2024 also highlights the disparity: rural women working in agriculture, fisheries, and forestry earn an average monthly income of Tk 8,301, compared with Tk 12,354 for men.

Riktu Prasad, general secretary of the Gaibandha branch of Bangladesh Mahila Parishad, said while women in formal offices may receive equal pay, rural women often work twice as hard for half the wages.

The relatively low cost of female labour is one reason for the increase in women's participation in agriculture, she added.

"Equal status and wages cannot be ensured without a broader social movement involving all organisations, not just women's rights groups," she said.

In Bogura's rice and major husking mills, many women work alongside men drying and boiling paddy, but still earn significantly less.

Helena Begum, 45, who works at a rice mill in Adamdighi upazila, said she earns Tk 200 a day plus a few kilogrammes of broken rice.

In contrast, Rashidul Islam, a male worker at another mill, said he earns Tk 1,000 a day during peak season and Tk 500 in the off-season.

Layek Ali, president of Bangladesh Auto and Major Husking Mill Owners Association, said the number of women working in husking mills has fallen from around 2,00,000-2,50,000 in the past to 20,000-25,000 due to the rise of automated rice mills.

On wage discrimination, he said women are often hired on a contractual basis, and the absence of a fixed minimum daily wage allows disparities to persist.

"If a daily wage is officially declared, the gap between men and women will narrow," he said.

Sharmind Neelormi, a professor of economics at Jahangirnagar University, said, "Men's participation in agriculture has been declining over the years, and although women's overall participation in the sector has also fallen slightly, the trend is different for the 15-29 age group."

"For women in this age band, participation has actually increased." She said the trend raises concerns about the quality of jobs young women are entering.

"This age group is crucial for a country seeking to benefit from its demographic dividend. But if young women continue to move into low-remunerative, low-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Same fields, same labour,

skill jobs, the question is, where will the demographic dividend come from?" she said.

Neelormi added that the wage gap between men and women in agriculture has narrowed somewhat in recent years, partly due to increasing mechanisation.

"When machines such as threshers are used, the operator -- whether male or female -- tends to receive similar pay. As manual labour declines with the adoption of technology, the wage gap gradually narrows," she said.

"However, unskilled labour remains dominant in the sector, which is why the wage gap has not disappeared entirely," she said.

She also cautioned that mechanisation could introduce new inequalities.

"Women generally have less capacity to invest in technology, which means their share in ownership of such assets is likely to remain lower," she added.

In a study, Prof Sadika Haque of agricultural economics at Bangladesh Agricultural University said the increased share of women in the labour force does not necessarily mean gender equality or real empowerment.

Although women have legal land rights, they often cannot exercise control over property due to prevailing social norms and attitudes, she said.

"It is necessary to ensure women's access to and control over resources," she added.

প্রথম আলো
শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২

ঈদযাত্রা উপলক্ষে বাস-লঞ্চে মেরামত ও শ্রমিকদের ব্যস্ততা

বরিশাল

নগরের নথুল্লাবাদ ও রূপাতলী বাস টার্মিনালসংলগ্ন গ্যারেজগুলোতে দিন-রাত চলছে বাসের যান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর কাজ।

এম জসীম উদ্দীন, *বরিশাল*

ঈদযাত্রা সামনে রেখে বাস মেরামত করা হচ্ছে। গত বুধবার বরিশাল নগরের রূপাতলী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

ঈদযাত্রার ভিড় এখনো পুরোপুরি শুরু না হলেও বরিশালে পুরোনো বাস মেরামত ও রং করার কাজ জোরেশোরে চলছে। বসে নেই লঞ্চমালিকেরাও। ডকইয়ার্ডগুলোতে ঈদযাত্রায় ব্যবহৃত লঞ্চগুলোকে প্রস্তুত করতে সাজসজ্জা, মেরামত ও রঙের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা।

নগরের নথুল্লাবাদ ও রূপাতলী বাস টার্মিনালসংলগ্ন গ্যারেজগুলোতে দিন-রাত চলছে বাসের যান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর কাজ। পাশাপাশি অনেক পুরোনো ও লক্কড়ঝক্কড় বাসে নতুন করে রং ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বরিশাল সদরের বেলতলা ও ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া এলাকার ডকইয়ার্ডগুলোতে লঞ্চগুলোর মেরামত ও রঙের কাজ চলছে।

নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল ও রূপাতলী এলাকা ঘুরে দেখা যায়, গ্যারেজগুলোতে সারি সারি বাস দাঁড় করিয়ে মিস্ত্রিরা মেরামতের কাজ করছেন। কোথাও ইঞ্জিন খুলে যান্ত্রিক ত্রুটি সারানো হচ্ছে, কোথাও ব্রেক ও সাসপেনশন ঠিক করা হচ্ছে, আবার কোথাও চলছে রঙের কাজ। যন্ত্রপাতির ঠকঠক শব্দ আর রঙের তীব্র গন্ধে পুরো এলাকা মুখর হয়ে উঠেছে।

একটি ওয়ার্কশপের মিস্ত্রি শাহীন ইসলাম বলেন, আগে নথুল্লাবাদ এলাকায় দিনে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। কিন্তু ঈদের কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় এখন প্রতিদিন ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে।

আরেক রংমিস্ত্রি মো. জিয়া বলেন, ঈদের আগে বাসমালিকেরা সাধারণত টুকটাক মেরামতের পাশাপাশি রঙের কাজের দিকেও বিশেষ নজর দেন। রূপাতলী রেইন্ট্রিতলা এলাকার গ্যারেজগুলোতেও একই চিত্র দেখা যায়। সেখানে সারি সারি বাসে কেউ স্টিলের প্লেট ঝালাই দিচ্ছেন, কেউ আবার রঙের কাজ করছেন। এসব বাসের অধিকাংশই পুরোনো ও লক্কড়ঝক্কড়।

মিস্ত্রি মো. জুয়েল বলেন, এখন দিন-রাত কাজ করতে হচ্ছে। ঈদের আর বেশি দিন বাকি নেই। মালিকদের তাগাদা আর কাজের চাপ মিলিয়ে আমাদের দম ফেলার সময় নেই।

বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন বলেন, ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে বাসগুলোর ছোট-বড় সব ধরনের ত্রুটি আগেই ঠিক করা হচ্ছে।

শুধু সড়কপথ নয়, নৌপথেও চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। বরিশাল নদীবন্দরে পন্টুন সংস্কার, রং করা এবং লঞ্চের ফিটনেস তদারকি শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লঞ্চঘাট এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

গত বুধবার দুপুরে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানে থাকা লঞ্চগুলোতে মেরামতের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন মিস্ত্রি ও শ্রমিকেরা। কেউ রং করছেন, কেউ ঝালাইয়ের কাজ করছেন, আবার কেউ লঞ্চের সামনের অংশে নাম ও রুট লিখছেন।

সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রিরা জানান, রমজানের শুরু থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছে। এখন প্রায় শেষের পথে, তবে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। লঞ্চ দুটি এবার ঢাকা-বরিশাল রুটে ঈদযাত্রার বিশেষ সার্ভিসে যুক্ত হবে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে বরিশাল নদীবন্দর কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের অনেক মানুষ নৌপথে যাতায়াত করেন। তাই ঢাকা-বরিশাল রুটসহ অভ্যন্তরীণ নৌপথের লঞ্চগুলোর ফিটনেস পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে পন্টুন এলাকার পরিধি বাড়ানোর কাজও চলছে।

বরিশাল নৌযাত্রী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক দেওয়ান আবদুর রশিদ বলেন, 'প্রতিবছর ঈদের সময় ভাড়া বাড়ানোর প্রবণতা দেখা যায়। এবারও যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাই আমরা চাই। একই সঙ্গে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের পুরোনো প্রবণতাও কঠোরভাবে বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। আশা করি প্রশাসন এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।'

বণিক বার্তা সোমবার, মার্চ ৯, ২০২৬

নারী-পুরুষ সমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করলে নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নিত হবে

কিছুদিন আগে 'নারী-পুরুষ সমতা' প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেউ কেউ এ ধারণাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃত উন্নয়নের এতগুলো ধাপ পেরুনোর পরও আমরা এ কেমন অবস্থানে রয়েছি? সমতার প্রসঙ্গে নৈতিক ও আদর্শিক গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয়টি না ভাবলেও হয়। এমনকি প্রায় সব ধর্মেই নারী-পুরুষের সমতার কথা রয়েছে। তার পরও সমমর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক কনভেনশনের অংশ। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানেও বৈষম্যহীনতা ও সমঅধিকারের প্রসঙ্গটিই ছিল কেন্দ্রীয় পরিসরে। নারী-পুরুষ সমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে তা এক অর্থে লৈঙ্গিক বৈষম্যকে সমর্থন করারই নামান্তর। পুরো ব্যাপারটি শুধু উদ্বেগজনক বা ক্ষোভেরই নয়, বরং ভীতিকরও। কারণ এর পেছনে রয়েছে নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও পক্ষপাত। ভয়ের বিষয় হলো সমাজে এ ধরনের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বিদ্বেষ ও পক্ষপাতের এ বৃদ্ধি কয়েকটি কারণে ঘটছে: পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, পুরুষদের চরম শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাহির করার প্রবণতা, ক্রমবর্ধমান মৌলবাদ এবং নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির বিস্তারের কারণে। এসব কারণে পুরুষেরা নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অনেক সময় নারীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায় এবং তাদের বহুমাত্রিক পরিচয়কে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত নারীদের প্রতি এ বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ পক্ষপাত তাদের ক্ষমতাহীন করতে চায় এবং সহিংসতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ নারী এখনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন। নারীর এ ক্ষমতাহীনতার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। মোটামুটি বলতে গেলে, কিছু কারণ অর্থনৈতিক। যেমন অনেক নারী পুরুষের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার সীমিত। এছাড়া কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সীমিতি। অন্যদিকে নিরক্ষরতা, সামাজিক অবহেলা, পারিবারিক বৈষম্য, পর্দা প্রথার মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণও এক্ষেত্রে বড় প্রভাব রাখছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের উদাসীনতা এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে নানা প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দায়ী।

নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীদের (১৫-৬৫ বছর) মাত্র ৩৬ শতাংশ সক্রিয়ভাবে আয় করছে। মাত্র ১০ শতাংশের একটু বেশি উচ্চ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদে রয়েছে। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ৮৮ শতাংশ। তাছাড়া কর্মরত নারীদের প্রায় ৯২ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এ খাতে নারী-পুরুষ উভয়েরই মজুরিবৈষম্য বেশি এবং সুযোগ-সুবিধা সীমিত। এও সত্য, দেশে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১ কোটি ১৮ লাখ এসএমইর মধ্যে মাত্র ৬.৪৭ শতাংশ নারীদের মালিকানাধীন। নারী পরিচালিত ব্যবসাগুলো সাধারণত ছোট আকারের। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে নারীরা মূলত কম মজুরি ও কম উৎপাদনশীল খাত (যেমন কৃষিকাজ) এবং অবৈতনিক কাজে বেশি যুক্ত। ফলে নারীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কম এবং অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেখা গেছে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিএসএস) সর্বশেষ 'টাইম ইউজ সার্ভে' অনুযায়ী, পরিবারের আয়মূলক কাজে সরাসরি যুক্ত থাকা নারীদের একটি বড় অংশ কোনো আনুষ্ঠানিক বেতন পান না। অথচ গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজে নারীরা তাদের সময়ের ২৬ শতাংশ ব্যয় করেন। এদিকে পুরুষরা ব্যয় করেন মাত্র ৫ শতাংশ।

পিতৃতন্ত্রই বাংলাদেশী নারীদের সামাজিক ক্ষমতাহীনতার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এটি মূলত তাদের জীবন ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্ধারণ করে দেয় যে তারা কী করতে পারবে বা হতে পারবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী যেখানেই থাকুন বা যা-ই করুন না কেন, তাদের আয়ের সিংহভাগ স্বামী বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের হাতে তুলে দেন। অর্থনৈতিক সেবায় নারীদের প্রবেশাধিকারও কম। কারণ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা তা অনুমোদন করেন না। বাংলাদেশে মাত্র ৩৬ শতাংশ নারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এছাড়া বাল্যবিবাহ এখনো নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বড় বাধা। যদিও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য নীতিনির্ধারণী অনেক সিদ্ধান্তের ফলে বাল্যবিবাহের হার কিছু কিছু জায়গায় কমেছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশ কিশোরী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে করতে বাধ্য হন। শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণও অল্প বয়সে বিয়ে। নারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাবও তাদের সামাজিক ক্ষমতাহীনতার বড় দিক। পারিবারিক সহিংসতা তাদের জন্য একটি বড় হুমকি। নারীর প্রতি সহিংসতার হার এখনো অনেক বেশি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রতি দুজন বিবাহিত নারীর একজন জীবনের কোনো না কোনো সময় গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানি, অ্যাসিড নিক্ষেপ এবং আত্মহত্যাও তাদের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যা।

বাংলাদেশী নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার শিকড়ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ বিধিবিধান পিতৃতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত। পিতৃতন্ত্র প্রায়ই নারীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় না। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে নারীর রাজনীতিতে সক্রিয় উপস্থিতি প্রত্যাশিত নয়। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা কম থাকে। অনেক সময় পুরুষই তাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। খুব কমসংখ্যক নারীই রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রার্থী হতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে নারীর মুক্তমত, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার আজও সীমিত। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন তাদের স্বাধীনতা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

নারীর ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও সহিংসতার পরিসংখ্যানই বলে দেয় বিদ্যমান সমাজ তাদের প্রতি কেমন বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করে। সমাজে এ সহিংসতা ক্রমেই বাড়ছে এবং জীবনের প্রতিটি ধাপে নারী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। কোথাও তা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের রূপে, আবার কোথাও যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের মাধ্যমে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি হামলার মাধ্যমেও এমনটি হয়। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসেই প্রায় ৪০০ নারী ও কন্যাশিশু সহিংসতার শিকার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বাস্তবে এ সংখ্যা আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হলো এগুলো কেন ঘটে? প্রথমত, বিষাক্ত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ক্রোধ থেকেই নারীর ওপর সহিংস আচরণকে উসকে দেয়া হচ্ছে। নারীরা মানসিকভাবে দৃঢ় এবং পুরুষরা শারীরিক শক্তিতে। এক্ষেত্রে তুলনা হয় না। কিন্তু অনেক পুরুষ শারীরিক শক্তির জোরে পেশিশক্তিকেই প্রধান হাতিয়ার ভাবতে চায়। এক্ষেত্রে যুক্তি বা নৈতিক অবস্থান কাজ করে না। নারীদের যেন পুরুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধকতা বলেই ভাবা হয়। পিতৃতান্ত্রিক ভাবধারাই পুরুষদের নিষ্ঠুর করে তোলে। এভাবেই নারীর প্রতি বিদ্বেষ অনেক বাড়ে। দ্বিতীয়ত, পুরুষদের মধ্যে এক ধরনের চরম শ্রেষ্ঠত্ববাদী বোধ কাজ করে। তারা মনে করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবকিছু করার অধিকার ও ক্ষমতা তাদেরই আছে। অন্যদিকে নারীরা নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন। পুরুষরা নারীদের দুর্বলতা নিয়ে উপহাস করে, কিন্তু নারীদের শক্তি তাদের অস্বস্তিতে ফেলে। নারীরা জীবনে পুরুষদের পরিপূরক হিসেবে দেখে, কিন্তু অনেক পুরুষ নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে। এ চরম শ্রেষ্ঠত্ববোধের কারণেই পুরুষরা নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখে, তাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতাকে উপহাস করে এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে অবমূল্যায়ন করে। তৃতীয়ত, কিছু চরমপন্থী মৌলবাদী ধারণা নারীদের নিয়ন্ত্রণ করাকে সঠিক বলে মনে করে এবং পুরুষদের কর্তৃত্বকে সমর্থন করে। এসব ধারণা ছড়িয়ে পড়লে নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণে পুরুষদের হস্তক্ষেপ বাড়ে। তখন পুরুষরা ঠিক করে দেয় নারীরা কী পরবে, কোথায় যাবে, কী করতে পারবে। এসব নিয়ম ভাঙলে সামাজিক পরিসরে নারীদের হয়রানি বা শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। সেই অর্থে পুরুষ এক ধরনের 'মোরাল পুলিশিং'-এর দায়িত্ব নেয়। নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির বিস্তার এ চরম শ্রেষ্ঠত্ববোধকে আরো শক্তিশালী করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ভাষ্য পুরো বিষয়টিকে আরো নারীবিরূপ করে তুলেছে। নারীর ওপর খবরদারির কথা বলা মানে, নারীরা কর্মক্ষেত্রে দুর্বল ও অক্ষম। সেক্ষেত্রে পুরুষই নারীদের দেখভাল করবে। নারীর সক্ষমতার প্রতি এ এক উপহাস। নারীর মর্যাদা এতও ঠুনকো নয় যে তাতে পুরুষের স্বীকৃতি লাগবে। এ বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে যে অধিকার দিলেই একজন মানুষ মর্যাদা পায়। নারী অধিকার চায়। পৃষ্ঠপোষকতা বা দান নয়। এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলোকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দেয়ার বিতর্ক হয়তো আমরা সামনে নীতিনির্ধারণী স্তরেই দেখতে পাব। বিদ্যমান বাস্তবতায় নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও সহিংসতা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। এটি আর ব্যতিক্রম নয়, বরং এই বিদ্বেষ এবং সহিংসতা সামাজিক পর্যায়ে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। এর দায় রাষ্ট্র, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে হবে। কারণ নারীদের জীবনের বহু বাস্তবতা পুরুষদের মানসিকতা এবং আচরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। নারী-পুরুষের সমতার বিরুদ্ধে যে অবস্থান নেয়া হচ্ছে, তা মানবতার বিরুদ্ধেই এক ধরনের বিদ্বেষ এবং আমাদের সবার জন্যই একটি বড় হুমকি।

সেলিম জাহান: সাবেক পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিচার জরুরি

সমাজ, পরিবার কিংবা রাষ্ট্র আইনের সম্পর্কে গড়ে ওঠে না, বরং নারীর ত্যাগ ও মমতা একে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু আইনের অনুশাসনই সার্বিকভাবে সামাজিক একতা ও সংহতি ধরে রাখতে ভূমিকা রাখে। সে নিরিখে নারীই পরিবারের 'অদৃশ্য চালিকাশক্তি'। প্রাতিষ্ঠানিক তো বটেই, আর্থিকভাবে মূল্যায়নহীন কাজগুলো করার দায়ও নারীর ওপর বর্তায়। আমরা যখনই নারীর অধিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি, তখন পরিবার, সমাজ ও সর্বোপরি রাষ্ট্রের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে না করলে হয় না। কর্মজীবী হোক বা গৃহস্থালি, যেকোনো পরিবারে এখন নারীই বড় অর্থ জোগানদাতা। অন্তত যদি নারীর গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্যায়ন করা যেত তাহলে এ কথা স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর পেরিয়ে গেছে প্রায় ৫৬ বছর। নারীকে যেন এখনো আমরা অধিকারসম্পন্ন মানুষ বলে দেখতে পারছি না। বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর ভূমিকা সেবাদানকারী হিসেবেই।

পরিবার ও সমাজে নারী মূলত মাল্টিটাস্কিং করে থাকে। সমাজ নারীর ঘরের কাজকে ওই অর্থে 'কাজ' মনে করে না। নারীর কাজের যদি আর্থিক মূল্যায়ন করা হতো, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। নারীর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা গেলে নারীর গুরুত্ব আরো স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো। কর্মজীবী হোক বা গৃহিণী, নারীরা কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারের মধ্যে যে ভারসাম্য রক্ষা করেন, তা অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। এগুলোকেই আমরা মাল্টিটাস্কিং বলে অভিহিত করছি। নারীকে সবক্ষেত্রে শুধু গুরুত্ব দিলেই হবে না। তাকে আইনি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেশি দিতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সুবিচার না পাওয়ার বিষয়টি বেশি দায়ী।

নারীর নিরাপত্তাহীনতা অনেকাংশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত নয়। দেখা গেছে, যারা নারীর অধিকার বিষয়ে সোচ্চার তাদের অনেকে নানাভাবে নারীর ওপর নিপীড়ন চালান। বেসরকারি নানা সংস্থায় নারী নিজ যোগ্যতাবলে কাজ পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাকে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়। নারীকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নেতিবাচক ধারণা কর্মস্থলে গুজবে রূপ নেয়। এ গুজবও নারীর অগ্রগতির পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত নারীর পদোন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনো নারীকে অসহায় ভেবে তার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেন কোনো কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা—এ অভিযোগ নতুন নয়। দেশে বেকারত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বড় সমস্যা। যেকোনো উপায়ে মানুষ একটা চাকরি আদায় করতে চান। তা করতে গিয়ে অনেক সময় ঘুস-তদবির করতে হয়। নারীর ক্ষেত্রে সমস্যাটা ভিন্ন। অনেক সময় তাকে কুপ্রস্তাবের মুখোমুখি হতে হয়। শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়, অনেক জায়গাতেই নারীকে অপ্রীতিকর, অশোভন মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়। তাই অনেক নারী সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে যুক্ত হওয়ার সাহস পান না। এত সংকটের মধ্যে ক'জনের পক্ষে সম্ভব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা? শহরে নারী কর্মীর সংখ্যা আমলে নিয়ে সারা দেশে নারীর কর্মসংস্থানের তুলনা করতে গেলে আমরা কিছুটা ভুল ধারণা পেতে পারি। নারীর সুযোগ-সুবিধা যে বেড়েছে এর সত্যতা অবশ্য আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সার্বিকভাবে নারীর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা পুরোপুরি দূর হয়নি। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও নারী প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, এ অভিযোগও আছে। নিয়োগদাতা সংস্থায় যে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি নেই এমনটি নয়। কিন্তু এমন ব্যক্তির সংখ্যাও কম। সমস্যা হলো দেশে যোগ্য নারী শিক্ষার্থীর তুলনায় যোগ্য কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি। তার পরও কিছুসংখ্যক নারী নিজ যোগ্যতাবলে কর্মসংস্থান গড়ে তুলছেন।

নারীর কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তাদের মানসিক ভাবনাগত সংকটও রয়েছে। এখনো অনেক নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও চাকরির ক্ষেত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেন না। তার নিজস্ব দক্ষতা কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে কেমন চাকরি তিনি পেতে পারেন এ বিষয়ে কোনো ধারণা অর্জন করেন না। যেহেতু তিনি চাকরির বাজার সম্পর্কে অবহিত নন সেহেতু এক পর্যায়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। আত্মবিশ্বাসহীনতার কারণে অনেক নারী তার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বিয়ে করে ফেলেন। এভাবেই অনেক নারী উচ্চশিক্ষা নেয়ার পরও স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেসব পরিবারে নারীকে উচ্চতর শিক্ষা নিতে পাঠানো হয় যাতে তার ভালো একটি বিয়ের সম্বন্ধ আসে। এছাড়া নারীর নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়টিও অনেক ক্ষেত্রে তাদের দমিয়ে দেয়। এসবই সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর নিজের সৃষ্ট সংকট। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ একটি বড় বিষয়। পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই চাকরির ক্ষেত্র ও সুযোগের বিষয়টিকে আমলে নিয়ে কাজ খুঁজতে হয়। কিন্তু দেশের নারী এখনো এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতন হয়ে উঠেছেন এমনটি বলা যাবে না।

নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করার মানে এই নয়, পুরুষকে পিছিয়ে পড়তে হবে। বরং নারীর দক্ষতা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার মেধার মূল্যায়নের ওপর জোর বাড়াতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়ার মাধ্যমেই আমরা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে এগোতে পারি। দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গোটা বিশ্বেই ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে। আমাদেরও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। নারীকে নিপীড়ন করার সুপ্ত যে প্রবণতা এখনো অনেকের মধ্যে রয়েছে তা সামাজিক নানা প্রভাবেই হয়ে থাকে। পশ্চাৎপদ চিন্তার মানুষদের এ থেকে বের করে আনতে হবে। নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রচলিত আইনের বাস্তবায়ন সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নারীর প্রতি অবজ্ঞা কিংবা অবমূল্যায়নের অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসবে সমাজ।

সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব—এ কথা অনস্বীকার্য। একটি সভ্য সমাজের অগ্রগতির অন্যতম সূচক হলো নারীর স্বাধীন ও নিরাপদ চলাচল। যে সমাজে মেয়েরা নির্ভয়ে স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্র, বাজার কিংবা বিনোদনস্থলে যেতে পারে না, সেই সমাজ কখনই প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে পারে না। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু নারীর নিরাপদ চলাচলের প্রশ্নে এখনো নানা শঙ্কা ও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এজন্য নারীর জন্য একটি কার্যকর ও টেকসই নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলা। প্রতিদিন গণপরিবহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র কিংবা অনলাইন প্লাটফর্মে নারীরা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। অনেক ঘটনা প্রকাশ পায় না সামাজিক লজ্জা, ভয় বা বিচারহীনতার আশঙ্কায়। আইন থাকলেও তার প্রয়োগে ঘাটতি, তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা এবং অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। ফলে নারীরা আত্মবিশ্বাস হারান, পরিবারগুলো উদ্বিগ্ন থাকে আর সমাজে এক ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন রয়েছে, যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও বিশেষ সেল গঠন করেছে। এ আইনগুলো যুগোপযোগী নিঃসন্দেহে। আমি মনে করি, আমাদের আইনগুলো যথেষ্ট ভালো। কিন্তু আইনের প্রয়োগ এবং ন্যায়বিচার অবকাঠামো যদি উন্নত না হয় তাহলে অপরাধ কমবে না। দেখা যায়, কোনো নারী নির্যাতিত হলে সঠিক সময়ে বিচার পান না। তাছাড়া দেশে নারী নির্যাতনকেন্দ্রিক আদালতের এজলাসও টেকসই নয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে বিশেষ আদালত আছে। কিন্তু এ আদালতে পর্যাপ্ত বিচারক নেই। এমনকি আমরা আইনজীবীরাও সেখানে গেলে নানা ভোগান্তির শিকার হই। অভিযুক্ত, বিবাদী, বিচারক, আইনজীবী—কারো জন্যই আলাদা জায়গা নেই। এজলাসের আয়োজন ছোট। তাছাড়া এখানে প্রতিনিয়ত এত অভিযোগ আসে এবং পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে না। তাই অনেকে চাইলেও ভোগান্তির কথা চিন্তা করে বিচার চাইতে পারেন না। এজন্য কাঠামোর আমূল পরিবর্তন জরুরি। পরিবর্তন আনতে না পারলে নারীর ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে আলোচনাই হবে শুধু, প্রতিবিধান মিলবে না।

নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো আইনের কঠোর প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ কমিটি থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সিসিটিভি, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ সেল এবং হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। অনলাইন নিরাপত্তাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

DHAKA WEDNESDAY MARCH 11, 2026
FALGUN 26, 1432 BS
The Daily Star

RIGHTS AND RECOGNITION

Recognise women's labour that run the economy

ERA SHARMILA KHAN

Women across the world begin their labour way before the formal workday starts, performing countless tasks that sustain both national economies and private households. They engage in paid and unpaid work, from agricultural production and small-scale trade to caregiving. Despite these, much of women's work remains invisible, undervalued, and entirely excluded from formal recognition. Women are often underrepresented in ownership rights, financial resources, policy-making spaces, and leadership positions that shape the economic systems. This persistent gap highlights how historically male-dominated structures continue to influence economic governance, constraining women's equal recognition, authority, and equitable access to opportunities and resources. In this piece, I discuss a specific sector, namely ocean governance, where women's labour falls through the cracks.

In Bangladesh, women dominate the pre- and post-harvest sectors, including drying fish, processing, marketing, aquaculture, and, increasingly, seaweed cultivation. Despite their significant labour, they frequently lack recognition in fisheries regulations and miss out on subsidies as well as cash assistance provided to "registered fishers" during fishing bans. They also face occupational hazards in unsafe drying yards and processing sheds and are absent from co-management bodies that determine fisheries rules in Marine Protected Areas.

It is unfortunate that their voice is not represented in governance, and this has undermined gender justice and sustainability because women's silent contributions get subsumed as informal labour. In contrast, the Sustainable Development Goals (SDGs) include SDG 14, which proposes a sustainable use of the marine life, and SDG 5, which requires equal involvement of all genders. There is no way to achieve one without the other.

Furthermore, Bangladesh has obligations and good faith commitments to incorporate gender in ocean management under various international instruments. For instance, the FAO Small-Scale Fisheries Guidelines 2014 urge states to acknowledge women in value chains and engage them in decision-making arrangements. Moreover, fisheries techniques that are socially responsible are promoted in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and Post-Harvest Practices and Trade 1995, where post-harvest activities take the centre stage and women are mostly engaged.

Similarly, the ILO Convention No 190 of 2019 is concerned with violence and harassment in the workplace, which is applicable to women working in these sectors as well. Similarly, the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women 1979 acknowledges the right of rural women to access resources and participatory development, and its General Recommendations iterate state obligations to realise gender responsive governance. Similarly, the Sendai Framework Disaster Risk Reduction (2015-2030) focuses on inclusive policies for disaster preparedness, which is crucial for coastal workforce, particularly women.

Unfortunately, in our law, the legal definition of fishing is narrow, and it leaves out women involved in the important aspects of the value chain like fish processing, aquaculture and post-harvest activities, thus depriving them of identification, subsidies, and other social support programs. Moreover, representation gaps are also crucial, and women do not have an opportunity to engage effectively in fisheries co-management councils and other decision-making bodies due to a lack of mandatory quotas. The gender-specific prism is also missing even in the occupational standards of the sector, as the requirements of personal protective equipment (PPE), toilets, and even a childcare space are seldom provided, exposing women to hazardous and unfair working conditions. The challenges are compounded by financial exclusion, in which women still experience limited access to credit, insurance, and collateral-free loans, and are not able to invest and expand their marine based livelihoods.

To empower women in fisheries, we need a holistic approach at the policy-legal level recognising women across all levels of marine governance and coastal development. First, the definition of 'fishing' under the Marine Fisheries Act needs to be extended to explicitly recognise women across the value chain, i.e., catching, processing and marketing, and in aquaculture. This will potentially qualify them to receive formal identification, subsidies, and compensation in the event of a fishing ban or natural calamity. In addition, institutional representation should be ensured to make sure women are mandatorily represented in the fisheries co-management councils and different decision-making committees. Also, the Delta Plan and National Adaptation Plan should be made gender-responsive to facilitate women-managed coastal livelihoods, including seaweed and shellfish aquaculture, eco-tourism, and mangrove-based enterprises. Furthermore, our labour standards require urgent convergence with the global norms; hence, fisheries labour regulations need to be aligned with the ILO Convention 188 to ensure the written contracts, occupational safety and health standards, the use of personal protective equipment, access to sanitation provisions, etc. In order to further guarantee a safe working environment, protocols on ILO Convention 190 against harassment should be enforced stringently on landing sites, fish markets, as well as processing sheds.

The blue economy discourse in Bangladesh often revolves around industrial fishing, shipping and offshore energy. But it is equally important that the invisible hand of women in fish-drying yards, shrimp-processing plants, and seaweed farming is recognised. This is the bare minimum they deserve for the immense contribution they make.

The writer is apprentice lawyer at the Dhaka judge court.

কালের কণ্ঠ
১২ মার্চ ২০২৬। ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২

পোশাক রপ্তানিতে ভাটার টান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মার্কিন-ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধ

- আট মাসে আয় কমেছে ৩.৭৩%
- শীর্ষ বাজার ইইউতে কমেছে ৫.৪৯%
- উদীয়মান বাজারেও রপ্তানি কমেছে
- তবে কানাডা ও যুক্তরাজ্যে প্রবৃদ্ধি

পোশাক রপ্তানিতে চলছে ভাটার টান। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩.৭৩ শতাংশ। জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি সময়ে এই খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে দুই হাজার ৫৮০ কোটি মার্কিন ডলার। এ সময় ইইউতেও রপ্তানি কমেছে ৫.৪৯ শতাংশ। তবে সবচেয়ে হতাশাজনক হলো, উদীয়মান বাজারেও কমছে রপ্তানি আয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য থেকে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)। আলোচ্য সময়ে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি হয়েছে এক হাজার ২৬৯ কোটি ডলারের পোশাক, যা মোট পোশাক রপ্তানির ৪৯.১৮ শতাংশ। তবে এই বাজারে সাড়ে ৫ শতাংশের মতো রপ্তানি কমেছে। ইউরোপের কয়েকটি বড় বাজারে খুচরা বিক্রি কমে যাওয়া এবং ক্রেতাদের অর্ডার কমানোর প্রবণতার প্রভাব এতে পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৫০৩ কোটি ডলারের পণ্য, যা মোট রপ্তানির ১৯.৫০ শতাংশ। তবে এই বাজারেও সামান্য পতন দেখা গেছে; আগের বছরের তুলনায় রপ্তানি ০.৭৪ শতাংশ কমেছে। বিশ্লেষকদের মতে, উচ্চ সুদের হার ও মূল্যস্ফীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের ব্যয় কমে যাওয়ায় পোশাকের অর্ডার কিছুটা কমেছে।

তবে কয়েকটি বাজারে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। কানাডায় এই সময়ে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৮৭ কোটি ১৫ লাখ ডলারের, যা আগের বছরের তুলনায় ৩.০৮ শতাংশ বেশি। একই সময়ে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হয়েছে ২৯৭ কোটি ডলারের, যেখানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.২২ শতাংশ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসব বাজারে তুলনামূলক স্থিতিশীল চাহিদা থাকায় প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, অপ্রচলিত বা নন-ট্র্যাডিশনাল বাজারে রপ্তানি হয়েছে ৪২৪ কোটি ডলারের, যা মোট রপ্তানির প্রায় ১৬.৪৪ শতাংশ। তবে এসব বাজারে রপ্তানি ৬.৩৪ শতাংশ কমেছে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি বাজারে অর্ডার কমে যাওয়ার প্রভাব এতে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পণ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতের দুটি প্রধান পণ্যের ক্ষেত্রেই কিছুটা হ্রাস হয়েছে। নিটওয়্যার পণ্যের রপ্তানি কমেছে ৪.৫৬ শতাংশ, আর ওভেন পোশাকের রপ্তানি কমেছে ২.৭৯ শতাংশ। যদিও উভয় খাতই এখনো বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলে এবং নতুন বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগ জোরদার করা গেলে আগামী মাসগুলোতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আবার বাড়তে পারে। একই সঙ্গে পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর জোর দিলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরো শক্তিশালী হবে।

NEW AGE
THURSDAY, MARCH 12, 2026

Apparel exports to major destinations fall in July-Feb

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to major global destinations maintained a downward trend in the July-February period of the current financial year 2025-26 due to weak global demand and local challenges.

According to detailed country-wise export data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG items worth $25.8 billion in the July-February period of FY26, marking a 3.73 per cent decline from that of $26.80 billion earned in the same period of FY25.

In February 2026, export earnings from RMG stood at $2.81 billion — a deep 13.21 per cent decline from those of $3.24 billion in February 2025, maintaining a negative growth for the seventh straight month.

Exporters said that shipments had continued to decline due to weak global demand, fewer buyer inquiries and intense competition, particularly on European markets.

Women workers sew clothes at a readymade garment factory in Dhaka recently. — Md Saurav

However, they expressed further worries following the conflict in the Middle East, which could negatively impact the global economy again.

Regarding export decline, Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that exports declined by 12 per cent, despite earlier projections anticipating a sharper fall.

'We have already secured orders for the next three months, but there are no projections for growth during this period,' he added.

He also expressed concern over the ongoing Middle East crisis, warning that if the US-Israel-Iran conflict prolonged, it would significantly affect the country's exports.

'We witnessed the global economic turmoil during the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Entering a new war might again create volatility in the global economy, which would have a direct impact on purchase orders,' he added.

He also said that the businesses expected that orders would have increased after the national election, but, unfortunately, orders started declining due to the war, as some buyers had announced to slow down recently.

During the first eight months of FY26, knitwear exports declined by 4.56 per cent to $13.69 billion, while woven garment exports fell by 2.79 per cent to $12.1 billion.

In the period, the downturn was more pronounced in the United States, European Union, non-traditional markets and other destinations, although shipments to the United Kingdom and Canada narrowly avoided negative growth.

During July-February of FY26, Bangladeshi exporters recorded a 5.49 per cent decline in shipments to the EU — the largest destination for Bangladesh's apparel exports — to $12.69 billion,

NEWAGE SATURDAY, MARCH 14, 2026,

National traceability strategy to be set up to ease EU markets access

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

Women workers sew clothes at a readymade garment factory in Dhaka recently. — Md Saurav

BANGLADESH is moving decisively to fortify its multi-billion dollar export trade against tightening European regulations, initiating the development of a comprehensive 'National Traceability Strategy'.

At the first meeting of the Policy Coordination Unit held on Thursday at the Ministry of Commerce, senior officials and trade leaders emphasised that establishing a strategic roadmap is now a matter of national economic security to meet the European Union's Ecodesign for Sustainable Products Regulation, said a press release on Friday.

The session, chaired by Md Abdur Rahim Khan, additional secretary (Export), focused on a Gap Analysis and Needs Assessment conducted by Business Initiative Leading Development in collaboration with the Ministry of Commerce and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH under the STILE-II Project.

Wasel Bin Shadat, research director at BUILD, informed the unit that the ESPR represented a fundamental structural shift in global market access.

The regulation transitions the industry from voluntary environmental standards to legally binding requirements for nearly all physical goods entering the EU, he added.

Md Abdur Rahim Khan clarified that while the ESPR was a mandatory regulatory requirement for market access, the DPP served as the essential tool to comply.

To maintain access to the European market, he said, Bangladeshi exporters must be prepared to provide machine-readable data accessible at the border, comprehensive information on material composition and granular data regarding carbon footprints and environmental impact.

The economic stakes of non-compliance are severe, particularly as Bangladesh prepares for its LDC graduation and seeks to maintain its global competitiveness.

Research presented at the meeting quantified the immediate threat to the national exchequer:

Failure to adapt to these traceability requirements could put an estimated $0.36 billion to $1.20 billion of annual export revenue at risk.

The 'Gap Analysis and Needs Assessment' identified 62 specific readiness gaps across six compliance domains. Of these, 15 'Tier 1' gaps were classified as requiring immediate national intervention to prevent substantial losses in export earnings.

To bridge these gaps, the PCU recommended a Federated Architecture for the national traceability platform.

Ferdaus Ara Begum, CEO of BUILD, stressed that a 'deep dive' into these evolving rules is now a necessity for the private sector to survive the regulatory shift.

She specifically identified the Registered Exporter system, currently managed and operated by the Export Promotion Bureau, as the foundational framework for this initiative.

Because the REX system already functions as a verified database for exporters, it provides the established 'data rails' necessary to anchor a robust national traceability platform, allowing the government to integrate current export processes with the high-level digital requirements of the EU.

The meeting highlighted a sharp disparity in readiness across different export sectors.

Vidiya Amrit Khan, vice-president of BGMEA, noted that the apparel sector was already navigating increased demands for verifiable evidence of sustainable sourcing.

She emphasised that the ESPR as designed to strictly monitor production to ensure it is free from child labour, unfair labour practices, and environmental degradation, affirming that compliance is 'mandatory and non-negotiable'.

Conversely, Major Rafiqul Islam, secretary general of LFMEAB, reported significant awareness gaps within the leather and footwear sectors.

He noted that many association members remain largely unfamiliar with ESPR requirements and called for immediate, organised awareness campaigns.

He also suggested that the government explore potential avenues for timeline flexibility to prevent these sectors from being sidelined.

Md Towhidul Islam, additional director of the Sustainable Finance Department at the Bangladesh Bank, informed the PCU that a fund of Tk 2,500 crore was available to facilitate industries in adopting green and compliant practices.

This fund is intended to help manufacturers modernize operations to meet the environmental standards demanded by European regulators, he added.

Michael Klode, project head for GIZ (STILE-II), provided a critical technical clarification: the current collaboration between the Ministry of Commerce and BUILD is focused on developing the National Strategy, not the physical creation of Digital Product Passports for individual companies.

This strategic roadmap is intended to provide the policy framework and guidance, while the actual implementation of DPPs remains an industry-level responsibility.

ABM Fakhrul Alam, group sustainability lead at Urmi Group, issued a stern warning that any delay in implementing traceability systems would result in an 'unmanageable compliance burden' in the near future.

He advocated for the swift development of a simplified national platform to assist manufacturers in data management.

In response, the Ministry of Commerce decided to form a specialised Task Team to lead sector-specific dialogues to ensure every industry is prepared for the transition.

The meeting saw broad-based participation from the public sector, including the Ministry of Industries, MoEFCC, Planning Division, Ministry of Textiles and Jute, ICT Division, Ministry of Labour and Employment, BEZA, EPB, SREDA, BSTI, DoE, and SMEF. Private sector stakeholders included representatives from DCCI, BGMEA, BKMEA, LFMEAB, BPGMEA, BTMA, BGBA, BTGWPEA and BAFFA.

বণিক বার্তা শনিবার, মার্চ ১৪, ২০২৬

ফেব্রুয়ারির বেতন হয়নি ৫৩% কারখানায়, ঈদ বোনাস দেয়নি ৮৪%

অনতিবিলম্বে শ্রমিকের প্রাপ্য বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হোক

যেকোনো শিল্পের স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায্যতার স্বার্থে যথাসময়ে শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা পরিশোধ করা জরুরি। নির্ধারিত সময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধ না করলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। বিশেষত দেশে বড় দুটো ধর্মীয় উৎসব অর্থাৎ ঈদ পর্বের আগে গোটা দেশেই উৎসবের আমেজ থাকে। এমন সময় বেতনের ওপর নির্ভরশীল প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন-বোনাস পাওয়ার দাবি রাখেন। কিন্তু প্রতি বছর বিভিন্ন সময় বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেয়। এ সমস্যা শিল্প এলাকাগুলোয় প্রবল, বিশেষত ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে দেখা গেছে, অনেক কারখানা নির্ধারিত সময়সীমা মেনে বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি। এর পেছনে তদারকির দুর্বলতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব এবং কিছু ক্ষেত্রে মালিকদের গড়িমসি দায়ী বলে বিভিন্ন বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সরকার শিল্প খাতকে টিকিয়ে রাখতে নানা সময় আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়েছে। কিন্তু সেই সুবিধার প্রতিফলন সবসময় শ্রমিকদের জীবনে পৌঁছায় না।

বণিক বার্তার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবারো আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে দেশের শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ১২ মার্চের মধ্যে পরিশোধের কথা থাকলেও আটটি শিল্প এলাকার অর্ধেকেরও বেশি কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়নি। এর মধ্যে ঈদের বোনাস পরিশোধ করেনি ৮৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ কারখানা। বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটিতে যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, তা দেশের শিল্প খাতে বিদ্যমান এক ধরনের কাঠামোগত সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। এ সমস্যা শুধু শ্রমিক নয়, দেশের শিল্প খাত ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির জন্যও উদ্বেগজনক।

অন্যদিকে সম্প্রতি শিল্প পুলিশও শিল্প এলাকাগুলোতে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে। খাতভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে শিল্প পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বাণিজ্যিক মন্দা বা অন্যান্য চ্যালেঞ্জের কারণে এ বছর ঈদের বেতন-বোনাস দিতে অসমর্থ কারখানার সংখ্যা ২৬৬। এসব কারখানাকে উচ্চ ঝুঁকি, মধ্যম ঝুঁকি ও ঝুঁকিপূর্ণ—এ তিন শ্রেণীতে ভাগ করে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তিতে কিছু প্রস্তাব দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত তা পরিপালনে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। এমনটি দুঃখজনক এবং অনেকাংশে বাস্তবসম্মত নয়।

দেশের শিল্প খাতের মধ্যে পোশাক শিল্প খাত রফতানি আয়ের বড় অংশের জোগান দেয়। স্বাবলম্বী এ খাতটির অগ্রগতির পেছনে লাখ লাখ শ্রমিকের শ্রম রয়েছে। একই কথা অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সময়টা কঠিন। মূল্যস্ফীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে নানা সংকটের কারণে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বেড়ে চলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে নিত্যদিনের ব্যয় মেটানোই কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষত ধর্মীয় উৎসবের আগে শ্রমজীবী মানুষের যে পরিকল্পনা থাকে, সেগুলো অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। অর্থনৈতিক এ সংকট শ্রমিকের জন্য মানসিক চাপে রূপ নেয়। ঈদের আগে বেতন আটকে থাকার ফলে মানসিক চাপ অনেক সময় পারিবারিক পর্যায়েও দ্বন্দ্ব বাড়ায়। এজন্য সময়মতো শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ অর্থনৈতিক এবং একই সঙ্গে মানসিক সুরক্ষারও অংশ। শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত হলে তাদের মানসিক সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়।

শ্রমিকদের সময়মতো পারিশ্রমিক দেয়া শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়। এটি আইনি বাধ্যবাধকতাও। শ্রম আইন অনুযায়ী, মাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ কারখানায় এ নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। এজন্যই বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের আগে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উৎসব শেষ হওয়ার পর শিল্পাঞ্চলে সে অসন্তোষের জেরে উৎপাদন কার্যক্রম ধীরগতির হয়ে ওঠে। এবারো যে পরিস্থিতির বেশি পরিবর্তন হয়নি, তা বণিক বার্তার প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণেই বোঝা সম্ভব। শিল্প খাতের প্রাণ শ্রমিকরাই যখন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন, তখন অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই শিল্প খাতে তথা সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার স্বার্থে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও উৎসব ভাতা যথাসময়ে পরিশোধ করা জরুরি।

শিল্প-কারখানাগুলোয় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার নানা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধে অসমর্থ কারখানাগুলোকে ঋণ সুবিধা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি মালিক পক্ষের জন্য একটি বড় সুযোগ। সরকারের পক্ষ থেকে এ আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তার পরও বেতন-ভাতা আটকে রাখার কোনো ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সহজ শর্তের এ ঋণসুবিধা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও সচল কারখানাই পায়। এছাড়া যেসব কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত, সেগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। এরই মধ্যে শিল্প পুলিশ এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান সত্যিই অসমর্থ তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বেতন-বোনাস পরিশোধে গাফিলতি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যেন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার জন্য ঈদের আগে রাজপথে নামতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। শুধু নির্দেশ দিলেই হবে না; তদারকি বাড়াতে হবে। যেকোনো অনিয়মের প্রতিবিধান নিশ্চিত করা জরুরি। তবে মালিক পক্ষের অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জগুলোও আমলে নিতে হবে। ব্যাংক ঋণ জটিলতা, রফতানি বিলম্ব, ডলার সংকট—মালিক পক্ষের এসব সমস্যা বিবেচনায় রেখে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু মালিক পক্ষের সমাধান করতে গিয়ে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত করা মেনে নেয়া যায় না।

সরকারের পাশাপাশি মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ এখানে অনেক জরুরি। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নীতিনির্ধারণী আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সব পক্ষের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে হবে। শিল্পাঞ্চলে শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে হয়। আর এ বিশ্বাস গড়ে তোলার দায়িত্ব মালিক পক্ষের। শ্রমিক যদি মনে করেন মালিক তার প্রাপ্য সময়মতো দেবেন, তাহলে উৎপাদনশীলতাও বাড়ে, কর্মপরিবেশও স্থিতিশীল থাকে। তাই শ্রমিকের প্রাপ্য আটকে রেখে সমাধান খোঁজা কোনোভাবেই ন্যায্য নয়। মালিক পক্ষকে মনে রাখতে হবে, বেতন-ভাতা শ্রমিকদের প্রতি করুণা নয়, এটি তাদের ন্যায্য অধিকার। তাছাড়া আমাদের শিল্প খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান এখন বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করছে। এ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোই পর্যাপ্ত নয়। বিশ্ববাজারের অনেক ক্রেতা এখন সংশ্লিষ্ট খাতের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন। তাই বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও শ্রমিকবান্ধব কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিল্প খাত মানবিক হলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়ে। শ্রমিকের কল্যাণে আন্তরিক হলে দীর্ঘমেয়াদে মালিকও লাভবান হন।

আসন্ন ঈদ উৎসব যেন সবার জন্য আনন্দদায়ক হয় এমনটিই প্রত্যাশিত। সংকটময় এ সময়েও মানুষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরিখে নানা পরিকল্পনা করেন। সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় সঠিক সময়ে বেতন ও উৎসব ভাতা না পেলে। বিশেষত সামান্য এ অর্থের ওপর নির্ভরশীল মানুষের জন্য এটি সামাজিক আত্মমর্যাদার প্রশ্নও হয়ে ওঠে। তাই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা সঠিক সময়ের পরিশোধের বিষয়ে সব পক্ষকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২ চৈত্র ১৪৩২, ১৬ মার্চ ২০২৬

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ছাড়া ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

'নারীর সমানাধিকার : বৈষম্য নিরসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ফলে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কনফারেন্স হলে আয়োজিত 'নারীর সমানাধিকার : বৈষম্য নিরসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় করণীয়'—শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ' (বিএনপিএস)—এই বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে আরো বলা হয় যে, গ্রামীণ নারী, শ্রমজীবী নারী, প্রতিবন্ধী নারী, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা বহুমাত্রিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন। তাদের বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার বলেন, সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের কথা বলা থাকলেও নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ওয়েলফেয়ারধর্মী উদ্যোগ নিয়েছে, কাঠামোগত পরিবর্তনে মনোযোগ দেয়নি। কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরি নিশ্চিত না হওয়া, নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব, বিচারব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারে প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত না হওয়া ইত্যাদিকে নারীর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতায়নের পথে বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, কৃষি ও মৎস্য খাতে নারীর এখনো স্বীকৃতি নেই, অথচ অনেক নারী এই কাজে জড়িত। বৈষম্য দূর করতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নীতি বাস্তবায়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডর স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতায় সঠিক বিচার এবং প্রতিরোধ না হওয়ার কারণে একধরনের সামাজিক বৈধতার পদ্ধতিগত রূপ নিচ্ছে; যা শুধু নারীর ক্ষতি সাধন করছে না, বরং পুরো সমজের ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবারকে একক ধরে জেন্ডারসংবেদনশীল মানস গঠনে কাজ করতে হবে।

সূচনা বক্তব্যে বিএসপিএস-এর পরিচালক শাহনাজ সুমী বলেন, বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চ্যালেঞ্জের মুখে। বাংলাদেশে এখনো নারীরা কাঠামোগত বৈষম্য, সহিংসতা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হলে কেবল আইনি স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়; বরং সেই অধিকার বাস্তব জীবনে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার, কার্যকর নীতি এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

আলোচকরা আরো বলেন, নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈষম্যমূলক আইন ও সামাজিক প্রথার পরিবর্তন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিচারপ্রাপ্তি সহজ করা এবং নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের জন্য বৈষম্যহীন, নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আরো বক্তব্য রাখেন, ব্র্যাক-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাতেমা ফেরদৌসি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালাক অর্চনা সাহা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অ্যাডভোকেট দিপ্তি সরকার, নেটজ বাংলাদেশের এইচআর লিড আফসানা বিনতে আমিন; ফাউন্ডেশন ফর উইম্যান পসিবিলিটি নির্বাহী পরিচালক ফরিদা বেগম, শ্রমিকনেত্রী সেলিনা আকতার, আদিবাসী নেত্রী রিয়া চাকমা, নারী অধিকার কর্মী মুশফিকা লাইজু, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেরুন্নেসা প্রমুখ।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 14.03.2026

USTR probes Bangladesh, 59 others in crackdown on forced labour

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

BGMEA chief says there is no forced labour in Bangladesh's apparel sector

The Office of the United States Trade Representative (USTR) has launched investigations into 60 economies, including Bangladesh, under Section 301 of the Trade Act of 1974 over alleged failures to take action against forced labour practices linked to trade.

The economies under investigation are among the United States' largest trading partners. They include the United Kingdom, United Arab Emirates, Pakistan, Sri Lanka, Saudi Arabia, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, according to a statement issued from Washington on Thursday.

The main BRICS economies – Brazil, Russia, India, China, and South Africa – are also included in the probes.

The forced-labour probes follow separate Section 301 investigations launched on Wednesday targeting excess industrial capacity in 16 economies, including Bangladesh, India, China, Australia, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Switzerland, and Thailand.

According to the USTR, the investigations on forced labour will examine whether the acts, policies, and practices of these economies – particularly their failure to impose and effectively enforce bans on imports of goods produced with forced labour – are "unreasonable or discriminatory" and whether they burden or restrict US commerce.

For Bangladesh, apparel remains the country's major export item to the US and is a highly labour-intensive sector.

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the BGMEA, told The Business Standard that there is no forced labour in Bangladesh's apparel sector.

He also argued that not only the apparel industry, but also other formal sectors in the country are currently free from forced labour.

However, when asked why the USTR had launched investigations on two different issues on consecutive days and whether there might be other motives behind the move, he declined to comment.

Another apparel sector leader, speaking on condition of anonymity, said the move could signal pressure from the US. "Considering these developments, it appears that the United States wants to put pressure on Bangladesh or other countries," he said.

Attempts to contact two officials of the Ministry of Labour and Employment for comments on the matter were unsuccessful.

USTR's reasoning

USTR Ambassador Jamieson Greer, in the statement.

সমকাল সোমবার। ১৬ মার্চ ২০২৬

যুদ্ধে নীরব ভুক্তভোগী হচ্ছে বাংলাদেশিরা

■ মিডল ইস্ট আই

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উপসাগরীয় দেশগুলোর স্থানীয় অনেক বাসিন্দা নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরে অবস্থান করছেন। তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য চাহিদা বেড়েছে ডেলিভারি পরিষেবার। এ কাজে যুক্ত হয়ে সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক সড়ক থেকে আরেক সড়কে ছুটছেন বাংলাদেশি, পাকিস্তানি কিংবা নেপালি প্রবাসী শ্রমিকরা।

কিন্তু এমন কাজ করতে গিয়ে প্রবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলছেন। ইরানের পাল্টা হামলা শুরুর পরদিনই (১ মার্চ) দুবাইয়ে এক বাংলাদেশি ডেলিভারি রাইডার বাইকে করে রাস্তায় ঘুরতে শুরু করেন। তুলনামূলক ফাঁকা থাকায় সেদিন তাঁর আয়ও ভালো হয়। কিন্তু সংঘাত তীব্র হওয়ার পর থেকে একের পর এক প্রবাসীর মৃত্যুর খবর সামনে আসতে থাকে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন (রোববার পর্যন্ত ২০ জন, পাঁচজন বাংলাদেশি)। তাদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিহতদের সবাই বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও নেপালের নাগরিক। ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলাদেশের ৫৫ বছর বয়সী সালেহ আহমেদ। যুদ্ধের প্রথম দিন আমিরাতে পানি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করার সময় তিনি প্রাণ হারান।

মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা মানবাধিকার সংস্থা একুইডেমের নির্বাহী পরিচালক মুস্তফা কাদরি বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি এমন– কাতার ও আমিরাতের স্থানীয়রা জীবন বাঁচাতে ঘরে থাকছেন, অন্যদিকে প্রবাসীরা আয় করে জীবন বাঁচাতে রাস্তায় ছুটছেন।

কাদরি বলেন, তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সৌদি আরব, আমিরাত, কাতার ও জর্ডান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী শ্রমিকরা বর্তমানে আতঙ্ক, মানসিক চাপ ও স্থানীয় সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মারাত্মক অবহেলার শিকার হচ্ছেন।

অবহেলার ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে মুস্তফা কাদরি বলেন, প্রথম সমস্যা হলো ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সময় শ্রমিকরা সরকারি সুরক্ষা বার্তা পান না। সরকারের কিছু কিছু বিবৃতিতে সব বাসিন্দাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ের শ্রমিকরা বলছেন, আশ্রয়কেন্দ্র, নিরাপদে সরে যাওয়ার পথ বা জরুরি সহায়তা নিয়ে তারা কোনো কার্যকর নির্দেশনা পাননি।

দ্বিতীয় সমস্যা হিসেবে মুস্তফা কাদরি কাঠামোগত বৈষম্যর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এসব দেশের নির্মাণ, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, ঘরের কাজে প্রবাসী শ্রমিকরা অপরিহার্য কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ফলে হামলার মধ্যেও অনেককে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেক সময় তাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার বদলে বিপদের দিকে এগোতে হয়।

জীবন বাজি, গ্রেপ্তার

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বড় কয়েকটি ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মে কাজ করা তিনজন রাইডারের সঙ্গে কথা বলেছে মিডল ইস্ট আই। তারা সবাই জানিয়েছেন, হামলার মধ্যেও কোনো নির্দেশনা, সহায়তা বা বিকল্প ছাড়াই তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। চাকরি রক্ষার স্বার্থে নাম প্রকাশ করতে না চাওয়া এসব রাইডার জানান, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের কাজের চাপ বেড়েছে।

দুই বছর ধরে রাইডারের কাজ করা এক বাংলাদেশি বলেন, প্রথম হামলার দিন রাস্তাগুলো প্রায় ফাঁকা ছিল। কিন্তু পরের দিন থেকে তিনি আবার ডেলিভারিতে বের হন। তখন গ্রাহকরা আগের চেয়ে বেশি বকশিশ দেন।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে আবুধাবিতে থাকা এক পাকিস্তানি বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর স্থানীয় অনেক বাসিন্দা ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। এ কারণে অর্ডারের পরিমাণও বেড়ে গেছে। তিনি এখন দিনরাত কাজ করছেন। বিশ্রামের জন্য খুবই কম সময় পাচ্ছেন।

দুবাইয়ে থাকা আরেক পাকিস্তানি বলেন, তিনি ১২ ঘণ্টা কমিশনভিত্তিক শিফটে কাজ করেন। ডেলিভারি পৌঁছে দিলেই কেবল টাকা পান। তাই কাজ বন্ধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এদিকে রাস্তায় থাকায় যে কোনো হামলার প্রত্যক্ষদর্শীও হচ্ছেন প্রবাসীরা। হামলার যেসব ভিডিও বা ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ছে, সেগুলোর বেশির ভাগই তাদের ধারণ করা। কিন্তু এ জন্য তাদের আইনি জটিলতায় পড়তে হচ্ছে। হামলার দৃশ্য ধারণ ও ইরানের প্রশংসা করায় চলতি সপ্তাহে বাহরাইন পাঁচ পাকিস্তানি ও এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে।

একুইডেমের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কাদরির আশঙ্কা, আরও অনেক প্রবাসী শ্রমিক গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে পারেন। বিশেষ করে আরব আমিরাতে তারা কঠোর দমনপীড়নের শিকার হতে পারেন। কারণ দেশটিতে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও ধারণকারীদের জেলে পাঠানোর ইতিহাস আছে।

মোস্তফা কাদরি বলেন, এটা অনেকটা গাজার পরিস্থিতির মতো। সংঘাতের জায়গাগুলোতে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষরাই প্রত্যক্ষদর্শী হয়। সুতরাং তাদের নির্যাতনের শিকার হওয়া উচিত নয়।

চলমান সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে প্রবাসী শ্রমিক পাঠানো দেশগুলোর দুর্বলতা। বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত কিংবা ইথিওপিয়ার মতো দেশগুলো অনেক সময় তাদের নাগরিকদের যথাযথ কনস্যুলার সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয়। এবারও তাই ঘটছে। কাদরির মতে, এখন পর্যন্ত এসব দেশের সরকারের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নয়।

সমকাল সোমবার। ১৬ মার্চ ২০২৬

নারীর সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও অধিকারের সম্মেলনে বক্তারা

নারীর আর্থিক বৈষম্য দূর করতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

আর্থিক বৈষম্য, জলবায়ু সংকট এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য নারীকে পিছিয়ে রাখছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এসব বাধা দূর করতে হবে।

'নারীর সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও অধিকার' শিরোনামে সম্মেলনে এ বক্তব্য উঠে এসেছে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্সের থ্রিডি গ্যালারি হলে গতকাল রোববার সকাল ১০টায় খ্রিষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শরমিন্দ নীলোর্মি, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন) উম্মে সালমা সুমি, জাতীয় আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা এবং নারীপক্ষের সদস্য ও আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার। আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন সিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক জুলিয়েট কেয়া মালাকার।

নারীর আর্থিক প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনায় ড. শরমিন্দ নীলোর্মি বলেন, কৃষিকাজে নারীদের বড় অবদান থাকলেও তাদের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। কৃষকের পরিচয়ে সাধারণত পুরুষদের দেখা হয়। অথচ মাঠে সমানভাবে কাজ করেন নারীরাও।

জলবায়ু সংকট ও নারীর বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা প্রসঙ্গে উম্মে সালমা সুমি বলেন, জলবায়ু অভিযোজন তখনই কার্যকর হবে, যখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীরা এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন।

জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নারীর প্রান্তিকতা প্রসঙ্গে ফাল্গুনী ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী নারীরা নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হন। তবে এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আদিবাসী নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন।

আইনজীবী কামরুন নাহার বলেন, নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হলে সংবিধান ও আইনে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক বিধান নিয়ে কাজ করা জরুরি। তিনি কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিসিডিবির কমিশন চেয়ারপারসন ডেভিড এ হালদার। সমাপনী বক্তব্য দেন কমিশনের সদস্য ও নারীনেত্রী গীতা দাস।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, মার্চ ১২, ২০২৬

শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা

ফেব্রুয়ারির বেতন হয়নি ৫৩% কারখানায়, ঈদ বোনাস দেয়নি ৮৪%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে দেশের শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন চলতি মাসের সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশনা ছিল। আর ঈদ বোনাস পরিশোধের নির্দেশনা ছিল আজ ১২ মার্চের মধ্যে। দেশের শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোর আইন-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত সংস্থা শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আট শিল্প এলাকার ৫২ দশমিক ৬০ শতাংশ কারখানার কর্মীরা ফেব্রুয়ারির বেতন পাননি। আর ঈদের বোনাস পরিশোধ হয়নি ৮৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ কারখানায়।

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ১০ হাজার ১০০। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ হয়েছে এমন কারখানা ৪ হাজার ৭৮৭টি। এ হিসাবে বেতন পরিশোধ করা কারখানা ৪৭ দশমিক ৪০ শতাংশ। পরিশোধ হয়নি ৫২ দশমিক ৬০ শতাংশ কারখানায়।

মোট ১০ হাজার ১০০ কারখানার মধ্যে ঈদুল ফিতরের বোনাস পরিশোধ হয়েছে ১ হাজার ৬১৯টিতে। পরিশোধ হয়নি বা বকেয়া রয়েছে ৮ হাজার ৪৮১ কারখানার। এ হিসাবে বোনাস পরিশোধ হয়েছে ১৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ কারখানায়। পরিশোধ হয়নি ৮৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ কারখানায়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ফেব্রুয়ারির বেতন হয়নি

আট এলাকায় তৈরি পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানা সংখ্যা ১ হাজার ৫৪২। এর মধ্যে বেতন পরিশোধ করেছে ৮০৬টি, বেতন বকেয়া রয়েছে ৭৩৬ কারখানায়। বিজিএমইএর সদস্য মোট কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়েছে ১৫৭টিতে। পরিশোধ হয়নি ১ হাজার ৩৮৫টির।

পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের আরেক সংগঠন বিকেএমইএ সদস্য কারখানা ৬২৭টির মধ্যে ফেব্রুয়ারির বকেয়া বেতন পরিশোধ হয়েছে ১৮৯টিতে, পরিশোধ হয়নি এমন কারখানা সংখ্যা ৪৩৮। বিকেএমইএ সদস্য মোট কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়েছে ৫৪টিতে। পরিশোধ হয়নি এমন কারখানা সংখ্যা ১ হাজার ৩৮৫।

তৈরি পোশাকের কাঁচামাল সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সদস্য মোট ৩৩০টির মধ্যে ফেব্রুয়ারির বকেয়া বেতন পরিশোধ করেছে ৯৮টি। বেতন বকেয়া পরিশোধ করেনি ২৩২ কারখানা। বিটিএমএ সদস্য মোট কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়েছে ২১টিতে। ৩০৯টিতে পরিশোধ হয়নি।

বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন ৪২৯ কারখানার মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ হয়েছে ৩৪০টিতে, পরিশোধ হয়নি ৮৯টিতে। বেপজা আওতাধীন ৪২৯ কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়েছে ২০৪টিতে। পরিশোধ হয়নি ২২৫টিতে।

আট এলাকায় মোট ৭৬ পাটকলের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ হয়েছে এমন কারখানা সংখ্যা ৬৫। পরিশোধ হয়নি এমন কারখানা সংখ্যা ১১। বোনাস পরিশোধ হয়েছে ৩৫টিতে। পরিশোধ হয়নি ৪১ কারখানায়। আট এলাকায় কোনো সংগঠনের আওতায় এমন অন্যান্য ৭ হাজার ৯৬ কারখানার মধ্যে ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ হয়েছে ৩ হাজার ২৮৯টিতে। পরিশোধ হয়নি এমন কারখানা সংখ্যা গতকাল বিকাল পর্যন্ত ছিল ৩ হাজার ৮০৭। বোনাস পরিশোধ হয়েছে ১ হাজার ৪৪৮ কারখানায়। পরিশোধ হয়নি ৫ হাজার ৯৪৮টিতে।

গত ৩ মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৯৪তম সভা এবং আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (আরএমজি টিসিসি) ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা, আরএমজি সেক্টরে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা ও আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ ও ছুটি মঞ্জুর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় শ্রমিকদের বকেয়া বেতন সাত কর্মদিবসের মধ্যে এবং ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করতে নির্দেশনা প্রদান করে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে যেন জনভোগান্তি সৃষ্টি না হয়।' তিনি আরো বলেন, 'প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কোনো কারণ ছাড়া লে-অফ বা ছাঁটাই করা যাবে না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ছুটির প্রজ্ঞাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী মালিক ও শ্রমিক পক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের ঈদের ছুটি নির্ধারণ করবেন।

সভায় শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কলকারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের আহ্বান জানান। তাছাড়া নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

THE FINANCIAL EXPRESS

Monday • March 16, 2026

32.34pc factories fail to pay wages for February

FE REPORT

Nearly 63.45 per cent or 6,408 factories have not paid festival allowance

About 32.34 per cent or 3,266 industrial units, including readymade garment (RMG) factories operating across the country under the jurisdiction of Industrial Police (IP) failed to pay wages for the month of February until Sunday as per the government instruction.

On the other hand, nearly 63.45 per cent or 6,408 factories have not paid festival allowance although the government issued an instruction to pay the same by March 12.

Earlier on March 03, Minister for Labour and Employment Ariful Hoque Chowdhury instructed owners of all factories to pay wages for the month of February to workers within the seven working days of this month (March 09) and to disburse their festival allowances by March 12.

Factory authorities have also been asked to pay half of the wages for the month of March in advance, following discussions between workers and the management.

The government also advised factory owners to consult with their respective workers and take decisions on Eid holidays.

According to IP data, a total of 10,100 units, including that of textile, garment and jute, located in Dhaka, Gazipur, Chattogram, Narayanganj, Mymensingh, Khulna, Sylhet and Cumilla, except for Dhaka Metropolitan city, are operating under the authority of IP.

About 67.66 per cent or 6,834 out of the 10,100 factories have paid wages for the month of February while only 3,692 units paid festival allowance until Sunday.

Some 907 out of the total 1,542 garment factories affiliated with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) under IP jurisdiction did not pay festival allowance until Sunday, according to IP data.

Some 469 out of 627 factories operating under the membership of BKMEA (Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association) and 222 under Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) did not pay festival allowances to their workers until Sunday.

A total of 88 out of 429 factories under Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) and 30 out of 76 jute mills could not pay festival allowance while the number is 4,692 for other non-RMG units, according to IP.

Some 393 BGMEA member units, 325 BKMEA, 158 BTMA, 10 BEPZA and four jute mills under IP jurisdiction did to pay February month's wages while the number is 2,376 for non-RMG units.

According to the ministry sources, the government on March 08 assigned an additional inspector general of police from the Industrial Police as a focal point to ensure payment of wages, festival allowances and other benefits to RMG workers ahead of Eid-ul-Fitr.

On Friday last, the labour minister also reminded factory owners to pay wages and festival allowances before the start of Eid holidays.

Law-enforcement agencies, however, made a list of around 266 factories, including 180 textile and RMG units, in different industrial zones as vulnerable to labour unrest, mentioning that those units might fail to pay wages and festival allowances before the upcoming Eid-ul-Fitr.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা

রোববার, মার্চ ১৫, ২০২৬।

কৃষি শ্রমিকের মজুরি (টাকা)

মাস	নারী	পুরুষ
ফেব্রুয়ারি, ২৬*	৪১৫	৫৭৮
জানুয়ারি	৪২০	৫৮০
ডিসেম্বর, ২৫	৪১৫	৫৭৫
নভেম্বর	৪১০	৫৭০
অক্টোবর	৪৪৫	৫৮০
সেপ্টেম্বর	৪৪৮	৬০৮
আগস্ট	৪৬০	৬১৬
জুলাই	৪৬১	৬২১

*আনুমানিক

সূত্র : বিবিএস

মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বগতিতে যেখানে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ার কথা সেখানে উল্টো কমছে। অথচ শাকসবজি ও ফলমূলসহ অনেক ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। শ্রমিকরা উৎপাদন করলেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। অনেক কৃষি শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করতে পারলেও বড় একটি অংশ কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন

বিবিএস জরিপ

কৃষিতে শ্রমিকদের মজুরি কমেছে, উৎপাদন বেড়েছে মরিচ সবজি পশুখাদ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খাদ্যে মূল্যস্ফীতির পরও দেশে কৃষি খাতের শ্রমিকদের মজুরি কমার তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। তবে মজুরি কমলেও ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। বিশেষ করে মরিচ, সবজি, ফল ও পশুখাদ্যের মতো বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। আর কমেছে ভুট্টা ও তৈলবীজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন।

বিবিএসের তথ্য বলছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে নারী-পুরুষ উভয় কৃষি শ্রমিকের মজুরি কমেছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৬২১ টাকা ছিল। পরের দুই মাসে অর্থাৎ আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে মজুরি কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬১৬ ও ৬০৮ টাকায়। নভেম্বরে ৫৭০ টাকা, ডিসেম্বরে ৫৭৫, জানুয়ারিতে ৫৮০ ও ফেব্রুয়ারিতে মজুরি কমে হয় আনুমানিক ৫৭৮ টাকা। একই অবস্থা নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও। জুলাইয়ে মজুরি ছিল ৪৬১ টাকা। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে যথাক্রমে দাঁড়ায় ৪৬০ ও ৪৪৮ টাকা। নভেম্বরে নারীদের মজুরি ছিল ৪১০ টাকা, ডিসেম্বরে ৪১৫, জানুয়ারিতে ৪২০ এবং ফেব্রুয়ারিতে ৪১৫ টাকা (আনুমানিক)। কোনো ক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিকদের টাকার সঙ্গে খাবারও দেয়া হয়। খাবারের অর্থমূল্য বিবেচনায় এ মজুরির পরিমাণ আরো কম।

দেশে শ্রমিকদের মজুরির হার কমার তথ্য পাওয়া গেছে বিবিএসের ভোক্তা মূল্যসূচকেও। সেখানে দেখা গেছে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় মজুরি হার কমে হয়েছে ৮ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। জানুয়ারিতে এ হার ছিল ৮ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। কৃষি খাতে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভেদে মজুরির হার নেমেছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশে। জানুয়ারিতে এ হার ছিল ৮ দশমিক ১২ শতাংশ। এক বছর আগে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। একই চিত্র সেবা খাতেও, তবে মজুরি বেড়েছে শিল্প খাতের শ্রমিকদের।

দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশের বেশি শ্রমিক কৃষি খাতে জড়িত থাকলেও মজুরি কমার ফলে কৃষিশ্রমিকরা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। শ্রমিকরা বলছেন, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে ৬০০ টাকা মজুরি খুবই কম। শিল্প বা অন্য খাতে একই পরিমাণ সময় শ্রম দিয়ে বেশি আয় সম্ভব হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতিতে যেখানে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ার কথা, সেখানে উল্টো কমছে। অথচ উৎপাদনের দিকে তাকালে দেখা যায় শাকসবজি, ফলমূলসহ অনেক ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। শ্রমিকরা উৎপাদন করলেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। অনেক কৃষিশ্রমিক পেশা পরিবর্তন করতে পারলেও বড় একটি অংশ কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন।'

কৃষকরা বলছেন ভিন্ন কথা। গত বোরো মৌসুমে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকায় তিন বিঘা

কৃষিতে শ্রমিকদের মজুরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

জমিতে ধান আবাদ করেন কৃষক নাসির হোসেন। তার প্রায় ১৩ জন শ্রমিক লেগেছে। শ্রমিকপ্রতি মজুরি দিতে হয়েছে গড়ে ৮০০ টাকা। তিনি বলেন, 'এখন আবাদ করতে যে পরিমাণ খরচ হয় সেটি নিয়ে লাভ করার সুযোগ থাকে না। তিন বিঘা জমি আবাদ করতে শ্রমিকের মজুরি দিতে হয়েছে ১০ হাজার টাকা। এটি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেশি মজুরি দিয়েও শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে। যদিও দৈনিক এ মজুরি অনেক বেশি তা কিন্তু নয়। বর্তমান বাজারে কম হলেও সেটি নির্ভর করে উৎপাদন খরচ ও বাজারদরের ওপর। শ্রমিক, সার ও কীটনাশকে যে ব্যয় হয় তা দিয়ে ফসল তোলার পর আর কিছু থাকে না।'

কৃষিশ্রমিকের পেশা ছেড়ে অনেকের অন্য পেশায় যাওয়ারও প্রবণতা বেড়েছে। কুমিল্লার লালমাই এলাকার খোকন মিয়া ২০ বছর ধরে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও গত দুই বছর ধরে অটোরিকশা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান বাজারে যে মজুরি শ্রমিকদের দেয়া হয় তা খুবই অপ্রতুল। রিকশা বা সিএনজি অটোরিকশা চালিয়ে এর চেয়ে বেশি ইনকাম সম্ভব হচ্ছে।'

এদিকে কৃষি খাতে শ্রমিকের মজুরি কমলেও বেড়েছে মরিচ, সবজি, ফল ও পশুখাদ্যের উৎপাদন। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মরিচ উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৬৪ টন, সবজির উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১৯ লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৫ টন। এছাড়া ফলের আবাদ হয়েছে ৩৯ লাখ ৮৬ হাজার ৬২৮ টন। পশুখাদ্যের উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৮৯৯ টন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি। তবে কমেছে ভুট্টা ও তৈলবীজের আবাদ। এ সময়ে ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ৮৭৭ টন ও তৈলবীজ উৎপাদন হয়েছে ২৬ হাজার ৬১৬ টন, যা আগের বছরের তুলনায় কম।

উৎপাদন চাহিদার তুলনায় এটা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম। সার্বিক বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের উৎপাদন যে বেড়েছে তা কিন্তু যথেষ্ট নয়। লাভ কমলে পেমেন্ট কমে। কৃষক চাইলেও শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়ে দিতে পারে না। কৃষকের যখন উৎপাদন ও লাভ কমে যাবে তখন কম দামেই সে শ্রমিক নিয়োগ দেবে। উৎপাদনে মুনাফা হ্রাস পেলে সে আর মজুরি দিতে পারে না। অনেক শ্রমিকও অন্য পেশায় যেতে না পেরে কৃষি খাতে থেকে যায়। কম দামে তাকে শ্রম দিতে হয়।'

ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের সাবেক এ উপাচার্য আরো বলেন, 'যেসব ফসলের উৎপাদন বেড়েছে তার কারণ দাম বেশি পাওয়া। কৃষক দাম বেশি পাওয়ায় শাক-সবজির মতো ফসল আবাদ করেছে, যার কারণে ভুট্টার আবাদ কম হয়েছে।'

NEW AGE MONDAY, MARCH 16, 2026,

32pc factories yet to pay Feb wages

63pc did not pay festival allowances

Saddam Hossain

SOME 32.34 per cent, or 3,626 industrial units across the country did not pay wages for February as of Sunday, said the Industrial Police.

The IP data also stated that 63.45 per cent or 6,408 factory units did not pay the festival allowances ahead of the Eid ul-Fitr.

A total of 10,100 factory units across the country are under the jurisdiction of the Industrial Police in eight industrial zones: Ashulia, Gazipur, Chattogram, Narayanganj, Mymensingh, Khulna, Cumilla, and Sylhet, along with Export Processing Zones.

Among them, 6,834 factories cleared February wages, and 3,692 factories cleared festival allowances.

Eid-ul-Fitr, the largest religious festivals of the country, is expected to be celebrated on March 21, subject to the sighting of the moon.

An IP official told New Age, 'We are in constant communication with factories in the country's various industrial zones. Most of the factories usually complete their payment in one or two days before the start of the holidays,' adding that this might happen this year too.

According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, of the 2,127 operational factories under its jurisdiction, 2,022 or 95 per cent of the factories have cleared wages for February.

Moreover, 1,788 or 84 per cent of factories cleared festival allowances, although only nine factories have cleared partial March wages so far.

Among 648 operational factories under the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, 598, or 92 per cent, have cleared wages for February, and 612, or 94 per cent, have cleared festival allowances.

According to the IP, 172 textile mills out of 330 have cleared the February wages, along with 72 jute mills out of 76.

Moreover, 419 factory units at the various EPZ cleared the February wages, out of total 429 establishments.

The IP stated that 4,720 factory units out of 7,096 of the other categories, including leather, have cleared the February wages.

The government announced Eid holidays for government and autonomous organisations from March 17, with most industrial units to observe the holiday from March 18 or 19.

Earlier, on March 3, labour and employment minister Ariful Hoque Chowdhury instructed factory owners to pay February wages to workers within the seven working days of March (March 09) and to disburse festival allowances by March 12.

On Friday, he further said that under no circumstances should complications arise regarding workers' legitimate dues and asked all concerned stakeholders to remain vigilant.

He also said that a list of risk-prone factories would be prepared based on parliamentary constituencies and shared with the respective members of parliament so they could engage directly with factory authorities to ensure the prompt payment of wages and bonuses.

Stakeholders said the number would decrease significantly before the Eid holidays, as many factories would settle wages and bonuses one or two days before the holidays.

Babul Akhter, secretary general of the Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, told New Age that most of the factories have cleared February wages, and others are working on it.

He also said that they are in constant communication with the ministry regarding the wages and allowances.

Mohammad Hatem, president of BKMEA, said that at his factory, he had already paid workers' monthly wages and Eid bonuses.

He also said that the factories would be able to clear all payments before the start of the Eid holidays.

The BGMEA and BKMEA announced up to 10 days of Eid holidays. The factories and offices of the country's RMG sector would remain closed from March 19 to March 25.

The factories, however, would resume operations from March 28, following Independence Day on March 26 and a public holiday on March 27.

Although the Labour Act provides for a three-day Eid vacation, some factories have announced holidays of up to 10 days after consulting with the workers.

Sometimes, factory owners add extra leave by adjusting general holidays and duty schedules, officials said.

Earlier on March 8, home minister Salahuddin Ahmed said that the government has appointed an additional inspector general of police from the IP as a focal point to ensure payment of wages, festival allowances, and other benefits to RMG workers ahead of Eid-ul-Fitr.

He said that the government had given special attention to prevent problems that usually arise before Eid.

According to findings by the IP, about 266 factories, including 180 textile and RMG units, might fail to pay wages and festival allowances ahead of Eid-ul-Fitr.

An IP official said they are closely monitoring the vulnerable units and holding meetings with the factory management to ensure timely payments and avoid any wage-related unrest.

Cardholders who find revised terms unfavourable will be allowed to close their cards without paying additional charges.

Banks cannot issue credit cards without a customer's request, nor can they upgrade cards or increase credit limits without explicit consent from the cardholder.

To improve transparency, banks must provide monthly statements showing transaction details, total dues, minimum payment requirements, applicable interest rates and other charges.

Cardholders must be given at least 14 days between the issuance of the statement and the date when interest begins to accrue.

If a cardholder files a complaint, the bank must provide explanations and supporting documents within 30 days.

Where a dispute is resolved in favour of the customer, the bank must refund the disputed amount along with any related charges in the next billing cycle.

Banks and their recovery agents cannot threaten or harass cardholders during the collection process.

They must respect the privacy of customers' family members, friends and references, and any calls or visits for recovery must remain within official working hours.

Banks must maintain 24-hour channels for customers to report lost cards or suspicious transactions.

Applicants must be at least 18 years old to obtain a primary credit card, while dependent students aged 16 or above may use supplementary cards linked to a principal cardholder.

প্রথম আলো
সোমবার, ১৬ মার্চ ২০২৬,

৩২% কারখানা এখনো বেতন দেয়নি

ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাব

শ্রমিকনেতাদের অভিযোগ, মালিকদের একটি অংশ ইচ্ছা করেই শ্রমিকের বেতন ও বোনাস নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করে না।

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০,১০০ শিল্পকারখানার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ৬,৮৩৪টি কারখানা গত মাসের বেতন-ভাতা দিয়েছে।
- ৩,৬৯২টি শিল্পকারখানা গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সরকার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য শিল্পকারখানার শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গতকাল রোববার পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও উৎসব ভাতা বা বোনাস পায়নি। যদিও শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার।

একাধিক শ্রমিকনেতার অভিযোগ, মালিকদের একটি অংশ ইচ্ছা করেই শ্রমিকের বেতন ও বোনাস নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করে না। সে কারণে অনেক শ্রমিক অনিশ্চয়তায় থাকেন। অন্যদিকে তৈরি পোশাকশিল্প কারখানার মালিকেরা বলছেন, অধিকাংশ কারখানা গত মাসের বেতন-ভাতা দিয়েছে। আগামী বুধবারের মধ্যে বোনাস দিয়ে কারখানাগুলোতে ছুটি হবে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ হাজার ১০০ শিল্পকারখানা শিল্প পুলিশের তদারকি মধ্যে রয়েছে। সংস্থাটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রোববার পর্যন্ত ৬ হাজার ৮৩৪টি কারখানা (প্রায় ৬৮ শতাংশ) গত মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। ৩ হাজার ২৬৬ কারখানায় বেতন-ভাতা বকেয়া রয়েছে (৩২ শতাংশ)। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন বকেয়া থাকা কারখানার মধ্যে পোশাক কারখানা ৭১৮টি, বস্ত্রকল ১৫৮টি, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের ভেতরের কারখানা ১০টি, পাটকল ৪টি এবং অন্যান্য ২ হাজার ৩৭৬টি।

১০ হাজার ১০০ শিল্পকারখানার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত সাড়ে ৩৬ শতাংশ বা ৩ হাজার ৬৯২টি শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। বোনাস দেয়নি ৬৩ শতাংশ বা ৬ হাজার ৪০৮টি প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ৩ মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৯৪তম সভা সভা হয়। এতে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ এবং ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

বৈঠকের এক সপ্তাহ আগে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতারা অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও বিদায়ী গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঈদের আগে দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সহজ শর্তে ঋণ দিতে অনুরোধ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়ে দেয়, সচল ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য এক মাসের বেতনের জন্য বিশেষ ঋণসুবিধা পাবে। এই ঋণসুবিধার পাশাপাশি চলতি মাসে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের বকেয়া ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করা হয়।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সদস্য সচল কারখানা ৮৩২। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক প্রতিষ্ঠান এক মাসের বেতন দিতে ঋণ নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩০-৩৫ শতাংশ কারখানা শ্রমিকের বেতন দেয়নি। আর বোনাস দিয়েছে অর্ধেকের কম কারখানা।

জানতে চাইলে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে এখনো বড় কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি। যদিও কিছু কারখানা ব্যাংকঋণ চেয়েও নানা জটিলতায় পায়নি। তিনি বলেন, অধিকাংশ কারখানা বৃহস্পতিবারের মধ্যে বেতন ও বোনাস দিয়ে ছুটি দিয়ে দেবে।

এদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানা ২ হাজার ১২৭টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২ হাজার ৪৬টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। তার মানে বেতন পরিশোধ বাকি আছে ৮১টি কারখানায়। আরও ঈদ বোনাস দিয়েছে ১ হাজার ৮৮০টি কারখানা। বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ নিতে ৩৮৭টি কারখানা বিজিএমইএ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়েছে। তার বাইরেও ২০০-৩০০ কারখানা ঋণ নিয়েছে বলে জানান বিজিএমইএর কর্মকর্তারা।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'প্রতি মাসেই কিছু নন-কমপ্লায়েন্ট (যারা সার্বিক মান রক্ষা করে চলে না) কারখানা সময়মতো বেতন পরিশোধ করতে পারে না। সেই প্রবণতা চলতি মাসেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তবে অধিকাংশ কারখানা বেতন দিয়েছে; বাকি আছে মাত্র ৮১ কারখানায়। কারখানাগুলো আগামী তিন দিনের মধ্যে দিয়ে দেবে।'

বিজিএমইএ জানায়, আজ সোমবার সংগঠনটির ১৫ শতাংশ, মঙ্গলবার ৩৫ শতাংশ, বুধবার ৪৫ শতাংশ এবং বৃহস্পতিবার বাকি ৫ শতাংশ কারখানায় ছুটি হবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার বলেন, মালিকদের একটি অংশ ইচ্ছেকৃতভাবে সময়মতো বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করে রাখে। এতে শ্রমিকেরা আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। প্রতিবছরই এমন পরিস্থিতি হয়ে থাকে। সরকার যদি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়, তাহলে এমন পরিস্থিতি ...ড়ানো যায়।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬,

অর্ধেক কারখানা ঈদ বোনাস দেয়নি

শিল্প পুলিশের তথ্য

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ ও ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এক-চতুর্থাংশ শিল্পকারখানায় গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখন পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে। এখনো শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি অর্ধেক শিল্পকারখানা।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ হাজার ১০০ শিল্পকারখানা শিল্প পুলিশের তদারকির মধ্যে রয়েছে। সংস্থাটির দেওয়া তথ্যানুযায়ী, গতকাল সোমবার পর্যন্ত ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ২ হাজার ৫৪৪ কারখানা গত মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। এ ছাড়া ৪৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৫ হাজার ৭টি কারখানা এখনো ঈদ বোনাস দেয়নি।

চলতি মাসের শুরুতে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ ও ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এমনকি সচল ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক-কর্মচারীদের এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এ ছাড়া চলতি মাসে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের বকেয়া ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এরপরও প্রতিবছর মতো এবারও ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দাবিতে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পের কিছু মালিক ইচ্ছা করেই ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস দেরিতে দিচ্ছেন। কারণ, আগে বেতন-বোনাস দিলে শ্রমিকেরা চলতি মাসের বেতনের একটি অংশ চাইবেন। অথচ কিছু কারখানা ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির বেতন-বোনাস ও চলতি মার্চের ১০ দিনের বেতন দিয়েছে।

গাজীপুরের এইচডিএফ অ্যাপারেলসের শতাধিক শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ অনিশ্চিত। কারণ, কারখানার মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানার বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তিনজন নেতা কারখানাটিকে ৩০ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার শিল্পাঞ্চলে ব্যাংক লেনদেন হবে। এর মধ্যেই কারখানাগুলো শ্রমিকের বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করে ছুটি দেবে। আশা করি, বেতন-বোনাস নিয়ে সমস্যা হবে না।'

এদিকে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানা ২ হাজার ১২৭ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২ হাজার ৯০টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। তার মানে বেতন পরিশোধ বাকি আছে ৩৭ কারখানায়। আর ঈদ বোনাস দিয়েছে ২ হাজার ৫১টি, অর্থাৎ এখনো বোনাস দেয়নি ৭৬ কারখানা। এ ছাড়া জানুয়ারি মাসের বেতন বাকি আছে ৫ কারখানায়। মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দিয়েছে ৪৭৮ শিল্পকারখানা।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শেষ মুহূর্তে দু-একটি কারখানায় বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধে সমস্যা হলেও হতে পারে। তেমন কিছু হলে আমরা সমাধানের চেষ্টা করব। শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধের বিষয়টি আমরা যথাযথভাবে তদারক করছি।'

বিজিএমইএ জানায়, আজ মঙ্গলবার ৩৫ শতাংশ বা ৬২৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় ঈদের ছুটি শুরু হবে। আগামীকাল বুধবার ৪৫ শতাংশ বা ৮০৩টি কারখানায় ছুটি হবে। বৃহস্পতিবার ছুটি হবে ৮৯টি কারখানার।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৭ মার্চ ২০২৬

৯৬% পোশাক কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঈদুল ফিতর সামনে রেখে দেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব বোনাস পরিশোধের সর্বশেষ পরিস্থিতি ইতিবাচক। চলতি বছরের ১৬ মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জোনের মোট দুই হাজার ১২৭টি সচল কারখানার মধ্যে দুই হাজার ৫১টি বা ৯৬.৪৩ শতাংশ কারখানা এরই মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। এতে বেশির ভাগ শ্রমিক উৎসবের আগে তাঁদের প্রাপ্য ভাতা হাতে পেয়েছেন।

পোশাক খাতে ঈদ প্রস্তুতি

- ঢাকা-চট্টগ্রামের ২,১২৭ কারখানার মধ্যে ২,০৫১টিতে বোনাস পরিশোধ
- জানুয়ারির বেতন প্রায় শতভাগ, ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ ৯৮ শতাংশের বেশি

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারির বেতন প্রায় শতভাগ কারখানায় (৯৯.৯৫ শতাংশ) পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারির বেতন ৯৮.২৬ শতাংশ বা দুই হাজার ৯০টি কারখানায় পরিশোধ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন নিয়ে বড় ধরনের কোনো অস্থিরতার শঙ্কা নেই বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ঈদ সামনে রেখে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের কাজ শেষ পর্যায়ে। সামগ্রিকভাবে তেমন কোনো অনিশ্চয়তাও নেই। তিনি বলেন, শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে নাড়ির টানে নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করবেন এবং ছুটি শেষে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসবেন—এমনটাই তাঁদের প্রত্যাশা।

তবে তিনি উল্লেখ করেন, কিছু ঠিকা বা সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা রয়েছে, যেগুলো বিজিএমইএর সদস্য নয়। এসব কারখানার শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি নজরদারি জোরদারের আহ্বান জানান তিনি।

৯৬% পোশাক কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঢাকা জোনে মোট এক হাজার ৭৮৫টি সচল কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৭৮৪টি কারখানায় জানুয়ারি মাসের বেতন এবং এক হাজার ৭৫৬টি কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে।

ঈদ উপলক্ষে এই জোনে এক হাজার ৭২৪টি কারখানা (৯৬.৫৮ শতাংশ) শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করেছে। ফলে দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৪২টি সচল কারখানার সব কটিতেই জানুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩৩৪টি কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন এবং ৩২৭টি কারখানায় (৯৫.৬১ শতাংশ) ঈদ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি কারখানায় বোনাস পরিশোধ বাকি থাকলেও দ্রুত তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঈদের আনন্দ আরো বাড়াতে বেশ কিছু কারখানা শ্রমিকদের মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সার্বিকভাবে ৪৭৮টি কারখানা বা ২২.৪৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এই অগ্রিম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জোনে ২৫.৬৬ শতাংশ কারখানা অগ্রিম বেতন দেবে, চট্টগ্রাম জোনে এই হার ৫.৮৫ শতাংশ।

প্রতিবেদনে ঈদ উপলক্ষে শ্রমিকদের সম্ভাব্য যাতায়াতের একটি রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বেতন ও বোনাস পাওয়ার পর ধাপে ধাপে শ্রমিকরা রাজধানী ও আশপাশের শিল্পাঞ্চল ছাড়বেন। ১৬ মার্চ প্রায় ১৫ শতাংশ বা ২১৮টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ছাড়বেন; ১৭ মার্চ প্রায় ৩৫ শতাংশ বা ৬২৫টি কারখানার শ্রমিক যাত্রা করবেন; ১৮ মার্চ সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ বা ৮০৩টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ত্যাগ করবেন; ১৯ মার্চ অবশিষ্ট ৫ শতাংশ বা ৮৯টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ছাড়বেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে শ্রম প্রশাসন, শিল্প পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলগুলোতে নিয়মিত তদারকি করছে। যেসব কারখানায় এখনো পাওনা বাকি রয়েছে, সেগুলো দ্রুত পরিশোধের জন্য মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

সব মিলিয়ে ঈদুল ফিতর সামনে রেখে তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের অগ্রগতি ইতিবাচক। বেশির ভাগ কারখানাই শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে উৎসবের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ফলে শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকার পাশাপাশি শ্রমিকরাও স্বস্তি ও আনন্দের সঙ্গে ঈদের প্রস্তুতি নিতে পারছেন। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, শেষ কর্মদিবসে বোনাস দেওয়া না হলে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করতে পারেন, তাই শেষ মুহূর্তে বোনাস দেওয়া যাবে না। তবে সার্বিকভাবে ৬৬ কারখানায় বেতন-বোনাস নিয়ে অচিন্ত্যতা থাকলেও আজ সমন্বিত উদ্যোগে ঝুঁকির শঙ্কা অনেকটা কমেছে।

শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক গাজী জসিম উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, বেশির ভাগ কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। তবে কিছু কারখানা এখনো তা পরিশোধ করতে পারেনি। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক মালিক পলাতক এবং দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তিনি জানান, সার্বিকভাবে পাঁচ থেকে ১০টি কারখানায় মজুরি পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কিছু পলাতক শ্রমিক নেতা পরিস্থিতি অস্থির করতে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে তাঁরা শিল্প পুলিশের নজরদারিতে রয়েছেন।

শিল্প পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, অনেক কারখানায় মার্চ মাসের প্রথম ১৫ দিনের মজুরিও পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যে সব কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করবেন।

গাজীপুর অঞ্চলের গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান কালের কণ্ঠকে বলেন, এখনো প্রায় ২০টি কারখানায় শ্রমিকদের মজুরি ও বোনাস পরিশোধ করা হয়নি। কোথাও কোথাও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি করেও নির্ধারিত সময়ে মজুরি না দিয়ে নানা ধরনের হয়রানি করছে। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট কিছু কারখানার মালিক দাবি করছেন, পর্যাপ্ত কাজের অর্ডার না থাকা এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ সময়মতো না পাওয়ার কারণে তাঁরা শ্রমিকদের মজুরি ও বোনাস পরিশোধ করতে পারছেন না। শ্রমিক ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি শান্ত রাখতে শিল্পাঞ্চলে টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ১৫ মার্চ ২০২৬

ঈদের আগেই শতভাগ দেওয়ার নির্দেশ

বেতন ৯২% ও বোনাস ৭২% কারখানায় পরিশোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঈদুল ফিতর ঘিরে বেশির ভাগ কারখানায় বেতন ও বোনাস দেওয়া হয়েছে। আর যারা এখনো দেয়নি তাদেরকে দ্রুতই পরিশোধের তাগাদা দেওয়া হয়েছে। পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, ৯২ শতাংশ কারখানায় বেতন এবং ৭২ শতাংশ কারখানায় বোনাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে শ্রমিকদের পাওনা সময়মতো নিশ্চিত করতে সরকার, মালিকপক্ষ ও প্রশাসন একযোগে তৎপরতা বাড়িয়েছে। তবে একই সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতসহ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক সংকটের কারণে বেতন-বোনাস পরিশোধে জটিলতার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিক অসন্তোষ এড়াতে শিল্পাঞ্চলগুলোতে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বেতন ৯২% ও বোনাস ৭২% কারখানায় পরিশোধ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, দেশের সব শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস অবশ্যই ঈদের ছুটির আগেই পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা নিয়ে কোনো ধরনের জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

গতকাল শনিবার ঢাকার বেইলি রোডে শ্রমমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের অফিসকক্ষে তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও নন-আরএমজি খাতে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে করণীয় নির্ধারণে আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় শ্রমমন্ত্রী জানান, ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলোর তালিকা সংসদীয় এলাকা ভিত্তিকভাবে তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের কাছে দেওয়া হবে। তাঁরা সরাসরি কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের পাওনা দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা নেবেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ট্রাস্ট ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক শিল্প-কারখানায় ঋণ প্রদানে গড়িমসি করছে। এসব ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রমমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কিছু শ্রমিক নেতা অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করে শিল্প খাতে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি পলাতক মালিকদের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহাদী আমিন বলেন, সরকার গঠনের ১৮০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্ধ কারখানাগুলো চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কঠোর নজরদারির নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানান, ঢাকা ও চট্টগ্রামে বর্তমানে দুই হাজার ১২৭টি পোশাক কারখানা চালু রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৯৬৪টি কারখানা (৯২.৩৪ শতাংশ) ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে এবং এক হাজার ৫৩৫টি কারখানা (৭২.১৭ শতাংশ) এরই মধ্যে ঈদের বোনাস দিয়েছে।

তিনি বলেন, মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। যেসব কারখানার সামর্থ্য রয়েছে তারা তা দিতে পারে। তবে কিছু শ্রমিককে মার্চের বেতন নিয়ে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, দেশের ৮৩৪টি নিটওয়্যার কারখানার মধ্যে ৫১২টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে এবং ৬০৪টি কারখানা এরই মধ্যে ঈদের বোনাস দিয়েছে। বেশির ভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ হওয়ায় বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হবে না বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তবে তৈরি পোশাক খাতের কিছু প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সংকটের কারণে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাকের দাম কমে যাওয়া, ক্রেতাদের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব এবং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে কিছু কারখানায় নগদ অর্থপ্রবাহে চাপ তৈরি হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় অনেক কারখানা আগের মতো লাভ করতে পারছে না। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কাঁচামালের খরচ বাড়ায় উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থের সংকট দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাত থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা সহজ করার দাবি জানিয়েছেন মালিক সংগঠনের নেতারা।

ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধে বিলম্বের আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ, কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি এবং বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

শ্রমিক নেতারা বলছেন, ঈদকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের পরিবারে অতিরিক্ত ব্যয় থাকে। অনেক শ্রমিক গ্রামে পরিবারের কাছে যাওয়ার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেতন ও বোনাস না পেলে তাঁদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক সংকট তৈরি হয়।

এদিকে শিল্পাঞ্চলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনও নজরদারি জোরদার করেছে। গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মতো বড় শিল্পাঞ্চলে শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের টহল বাড়ানো হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোথাও বেতন-বোনাস নিয়ে সমস্যা তৈরি হলে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি শান্ত রাখতে গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। কোথাও শ্রমিক অসন্তোষের আশঙ্কা দেখা দিলে আগেভাগেই মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুর রহমান তালুকদার বলেন, একটি আপৎকালীন তহবিল গঠন করা গেলে সেই অর্থ দিয়ে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসসংক্রান্ত সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সব সময় পাশে থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

সংবাদ
ধবার ৪ চৈত্র ১৪৩২
Wednesday 18 March 2026

বেতন দেয়নি এক-চতুর্থাংশ, বোনাস দেয়নি অর্ধেক কারখানা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এক-চতুর্থাংশে শিল্পকারখানায় গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখন পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে। এখনো শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি অর্ধেক শিল্পকারখানা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ হাজার ১০০ শিল্পকারখানা শিল্প পুলিশের তদারকির মধ্যে রয়েছে। সংস্থাটির দেওয়া তথ্যানুযায়ী, গত সোমবার পর্যন্ত ২৫ শতাংশে, অর্থাৎ ২ হাজার ৫৪৪ কারখানা গত মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। এ ছাড়া ৪৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৫ হাজার ৭টি কারখানা এখনো ঈদ বোনাস দেয়নি।

চলতি মাসের শুরুতে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ ও ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এমনকি সচল ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক-কর্মচারীদের এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এ ছাড়া চলতি মাসে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের বকেয়া ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এরপরও প্রতিবছর মতো এবারও ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দাবিতে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী শিল্পকারখানার শ্রমিকদের গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ ও ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, 'তৈরি পোশাকশিল্পের কিছু মালিক ইচ্ছা করেই ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস দেরিতে দিচ্ছেন। কারণ, আগে বেতন-বোনাস দিলে শ্রমিকেরা চলতি মাসের বেতনের একটি অংশ চাইবেন। অথচ কিছু কারখানা ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির বেতন-বোনাস ও চলতি মার্চের ১০ দিনের বেতন দিয়েছে।'

গাজীপুরের এইচডিএফ অ্যাপারেলসের শতাধিক শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ অনিশ্চিত। কারণ, কারখানার মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানার বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তিনজন নেতা কারখানাটিকে ৩০ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

এদিকে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানা ২ হাজার ১২৭ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২ হাজার ৯০টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। তার মানে বেতন পরিশোধ বাকি আছে ৩৭ কারখানায়। আর ঈদ বোনাস দিয়েছে ২ হাজার ৫১টি, অর্থাৎ এখনো বোনাস দেয়নি ৭৬ কারখানা। এ ছাড়া জানুয়ারি মাসের বেতন বাকি আছে ৫ কারখানায়। মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দিয়েছে ৪৭৮ শিল্পকারখানা।

পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গণমাধ্যমকে বলেন, 'শেষ মুহূর্তে দু-একটি কারখানায় বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধে সমস্যা হলেও হতে পারে। তেমন কিছু হলে আমরা সমাধানের চেষ্টা করব। শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধের বিষয়টি আমরা যথাযথভাবে তদারক করছি।'

বিজিএমইএ জানায়, মঙ্গলবার ৩৫ শতাংশ বা ৬২৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় ঈদের ছুটি শুরু হবে। আজ ৪৫ শতাংশ বা ৮০৩টি কারখানায় ছুটি হবে। বৃহস্পতিবার ছুটি হবে ৮৯টি কারখানার।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৪ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 18 March 2026

গাজীপুরের ৯৫ শতাংশ কলকারখানায় বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস প্রদান

প্রতিনিধি, গাজীপুর

গাজীপুরের ৯৫ শতাংশ কলকারখানায় বকেয়া বেতন ও ৯১ শতাংশে ঈদ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। ঈদে ছুটিতে যাওয়ার আগেই বাকি কারখানার বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পাবেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ঈদযাত্রায় এবারও যানজট এড়াতে ধাপে ধাপে ছুটি হচ্ছে গাজীপুরের পোশাক কারখানা। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাত দিনের সরকারি ছুটি গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। হিসাবে গত সোমবার বিকেল থেকেই অনেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করবেন।

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি ছুটি সাতদিনের হলেও পোশাক কারখানায় এ ছুটি ৭-১০ দিনের মতো হচ্ছে। তবে ঈদে যানজট ও ভোগান্তি এড়াতে ধাপে ধাপে গাজীপুরের পোশাক কারখানাগুলো ছুটি দেয়া হচ্ছে। পুলিশ ও পোশাক কারখানার মালিকগণের সর্বসম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গত সোমবার বিকেল থেকে অনেক পোশাক কারখানা ছুটি হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে ছুটি আগামী ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এতে ঈদের আগে পোশাক শ্রমিকরা টানা চার দিন ধরে ধাপে ধাপে গন্তব্যে যেতে পারবেন।

এতে পোশাক শ্রমিকদের গন্তব্যে পৌছাতে ভোগান্তি এবং যানজট এড়ানো সম্ভব হবে বলে আশা করছে পুলিশ। তবে এরইমধ্যে অনেকে তাদের পরিবার পরিজন গ্রামে পাঠানো শুরু করে দিয়েছেন। তবে সোমবার দুপুর পর্যন্ত সড়ক মহাসড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক।

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, গত সোমবার বিকেলে বেশ কিছু পোশাক কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হবে। আর সন্ধ্যার পর থেকেই ছুটি পাওয়া পোশাক শ্রমিকদের অনেকেই ঈদ উদযাপন করতে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হবেন।

এদিকে ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌছে দেওয়ার জন্য পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

NEW AGE

TUESDAY, MARCH 17, 2026,

Workers must be paid before Eid

WITH less than a week to Eid-ul-Fitr, many industrial units have still not paid workers wages or the festival allowance. The Industrial Police reported on March 15 that 3,626 factories, 32.34 per cent of all industrial units, had not paid February wages and 6,408 units, or 63.45 per cent, had still withheld the allowance for Eid. A labour ministry report, based on findings of the law enforcement agencies, indicated that around 1.38 lakh workers in 180 apparel factories are likely to hold protests because wages and the allowance might not be paid on time. The labour and employment minister on March 3 instructed owners to pay February wages to workers by March 9 and to disburse the allowance by March 12. He also emphasised that under no circumstances should complications arise regarding workers' dues and urged all stakeholders to remain vigilant. The central bank has also instructed scheduled banks to provide special-term loans for export-orientated industries to ensure wage and allowance payment after a request of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters' Association. Yet, the industrial police warn that 266 factories, including 180 textile and apparel units, could still fail to pay workers before Eid.

Despite the loan support provided for the industrial sector for timely wage payment, the uncertainty is unacceptable. It underscores workers and labour leaders' claims that factory owners treat wage payment as a matter of their discretion rather than a legal obligation. Every year, a number of factories dilly-dallies in paying the festival allowance, leading to labour unrest. While owners try to justify the delays by citing liquidity crises or other constraints, workers allege that owners intentionally withhold payments until the last minute, fearing that employees will leave for their hometowns before meeting shipment deadlines. Be it fund shortage or any other reason for this procrastination, the labour ministry should strictly enforce labour law provisions. The issue is not limited to festival allowances. The apparel industry has a long-standing tendency to delay wage payment. Women workers regularly report being forced to resign rather than being granted maternity leave with due benefits. Labour organisers blame the ministry for the recurring failures of factory owners to pay entitled dues before Eid or to provide other employment benefits, noting that it lacks leverage over the owners' association.

The government must, therefore, take all necessary measures to ensure that workers receive their dues and hold errant employers accountable for failing to pay monthly wages within the stipulated time frame, within the first seven days of the next month. In the long term, the labour ministry must establish an effective labour dispute resolution mechanism so that workers are not forced to the streets for their demands.

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬, ৩ চৈত্র

বেতনহীন অনেক শ্রমিক

ঈদের আগেই পাওনা মেটাতে হবে

দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার প্রধান কারিগর আমাদের সাধারণ শ্রমিকেরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা রপ্তানি আয়ের ঝুলি সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, প্রতিটি উৎসবের আগেই তাঁদের পাওনা পরিশোধ নিয়ে একধরনের টানাপোড়েন ও অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়া যেন এ দেশে এক অলিখিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। এবারের ঈদুল ফিতর সামনে রেখেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। সরকার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এখনো ৩২ শতাংশ কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন এবং ৬৩ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে এবার যথেষ্ট সদিচ্ছা দেখানো হয়েছে। ৯ মার্চের মধ্যে বেতন এবং ১২ মার্চের মধ্যে বোনাস দেওয়ার নির্দেশনা ছিল স্পষ্ট। শুধু নির্দেশনাই নয়, মালিকদের অনুরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক সচল রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে। বকেয়া নগদ সহায়তার ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকাও ছাড় করা হয়েছে। এত কিছুর পরও কেন এক-তৃতীয়াংশ কারখানার শ্রমিকেরা ঈদের আগমুহূর্তে অনিশ্চয়তায় থাকবেন? সরকারের এই বিপুল আর্থিক সহায়তার পর পাওনা আটকে রাখার কোনো যৌক্তিক অজুহাত থাকতে পারে না মালিকপক্ষ থেকে। শ্রমিকনেতাদের অভিযোগ, মালিকদের একটি অংশ ইচ্ছা করেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাওনা আটকে রাখে। মালিকদের মধ্যে এমন প্রবণতা থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে।

শিল্প পুলিশের প্রতিবেদনে ১৮০টি পোশাক কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া এবং তিন শতাধিক কারখানায় জানুয়ারির বেতনও বকেয়া থাকার তথ্যটি চরম উদ্বেগজনক। যে শ্রমিক সারা বছর শ্রম দিয়ে মালিকের মুনাফা নিশ্চিত করেন, উৎসবের সময় তাঁকে কেন রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজের ন্যায্য পাওনার জন্য চিৎকার করতে হবে? এটি একটি সভ্য জাতির জন্য লজ্জাজনক।

তৈরি পোশাক খাতের মালিক সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ বলছে, বেশির ভাগ কারখানা বেতন দিয়েছে এবং বাকিগুলো ছুটির আগেই দিয়ে দেবে। তাদের এই আশ্বাস যেন কেবল কাগজে কথায় সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে যেসব কারখানা 'নন-কমপ্লায়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত, সেগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। সরকারের দায়িত্ব কেবল নির্দেশনা জারি বা ঋণসুবিধা দেওয়াতেই শেষ হয় না; সেই অর্থ প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের হাতে পৌঁছাল কি না, তা-ও তদারক করতে হবে।

ঈদের আনন্দ কেবল মালিক বা উচ্চবিত্তের জন্য নয়; তা শ্রমিকের ঘরেও পৌঁছানো মালিকপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার। আমরা আশা করি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সব কারখানা তাদের বকেয়া পরিশোধ করে শ্রমিকদের স্বস্তির ঈদযাত্রা নিশ্চিত করবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শিল্প পুলিশ এবং মালিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত তৎপরতাই পারে সবার জন্য একটি উৎসবমুখর ঈদ উপহার দিতে। শ্রমিকের কান্না যেন উৎসবের রং ফিকে করে না দেয়।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৮ মার্চ ২০২৬।

বেতন নিয়ে দ্বিমুখী তথ্য

● নিজস্ব প্রতিবেদক

পোশাকশ্রমিকের পাওনা

» শিল্প পুলিশের তথ্য মতে এখনও অর্ধেক শিল্প-কারখানায় ঈদ বোনাস দেওয়া হয়নি

» বিজিএমইএর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে– ৯৬ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়েছে

ঈদের আগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদান নিয়ে দুরকম তথ্য মিলছে। শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে– এখনও অর্ধেক গার্মেন্টস শিল্পে বোনাস প্রদান করা হয়নি। আর বিজিএমইএর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে– ইতিমধ্যেই ৯৬ শতাংশ কারখানায় বোনাস প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য শ্রমিক নেতারা বলছেন, এখনও ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ কারখানায় বেতন-বোনাস দেওয়া হয়নি।

শিল্প পুলিশের তথ্য বলছে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এক-চতুর্থাংশ শিল্প-কারখানায় গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখন পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে। এখনও শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি অর্ধেক শিল্প-কারখানা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ হাজার ১০০ শিল্প-কারখানা শিল্প পুলিশের তদারকির মধ্যে রয়েছে। সংস্থাটির দেওয়া তথ্যানুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ২ হাজার ৫৪৪ কারখানা গত মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। এ ছাড়া ৪৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৫ হাজার ৭টি কারখানা এখনও ঈদ বোনাস দেয়নি। চলতি মাসের শুরুতে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ ও ঈদ বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এমনকি সচল ও রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক-কর্মচারীদের এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এ ছাড়া চলতি মাসে রফতানিমুখী শিল্প খাতের বকেয়া ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এরপরও প্রতি বছর মতো এবারও ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবিতে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পের কিছু মালিক ইচ্ছা করেই ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস দেরিতে দিচ্ছেন। কারণ আগে বেতন-বোনাস দিলে শ্রমিকরা চলতি মাসের বেতনের একটি অংশ চাইবেন। অথচ কিছু কারখানা ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির বেতন-বোনাস ও চলতি মার্চের ১০ দিনের বেতন দিয়েছে।

গাজীপুরের এইচডিএফ অ্যাপারেলসের শতাধিক শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ অনিশ্চিত। কারণ কারখানার মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানার বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরে নিট পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তিনজন নেতা কারখানাটিকে ৩০ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

এদিকে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানা ২ হাজার ১২৭ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২ হাজার ৯০টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। তার মানে বেতন পরিশোধ বাকি আছে ৩৭ কারখানায়। আর ঈদ বোনাস দিয়েছে ২ হাজার ৫১টি, অর্থাৎ এখনও বোনাস দেয়নি ৭৬ কারখানা। এ ছাড়া জানুয়ারি মাসের বেতন বাকি আছে ৫ কারখানায়। মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দিয়েছে ৪৭৮ শিল্প-কারখানা।

বিজিএমইএ জানায়, মঙ্গলবার ৩৫ শতাংশ বা ৬২৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। আজ ৪৫ শতাংশ বা ৮০৩টি কারখানায় ছুটি হবে। বৃহস্পতিবার ছুটি হবে ৮৯টি কারখানার।

বিজিএমইএ বলছে ৯৬ শতাংশ পোশাক কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ : এদিকে বিজিএমইএর তথ্য বলছে, ঈদুল ফিতর সামনে রেখে দেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব বোনাস পরিশোধের সর্বশেষ পরিস্থিতি ইতিবাচক। চলতি বছরের ১৬ মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জোনের মোট দুই হাজার ১২৭টি সচল কারখানার মধ্যে দুই হাজার ৫১টি বা ৯৬.৪৩ শতাংশ কারখানা এরই মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। এতে বেশিরভাগ শ্রমিক উৎসবের আগে তাদের প্রাপ্য ভাতা হাতে পেয়েছেন। তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারির বেতন প্রায় শতভাগ কারখানায় (৯৯.৯৫ শতাংশ) পরিশোধ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ফেব্রুয়ারির বেতন ৯৮.২৬ শতাংশ বা দুই হাজার ৯০টি কারখানায় পরিশোধ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন নিয়ে বড় ধরনের কোনো অস্থিরতার শঙ্কা নেই বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ঈদ সামনে রেখে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের কাজ শেষ পর্যায়ে। সামগ্রিকভাবে তেমন কোনো অনিশ্চয়তাও নেই। তিনি বলেন, শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে নাড়ির টানে নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করবেন এবং ছুটি শেষে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসবেন– এমনটাই তাদের প্রত্যাশা। তবে তিনি উল্লেখ করেন, কিছু ঠিকা বা সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা রয়েছে, যেগুলো বিজিএমইএর সদস্য নয়। এসব কারখানার শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি নজরদারি জোরদারের আহ্বান জানান তিনি।

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঢাকা জোনে মোট এক হাজার ৭৮৫টি সচল কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৭৮৪টি কারখানায় জানুয়ারি মাসের বেতন এবং এক হাজার ৭৫৬টি কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে এই জোনে এক হাজার ৭২৪টি কারখানা (৯৬.৫৮ শতাংশ) শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করেছে। ফলে দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৪২টি সচল কারখানার সব কটিতেই জানুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩৩৪টি কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন এবং ৩২৭টি কারখানায় (৯৫.৬১ শতাংশ) ঈদ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি কারখানায় বোনাস পরিশোধ বাকি থাকলেও দ্রুত তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঈদের আনন্দ আরও বাড়াতে বেশ কিছু কারখানা শ্রমিকদের মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সার্বিকভাবে ৪৭৮টি কারখানা বা ২২.৪৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এই অগ্রিম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জোনে ২৫.৬৬ শতাংশ কারখানা অগ্রিম বেতন দেবে, চট্টগ্রাম জোনে এই হার ৫.৮৫ শতাংশ।

প্রতিবেদনে ঈদ উপলক্ষে শ্রমিকদের সম্ভাব্য যাতায়াতের একটি রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বেতন ও বোনাস পাওয়ার পর ধাপে ধাপে শ্রমিকরা রাজধানী ও আশপাশের শিল্পাঞ্চল ছাড়বেন। ১৬ মার্চ প্রায় ১৫ শতাংশ বা ২১৮টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ছাড়বেন; ১৭ মার্চ প্রায় ৩৫ শতাংশ বা ৬২৫টি কারখানার শ্রমিক যাত্রা করবেন; ১৮ মার্চ সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ বা ৮০৩টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ত্যাগ করবেন; ১৯ মার্চ অবশিষ্ট ৫ শতাংশ বা ৮৯টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা ছাড়বেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে শ্রম প্রশাসন, শিল্প পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলগুলোতে নিয়মিত তদারকি করছে। যেসব কারখানায় এখনও পাওনা বাকি রয়েছে, সেগুলো দ্রুত পরিশোধের জন্য মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬

মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা, জেলে পরিবারে নেই ঈদ আনন্দ

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

মার্চ-এপ্রিল দুই মাস মেঘনা নদীতে মাছ ধরা নিষেধ

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস মেঘনা নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞার জারি থাকায় চাঁদপুরের মতলব উত্তরের তীরবর্তী জেলে পল্লীগুলোতে এবার ঈদের আনন্দ অনেকটাই ম্লান। নিষেধাজ্ঞা থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার জেলে। ফলে ঈদকে ঘিরে যে উৎসবমুখর পরিবেশ থাকার কথা, তার পরিবর্তে জেলে পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নীরবতা আর হতাশা।

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, মতলব উত্তরে নিবন্ধিত জেলে ৯ হাজার ১০০ জন। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস নদীতে সব ধরনের জাল ফেলা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময় নিষেধাজ্ঞার আওতায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে আমিরাবাদ বাজার পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার এবং হাইমচরের চরভৈরবী পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সময় সব রকমের ইলিশ সংরক্ষণ, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও মজুদকরণ নিষিদ্ধ রয়েছে। এছাড়া বরফকলগুলো বন্ধ থাকবে।

মতলব উত্তরের মেঘনা নদীর বিভিন্ন ঘাট ঘুরে দেখা যায়, সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতলবের ষাটনল থেকে আমিরাবাদ বাজার পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার ইলিশসহ সব ধরনের মাছ শিকার নিষিদ্ধ রয়েছে। অভিযানের কারণে নদীতে নেই জেলেদের সেই চিরচেনা ব্যস্ততা। ঘাটে সারি সারি নৌকা বেঁধে রাখা, জালগুলোও পড়ে আছে অযত্নে নৌকার মধ্যে। নদীতে নামতে না পারায় অধিকাংশ জেলে এখন কর্মহীন সময় পার করছেন। অনেকেই সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে অনেক জেলে ও মাল্লা।

জেলেপল্লীর বাসিন্দারা জানায়, দুই মাসের নিষেধাজ্ঞার কারণে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় তাদের প্রধান আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘনা নদীতে মাছ ধরে প্রতিদিনের আয়েই যাদের সংসার চলে, সেই পরিবারগুলো এখন পড়েছে চরম আর্থিক সংকটে। ঈদ সামনে থাকলেও নতুন পোশাক, ভালো খাবার কিংবা প্রয়োজনীয় বাজার করার সামর্থ্য অনেকেরই নেই।

স্থানীয় জেলে কবির মাঝি বলেন, 'মাছ ধরতে না পারায় নিষেধাজ্ঞার এক মাস ধরে আয় নেই। সংসার চালাতেই কষ্ট হচ্ছে। শিশুদের জন্য ঈদের নতুন জামা কিনে দেওয়ার সামর্থ্যও নেই। তাই এবার ঈদে আমাদের কোনো আনন্দ নেই।'

জেলেদের অভিযোগ, মতলবে নিষেধাজ্ঞার সময় সরকার যে খাদ্য সহায়তা দেয় তা সব জেলে পায় না। আবার চাহিদার তুলনায় খুব কম চাল দেওয়া হয়। চাল বিতরণেও রয়েছে নানামুখী অনিয়ম। নিষেধাজ্ঞার সময়ে বিকল্প কোনো কর্মসংস্থান না থাকায় জেলেরা পরিবার নিয়ে ভীষণ কষ্টে দিন কাটান।

এ বিষয়ে মতলব উত্তরের সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস বলেন, 'ইলিশের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে জেলেদেরই উপকারে আসে। এই সময়ে নিবন্ধিত জেলে পরিবারগুলোর জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় চালসহ বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা এই সময়টুকু কিছুটা স্বস্তিতে পার করতে পারেন। সহায়তার বাইরেও সরকার বিকল্প জীবিকায়নের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে ভাবছে। এরই মধ্যে গত অর্থবছরে জেলেদের মাঝে বকনা বাছুর বিতরণ করা হয়েছে।'

প্রথম আলো
বুধবার, ১৮ মার্চ ২০২৬, ৪

১০ শতাংশ কারখানায় বেতন-ভাতা বাকি

শিল্প পুলিশের তথ্য

এখনো ৩০ শতাংশ বা ৩ হাজার ৩৫টি কারখানার শ্রমিকেরা ঈদ বোনাস পাননি বলে জানায় শিল্প পুলিশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। সরকারঘোষিত ঈদের দীর্ঘ ছুটিও শুরু হয়ে গেছে। ব্যাংক বন্ধ থাকলেও গতকাল মঙ্গলবার কিছু কারখানা বেতন-বোনাস দিয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ১০ শতাংশ শিল্পকারখানায় বেতন-ভাতা এবং ৩০ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস বাকি রয়েছে।

সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে তৈরি পোশাক, বস্ত্রসহ বিভিন্ন খাতের ১০ হাজারের বেশি শিল্পকারখানা তদারক করে শিল্প পুলিশ। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত ১০ হাজার ১০০ কারখানার মধ্যে ৮৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ বা ৯ হাজার ৭৪টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে। এখনো ১০ শতাংশ বা ১ হাজার ২৬টি কারখানায় বেতন-ভাতা বাকি রয়েছে।

শিল্প পুলিশের তদারকিতে থাকা ১০ হাজার ১০০ কারখানার মধ্যে ৭ হাজার ৬৫টি গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। এর মানে এখনো ৩০ শতাংশ বা ৩ হাজার ৩৫টি কারখানার শ্রমিকেরা ঈদ বোনাস পাননি। এ ছাড়া চলতি মার্চ মাসের আংশিক বেতন দিয়েছে ১৩৬টি শিল্পকারখানা।

প্রতিবছর ঈদের আগে শিল্পকারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯ মার্চ এবং ঈদের বোনাস ১২ মার্চের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশনা দেন।

> **সরকার সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পরও কিছু কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবিতে রাস্তায় নামতে হয়েছে। যেসব বড় কারখানা সরকার-নির্ধারিত সময়ে বেতন ও বোনাস দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।**
>
> নাজমা আক্তার
> সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস

শ্রমিকের বেতন-ভাতা দিতে এবার সহজ শর্তে ঋণ পেয়েছে সচল ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো। পাশাপাশি অন্যান্য বারের মতো চলতি মাসে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের বকেয়া ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করে। তারপরও ৯ মার্চ ময়মনসিংহের ভালুকায় রাসেল অ্যাপারেলসের কারখানার শ্রমিকেরা বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। গত বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার একটি কারখানার শ্রমিকেরা বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নাজমা আক্তার গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পরও কিছু কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবিতে রাস্তায় নামতে হয়েছে। এখনো অনেক কারখানায় বেতন ও বোনাস বাকি রয়েছে। যেসব বড় কারখানা সরকার-নির্ধারিত সময়ে বেতন ও বোনাস দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

গাজীপুরের এইচডিএফ অ্যাপারেলসের শতাধিক শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল। তবে গতকাল কারখানাটির শ্রমিকেরা বকেয়া পেয়েছেন। এ ছাড়া গাজীপুরের আরেকটি কারখানার শতাধিক শ্রমিকের বেতন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর ঢাকা কার্যালয় থেকে পরিশোধ করা হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আশা করি, বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে বড় কোনো সমস্যা হবে না। কাল (আজ বুধবার) অধিকাংশ কারখানা বেতন-বোনাস দিয়ে ছুটি দেবে।'

শিল্প পুলিশের তদারকিতে থাকা ১০ হাজার কারখানার মধ্যে আড়াই হাজারটি তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের। এর মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানা ১ হাজার ৫৪২টি। যদিও ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিজিএমইএর সচল কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ২ হাজার ১২৭টি।

বিজিএমইএ জানিয়েছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে তাদের ২ হাজার ১২৭ সদস্য কারখানার মধ্যে ২ হাজার ১০৬টি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। এর মানে বেতন-ভাতা বকেয়া আছে ২১ কারখানায়। ঈদ বোনাস বাকি আছে ৪৯ কারখানায়। এ ছাড়া শ্রমিকদের চলতি মাসের আংশিক বেতন দিয়েছে ৩০টি কারখানা।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আজকে (মঙ্গলবার) পর্যন্ত আমাদের সংগঠনের প্রায় সব কারখানা শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। বেতন বাকি থাকা অধিকাংশ কারখানা কাল পরিশোধ করবে। বিজিএমইএ থেকে পুরো বিষয়টি যথাযথ তদারকিতে রয়েছে। কোথাও বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে সমস্যা হলে সমাধানের জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১৯ মার্চ ২০২৬

বেতন-বোনাস হয়েছে ৯৯% কারখানায়

বিজিএমইএর দাবি

■ ৬৪% কারখানায় অগ্রিম বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের বেতন ও ঈদ বোনাস সময়মতো পরিশোধে স্বস্তির চিত্র ফুটে উঠেছে। ৯৯ শতাংশ কারখানায় বেতন-বোনাস প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৪ শতাংশ কারখানা মার্চ মাসের আংশিক বেতন অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানান, বৈশ্বিক মন্দা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মতো চাপের মধ্যেও শিল্পোদ্যোক্তারা শ্রমিকদের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখেছেন। তাঁদের উদ্যোগে শ্রমিকরা আইনসম্মত বেতন ও বোনাস পেয়েছেন এবং শিল্প এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, ফয়সাল সামাদ, নাফিস উদ-দৌলা, মজুমদার আরিফুর রহমান, শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ, কাজী মিজানুর রহমান, জোয়ারদার মোহাম্মদ হোসনে কমার আলম, এ বি এম সামছুদ্দিন, ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী, রুমানা রশীদ, মোহাম্মদ সোহেল, সামিহা আজিম এবং জনসংযোগ ও প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ কবির ও ওয়ান স্টপ সেলের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক ভূইয়া।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিজিএমইএ তালিকাভুক্ত কারখানার ৯৯.৯১ শতাংশ কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন এবং ৯৯.৮১ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট হাতে গোনা কয়েকটি কারখানার বেতন-বোনাস পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন, যা আজকের মধ্যে শেষ হবে।

কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৬৪.০৩ শতাংশ কারখানা মানবিক বিবেচনায় মার্চ মাসের আংশিক বেতন অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে। এতে শ্রমিকদের ঈদকালীন আর্থিক চাপ কমেছে। এ ছাড়া মহাসড়কে যাত্রীদের চাপ কমাতে এলাকাভিত্তিক ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া হচ্ছে: ১৭ মার্চ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কারখানায় ছুটি হয়েছে এবং বাকি কারখানাগুলো আজ (গতকাল) ও আগামীকালের (বৃহস্পতিবার) মধ্যে ছুটি দেবে। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সরকার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধে সহজ শর্তে বিশেষ ঋণসুবিধা এবং দ্রুত নগদ সহায়তা দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রদানের মাধ্যমে পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের তীব্র তারল্য সংকট লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সার্বিকভাবে নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পোশাক খাতে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটি ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক অগ্রগতি শিল্পে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

হাসিমুখে বাড়ি ফিরছেন শ্রমিকরা : গাজীপুরে এবারই প্রথম আন্দোলন-বিক্ষোভ ছাড়াই প্রায় শতভাগ কারখানায় বেতন ও বোনাস হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে শতভাগ কারখানায় বেতন ও বোনাস দেওয়া সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে শিল্প পুলিশ। বেতন ও বোনাস পেয়ে ঈদ করতে হাসিমুখে গ্রামে ফিরছেন শ্রমিকরা।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসেন জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত দুই হাজার ৮৩৪টি পোশাক কারখানার মধ্যে দুই হাজার ৭৯০টির বেতন এবং দুই হাজার ৮১৬টি কারখানার বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। শতকরা হিসাবে ৯৮ ভাগ কারখানায় বেতন এবং ৯৯ ভাগ কারখানায় বোনাস প্রদান করা হয়েছে। ৪৪টি কারখানার বেতন এবং ১৮টি কারখানায় বোনাস আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্য বছরের মতো যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবারও গাজীপুরে কারখানাগুলো ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া এবং তা মনিটর করা হচ্ছে। ১৬ মার্চ ৬২টি, ১৭ মার্চ ৪৪৪টি, ১৮ মার্চ এক হাজার ৪১৪টি এবং ১৯ মার্চ ৮৩৩টি কারখানা ছুটি দেওয়ার কথা। ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়ায় একসঙ্গে যাত্রীর চাপ না পড়ায় যানজট ও দুর্ভোগ কম হচ্ছে। শিপমেন্টের কারণে ঈদের ছুটিতেও ৮১টি কারখানা আংশিক খোলা থাকবে। শ্রমিকরা ওই সময় স্বেচ্ছায় কাজ করতে আগ্রহী হয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৮ মার্চ ২০২৬

বেতন-বোনাসে স্বস্তি নিয়ে পোশাককর্মীদের ঈদযাত্রা

এম সায়েম টিপু ▷

ঈদুল ফিতর সামনে রেখে দেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব বোনাস পরিশোধে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। রাজধানী ও চট্টগ্রাম শিল্পাঞ্চলে বেশির ভাগ কারখানায় শ্রমিকরা বেতন ও বোনাস হাতে পেয়েছেন। এতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারছেন।

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ গতকাল মঙ্গলবার সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কারখানাগুলোতে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে মোট দুই হাজার ১২৭টি সচল কারখানার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিজিএমইএ জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসের বেতন প্রায় শতভাগ কারখানায় পরিশোধ হয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের ক্ষেত্রে কিছু বকেয়া এবং অগ্রিম বেতন বকেয়া রয়েছে। উৎসব বোনাস সম্পন্ন করেছে প্রায় ৯৭.৭০ শতাংশ কারখানা, যেখানে ঢাকা অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামের কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

ধাপে ধাপে ছুটির প্রস্তুতি : বিজিএমইএ জানিয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রমিকরা ধাপে ধাপে ঢাকা ছাড়ছেন। এতে বেতন ও বোনাস হাতে পাওয়া শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ছুটিতে চলে যেতে পারছেন এবং একাধিক কর্মদিবসে ভিড় ও যানজট এড়ানো সম্ভব হবে।

প্রশাসনিক তদারকি ও শ্রমিক কল্যাণ : শ্রম প্রশাসন, শিল্প পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি চালাচ্ছে। যেখানে বকেয়া বেতন বা বোনাস রয়েছে, সেগুলো দ্রুত পরিশোধ নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে। প্রশাসনের এই নজরদারি শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং শ্রমিকদের নিরাপদ ছুটি নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ

- ২,১২৭টি কারখানায় বেতন বোনাস পরিশোধ
- জানুয়ারির বেতন শতভাগ, ফেব্রুয়ারি-মার্চের কিছু বকেয়া

হাসান খান বলেন, 'ঈদ সামনে রেখে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের কাজ শেষ পর্যায়ে। সামগ্রিকভাবে তেমন কোনো অনিশ্চয়তাও নেই। শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করবেন এবং ছুটি শেষে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসবেন।'

উৎসবের আনন্দ ও সামাজিক প্রভাব : বেতন ও বোনাস পাওয়ার পর শ্রমিকরা ঢাকা ও আশপাশের শিল্পাঞ্চল ছাড়ছেন। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকরা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈদ উদযাপন করবেন, বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেন সচল থাকবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিও উৎসবের সময় গতিশীল থাকবে।

চ্যালেঞ্জ ও বাকি-বকেয়া : যদিও বেশির ভাগ কারখানায় বেতন ও বোনাস প্রদান সম্পন্ন হয়েছে, কিছু কারখানায় এখনো বকেয়া রয়েছে। মালিকপক্ষ জানিয়েছে, পর্যাপ্ত কাজের অর্ডার না থাকা এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ সময়মতো না পাওয়ার কারণে কিছু বেতন-বোনাস পরিশোধে বিলম্ব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই কারখানাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করছে, যাতে সব বকেয়া দ্রুত পরিশোধ হয়।

বিজিএমইএ ছাড়াও শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলো এই পরিস্থিতি নজরদারি করছে। তারা নিশ্চিত করছে যে, শ্রমিকরা ছুটির সময়ও নিরাপদ থাকবেন এবং কোনো অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬, ৫ চৈত্র ১৪৩২

সব শিল্পকারখানার শ্রমিক বেতন ও বোনাস পাননি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কাল শুক্রবার বা পরশু শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর। এই উৎসব সামনে রেখে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সব কারখানার শ্রমিকেরা বেতন-ভাতা ও বোনাস পাননি। যদিও তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ দাবি করেছে, তাদের সদস্য সচল কারখানাগুলো প্রায় শতভাগ বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেছে।

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত ২ হাজার ৪৬১ কারখানার শ্রমিকেরা বেতন ও ঈদ বোনাস পাননি। শিল্প পুলিশ সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রসহ বিভিন্ন খাতের প্রায় ১০ হাজার শিল্পকারখানা তদারকি করে।

জানা গেছে, গতকাল সকাল থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ২০৭টি কারখানা শ্রমিকের বেতন-ভাতা এবং ৩৭৩ কারখানা ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। তারপরও প্রায় ৮ শতাংশ বা ৮০১ কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতা বাকি রয়েছে। এ ছাড়া ১৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ১ হাজার ৬৬০টি কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত ঈদ বোনাস পাননি।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি সংস্থাগুলো সব সময় তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানার ওপর ফোকাস করে। এই সুযোগে অন্যান্য খাতের শিল্পকারখানা বেতন-ভাতা পরিশোধে টালবাহানা করে। সরকার নির্ধারিত সময়ে শ্রমিকের বেতন ও বোনাস পরিশোধ না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে, ঈদের ছুটির পর প্রথম কর্মদিবসেই বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শ্রম আইনে মামলা করুন। শ্রম আইনে সেই সুযোগ আছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিজিএমইএর সচল কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ২ হাজার ১২৭। কারখানাগুলোর মধ্যে ৯৯ দশমিক ৯১ শতাংশ কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং ৯৯ দশমিক ৮১ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস দিয়েছে। বাকি কারখানাগুলোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ গতকাল দুপুর পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন, যা গতকালই সম্পন্ন হওয়ার কথা।

ঈদের আগে শ্রমিকের বেতন-ভাতা নিয়ে গতকাল উত্তরায় বিজিএমইএর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মন্দা, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি প্রভৃতি চাপের মধ্যে থেকেও পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৬৪ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ কারখানামালিক মানবিক বিবেচনায় মার্চ মাসের আংশিক বেতন অগ্রিম হিসেবে শ্রমিকদের দিয়েছেন। মহাসড়কে যাত্রীদের চাপ কমাতে এলাকাভিত্তিক ধাপে ধাপে ছুটি প্রদান করা হচ্ছে। ১৭ মার্চ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কারখানায় ছুটি হয়েছে। আজ (গতকাল বুধবার) ও কালকের (আজ বৃহস্পতিবার) মধ্যে বাকি কারখানাগুলো ছুটি হবে।

ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৫ চৈত্র ১৪৩২, ১৯ মার্চ ২০২৬

গাজীপুরে প্রায় শতভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস প্রদান

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে প্রায় শতভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে শতভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে শিল্প পুলিশ। বেতন বোনাস পেয়ে ঈদ করতে হাসিমুখে গ্রামে ফিরছেন শ্রমিকরা।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত ২ হাজার ৮৩৪টি পোশাক কারখানার মধ্যে ২ হাজার ৭৯০টির বেতন এবং ২ হাজার ৮১৬ কারখানার বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। শতকরা হিসাবে ৯৮ ভাগ কারখানায় বেতন এবং ৯৯ ভাগ কারখানায় বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্য বছরের মতো যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবারো গাজীপুরে কারখানাগুলো ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া এবং তা মনিরটিং করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়ায় একসঙ্গে যাত্রীদের চাপ না পড়ায় যানজট ও দুর্ভোগ কম হচ্ছে। শিপমেন্টের কারণে ঈদের ছুটিতেও ৮১টি কারখানা আংশিক খোলা থাকবে। শ্রমিকরা ঐ সময় স্বেচ্ছায় কাজ করতে আগ্রহী হয়েছেন।

উল্লেখ্য গাজীপুরে বিজিএমইএ ভুক্ত ৭৭০টি, বিকেএমইএ ভুক্ত ১৪৭টি, বিটিএমইএ ভুক্ত ১৩৬টি কারখানা রয়েছে। এ ছাড়া সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করে ১ হাজার ৭৮১টি কারখানা। এর বাইরে গাজীপুরে সিরামিক, ওষুধ, জুতা, চকলেট, খাদ্য, পোলট্রি, হ্যাচারী, শিশুখাদ্য, পোলট্রি ও মাছের খাদ্য, চামড়া, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, তোয়ালে, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পার্ক, ক্যাবল, টিভি-ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি শিল্পে ৩৫ লাখের বেশি শ্রমিককাজ করে।

পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণা করায় যুবক আটক

গাজীপুরে পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বাসন থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে বাসন থানার ভোগড়া উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃতের নাম মো. মাইনুল ইসলাম [illegible], তার বাবার নাম আজিজার রহমান। গ্রামের বাড়ি রংপুরের কাউনিয়া থানার [illegible] এলাকায়। তিনি গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ভোগড়া উত্তরপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়া বসবাস করেন। তার কাছ থেকে একটি ওয়াকিটকি, পুলিশের পোশাক এবং একটি ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৫ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 19 March 2026
সংবাদ e-mail : sangbadeco

প্রায় সব পোশাক কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে: বিজিএমইএ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ঈদের আগেই প্রায় সব পোশাক কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। গতকাল রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি। 'আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাইবোনদের বেতন-ভাতা পরিশোধের সর্বশেষ পরিস্থিতি' নিয়ে এই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএ সভাপতি জানান, ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ৯৯ দশমিক ৯১ শতাংশ কারখানা। অবশিষ্ট দুটি কারখানার বেতন প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঈদ বোনাস প্রদান সম্পন্ন করেছে ৯৯ দশমিক ৮১ শতাংশ কারখানা। অবশিষ্ট চারটি কারখানার ঈদ বোনাস প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ৬৪ দশমিক ০৩ শতাংশ কারখানা মার্চ মাসের আংশিক বেতন অগ্রিম প্রদান করেছে।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'মহাসড়কে চাপ কমাতে এলাকাভিত্তিক ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া হচ্ছে। ১৭ মার্চ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কারখানায় ছুটি হয়েছে। আজ ও আগামীকালের মধ্যে বাকি কারখানাগুলো ছুটি দেবে।'

প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বর্তমান সময়টিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি - এই তিনটি বড় চাপ একযোগে আমাদের শিল্পকে প্রভাবিত করছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমাদের রপ্তানি আয় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে কাঁচামাল আমদানির জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার হার ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমেছে এবং পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা, পরিবহন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি এবং বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের অনিশ্চয়তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা বিশ্ববাণিজ্যে নতুন ঝুঁকি তৈরি করেছে, যার প্রভাব আমাদের মতো রপ্তানিনির্ভর শিল্পের ওপর সরাসরি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জও কম নয়। গত ৫ বছরে গ্যাসের দাম ২৮৬ শতাংশ এবং বিদ্যুতের দাম ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ এখনও নিশ্চিত নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ সুদহার, ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট এবং চলতি মূলধনের ঘাটতি।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বিজিএমইএর সদস্যরা বরাবরই শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি দায়বদ্ধ। আর তাই, ঋণের চাপ থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তহবিল সংগ্রহ করে উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, কিছু সংখ্যক কারখানায় বড় ধরনের আর্থিক সংকট ছিল। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে মালিক, ব্যাংক এবং শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে সেই কারখানাগুলোর বেতন-ভাতা পরিশোধ নিশ্চিত করেছি। আজ অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের জানামতে বিজিএমইএর তালিকাভুক্ত এমন কোনো কারখানা নেই, যেখানে শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন নিয়ে অমীমাংসিত কোনো সমস্যা রয়েছে।'

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি বর্তমান ব্যবসাবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব সরকারের বিশেষ নির্দেশনার কথা। সরকারের সময়োচিত হস্তক্ষেপে শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধের জন্য সহজ শর্তে বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদান এবং দ্রুততম সময়ে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা ছাড় করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো আমাদের উদ্যোক্তাদের তীব্র তারল্য সংকট লাঘবে এবং শিল্পের চাকা সচল রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'

এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'প্রতি বছর ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাত্রায় আমরা সড়ক দুর্ঘটনায় বহু প্রাণহানির ঘটনা দেখি। আমরা পরিবহন চালকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালান, যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন। সরকারের প্রতি বিনীত অনুরোধ, - মহাসড়কে নজরদারি আরও জোরদার করা হোক, যাতে কোনো পণ্যবাহী যানবাহনে যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে।'

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০২৬

রংপুরে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী
খাল খননে ৩৫ ভাগ কাজ করবেন শ্রমিকরা, ৬৫ ভাগ হবে মেশিনে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাসহ খাদ্য রফতানি করতে সারা দেশে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল-বিল, জলাশয় খনন, পুনঃখনন শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, 'খননে কাজ ৩৫ ভাগ করবেন শ্রমিকরা, ৬৫ ভাগ মেশিনে করা হবে। খাল খননের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলকে শস্য ভাণ্ডার হিসেবে আমরা ফিরে পাব।' গতকাল দেশব্যাপী নদী-নালা-খাল, জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির আওতায় রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া ইউনিয়নের রমাকান্ত খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, 'আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। আগে যেখানে টিউবওয়েলে ২০ ফুট গভীরে পানি পাওয়া যেত, সেখানে এখন ৪০ ফুটেও পানি পাওয়া যায় না। রমাকান্ত খাল খননের মাধ্যমে ১০ হাজার টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে, কয়েক হাজার কৃষক সেচ সুবিধা পাবে। এছাড়া খালের দুই পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনায়ন করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের উত্তরাঞ্চলে যে পরিমাণ গাছপালা থাকার দরকার সেই পরিমাণ গাছপালা নেই। মাত্র ৭ ভাগ রয়েছে, যা দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে ২৫-২৮ ভাগ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে। তাই খাল খননের পাশাপাশি আমরা সবুজায়ন করব। এছাড়া খনন করা খালে মাছ চাষ, হাঁস চাষ করে গ্রামের মানুষেরা স্বনির্ভর হতে পারবে।'

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'এসব খাল খননে স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়ে করানো হবে। এর মধ্যে খাল খনন কাজের শতকরা ৩৫ ভাগ শ্রমিকরা করবেন ও বাকি ৬৫ ভাগ হবে মেশিনের মাধ্যমে। এতে করে গ্রামের মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এক্ষেত্রে যদি বাজেট বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে সরকার তাই করবে।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সব বাস্তবায়ন করছেন। এর মধ্যে ১৩২ লাখ কৃষকের ১০ হাজার টাকা করে কৃষি ঋণ মওকুফ করা, পাইলট প্রকল্পের আওতায় ২৮ হাজার নারীর মাঝে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ, ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিতদের উৎসব ভাতা ও মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।'

সমকাল
বুধবার। ২৫ মার্চ ২০২৬।

ঈদে আনন্দ টেরই পাননি সিএনজিচালক আকিত

হকিকত জাহান হকি

আকিত সরদার

এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে ঈদুল ফিতর। ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। কিন্তু কারও কারও জীবনে ঈদও পারে না খুশি আনতে। এমনই একজন রাজধানীর সিএনজিচালক আকিত সরদার। অটোরিকশার অবাধ চলাচলের কারণে তাঁর আয় কমে গেছে অস্বাভাবিকভাবে। নিজের থাকা-খাওয়া, সংসারের খরচ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন। এবারের ঈদের আনন্দ কখন এসেছে, কখন চলে গেছে, তা তিনি টেরই পাননি। শুধুই সেমাই, চিনি কেনার জন্য গোপালগঞ্জে নিজ বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন মাত্র এক হাজার টাকা। হাতে টাকা না থাকায় কোনো কোনো দিন তিনি শুধুই এক গ্লাস পানি খেয়ে রোজা রেখেছেন।

ঈদুল ফিতরের এক দিন আগে ১৯ মার্চ জাতীয় সংসদ ভবনের পূর্ব পাশের খেজুর বাগান সংলগ্ন সড়কে কথা হচ্ছিল আকিত সরদারের সঙ্গে। তিনি জানান, আয়-রোজগার নেই বললেই চলে, সংসার চলছে না। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সিএনজি মালিককে প্রতিদিন ১ হাজার ১০০ টাকা জমা দিতে হয়। কোনো রকম চলতে হলেও প্রতিদিন রোজগার করতে হয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অথচ এক দিনে এর অর্ধেকও আয় সম্ভব হচ্ছে না। জমার টাকা পরিশোধ করে দুই-তিনশ টাকা হাতে নিয়ে বাসায় ফিরতে হচ্ছে। আমরা মহাবিপদের মধ্যেই আছি।

তিনি জানান, শুধু ঢাকা মেট্রো-থ নম্বরের সিএনজিগুলো বাণিজ্যিকভাবে চালানোর জন্য সরকারিভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে অন্য নম্বরের সিএনজিগুলোকে শুধু ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবু সেগুলো চালানো হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে।

অভাব-অনটন

আকিত সরদার বলেন, 'আমার প্রতিদিনের যে আয়-রোজগার, তাতে নিজে তিন বেলা পেটভরে খেতে পাচ্ছি না। আমি শুধু খেটেই যাচ্ছি।' ১৯ মার্চ এক সাহেব ১০০ টাকা ভাড়া বলে গন্তব্যে যান। তিনি খুশি হয়ে একশ টাকার সঙ্গে আরও দুইশ টাকা দেন। সাহেব বাড়তি টাকা দিয়ে তাঁকে ইফতারির পর বিরিয়ানি খেতে বলেছিলেন। পরে তিনি খেজুর বাগানের পাশের সড়ক সংলগ্ন শাহী নান্না বিরিয়ানি হাউজে বসে পেটপুরে মোরগ-পোলাও খেয়েছেন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'সিএনজি চালানোর সময় রাস্তার ধারে বিরিয়ানির দোকান দেখলে এক প্লেট বিরিয়ানি কিনে খেতে ইচ্ছে করে। সেই সাধ্য আমার নেই।'

ঈদের কেনাকাটা

ঈদ উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের জন্য জামাকাপড় কিনতে পারেননি। হাতে টাকা না থাকায় ঈদ উপলক্ষে তিনি বাড়ি যাবেন না। গত দেড় মাস ধরে তিনি টানা গাড়ি চালাচ্ছেন। বিশ্রাম নেই। অবাধে অটোরিকশা চালানোর সুযোগ দেওয়ায় সিএনজিচালকদের যাত্রী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজধানীর ভিআইপি সড়কগুলোতেও অটোরিকশার অবাধ চলাচল। এ কারণে যাত্রী সংকট, আর্থিক দুরবস্থা প্রকট হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার। ১৯ মার্চ ২০২৬

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে ঈদে উপহার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরিশাল সিটি করপোরেশনে কর্মরত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের অশ্বিনী কুমার টাউন হলে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে উপহারের টাকা তুলে দেন। প্রতি কর্মীকে পাঁচ হাজার টাকা করে মোট এক হাজার ৩৭৮ জনের মধ্যে এই অর্থ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রশাসক বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। সিটি করপোরেশনের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির কোনো সুযোগ রাখা হবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ঈদের আগে উপহার পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা।

NEW AGE
WEDNESDAY, MARCH 25, 2026,

RMG exports to EU drop by 25pc in Jan

Staff Correspondent

BANGLADESH'S ready-made garment exports to the European Union declined sharply by 25.25 per cent year-on-year to 1.43 billion euros in January 2026, amid weakening demand across the bloc.

During the aforementioned period in 2025, RMG exports totalled 1.91 billion euros, according to recently published data from Eurostat, the EU›s statistical office.

The downturn was not limited to Bangladesh. Major garment-exporting countries also experienced negative growth in January, including China, India, Turkey, and Vietnam, due to weak demand.

EU apparel imports in January 2026 from its global suppliers also fell sharply by 15.5 per cent to 7.03 billion euros, down from 8.32 billion euros in January 2025.

During the period, Bangladesh's knitwear exports to the EU fell to 843.3 million euros from 1.15 billion euros, a decline of 26.4 per cent, while woven garment shipments dropped to 585.6 million euros from 766 million euros, a decline of 23.6 per cent.

According to Eurostat data, the volume of RMG exports to the EU also declined by 17.49 per cent to 105 million kilograms, down from 127 million kg in January 2025.

Simultaneously, the average unit price of Bangladeshi apparel plunged by 9.41 per cent in January 2026 to 13.6 euros per kg, down from 15 euros per kg in January 2025.

In January of this year, Bangladesh remained the second-largest exporter of RMG items, following China.

China, the largest supplier, also witnessed a decline of 6.9 per cent to 2.22 billion euros in January 2026, which was 2.39 billion euros in the same period last year.

Securing the third position, Turkiye exported RMG items worth 620 million euros in January, recording a sharp 29.12 per cent decline from 875 million euros in January last year.

Vietnam's total exports to the EU in January of this year fell by 7.3 per cent to 363 million euros, which was 392 million euros in the same period last year.

As the fifth-largest supplier, India also recorded a 15.2 per cent decline in total apparel exports to 336 million euros, down from 397 million euros in January of 2025, according to Eurostat data.

Countries like Pakistan, Morocco, Sri Lanka, and Indonesia also witnessed substantial negative growth during January of this year.

Mohiuddin Rubel, former director of BGMEA and additional managing director of Denim Expert Ltd, said that the European markets remained unpredictable and sluggish due to inflation, economic turmoil and shifts in buying patterns.

'European retailers are now trying to procure products at relatively lower prices. This has increased the pressure on supplier countries to reduce rates,' he added.

RMG exports

Continued from B1

He also said that because the unit price plummeted by over 44 per cent, the total export revenue did not see a significant boost.

'The EU is a vital market for Bangladesh, accounting for nearly half of the country›s total apparel exports. A decline in demand here directly impacts export growth,' he added.

He emphasised the need to increase production efficiency, diversify into high-value products, and expand into new markets.

Industry insiders warned that if the European consumer market does not recover quickly, global apparel exports might face further pressure in the first half of 2026.

Bangladesh's readymade garment exports to the EU reached 19.41 billion euros in 2025, witnessing a positive growth of 5.97 per cent from 18.31 billion euros in 2024.

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৫ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 19 March 2026

কর্মসংস্থান সংকটের টেকসই সমাধান প্রয়োজন

বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিয়ে বিশ্বব্যাংক-এর সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে উদ্বেগজনক বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা বলছে, গত এক দশকে বাংলাদেশের কর্মক্ষম তরুণদের প্রায় অর্ধেকই চাকরি পাননি। এই তথ্য কেবল পরিসংখ্যান নয়, বরং অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতার প্রতিফলন। একই সময়ে শ্রমবাজারে প্রবেশকারী ১ কোটি ৪০ লাখ তরুণের বিপরীতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৮৭ লাখ। এই ব্যবধান দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে পারে।

সমস্যাটি আরও জটিল হয়েছে তরুণীদের ক্ষেত্রে। নারীরা শ্রমবাজারে প্রবেশের পথে তুলনামূলক বেশি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এটি কেবল কর্মসংস্থানের প্রশ্ন নয়, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ। অর্থনীতির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো অপরিহার্য।

সরকার কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এটি ইতিবাচক দিক। তবে কেবল অগ্রাধিকার নির্ধারণ যথেষ্ট নয়, কার্যকর বাস্তবায়নই এখানে মুখ্য। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে বেসরকারি খাত নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে এগিয়ে আসে।

বর্তমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই কর্মসংস্থানে রূপান্তর করা বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অপেক্ষমাণ সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের সংস্কার দ্রুত বাস্তবায়ন অপরিহার্য। নীতিগত জটিলতা, ব্যবসা শুরুর প্রতিবন্ধকতা এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা দূর না হলে কর্মসংস্থানের গতি বাড়ানো কঠিন হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক প্রশ্নে টেকসই সমাধান আসতে হলে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তরুণ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তর করতে না পারলে প্রবৃদ্ধির সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

THE FINANCIAL EXPRESS March 25, 2026

Ship-breaking must ride out compliance challenges

Bangladesh enjoys a unique advantage in ship-breaking and recycling because nearly every component of dismantled vessels finds a local market.

Ship-breaking, long recognised as one of Bangladesh's most promising industrial sectors, is currently navigating a difficult phase. Once hailed as a thriving source of raw materials and employment, the industry now finds itself slowed by regulatory hurdles and tightening global compliance demands. Unless addressed promptly, these challenges threaten to undermine the sector's potential to remain a vital contributor to the country's economy.

The industry's woes are tied closely to international scrutiny. The Norwegian Ship Owners' Association (NSA) has explicitly warned against allowing ships to be recycled in Bangladesh unless it is done in accordance with the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. The European Union (EU) has taken an even firmer stance: accounting for nearly 20 per cent of global scrap vessel sales, it is moving towards banning the export of scrap ships to Bangladesh and other South Asian countries that are perceived as non-compliant.

These are not vague warnings but action-driven measures aimed at significantly reducing the number of vessels available for dismantling. As a result, the Bangladeshi ship-breaking industry is already feeling the pressure.

Data from the NGO Shipbreaking Platform (NSP) paint a stark picture. In the first half of 2025, imports of end-of-life vessels into Bangladesh dropped by 36 per cent compared to the same period in 2024. Only 57 ships were imported between January and June this year, down from 89 a year earlier. Annual figures also highlight the downward trajectory: Bangladesh dismantled 130 vessels in 2024, compared to 170 in 2023, 122 in 2022, and 254 in 2021.

Industry insiders point to the absence of the mandatory Document of Authorisation to Conduct Ship Recycling (DASR) as a key reason for the slowdown. Without this document, which is central to compliance under the Hong Kong Convention, yards cannot legally import ships.

The Ministry of Industries has recently instructed the Bangladesh Ship Recycling Board (BSRB) to take measures to issue DASR certificates for compliant yards. A notification has already been circulated, emphasising that DASRs will be issued once final approval of the Ship Recycling Facilities Plan (SRFP) is in place.

Bangladesh ratified the Hong Kong Convention in 2023, a significant step forward in aligning with international standards. However, the criteria for issuing DASRs have yet to be finalised, leaving local ship recyclers in limbo. As Kamal Uddin Ahmed, adviser to the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA), observed: "We're unable to bring in ships because no yard has been issued the required DASR yet. Without it, imports are not permitted under the Hong Kong Convention that Bangladesh has ratified." He added that bureaucratic hurdles, including lengthy delays in securing environmental clearances, have worsened the situation.

Despite these setbacks, ship breaking remains an indispensable part of Bangladesh's industrial fabric. Since its emergence decades ago, the sector has created a mixed legacy-contributing significantly to the economy while raising serious concerns about worker safety and environmental degradation.

The economic upside is substantial. The industry employs around 300,000 workers and indirectly supports a wide range of heavy and light engineering industries. Iron rods and billets recycled from dismantled ships are of particularly high quality and supply nearly 80 per cent of the raw material required by domestic re-rolling mills. This, in turn, feeds the construction sector. Bangladesh enjoys a unique advantage in ship breaking and recycling because nearly every component of dismantled vessels finds a local market. From steel to spare parts, furniture, and machinery the industry ensures maximum utilisation of resources. Advanced economies have long abandoned ship breaking due to high labour costs and strict compliance requirements, making Bangladesh, along with a few other South Asian countries, a competitive hub for the industry.

While international criticism often paints the sector as unsafe and environmentally hazardous, there has been notable progress in recent years. Fourteen ship-breaking yards have already achieved "green yard" status, meeting international standards for safe and environmentally sound practices. Another dozen yards are reportedly in the process of upgrading their facilities.

This shift indicates a growing awareness among industry players of the need to align with global benchmarks. However, for this momentum to continue, supportive measures from the government are essential. Timely issuance of DASRs, streamlined clearance processes, and targeted investments in compliance infrastructure could rejuvenate the sector.

The ship-breaking industry sits at a crossroads. On the one side are the immense opportunities-continued employment for hundreds of thousands, self-reliance in steel supply and the chance to establish Bangladesh as a global hub for environmentally sound ship recycling. On the other side are significant threats-declining vessel imports, mounting international restrictions and bureaucratic inertia at home.

The path forward lies in proactive engagement. Bangladesh must ensure full implementation of the Hong Kong Convention, not only to satisfy global partners but also to safeguard its workers and environment. Establishing a transparent and efficient system for issuing DASRs is the first crucial step. Beyond that, greater investment in safety training, waste management, and yard modernisation will be vital.

Ship breaking in Bangladesh is too important a sector to be allowed to falter. The industry has supported the country's steel supply, created vast employment opportunities, and fostered allied industries for decades. But sustaining these benefits requires urgent attention to compliance issues and regulatory bottlenecks.

The choice is clear: either adapt swiftly to global standards or risk losing an industry that has been central to the nation's economic resilience.

wasiahmed.bd@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১২ চৈত্র ১৪৩২, ২৬ মার্চ ২০২৬

মির্জাপুরে কারখানার বর্জ্যে দূষিত খাল-নদীর পানি

মরে যাচ্ছে মাছসহ অন্যান্য জলজপ্রাণী

■ মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

সরকারি আইন অমান্য করে অবৈধভাবে পাইপ বসিয়ে টেক্সটাইল মিলের দূষিত বর্জ্য খাল ও নদীতে ফেলায় পানি কুচকুচে কালো হয়ে পচা দুর্গন্ধে মাছে মড়ক দেখা দিয়েছে। মরে যাচ্ছে গাছপালা, সেই সঙ্গে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে নানা রোগ এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি ইউনিয়নের কদিমধল্যা, বানিয়ারা, কাটরা, পাকুল্যা, গোড়ান, চুকুরিয়া, গুনটিয়া, বরাটি, নরদানা, উফুলকী ও সাটিয়াচড়া এলাকায় টেক্সটাইল মিলের দূষিত বর্জ্য খাল ও নদীর পানির সঙ্গে মিশে পরিবেশ দূষণের এ ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) ঘটনাস্থল ঘুরে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ এবং ভুক্তভোগী এলাকাবাসী জানান, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কসংলগ্ন মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি ইউনিয়নের কদিমধল্যা ও বানিয়ারা মৌজায় তিন ফসলি জমির ওপর সাদিয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড নামে একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। পাশেই রয়েছে গ্রিপটেক্স নামে অপর একটি কারখানা। সাদিয়া টেক্সটাইলস মিলটি পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের কয়েক জন প্রভাবশালী নেতার হওয়ায় সরকারি জমি ও এলাকার নিরীহ লোকজনের তিন ফসলি জমি নামমাত্র মূল্যে হুমকিধমকি দিয়ে দখলে নিয়ে গড়ে তোলেন এই কারখানা। বিধিমোতাবেক কারখানা তৈরি ও চালুর পূর্বে মিলের দূষিত বর্জ্য শোধানাগারের জন্য ইটিপি প্ল্যান্ট তৈরি করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সাদিয়া টেক্সটাইল মিলস কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন না করে সরকারি আইন অমান্য করে অবৈধভাবে রাস্তা ও ফসলি জমির ওপর পাইপ বসিয়ে মিলের দূষিত বর্জ্য ও দূষিত পানি পার্শ্ববর্তী গোড়ান এলাকায় খাল ও চুকুরিয়া এলাকায় নদীতে ফেলছে। দূষিত পানি নদী ও খালের পানিতে মিশে পানি কুচকুচে কাল হয়ে পচা দুর্গন্ধে এলাকায় বসবাস করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। পানি দূষিত হয়ে খাল ও নদীর মাছ মরে যাচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দা ও ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লুৎফর রহমান, আইনজীবী ব্যারিস্টার আকিব আকবর খান চৌধুরী এবং কলেজছাত্র এস এম আশিকুর রহমান অভিযোগ করেন, সাদিয়া টেক্সটাইল মিলের দূষিত বর্জ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে চর্মরোগ, পানিবাহিত রোগসহ মানবজীবন এবং জলজ জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম হুমকির হয়ে দাঁড়িয়েছে। কদিমধল্যা, বানিয়ারা, কাটরা, পাকুল্যা, গোড়ান, চুকুরিয়া, গুনটিয়া, উফুলকী ও সাটিয়াচড়া এলাকায় টেক্সটাইল মিলের দূষিত বর্জ্য খাল ও নদীর পানির সঙ্গে মিশে পরিবেশ দূষণ করছে। পরিবেশ দূষণের ফলে জমিতে ফসল ফলছে না এবং বছরের অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধতা দেখা দেওয়ায় কৃষকরা পড়েছেন চরম বিপাকে। জামুর্কি ও বানাইল ইউনিয়নের ২০-২৬টি গ্রামের লোকজন রৌহজং নদীর পানি ব্যবহার করতে পারছে না। সেই সঙ্গে মাছে দেখা দিয়েছে মড়ক। এদিকে সাদিয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার দূষিত বর্জ্য ও দূষিত পচাপানি নদী ও খালের পানিতে ফেলায় তা দ্রুত বন্ধ করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিনদিন ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর পক্ষে ব্যারিস্টার আকিব আকবর খান চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়সহ সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তারপরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। জামুর্কি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী এজাজ খান চৌধুরী রুবেল বলেন, সাদিয়া টেক্সটাইল মিলের দূষিত বর্জ্য ও দূষিত পানি নদী ও খালে ফেলায় এখন এলাকাবাসীর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পচা পানির দুর্গন্ধে এলাকায় বসবাস করা যাচ্ছে না। ছড়িয়ে পড়েছে নানা রোগ। যে কোনো মূল্যে পাইপ দিয়ে নদী ও খালে পচা পানি ফেলা বন্ধ করা হবে।

এ ব্যাপারে সাদিয়া টেক্সটাইল লিমিটেড মিলে যোগাযোগ করা হলে কোনো কর্মকর্তা এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বলেন, মিলটি চালুর পর থেকে নানাবিধ সমস্যা ছিল। মিলের বর্জ্য শোধনাগারের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ করে ইটিপি প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। সামন্য ত্রুটির কারণে পানি কালো হচ্ছে। একই ভাবে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক সংলগ্ন উপজেলার দেওহাটা, কোদালিয়া, বাইমাইল, সোহাগপাড়া, গোড়াই, হাঁটুভাঙ্গা, ক্যাডেট কলেজ, মইননগর, সৈয়দপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক মিলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও দূষিত পানি এলাকার খাল বিল ও নদীতে ফেলায় পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। বিপাকে পড়েছেন এলাকাবাসী।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফরিদুল ইসলাম বলেন, মিলের দূষিত ময়লা আবর্জনা খাল ও নদীতে ফেলার কারণে পানি কুচকুচে কালো ও পচে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। দ্রুত এটি বন্ধ করা না হলে দিনদিন পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে এবং নানা রোগ ছড়িয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারেক আজিজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সাদিয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের দূষিত বর্জ্য ও দূষিত পানি খাল ও নদীতে মিশে এলাকার পরিবেশ মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এমন অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সময়ের আলো সোমবার। ৩০ মার্চ ২০২৬।

ছুটি শেষে কর্মচঞ্চল শিল্পাঞ্চল

● গাজীপুর প্রতিনিধি

■ গাজীপুরে খুলেছে ২ হাজার ৭৫৩ কারখানা

■ কাজ শুরু করেছেন ২২ লাখ শ্রমিক

ঈদুল ফিতরের ১০ দিনের ছুটি শেষে আবারও কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে। গ্রামের বাড়িতে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন শেষে শ্রমজীবী মানুষ কর্মস্থলে ফিরে আসায় রোববার সকাল থেকেই সরব হয়ে উঠেছে কারখানাগুলো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকরা, পুরোদমে শুরু হয়েছে উৎপাদন কার্যক্রম। দীর্ঘ ঈদ ছুটি শেষে গত শুক্রবার থেকেই প্রাণ ফিরতে শুরু করে গাজীপুর। এরই মধ্যে খুলেছে সব সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস। নাড়ির টানে বাড়ি ফেরা মানুষ গত দুদিন ধরে ফিরতে শুরু করায় বাসস্ট্যান্ড এবং স্টেশনগুলোতে লক্ষ্য করা যায় উপচে পড়া ভিড়। গাজীপুরের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে গত কয়েকদিনের সুনশান নীরবতা ভেঙে গণপরিবহনের সংখ্যা বেড়েছে।

রোববার টঙ্গীর স্টেশন রোড, চেরাগ আলী, কলেজ গেট বোর্ডবাজার, বাসন সড়ক, চান্দনা চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ী এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকেই অফিসগামী যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গত কয়েক দিনের যাত্রী খরা কাটিয়ে ওঠায় পরিবহন শ্রমিকদের মাঝেও স্বস্তি ফিরেছে। এ ছাড়া গাজীপুর জেলা প্রশাসন এলাকায় কর্মজীবী মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে অফিস পাড়া। দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে ফিরেছেন সবাই।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, ঈদের ছুটি শেষে আজ (রোববার) থেকে গাজীপুরে শতভাগ কারখানা চালু হয়েছে। কর্মপরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরে মোট ২ হাজার ৭৫৩টি কারখানায় ঈদের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ১০০টি পোশাক কারখানা আজ (রোববার) খুলেছে। এসব কারখানায় প্রায় ২২ লাখ শ্রমিক কর্মরত। অধিকাংশ কারখানায় টানা ১০ দিনের ছুটি ছিল। ছুটি শেষে এসব কারখানা পুরোদমে চালু হয়েছে। রোববার সকাল থেকে বিভিন্ন কারখানার সামনে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্মস্থলে পৌছান। কাজের পরিবেশে ফিরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা। তারা জানান, স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য বেতন-ভাতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে তারা আরও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও কর্মপরিবেশের বিভিন্ন দিক জোরদার করা হয়েছে। শ্রমিক উপস্থিতি সন্তোষজনক।

বোর্ডবাজার এলাকার একটি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে যাতে শ্রমিকরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। ঈদ-পরবর্তী এই স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সরেজমিন দেখা গেছে, মহাসড়কে যানজট নিরসনে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। শেষ মুহূর্তে কর্মস্থলে ফিরছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। রোববার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ফিরতি যাত্রা অব্যাহত ছিল। এদিন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তায় দেখা যায় গাড়ির ধীরগতি। এ ছাড়া ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা ত্রিমোড় ও আশপাশের এলাকায় যানবাহনের চাপ ছিল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬

টাকা পড়ে আছে, পাচ্ছেন না সড়ক দুর্ঘটনার শিকার মানুষ

ক্ষতিপূরণ তহবিল

দুই মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় সময়মতো ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে লাকড়িবোঝাই গাড়ির সংঘর্ষে সাংবাদিক মোহাম্মদ ইমরান হোসেন মারা যান ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর। দুর্ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হয়। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষতিপূরণ পায়নি ইমরানের পরিবার। ক্ষতিপূরণ পাবে কি না, সেই বিষয়েও কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি পরিবারকে।

ইমরানের মা আয়শা বেগম গতকাল সোমবার *প্রথম আলো*কে বলেন, ছেলে হারিয়ে তাঁরা এতটাই ভেঙে পড়েন যে স্বাভাবিক হতে সময় লেগেছে। স্বজনদের সহায়তায় তাঁরা চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কার্যালয়ে ক্ষতিপূরণের আবেদন করেন। তিনি কোথায় খোঁজ নেবেন, সেই তথ্য জানা নেই। তাঁর সঙ্গেও কেউ যোগাযোগ করেননি। ফলে ক্ষতিপূরণের আবেদন কোন অবস্থায় আছে, তা তাঁর জানা নেই।

অথচ সড়ক দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে, আবেদন করার পর ক্ষতিপূরণের অর্থ দুই মাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ব্যাংক হিসাবে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় সময়মতো ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।

সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮-এ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার ও আহত ব্যক্তিদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য তহবিল গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এই তহবিল পরিচালনা করে একটি ট্রাস্টি বোর্ড। এ আইনের বিধিমালা ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। বিধিমালায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, তহবিল সংগ্রহ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং তা বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা পাবে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হলে ভুক্তভোগী ব্যক্তি পাবেন তিন লাখ টাকা। আহত কারও চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তা তিন লাখ টাকা। তবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে পাবেন এক লাখ টাকা।

সড়ক আইনের বিধিমালা কার্যকরের দিন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আবেদন জমা নেওয়া শুরু হয়। ২০২৩ সালের ১৯ অক্টোবর ১৬২ জনকে আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু হয়।

ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরুর ছয় মাসের মাথায় ২০২৪ সালের এপ্রিলে আবেদন করেন বাগেরহাটের বনি আমিন। তাঁর ভাই মো. গোলাম রসুল ওই বছরের ১৯ এপ্রিল দুর্ঘটনায় মারা যান। গোলাম রসুল ছিলেন পেশায় একটি মাদ্রাসার পরিচ্ছন্নতাকর্মী। মারা যাওয়ার দুই দিন পর গোলাম রসুলের স্ত্রী একটি ছেলেসন্তানের জন্ম দেন।

> ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে গড়িমসি কিংবা প্রক্রিয়াগত জটিলতা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
>
> **অধ্যাপক সামছুল হক**, পরিচালক, সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বুয়েট

বনি আমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি পেশায় গ্রাম পুলিশ। ভাই মারা যাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে ক্ষতিপূরণের আবেদন করেন। এরপর নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। কিন্তু প্রায় দুই বছর ধরে হয়ে যাবে, হচ্ছে বলে ঘোরাচ্ছেন বিআরটিএ কর্মকর্তারা। অথচ তাঁর পরে আবেদন করে কেউ কেউ টাকা পেয়েছেন বলে জেনেছেন।

ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন কম

ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত হয় বিআরটিএ কার্যালয় থেকে। ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শুরু থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২ হাজার ৬৪১টি চেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ১৯৫ জন নিহতের পরিবার। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন ৩১৬ জন। গুরুতর আহত ব্যক্তি হিসেবে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ১৩০ জন। সব মিলিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ১১৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা।

বিআরটিএর হিসাবে ২০২৩ সাল থেকে গত অক্টোবর পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন প্রায় ১৬ হাজার জন। এ সময় আহত হয়েছেন ২০ হাজার ৪৮৩ জন।

বিআরটিএর হতাহতের হিসাব বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালুর পর থেকে যত মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, এর মধ্যে মাত্র প্রায় ১৪ শতাংশ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এ সময় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন মাত্র ২ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ। অবশ্য বেসরকারি হিসাবে সড়কে হতাহত আরও বেশি।

প্রচারের অভাবে মানুষ ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে মনে করেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাইফুল আলম। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তহবিলে টাকা আছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এর প্রচার করা দরকার, এমনকি আবেদনটি যাতে সরকারি উদ্যোগে নেওয়া হয়, সেটিও করা যায়।

হয়রানি, প্রক্রিয়াগত জটিলতা

ক্ষতিপূরণের আবেদন করার পর দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও টাকা পায়নি টাঙ্গাইলের সিরাজ মিয়ার পরিবার। মুদিদোকানি সিরাজ মিয়া ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর অটোরিকশা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

সিরাজ মিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করার পর তাঁর ফোন নম্বর রেখে দেওয়া হয়। বিআরটিএর লোক বলে পরিচয় দিয়ে একজন কয়েক মাস আগে ফোন দিয়ে জানান, এক লাখ টাকা ঘুষ দিলে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আনোয়ার বলেন, তাঁদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই আর যোগাযোগ করেননি।

গাজীপুর বিআরটিএ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক এস এম মাহফুজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, সিরাজ মিয়ার পক্ষে নির্ধারিত সময়ের ১২ দিন পর আবেদন করা হয়। এরপরও তাঁদের কার্যালয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাকি দায়িত্ব ট্রাস্টি বোর্ডের। গাজীপুর কার্যালয়ের কোনো কাজ আর নেই।

শুরুতে বিধিমালায় আর্থিক সহায়তা পেতে নির্ধারিত ফরমে দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করার কথা বলা হয়। এত স্বল্প সময়ের কারণে অধিকাংশ ব্যক্তিই আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। তবে গত বছর জানুয়ারির পরে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। আগেরগুলো এর আওতায় পড়বে না।

আবেদনের পর অনুসন্ধান কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নিয়ম। প্রতিবেদন দাখিলের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' চেকের মাধ্যমে টাকা দেবে, অর্থাৎ দুর্ঘটনার দুই মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের কাজ করা হয়। এই দুই দপ্তরে আরও নানা কাজ থাকে। দপ্তরপ্রধানেরাও ব্যস্ত থাকেন। বিআরটিএ কর্মকর্তারাও গড়িমসি করেন। ফলে সময়মতো ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় না।

ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তদন্ত করে সুপারিশের জন্য ১৪ সদস্যের স্থায়ী কমিটি রয়েছে। ঢাকার বাইরে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটির প্রধান। বিআরটিএর সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক সদস্যসচিব। পুলিশ, পরিবহনমালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিরা সদস্য হিসেবে আছেন।

তহবিলে টাকা আছে, খরচ কম

ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত আগস্ট পর্যন্ত তহবিলে জমা আছে ২৫৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। সড়ক পরিবহন আইনে ক্ষতিপূরণের জন্য গঠিত তহবিলের টাকা কোন কোন খাত থেকে আসবে, তার বিস্তারিত বলা আছে বিধিমালায়। খাতগুলো হলো সরকারের দেওয়া অনুদান, মোটরযানের মালিকের কাছ থেকে তোলা চাঁদা, সড়ক পরিবহন আইনের মাধ্যমে আদায় করা জরিমানার একটি অংশ, মালিক সমিতির অনুদান, শ্রমিক সংগঠন বা শ্রমিক ফেডারেশনের অনুদান, অন্য কোনো বৈধ উৎস থেকে পাওয়া অর্থ। তবে এখন পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহনের মালিকের কাছ থেকেই চাঁদা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সামছুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ক্ষতিপূরণটা পেলে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের কিছুটা হলেও উপকার হয়। এ টাকা দিতে গড়িমসি কিংবা প্রক্রিয়াগত জটিলতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটা ঠিকভাবে না করতে পারলে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

THURSDAY MARCH 26, 2026
CHAITRA 12, 1432 BS
The Daily Star

15% journos face sexual harassment at work: survey

STAFF CORRESPONDENT

Fifteen percent of Bangladeshi journalists said they had experienced sexual harassment at work, with women reporting significantly higher rates of verbal, online and physical harassment than men, according to a survey of 339 journalists.

Among the 339 respondents, seven women and two men reported that they had experienced rape.

Among women respondents, 51 percent reported verbal harassment, compared with 8 percent of men.

Online harassment was reported by 43 percent of women and 14 percent of men, while 21 percent of women and 4 percent of men reported physical harassment.

AT A GLANCE

- Survey conducted on 339 journalists in 2025
- 51% women, 8% men reported verbal harassment
- 43% women, 14% men affected by online harassment
- 21% women, 4% men experienced physical harassment

> Incidents of sexual harassment often remain hidden due to shame and social stigma. We feel uncomfortable and unsafe talking about it, but silence only allows the problem to continue.
>
> **ANGUR NAHAR MONTY**
> Coordinator at Women Journalists' Network Bangladesh

The findings were shared yesterday at the launch of the Sexual Harassment Response Protocol for Media Professionals, unveiled by BBC Media Action Bangladesh in partnership with the Women Journalists' Network Bangladesh at a hotel in Dhaka.

The survey, conducted in 2025 by the World Association of News Publishers in partnership with BBC Media Action, included 100 women and 190 men. Four respondents did not disclose their gender, while 45 preferred not to reveal their identity.

Arafat Siddique, senior media development officer at BBC Media Action, presented the findings, alongside the protocol.

The survey also highlighted weak institutional responses, particularly in cases of verbal harassment.

Arafat said institutional response was often weak. No action was taken in 43 percent cases of complaints by women and 60 percent of men regarding verbal harassment. Where action was taken, it was mostly limited to warnings.

The Sexual Harassment Response Protocol sets a zero-tolerance approach, awareness-building measures, clearer provisions on punishment, and steps to build an effective support network, he added.

The protocol was developed under BBC Media Action's project titled "Strengthening Women Journalists' Network to Tackle Sexual Harassment", with support from the Foreign, Commonwealth and Development Office.

Speaking at the launch event, Matiur Rahman Chowdhury, president of the Newspaper Owners' Association of Bangladesh, said sexual harassment has become a social ill, and the protocol would not work if it remained confined to paper.

"This cannot be addressed through documents alone. There must be discussions in every newsroom," he said, adding that media owners and editors must be responsible and that efforts should gradually spread to the district level.

BBC Media Action Bangladesh Country Director Al Mamun said the protocol was developed to help ensure a safer working environment in the media and would serve as an accountability framework for media owners and management.

"We often say the media reflects society. But when women's participation remains limited, we must question whether the environment is supportive," he said.

He added that it would only work if institutions adopted a zero-tolerance approach.

Conducting the programme, Women Journalists' Network Bangladesh Coordinator Angur Nahar Monty said incidents of sexual harassment often remain hidden due to shame and social stigma.

"We feel uncomfortable and unsafe talking about it, but silence only allows the problem to continue," she said, adding that the protocol was developed through consultations with women and men in media and should be seen as a starting point for ensuring safer workplaces for all.

Suliman Niloy, who prepared the protocol, said organisations already have legal obligations under the High Court directive and existing labour laws. "This protocol does not create new obligations. It helps institutions carry out existing responsibilities in a structured way," he said.

Shararat Islam, communications analyst at UN Women Bangladesh, said, "We have policies, but enforcement is weak. This protocol can help bridge that gap if organisations take it seriously." Implementation by major media houses could encourage others to follow, she added.

Academics, senior journalists, development partners, and media professionals also spoke at the programme.

DHAKA SUNDAY MARCH 29, 2026
CHAITRA 15, 1432 BS
The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Unemployment hindering progress

Create jobs and skills opportunities for youth urgently

With 33 percent of its population aged between 18 and 35, Bangladesh faces a pressing challenge: creating enough jobs for its youth. Unfortunately, joblessness is on the rise, with around 55 lakh young people aged 15 to 24 being economically inactive. This reality is a major threat to Bangladesh's development. The consequences are visible in a surge of teenage gang violence, substance abuse, online gambling, urban crime, and gender-based harassment and violence. A recent policy paper by the General Economics Division (GED) lays out the scale of the crisis and, crucially, how these risks are interconnected. Youth marginalisation and limited access to economic opportunity are at the root of these overlapping problems.

Young people aged 15 to 18 years are particularly vulnerable. An estimated 83 lakh young people are affected by substance abuse. At the same time, online gambling is expanding rapidly as idle youth look for ways to make a quick buck or kill time, many becoming addicted. More than 50 lakh people are already involved, and this number could exceed a staggering two crore by 2027 if left unchecked. Rising urban violence is another warning sign. In 2024, nearly 50 youth gangs were active in Dhaka alone, involved in drug peddling, extortion, and other crimes. Similar patterns are emerging outside the capital. The links are cyclical: gang involvement often leads to substance abuse, which in turn deepens ties to criminal networks. Breaking this cycle requires urgent and coordinated action. Otherwise, what should have been a demographic dividend could turn into a demographic burden.

Meanwhile, current interventions fall far short. Existing training programmes reach only 3.64 percent of economically inactive youth, leaving the vast majority without pathways to employment. In terms of curbing drug addiction among the youth, government plans to add 1,679 rehabilitation beds will help only a fraction of the 83 lakh individuals affected by addiction.

The GED report should be treated as a wake-up call. Bangladesh must place youth development at the centre of its policymaking. This means rethinking employment strategies by creating public works programmes such as environmental cleanups, expanding part-time jobs for students, and scaling up vocational training. Polytechnic institutions need urgent reform, with better teachers and updated curriculum aligned with market demands. At the same time, labour markets should diversify to open doors to higher-paying jobs, both domestically and abroad. Addressing substance abuse will require a parallel expansion of affordable rehabilitation and counselling services. Law enforcement must act against gang activity. Rehabilitation-focused detention and reintegration programmes are essential to help young people rebuild their lives.

There must also be widespread awareness campaigns to teach parents how to nurture their teenage children, to sensitise teachers and youth leaders to be mentors, and to educate young people on the consequences of substance abuse, online gambling, and criminal behaviour. Young people must be made to feel valued by the government, their families, and society. Bangladesh's youth remains its greatest asset, if given the opportunity to thrive.

কালের কণ্ঠ
কা। বৃহস্পতিবার। ২৬ মার্চ ২০২৬

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার ১৫ শতাংশ সাংবাদিক : জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ১৫ শতাংশ সাংবাদিক কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে এক জরিপে উঠে এসেছে। ৩৩৯ জন সাংবাদিকের ওপর চালানো এ জরিপে দেখা যায়, পুরুষদের তুলনায় নারী সাংবাদিকরা অনেক বেশি মৌখিক, অনলাইন ও শারীরিক হয়রানির শিকার হয়েছেন। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য যৌন হয়রানি প্রতিরোধ প্রটোকল' প্রকাশ অনুষ্ঠানে জরিপের ফলাফল জানানো হয়। ফলাফল তুলে ধরেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আরাফাত সিদ্দিকী।

২০২৫ সালে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সহযোগিতায় 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজ পাবলিশার্স' এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে অংশ নেওয়া ৩৩৯ জনের মধ্যে ১০০ জন নারী ও ১৯০ জন পুরুষ সাংবাদিক ছিলেন। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, হয়রানির শিকার হওয়া নারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই মৌখিক হয়রানির অভিযোগ করেছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৯ শতাংশ। এ ছাড়া ৪৮ শতাংশ নারী এবং ১৫ শতাংশ পুরুষ সাংবাদিক অনলাইনে হয়রানির শিকার হয়েছেন। আর শারীরিক হয়রানির শিকার হয়েছেন ২৪ শতাংশ নারী ও ৭ শতাংশ পুরুষ। জরিপে অংশ নেওয়া ৩৩৯ জনের মধ্যে সাতজন নারী এবং দুজন পুরুষ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন।

জরিপের ফলাফলে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনায় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের দুর্বলতাও ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে মৌখিক হয়রানির ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। জরিপে দেখা যায়, মৌখিক হয়রানির অভিযোগকারী নারীদের ৪৩ শতাংশ ক্ষেত্রে এবং পুরুষদের ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আর যেসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার বেশির ভাগই শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আরো বক্তব্য দেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর আল মামুন, নোয়াব সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী এবং উইমেন জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের সমন্বয়ক আঙ্গুর নাহার মন্টি।

বণিকবার্তা শনিবার, মার্চ ২৮, ২০২৬

আইএলওর গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত আলোচনার নেতৃত্ব দিল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৬তম গভর্নিং বডি অধিবেশনে বাংলাদেশ সংস্থাটির গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত আলোচনায় ৭৪টি দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আলোচনায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের ৭৪টি দেশের মুখপাত্র হিসেবে আইএলও-সহ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার গণতন্ত্রায়ণের দাবি উত্থাপন করেছে।

শতাব্দী প্রাচীন সংস্থা আইএলওর গভর্নিং বডির অগণতান্ত্রিক ১০টি স্থায়ী সদস্যপদ বিলুপ্তি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব সদস্য নির্বাচনের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া শুরুর ,জন্য ৭৪টি দেশের নেতা হিসেবে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জোর দাবি তুলে ধরে। ২০২৫ সালের মার্চে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের পক্ষ হতে এ দাবির নানা আইনগত বিষয় তুলে ধরে এটি সংস্কারের জন্য আলোচনাকে এজেন্ডাভুক্ত করার দাবি জানানো হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গভর্নিং বডির চলতি অধিবেশনে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ৪৩ বছর ধরে সংস্থাটিতে স্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত না হয়েই ভোটাধিকারসহ নানা অধিকার ভোগ করতে থাকা দেশগুলোর তালিকা আইনগত উপায়ে পরিবর্তন করার জন্য প্রক্রিয়া শুরুর দাবি উত্থাপন করে। বাংলাদেশের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইএলওর ১৮৭টি দেশের মধ্যে ৭৪টি দেশ বাংলাদেশের দাবির প্রতি বৃহস্পতিবারের অধিবেশনে সমর্থন জানায়। দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলাদেশের এ প্রস্তাব মালিক পক্ষ, শ্রমিক পক্ষ ও সব সরকারের সম্মতিতে গৃহীত হয়। স্থায়ী মিশনের পক্ষে কাউন্সেলর ফজলে লোহানী ৭৪টি দেশের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য দেন।

বণিক বার্তা সোমবার, মার্চ ১৬, ২০২৬

দাদন ও 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক' করার প্রয়োজনীয়তা

সরকারিভাবে বা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে উৎপাদনে সহায়তার জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দেয়া। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৫ বছর হয়ে গেল অথচ গরিব মৎস্যজীবী ও প্রাণিসম্পদের সঙ্গে জড়িত খামারিদের দাদনের মতো শোষণমূলক একটি 'ঋণ' বা আগাম প্রদান পদ্ধতি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। তাদের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি অনেক দিনের এবং যতটুকু জানতে পেরেছি এর জন্য প্রয়োজন আনুমানিক ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা, যা সরকারের পক্ষে করা অসম্ভব নয়। কিন্তু করা হয়নি।

বাংলাদেশে কৃষকদের ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা আছে। কৃষি ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষি ঋণ স্কিমগুলো নির্দিষ্টভাবে ধান, গম, ভুট্টা, সবজি ইত্যাদি ফসল উৎপাদনের জন্য নকশা করা। এ ঋণগুলো মৌসুমি, তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদি এবং জমি বা ফসলকে জামানত হিসেবে ধরে নেয়া হয়। সুদের হারও বাণিজ্যিক ব্যাংকের তুলনায় কম; কিন্তু এ সুযোগ থেকে মৎস্যজীবী ও খামারিরা বঞ্চিত। এটা ঠিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের বাস্তবতা কৃষি ফসল উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বিনিয়োগ ধারাবাহিক, ঝুঁকি বেশি, রোগ ও দুর্যোগের অনিশ্চয়তা এবং উৎপাদনের চক্র ফসলের মতো সরল নয়। ফলে প্রচলিত কৃষি ঋণ কাঠামো এ খাতের সঙ্গে খাপ খায় না। এ অমিলের ফল হলো ব্যাংকগুলো স্বাভাবিকভাবেই এ খাতকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' বলে চিহ্নিত করে এবং ঋণ দিতে আগ্রহী হয় না।

এ শূন্যস্থান পূরণ করে 'দাদন' নামক এক শোষণমূলক অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। দাদন কোনো প্রাচীন বা কেবল অনগ্রসর আর্থিক প্রথা নয়; এটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থতারই বিকল্প রূপ। যখন খামারি বা জেলে ব্যাংক থেকে স্বল্পসুদে ঋণ পায় না, তখন সে বাধ্য হয় মহাজন, আড়তদার, ফিড বা ওষুধ ডিলারের কাছে যেতে। দাদনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি নগদ টাকার বিনিময়ে সরাসরি সুদ নেয় না; টাকা শোধ পদ্ধতিতেই আছে মুনাফা এবং মৎস্যজীবী বা খামারিদের উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। নগদ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে ভবিষ্যতে উৎপাদিত মাছ, ডিম বা মাংস নির্দিষ্ট আড়তে বা নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো লিখিত চুক্তি থাকে না, কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা এত শক্তিশালী যে উৎপাদক তার বাইরে যেতে পারে না।

প্রাণিসম্পদ খাতে এ দাদনের একটি বিশেষ রূপ দেখা যায় ফিড ও বাচ্চা সরবরাহ ব্যবস্থায়। গবাদিপশু ও পোলট্রি উৎপাদন আজ কার্যত করপোরেট ফিড ও হ্যাচারিনির্ভর। খামারিরা সরাসরি কোম্পানি থেকে খাদ্য বা একদিনের বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন না; তাদের যেতে হয় ডিলারের কাছে। ডিলাররা শুধু পণ্য সরবরাহ করেন না; তারা ঋণ দেন, বাজার তথ্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং খামারিকে নির্দিষ্ট উৎপাদন সিদ্ধান্তে বাধ্য করেন। ফলে খামারির উৎপাদন খরচ বাড়ে, কিন্তু বিক্রয়মূল্যের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। রাষ্ট্র যখন এ ব্যবস্থাকে 'বাজার' বলে স্বাভাবিক করে তোলে, তখন আসলে সে একটি অসম ক্ষমতা সম্পর্ককে বৈধতা দেয়।

উপকূলীয় অঞ্চল, নদী ও হাওর এলাকায় অধিকাংশ জেলের নিজস্ব মূলধন থাকে না। ইলিশ আহরণের জেলেদেরও নিজস্ব পুঁজি নেই। তারা গরিব এবং মাছ ধরার ওপরই তাদের জীবন চলে। কিন্তু মাছ ধরতে হলে তাদের জাল, নৌকা, জ্বালানির জন্য যা খরচ লাগে সে খরচের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি কোনো আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যায় না। ফলে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বা দাদন ব্যবস্থার ওপরই নির্ভরশীল হতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্য খাতে এ ব্যবস্থা বিদ্যমান। জাতীয় মাছ ইলিশের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে দৃশ্যমান।

সহজ কথায় জেলেদের মহাজন, আড়তদার, পাইকার বা কোনো ব্যবসায়ী যে আগাম অর্থ বা ঋণ প্রদান করা হয় বা দাদন দেয়া হয়। ইলিশের মৌসুম শুরুতে মহাজন ও আড়তদাররা নৌকা, জাল ও নদীতে থাকার সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ, এমনকি পরিবারকে খরচের টাকা দিয়ে দেন অগ্রিম হিসেবে। শর্ত হচ্ছে জেলেরা যে মাছ ধরবেন তা দাদনদাতা মহাজন বা আড়তদারের কাছেই বিক্রি করতে হবে, যা বাজারমূল্যের চেয়ে কম হবে।

দাদন একটা মুনাফার ব্যবসা। আড়তদারদের কাছ থেকে দাদন নেয়া জেলেরা তাদের ধৃত মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধনের টাকা পরিশোধ করেন, জেলেদের মূলধনের অতিরিক্ত কোনো সুদ দিতে হয় না। দাদন ব্যবসায়ীরা মুনাফা করে মূলত কমিশনের মাধ্যমে। দাদনের মাধ্যমে এ অর্থ গ্রহণের শর্ত হিসেবে ভবিষ্যতে আহরণকৃত মাছ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা আড়তেই বিক্রি করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাদনের কোনো লিখিত চুক্তি থাকে না। দাদন শুধু নগদ অর্থ ছাড়াও জেলেদের জাল, নৌকা, জ্বালানি ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমেও প্রদান করা হয়। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে এ আড়তদাররা যদি আগাম অর্থ জেলেদের না দেন তাহলে জেলেদের অন্য উৎস থেকে পুঁজি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখানে অনুপস্থিত। তাই জেলেরাও এ শোষণমূলক নিয়ম জেনেও এর থেকে বের হতে পারছেন না। জীবিকা টিকিয়ে রাখতে তারা সেখানেই বারবার যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য হচ্ছে, জেলেরা যে আড়তদার থেকে দাদন গ্রহণ করেন, সেই আড়তেই তাকে তার আহরণকৃত মাছ উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হয়। প্রতিবার বিক্রয়ের পরে জেলেদের মোট প্রাপ্ত মূল্য থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন আড়তদারকে দিয়ে দিতে হয়। এ কমিশনের হার স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নদী-তীরবর্তী আড়তদার সরাসরি জেলেকে দাদন দেয়, সেক্ষেত্রে আড়তদার ১০ শতাংশের মতো কমিশন নেয়। লক্ষ করা যায় যে তিনি জেলেদের থেকে চড়া হারে কমিশন নিয়ে তার নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছেন, অথচ জেলেরা মাছ ধরে এনেও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছেন না। ঋণের জালেই জড়িয়ে থাকছেন। কিন্তু জেলেরা যদি উন্মুক্তভাবে অন্য কোথাও এ মাছ বিক্রয় করতে পারতেন, তাহলে তারা আরো কম কমিশন দিয়ে মাছ বিক্রি করতে পারতেন ও আর্থিকভাবে আরো লাভবান হতেন।

দাদনের পরিমাণ অঞ্চল ও কার্যক্রমভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। নদীতে ক্ষুদ্র পর্যায়ের জেলেরা সাধারণত ১০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত দাদন গ্রহণ করে থাকেন। সাগরের মাছ ধরার জেলেদের দাদনের পরিমাণ ২-৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেশের সাড়ে ছয় লাখ ইলিশ জেলের মাঝে ছয় লাখ জেলে যদি ২০ হাজার টাকা করে দাদন নেন তবে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ দাদনের পরিমাণ কমপক্ষে হাজার কোটি টাকা। [সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর]

দাদন দেয়া বা নেয়া কোনো আইনি বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে হয় না, অথচ এর নিজস্ব একটা ধরন গড়ে উঠেছে, যা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। দেখার কেউ নেই। অথচ ২০০৬ সালে কার্যকর হওয়া মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নামের আইনে বলা হয়, যারা ক্ষুদ্র ঋণ দেয় এবং সুদ নেয়, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কাছ থেকে তাদের লাইসেন্স ও অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কেউ যদি এ ধরনের ধার বা ঋণ দেয়, তাহলে এ আইনের ৩৫ ধারা অনুযায়ী সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কেউ এ আইন অমান্য করলে তার অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, 'যেহেতু ইলিশের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা একে অন্যকে দাদন দিচ্ছেন এবং সেই দাদনের বিনিময় শর্ত হচ্ছে, দাদন প্রদানকারীদের কাছেই মাছ বিক্রি করতে হবে; উপরন্তু কমিশনও দিতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, টাকা ধার দেয়ার মাধ্যমে তারা সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। সুতরাং এ আইনের বরখেলাপ হচ্ছে এবং এ আইন অনুযায়ী লেনদেনের (দাদন) প্রক্রিয়া অবৈধ হয়ে যাচ্ছে।' [প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০২৪]

দাদনের সমস্যাটা জেলেরা বেশি টের পান ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলাকালে। দাদনের টাকা পরিশোধ করার জন্যই প্রধানত মা ইলিশ রক্ষা এবং জাটকা মাছ রক্ষার জন্য সরকার যে নিষেধাজ্ঞা দেন তা জেলেরা ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। কারণ আড়তদাররা জেলেদের অনেক সময় দাদন পরিশোধের জন্য মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালেও মাছ ধরতে বাধ্য করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক করার উদ্যোগ

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করলেও বিদ্যমান দাদন ব্যবসার কারণে মৎস্যজীবী বা জেলেদের তাদের পেশায় টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। আপাতদৃষ্টিতে দাদন ব্যবস্থা জেলেদের তাৎক্ষণিক মূলধনের সংকট দূর করলেও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা হ্রাস করে এবং ঋণের একটি স্থায়ী চক্র তৈরি করে। ফলে এ জেলেরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছেন না। ইলিশ আহরণকারী প্রায় শতভাগ জেলে দাদনের ওপর নির্ভরশীল। দাদনের কারণে ন্যায্য বাজারদর না পাওয়া, উচ্চহারে কমিশন এবং বিক্রয় স্বাধীনতা হারানো এ ব্যবস্থার প্রধান নেতিবাচক দিক। তাই মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহজ শর্তে (জামানতবিহীন) ব্যাংক ঋণ, সমবায়ভিত্তিক অর্থায়ন এবং সরকারি আর্থিক সহায়তা জোরদার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক' করার প্রস্তাব পেশ করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮ হাজার কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও এর ৬০ শতাংশ 'শস্য ও ফসল' খাতের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩ ও ১৫ শতাংশ, যার সম্পূর্ণ অংশ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণ এবং সমন্বয় করাও সম্ভব নয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের পরিধি বিবেচনায় এ ঋণের পরিমাণ একেবারেই অপর্যাপ্ত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কৃষির কোনো মিল নেই। জামানত দেয়ার মতো সম্পদও তাদের নেই। কিন্তু তাদের যে আহরণ বা উৎপাদন তাই বড় গ্যারান্টি, যার ওপর ভিত্তি করে পুরো দাদন ব্যবসা টিকে আছে। তাহলে সরকার কেন ঝুঁকি নিতে পারবে না? বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে গতানুগতিক কয়েকটি কার্যক্রমে ঋণ সরবরাহ করা হয়, যা এ খাতের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কার্যকর হিসেবে এখনো প্রমাণিত হয়নি। অথচ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ঋণের সুবিধা পেলে সুবিশাল সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাত ও রফতানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও পশু খাদ্য উৎপাদন, আমাদের দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্রমতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাতে সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মোচন হবে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষায়িত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অনুষ্ঠিত সভা-সেমিনারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত চাষী, মৎস্যজীবী ও খামারিদের 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ' ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়। এ বিশেষায়িত ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুধু মৎস্যজীবীদের জন্য নয়, প্রাণিসম্পদ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরও প্রয়োজন। বিশেষায়িত এ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত মৎস্যজীবী ও খামারিদের ঋণ প্রদান করা হলে বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সরকারি ঋণ প্রদানে বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বোপরি দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক' নামে বিশেষায়িত ব্যাংক চালু করার যৌক্তিকতাগুলো উল্লেখ করে একটি সারসংক্ষেপ ১১ নভেম্বর, ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টা বরাবর দেয়া হয়েছিল। সেখান থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) মতামত নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এরপর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক' নামে একটি স্বতন্ত্র বিশেষায়িত ব্যাংক চালু করার কোনো বিকল্প নেই এবং কাজ কিছুটা এগিয়ে আছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুধু লাখ লাখ জেলে ও খামারিই উপকৃত হবেন না, দেশের মৎস্য আহরণ, চাষ ও গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে জনগণের জন্য আমিষের জোগানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

ফরিদা আখতার : অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

[বিশেষ নোট : আমি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলাম বলে এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছি। মাঠ পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের দাদন সম্পর্কে আমাকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর]

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ২৯ মার্চ ২০২৬

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পোশাক কারখানার জেনারেটর

নিজস্ব প্রতিবেদক

জ্বালনি তেলের অভাবে দেশের তৈরি পোশাক কারখানার জেনারেটর চলছে না, ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। ফলে নির্ধারিত সময়ে ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। গতকাল শনিবার দেশ রূপান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি কার্যত প্রায় একমাস ধরে বন্ধ রয়েছে। প্রণালি বন্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম দ্রুত বেড়ে গেছে। এর প্রভাব বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করেছে। হরমুজ প্রণালির আশপাশে প্রায় ২ হাজার জাহাজ আটকা পড়েছে। সংকীর্ণ এই নৌপথটির উত্তরে ইরান এবং দক্ষিণে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থান।

পরিস্থিতি সম্পর্কে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ঈদ শেষে মালিক শ্রমিকরা কারখানায় ফিরেছেন। এখন জ্বালানির অভাবে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আগে বিকল্প হিসেবে জেনারেটর দিয়ে কারখানা চালানো হতো, এখন জ্বালনি তেলের অভাবে সেটিও সম্ভব হচ্ছে না। অনেক মালিক আমাকে ফোন দিচ্ছেন, করনিয় জানতে চাচ্ছেন।

বিকেএমইএ সভাপতি

বিকেএমইএ সদস্যদের জ্বালানি পরিস্থিতি বিষয়ে অবহিত করেছি। সরকারও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের চরম সংকট তৈরি হয়েছে। যেজন্য সরকারের অবহেলা রয়েছে, এমনটি বলা যাচ্ছে না।

যুদ্ধের শুরুতে অনেকে মনে করেছে, ২০২৫ সালের মতো দুই এক সপ্তাহের মধ্যে সংঘাত থেমে যাবে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় ক্রেতারা সতর্কতা অভলম্বন করছেন। তারা ক্রয় আদেশ কমিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে কারখানা মালিকরা উভয় সংকটে পড়েছেন। একদিকে কারখানা পরিচালনা ব্যয়, অন্যদিকে মাস শেষে শ্রমিকদের বেতন। এখন ক্রয় আদেশ না থাকলে টাকা আসবে কীভাবে।

যাই হোক চলমান সংকটকে জাতীয় সংকট হিসেবে বিবেচনা করে সমাধানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। না হলে দেশের দুর্বল অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

জানা গেছে, হরমুজ প্রণালি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহ করা হয়। যুদ্ধের মধ্যে তেহরান এটিকে কূটনৈতিক চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায়, এ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

THE BUSINESS STANDARD

SUNDAY 29.03.2026

ILO-Bimco launch injury protection scheme for shipbreaking workers in Bangladesh

INDUSTRY – BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

A new Employment Injury Scheme (EIS), backed by global maritime stakeholders, has been launched to improve safety and compensation for workers in Bangladesh's hazardous ship recycling industry.

Jointly developed by the International Labour Organization (ILO) and Bimco, the pilot scheme will provide financial and medical support to injured workers. ILO Senior Adviser Anne Maria La Rosa announced the initiative on March 25.

Ship recycling is vital to the global maritime supply chain, but yard conditions remain hazardous, with exposure to toxic substances and frequent accidents. Despite its economic importance, Bangladesh's employer-liability system has failed to ensure consistent compensation and social protection, leaving a persistent safety gap.

The new scheme seeks to address this by introducing a pooled insurance mechanism funded by shipowners. Under the model, risks are shared across the industry, allowing injured workers – or families in case of death – to receive timely compensation aligned with international standards.

How the scheme will work

The EIS will operate as a voluntary, interim arrangement. Shipowners sending vessels for recycling in Bangladesh can contribute $0.50 per light displacement tonnage by signing a Letter of Intent facilitated by Bimco.

Funds will be channelled through the ILO under a structured governance system, ensuring transparency. The money will be ring-fenced and used solely for worker compensation and administrative expenses, with a national tripartite board – comprising government, employers and worker representatives – overseeing implementation.

ILO-Bimco launch injury protection scheme

CONTINUED FROM PAGE 3

The pilot is expected to lay the groundwork for a permanent, wage-based employment injury insurance system.

According to the ILO, the scheme could transition into a mandatory national programme by July 2027, extending coverage beyond ship recycling to other sectors.

The framework draws from a similar employment injury scheme in Bangladesh's ready-made garment sector, which has improved compensation mechanisms and expanded worker coverage over time.

A shift in industry accountability

Stakeholders say replicating the model in ship recycling could address long-standing criticism over worker safety and welfare, though its success will depend on participation from shipowners and global stakeholders.

Zahirul Islam Rinku, former vice president of the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association, said the initiative has been under discussion for some time. "It would improve the country's image and ensure long-term support for workers. If injured, they would be covered, and in case of death, their families would receive benefits," he said.

Fazlul Kabir, Shipbreaking Trader Union leader and coordinator of the Bangladesh Institute of Labour Studies, said, "In this high-risk industry, workers risk their lives every day. A reliable compensation system is essential for them and their families."

He stressed that worker representation must be ensured to maintain transparency and fairness, and called for stricter compliance with the Hong Kong Convention to reduce accident rates.

Experts say the scheme reflects a shift towards shared responsibility. Muhammad Ali Shahin, head of advocacy at YPSA, said even modest contributions can ensure financial security for workers, calling it a step towards aligning economic progress with human dignity.

সমকাল লবার | ৩১ মার্চ ২০২৬

অধিকার আদায়ে জেলেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

সিএনআরএস ও সমকাল গোলটেবিল বৈঠক

■ সমকাল প্রতিবেদক

অধিকার আদায়ে দেশের মৎস্যজীবীরা এখনও পিছিয়ে। সরকারি নীতিমালা, জলবায়ু ঝুঁকি এবং স্থানীয় দখলদারদের কারণে মাছ ধরার সুযোগ সীমিত হওয়ায় জেলেরা প্রায়ই আর্থিক ও সামাজিক বঞ্চনার মুখোমুখি হচ্ছেন। পরিস্থিতি পরিবর্তনে জেলেদের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকালের সভাকক্ষে 'মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবীর অধিকার এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সিএনআরএস ও সমকাল যৌথভাবে এর আয়োজন করে। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ট্রোস ২ প্রকল্প। বিভিন্ন গণমাধ্যমের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা এতে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অক্সফাম ইন এশিয়ার কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এনামুল মাজিদ খান সিদ্দিকী। এতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ১১৬টি প্রতিবেদন পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। তাতে দেখা যায়, প্রতিবেদনে জেলেদের চেয়ে মাছ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ৬৪ ভাগ প্রতিবেদন হয়েছে নদীতে একাধিক বাহিনীর অভিযান নিয়ে। মাছ ধরা জেলেদের জীবিকা হলেও এ ধরনের উপস্থাপনায় তাদের অপরাধী হিসেবে উপস্থাপনের ঝুঁকি তৈরি হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি যখন যে ধরনের বার্তা দিচ্ছে, সেভাবেই সংবাদে আসছে। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজটি কর্তৃত্ববাদী রূপ পাচ্ছে। এর ফলে অনেকটা জাতীয় মাছ বনাম জেলে– এ ধারণা তৈরি হয়। অথচ প্রতিবেদনগুলো হওয়া উচিত জাতীয় মাছ ও জেলে– এই বাস্তবতায়।

পর্যালোচনা অনুযায়ী, ১৮ শতাংশ প্রতিবেদন হয়েছে জেলেদের কষ্ট নিয়ে। বাকি প্রতিবেদনগুলো হয়েছে অন্যান্য বিষয়ে। আলোচনায় ডিবিসি টেলিভিশনের সম্পাদক লোটন একরাম বলেন, জেলেদের সমস্যাগুলো সাধারণত গণমাধ্যমে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। কারণ তারা শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে পারেনি। ফলে তাদের কষ্ট ও অধিকার সম্পর্কে নীতিনির্ধারকরা সচেতন হন না। জেলেদের উচিত স্থানীয় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে নিজেদের অধিকারের কথা বলা।

যুগান্তরের উপসম্পাদক আসিফ রশীদ বলেন, মাছ দৈনন্দিন পুষ্টির উৎস হলেও তার আড়ালে জেলেদের জীবন-সংগ্রাম দেখা যায় না। আবার ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ তা সহজে কিনতেও পারে না। লাভের বড় অংশ কি জেলে পাচ্ছে, নাকি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে চলে যাচ্ছে– সে প্রশ্ন থেকে যায়।

কালের কণ্ঠের জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক ফরহাদ মাহমুদ বলেন, অনেক উন্মুক্ত জলাশয়েও জেলেরা যেতে পারেন না। জেলেদের প্রথম অধিকার মাছ। আর তারা প্রথম বঞ্চিত হন দাদনদারের হাতে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। মাছ না থাকলে জেলে থাকবে না।

মৎস্যজীবী জেসমিন আক্তার বলেন, 'মাছ ধরা যখন বন্ধ থাকে তখন আমাদের ২৫ কেজি চাল দেওয়া হয়। মাপলে হয় ২০ কেজি। ভাত রাঁধলে আঠার মতো হয়ে যায়।' তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের অধিকারটুকুও পাই না। অবৈধভাবে মাছ ধরি না। এরপরও পুলিশ আমাদের মারে। পরিবারের কোনো পুরুষ মানুষকে ধরে নিয়ে গেলে সেই সংসার কত কষ্টে চলে– বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের অধিকার পেতে আমাদের পাশে দাঁড়ান।'

বাংলা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক উদিসা ইসলাম বলেন, যে বিষয়টা আমাদের চোখে পড়ে সেটি নিয়ে আমরা সাধারণত কথা বলি। কিন্তু জেলেরা আমাদের চোখে পড়ে না। তারা মাঝ নদীতে, মাঝ সাগরে থাকেন, আমরা পাতে মাছটা খাই ঠিকই, কিন্তু জেলেরা আমাদের দৃশ্যমানতার মাঝে নেই। ফলে জেলেদের অধিকার, উপস্থিতির চেয়ে বেশি জানি অক্টোবরে ২২ দিন ইলিশ পাওয়া যাবে না। কারণ আমি সেটির ভোক্তা।

তিনি বলেন, জেলেদের বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করতে হলে নব্বইয়ের দশকে যেমন নারী আন্দোলনের পাশে এনজিও, গণমাধ্যম দাঁড়িয়েছিল, সে রকম করতে হবে। নারী আন্দোলনের সেই সময় দীর্ঘ দিন ধরে অ্যাক্টিভিজম করে যেতে হয়েছে, এবং সেই অ্যাক্টিভিজমের সঙ্গে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন করে বা দোষারোপ করে নয়। এনজিওকর্মী ও গণমাধ্যম তখন যেমন একসঙ্গে কাজ করেছিল, তেমনি মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও চেষ্টা দরকার।

সিএনআরএসের সিনিয়র ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) মোখলেসুর রহমান চৌধুরী বলেন, জেলেদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ আছে– কেউ নৌকার মালিক, কেউ ভাগী। ভাগী জেলেদের কাছে পৌঁছানো কঠিন। কারণ তারা দীর্ঘ সময় মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকে। তাই প্রায়ই আমরা মৎস্য খাতের তথ্য পাই মূলত মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে। এতে পুরো সত্য প্রতিফলিত হয় না।

প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক সারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক কোটি ৯০ লাখ মানুষ এই খাতের সঙ্গে যুক্ত। জিডিপির ৩.৫ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। কিন্তু এই সংখ্যার ভিড়ে মৎস্য খাতের আসল মানুষগুলো হারিয়ে যায়। জেলেরা যেন শুধু একটি অর্থনৈতিক উপাদান হয় পড়ে, মানুষ নয়। তিনি অধিকার আদায়ের জন্য জেলেদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শান্তা সোহেলি ময়না বলেন, জেলেদের জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে সংবাদ উপস্থাপনায় আরও গভীরতা, প্রেক্ষাপট এবং ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের পর আর কোনো ফলোআপ থাকে না। ফলে প্রকৃত ঘটনার পূর্ণ চিত্র জানা যায় না।

টাইমস অব বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক মো. এমদাদুল হক হাওলাদার বলেন, রিপোর্টিংয়ের সময় জীবনের গল্পগুলো সামনে আসে। কিন্তু সম্পাদকীয় নীতি অনেক সময় তা ধরে রাখতে পারে না। তাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রকৃত জেলেদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকা এবং তাদের কষ্ট-সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরা সাংবাদিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এমআরইডিআইর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার সানাউল হক দোলন বলেন, গণমাধ্যমে মৎস্য খাত গুরুত্ব কম পায়। এই খাতকে আলাদা করে দেখা হয় না। হয় একে অর্থনীতির ভেতরে, না হয় কৃষির ভেতরে বা বাণিজ্যের ভেতরে দেখা হয়। আর যখন মৎস্যকেই আলাদা করে দেখা হয় না, তখন জেলেকে তো অবশ্যই আলাদা করে দেখা হয় না। ফলে জেলেদের অবদান প্রায়ই অস্বীকৃত থাকে।

চ্যানেল আই অনলাইনের ইনপুট এডিটর ফাহমিদা আখতার বলেন, সংবাদমাধ্যমে মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবন বা মানবিক দিকটি প্রায়ই প্রকাশ পায় না, এটা সত্য। ইলিশ ধরা বন্ধ হলে কার্ডধারী জেলেরা ২৫ কেজি করে চাল পান। এটা যথেষ্ট কিনা সে প্রশ্নও তোলা হয়, তবে জোরালোভাবে না।

কথাসাহিত্যিক শাহনাজ মুন্নী বলেন, আমাদের সাংবাদিক সহকর্মীরা যখন মৎস্যজীবীদের নিয়ে প্রতিবেদন করতে যান, তখন যতটা অ্যাডভেঞ্চারের দিকটা যথ বেশি থাকে, বিষয়টাকে রোমান্টিসাইজ করার বিষয়টা যত বেশি থাকে, জেলের অধিকারভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির জায়গাটা সেভাবে থাকে না। ফলে এ বিষয়টি ভেবে দেখার সুযোগ রয়েছে।

জেলেদের জীবন ও অধিকার বিষয়ে সাহিত্যের ঘাটতি কথাও বলেন শাহনাজ মুন্নী। তিনি বলেন, ষাটের দশকের পর সাহিত্যে সেভাবে মৎস্যজীবী, শ্রমজীবী বা প্রান্তিক মানুষদের সেভাবে পাইনি। কারণ আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যেও অভিজ্ঞতার অভাব আছে।

বণিক বার্তার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক সাবিদিন ইব্রাহিম বলেন, কৃষকদের মতো সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা জেলেদের জন্যও প্রয়োজন। একটি সমন্বিত সহায়তা ব্যবস্থা– যেমন ইউনিফায়েড কার্ড চালু করে জেলেদের অন্তর্ভুক্ত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

অনুষ্ঠানে আমাদের সময়ের সহকারী সম্পাদক এমিলিয়া খানম, এখন টেলিভিশনের ন্যাশনাল ডেস্ক ইনচার্জ মেসবাহ য়াযাদ, রিভারাইন পিপলের প্রেসিডেন্ট এফ এম আনোয়ার হোসেন, চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বি এম হান্নান, দৈনিক সুনামগঞ্জের খবরের আবাসিক সম্পাদক মোতাসিম আলী, চাঁদপুরের মৎস্য ব্যবসায়ী রিয়াদ ব্যাপারী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, সিএনআরএসের প্রকল্প ব্যবস্থাপক নাদিম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সমকালের সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহযোগী সম্পাদক শেখ রোকন।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকালের সভাকক্ষে গতকাল সোমবার 'মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেলের অধিকার এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত অতিথিরা ● সমকাল

NEW AGE MONDAY, MARCH 30, 2026,

Agri labour wages rise slightly, women see lower growth

Staff Correspondent

THE agricultural labour wages increased slightly in the final quarter (October-December) of 2025 compared with those in the previous quarter.

However, the wage rise for women farm workers was lower than that for their male peers in the period.

The male agricultural workers received daily wage of Tk 621.3 on average between October and December of 2025, according to the quarterly report on crop statistics and agricultural labour wage released by the Bangladesh Bureau of Statistics on Sunday.

Their wage rate was Tk 615 on average between July and September of 2025, said the report.

The BSS report showed that the female agricultural workers received daily wage of Tk 459.6 on average between October and December, compared with Tk 456.3 on average between July and September of 2025.

The BBS that used a total of 10,348 clusters covering an average of five acres across the country as sampling frame to prepare the report showed that production of vegetables like pumpkin, long bean, green banana, arum, water spinach, danta leaves, jute leaves, zucchini increased in the October-December period of 2025 over the same period of 2024.

The agriculture wing of the BBS collects and compiles agriculture-related data and publishes them through the Agricultural Statistics Yearbook.

The national accounting wing of the BBS has taken the initiative of preparing quarterly gross domestic product that has made it necessary to calculate the agricultural statistics on a quarterly basis.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩১ মার্চ ২০২৬

বিবিএসের জরিপ

কৃষিতে ২৬ শতাংশ কম মজুরি পান নারীরা

ইত্তেফাক রিপোর্ট

কৃষি কাজে একজন নারী শ্রমিকের মজুরি পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অন্তত ২৬ শতাংশ কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এ-সংক্রান্ত সর্বশেষ এক জরিপ বলছে, গত ডিসেম্বর মাসে যেখানে একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক দৈনিক ৬২৫ টাকা মজুরি পেয়েছেন, সেখানে একজন নারী কৃষি শ্রমিক মজুরি পেয়েছেন মাত্র ৪৬২ টাকা। কৃষি শ্রমে নিয়োজিত ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সি শ্রমিকের মজুরির মাঠচিত্র জানতে এ-সংক্রান্ত জরিপ করে থাকে বিবিএস। 'শস্য পরিসংখ্যান ও কৃষি শ্রম মজুরি' নামের এই জরিপ প্রতিবেদনটি বিবিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

বিবিএস মাসিক ভিত্তিতে কৃষি মজুরির হারের পরিসংখ্যান প্রস্তুত করে। কৃষি মজুরির হার সংগ্রহের জন্য প্রতিটি উপজেলা থেকে নমুনা হিসেবে ১০ জন কৃষি দিনমজুরের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপজেলার কৃষি শ্রমের হার গণনা করা হয়। সব জেলার মজুরির হার পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি মজুরির হার গণনা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের সর্বশেষ ২০২৪ সালে প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৪৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত। দেশের মোট শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ২ কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত আছে ২ কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার। ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস-সিএসআরএলের উপাত্ত বলছে, বাংলাদেশে কৃষি খাতের ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭ ধরনের কাজেই গ্রামীণ নারীরা অংশগ্রহণ করে।

বিবিএস এর জরিপ বলছে, গত ডিসেম্বর মাসে তিন বেলা খোরাকির সঙ্গে একজন পুরুষ শ্রমিক মজুরি পেয়েছেন ৫২৩ টাকা, যা নারী শ্রমিকের জন্য ছিল ৩৮৫ টাকা। অন্যান্য মাসেও প্রায় অভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। অর্থাৎ এখনো মজুরির সঙ্গে তিন বেলা খোরাকি দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে কৃষি কাজে। এক বেলা ও দুই বেলার রেওয়াজ আছে কোথাও কোথাও। তবে জরিপে এ ধরনের এলাকাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। অবশ্য, জরিপ বলছে, খোরাকি এক বেলা হোক অথবা তিন বেলা যাই হোক না কেন, মজুরি বৈষম্য সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। জরিপে খোরাকিসহ মজুরি এবং খোরাকি ছাড়া মজুরির চিত্র আলাদা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, খোরাকিবিহীন একজন কৃষিশ্রমিক গত ডিসেম্বর মাসে দৈনিক মজুরি পেয়েছেন গড়ে ৬২৫ টাকা, যা একজন নারী শ্রমিক পেয়েছেন ৪৬২ টাকা।

NEW AGE
MONDAY, MARCH 30, 2026,

RMG may face headwinds in next quarters: BB

Staff Correspondent

Women employees work at a readymade garment factory in Dhaka recently. — Md Saurav

THE export performance of the country's readymade garment sector might face growing headwinds in the coming quarters, said a report published by the Bangladesh Bank on Sunday.

Moreover, RMG exports would largely depend on the pace of economic recovery in major destinations, the stabilisation of global supply chains, and the sectors ability to diversify products and markets.

The report, titled Quarterly Review of Readymade Garments, also stated that the near-term outlook for the RMG sector would remain 'cautiously moderate', reflecting a combination of external demand uncertainty and emerging opportunities in key export markets.

'Strengthening logistics, enhancing productivity and expanding into higher value apparel segments might be critical for maintaining the competitiveness of Bangladesh in the global garment market,' the report suggested.

In the meantime, a prolonged Middle East crisis could create severe disruptions to energy supply and trade routes, and trigger global economic turmoil, said industry insiders.

According to the central bank's report, Bangladesh's RMG sector earned $9.75 billion in the October-December quarter of the financial year 2025-26, down 5.99 per cent from $10.36 billion earned in the same period of FY25.

The BB said that during this period, global demand conditions, inflationary pressures in importing countries, shifts in consumer spending patterns, and supply chain adjustments influenced order volumes and export receipts.

Moreover, production costs, exchange rate movements, and logistical conditions also played a considerable role in shaping the competitiveness of Bangladeshs garment exports.

Meanwhile, export earnings in the October-December quarter of FY26 declined by 1.78 per cent from $9.9 billion earned in the preceding quarter, July-September, of FY26.

During the second quarter of FY26, the import value of raw materials, like raw cotton, synthetic or viscose fibre, synthetic or mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics, and accessories for garments was $3.49 billion, accounting for 35.78 per cent of total RMG export earnings.

In other words, the net exports from this sector amounted to $6.26 billion, or 64.22 per cent of total RMG exports, in the October-December quarter of FY26.

The net exports were 2.84 per cent higher than those of the preceding quarter (July-September of FY26), which were $6.08 billion, and 1.09 per cent lower than those of the October-December of FY25, which were $6.32 billion, the central bank data stated.

During October-December of FY26, Bangladesh's RMG exports were primarily directed to nine major destinations, including the US, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada, and Belgium.

Export earnings from these countries amounted to $6.83 billion during the reporting period, accounting for over 70 per cent of the total RMG exports.

During FY25, the RMG sector contributed 8.52 per cent to Bangladesh's nominal GDP.

The total RMG export earnings for FY25 stood at $39.35 billion, indicating a higher growth of 8.90 per cent as compared with that of the preceding fiscal year's $36.13 billion, the Bangladesh Bank report added.

According to the quarterly report, the government and the Bangladesh Bank have taken several measures to facilitate production and exports in the RMG sector, including pre-shipment credit, funds for green transformation, export facilitation, and export development.

The report also stated hat during the first quarter of FY26, Bangladesh's RMG ndustry continued to demnstrate its vital role.

Regarding value addion, Mohammad Hatem, resident of the Bangladesh nitwear Manufacturers nd Exporters Association, aid that Bangladeshi RMG manufacturers have been working to increase it to remain competitive in global markets.

He also said that the sector focuses on producing high-value products, innovation, and research and development, urging governmental policy support in this regard.

However, he said that Bangladeshi exports have been declining over the past months, with almost no sign of further increase, as utilisation declarations have also slowed.

Due to the ongoing Middle East crisis, the sector is facing fuel shortages, increased shipping line charges, disruptions in global energy supply, and a possible global economic downturn.

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬

পরিবেশবান্ধব সনদ পেল ৫ কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের নতুন পাঁচটি তৈরি পোশাক (আরএমজি) কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (লিড) সনদ অর্জন করেছে। এতে করে দেশে মোট লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা বেড়ে ২৮০টিতে দাঁড়িয়েছে এবং পরিবেশবান্ধব পোশাক উৎপাদনে বিশ্বসেরা হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এই নতুন সংযোজনের ফলে, বাংলাদেশে এখন ১১৮টি প্ল্যাটিনাম ও ১৪৩টি গোল্ড রেটেড লিড সনদপ্রাপ্ত আরএমজি কারখানা রয়েছে। এ ছাড়াও, বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার মধ্যে বাংলাদেশের ৫২টি কারখানা রয়েছে, যা টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্প অনুশীলনের প্রতি দেশটির দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

শিল্প মালিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন সনদপ্রাপ্ত কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে নারায়ণগঞ্জের এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড ইউনিট-৭, ঢাকার সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেড, ধামরাইয়ের নাফা অ্যাপারেলস লিমিটেড ইউনিট-২, সাভারের উইন্টার ড্রেস লিমিটেড ও চট্টগ্রামের মেহের গার্মেন্টস লিমিটেড। এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড ইউনিট- ৭.৬৭ পয়েন্ট পেয়ে লিড বিডি+সি. নিউ কনস্ট্রাকশন ভি৪ এর অধীনে গোল্ড সনদ অর্জন করেছে, অন্যদিকে সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেড ৭১ পয়েন্ট পেয়ে লিড ও+এম. এক্সিসটিং বিল্ডিং ভি৪-গাই এর অধীনে গোল্ড সনদ অর্জন করেছে।

নাফা অ্যাপারেলস লিমিটেড ইউনিট-০২.৬৫ পয়েন্ট পেয়ে লিড বিডি+সি. নিউ কনস্ট্রাকশন ভি৪ এর অধীনে গোল্ড সনদ পেয়েছে। উইন্টার ড্রেস লিমিটেড ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে লিড ও+এম. এক্সজিসটিং বিল্ডিং ভি৪.১-এর অধীনে প্ল্যাটিনাম সনদ অর্জন করেছে ও মেহের গার্মেন্টস লিমিটেড ৮৯ পয়েন্ট পেয়ে প্ল্যাটিনাম সনদ অর্জন করেছে।

দেশ রূপান্তর

মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬

আইএলওতে বাংলাদেশকে পূর্ণ সমর্থন

শ্রম অধিকার ও শ্রমিক সুরক্ষায় কর্মপরিকল্পনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৬তম গভর্নিং বডির অধিবেশনে বাংলাদেশবিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৪৭টি দেশ বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে অভিনন্দন ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে দেশগুলো। গতকাল সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৬তম গভর্নিং বডির অধিবেশনে আলোচনায় হয়। এতে দেশগুলো প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা জানায়।

জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আওয়ামী লীগ শাসনামলে ২০১৯ সালের জুন মাসে আইএলও কনভেনশন ৮১, ৮৭ ও ৯৮ প্রতিপালনে ব্যর্থতার অভিযোগে সংস্থাটির সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের পাঁচজন শ্রমিক প্রতিনিধি একটি মামলা দায়ের করে। ওই মামলার প্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার ২০২১ সালে একটি পাঁচ বছর মেয়াদি শ্রম খাত সংস্কারসংক্রান্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করে আইএলওর গভর্নিং বডিতে দাখিল করে। দাখিলকৃত এ রোডম্যাপে অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে গত পাঁচ বছরে গভর্নিং বডির আটটি অধিবেশনে আলোচনা হয়। সোমবার এ বিষয়ে আলোচনায় বর্তমান সরকার নবম অগ্রগতি রিপোর্ট পেশ করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মামলাটির আলোচনায় অংশ নিয়ে সব দেশের প্রতিনিধি বর্তমান সরকারের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। সংস্থাটির ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট গভর্নিং বডির ১৯টি রাষ্ট্র, দুটি আঞ্চলিক গ্রুপভুক্ত ২৮টি দেশ ও মালিকপক্ষ শ্রম খাত উন্নয়নে নতুন সরকারের সুদৃঢ় আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করে চলমান মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছে। মামলাসংক্রান্ত আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর শ্রম, কর্মসংস্থান ও শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন অংশগ্রহণ করেন। জেনেভায় নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মিজ নাহিদা সোবহান ও শ্রম সচিব আব্দুর রহমান তরফদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন উপস্থিত সব গভর্নিং বডি সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ হতে উষ্ণ শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রম অধিকার, শ্রমিক সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশের জনগণ আমাদের নির্বাচিত সরকারকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট দিয়েছে। এ ম্যান্ডেটের মূলে রয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার যেখানে নাগরিক অধিকার বিশেষত মানবাধিকার, আইনের শাসন ও বাক-স্বাধীনতা, ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও যোগ্যতা বৃদ্ধি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এসব অগ্রাধিকারের সঙ্গে আইএলওর Decent Work Agenda সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫ কে আইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংসদীয় বিশেষ কমিটি মতামত দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন অধিবেশনে উপস্থিত সবাইকে জানান। সরকার এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালাবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত সংশোধনীগুলোর বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে জানিয়ে মাহদী আমিন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এর মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও কর্মসংস্থাননির্ভর উন্নয়ন সম্ভব হবে।

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নতকরণে, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে শ্রম ও কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা এক্ষেত্রে আইএলওসহ সংশ্লিষ্ট সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।

জেনেভায় স্থায়ী মিশন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানায়, আলোচনায় ২২ সদস্যবিশিষ্ট আরব গ্রুপ, ৬ সদস্যবিশিষ্ট উপসাগরীয় অঞ্চলের গ্রুপ, নাইজার, চীন, রাশিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, তানজানিয়া, ইরান, লিবিয়া, ওমান, ফিলিপাইন, নেপাল, তিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া, লাওস, কিউবা, মোজাম্বিক, গ্যাবন, উজবেকিস্তানসহ মোট ১৯টি দেশ, মালিকপক্ষ ও দুটি আঞ্চলিক গ্রুপ শ্রম খাতের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে। সমর্থনকারী দেশগুলোর মধ্যে ১৪টি দেশ, ২২ সদস্যের আরব গ্রুপ, ৬ সদস্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের গ্রুপ ও মালিকপক্ষ মামলাটি দ্রুত তুলে নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা শ্রম আইন সংশোধনের অগ্রগতি, পরিদর্শক নিয়োগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির প্রশংসা করে রোডম্যাপ পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য আরও পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে মামলাটির পরবর্তী আলোচনা আগামী বছরের মার্চে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টাদের মধ্যে মাহদী আমিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। ৩৫৬তম গভর্নিং বডি সভায় যোগ দিতে গত শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় পৌঁছান শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা মাহদী আমিন, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারসহ বাংলাদেশের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। সফরসূচি অনুযায়ী, শ্রমমন্ত্রী ও উপদেষ্টা আইএলওর মূল অধিবেশন ছাড়াও বিভিন্ন দেশের শ্রমমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। সভায় বাংলাদেশের শ্রম খাতের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হবে। আগামী ২ এপ্রিল প্রতিনিধিদলের দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৭ চৈত্র ১৪৩২

Dhaka : Tuesday 31 March 2026

সম্পাদকীয়

editorial.sangbad@gmail.com

সাগরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মৃত্যু: দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে গ্রিসে যাওয়ার পথে একটি নৌকায় অভিবাসনপ্রত্যাশী ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিক মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে ১২ জন সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে গণমাধ্যমে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জানা গেছে, নৌকাটি পথ হারিয়ে ছয় দিন সাগরে ভেসে ছিল। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে অভিবাসনপ্রত্যাশী এসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উক্ত নৌকা থেকে বেঁচে ফেরা এক যুবক গণমাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন। মৃতদের লাশ সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের গ্রিসের একটি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ মিশন গ্রিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহায়তায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও নিহতদের মরদেহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

সুনামগঞ্জের ডিসি বলেছেন, দালালদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করতে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই মৃত্যু হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি সংগঠিত অপরাধ চক্রের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের পরিণতি। জানা গেছে, ভুক্তভোগী অনেক পরিবার দালালদেরকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত দিয়েছে। লক্ষ্য ছিল, সন্তানদের ইউরোপ পাঠানো। দালালরা ভুক্তভোগীদের সীমিত খাবার পানি অনিশ্চিত সমুদ্রের পথে দিয়ে রাবারের নৌকায় তুলে দিয়েছে। বাস্তবে এটি মানব পাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

সুনামগঞ্জের মতো একটি জেলা থেকে এত মানুষ একসঙ্গে অবৈধ পথে বিদেশে যাচ্ছিলেন কেন সেটা একটা প্রশ্ন। এর পেছনে রয়েছে দারিদ্র?্য, বৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার সুযোগের অভাব। দেশে কর্মসংস্থানের সংকট রয়েছে। অনেকের বিদেশ গিয়ে পরিবারে সচ্ছলতা আনার স্বপ্ন থাকে। দালালরা এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে। স্বপ্ন দেখায়, টাকা নেয়, তারপর অবৈধ পথে তাদের বিদেশে নেয়ার চেষ্টা করে।

অবৈধ অভিবাসনের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। অবৈধ পথে বিদেশ যাত্রায় মানুষের জীবন হারানোর ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। দালালচক্রকে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বৈধ অভিবাসনের পথ সহজ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • March 1, 2026

Bangladesh in economic high risks despite signs of stability

Oxford Economics shows structural vulnerabilities on five counts as cause of concern

JASIM UDDIN HAROON

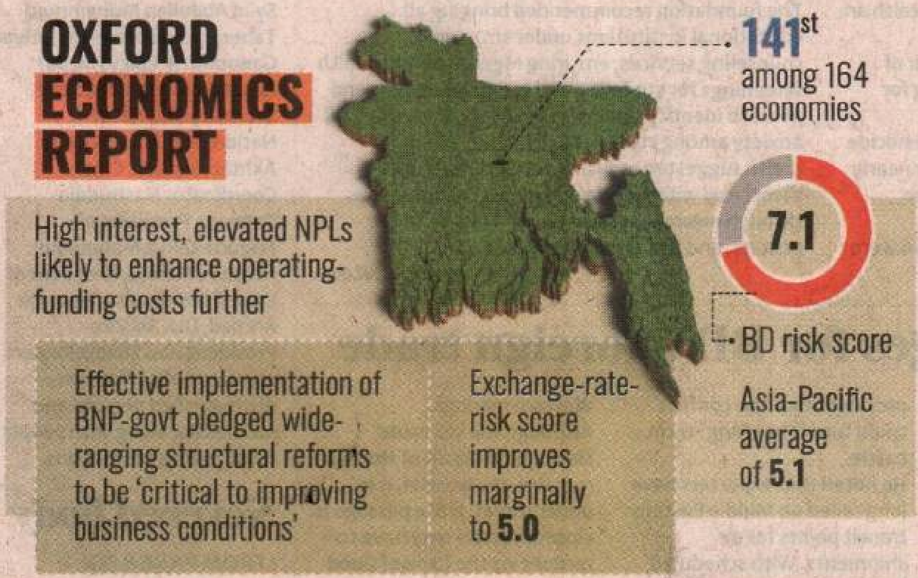

Bangladesh is in higher economic risks than regional peers, despite signs of macroeconomic stabilisation, on five counts of weaknesses as measured by an international watchdog.

In latest ratings by Oxford Economics, Bangladesh has ranked 141st out of 164 economies, with an overall economic risk score of 7.1, well above the Asia-Pacific average of 5.1.

The agency has evaluated Bangladesh across five categories - market demand, market cost, exchange rate, sovereign credit and trade credit - highlighting structural vulnerabilities despite signs of macroeconomic stabilisation.

The country recorded a market-demand score of 7.0 out of 10, significantly higher than the regional average of 5.1, reflecting vulnerabilities in domestic demand conditions.

Demand remains exposed to regulatory uncertainties, delays in development projects and concerns over the maintenance of critical infrastructure.

"Political polarisation and periodic unrest also weaken the investment climate," the ratings report notes.

It also finds household income stability vulnerable to external shocks, with roughly two-thirds of remittances originating from Bangladeshi workers in Gulf economies, leaving consumption exposed to oil-price fluctuations and economic conditions in the region.

The report says Bangladesh scored 8.0 out of 10 in market costs, one of the highest levels in the assessment, indicating elevated operating and financing costs that deter investment and constrain productivity.

However, the BNP administration has pledged wide-ranging structural reforms, although Oxford Economics notes that effective implementation will be critical to improving business conditions.

"High interest rates and elevated levels of non-performing loans are expected to push up operating and funding costs further, placing upward pressure on domestic lending rates."

The country's exchange-rate-risk score improved

DHAKA SUNDAY MARCH 1, 2026
FALGUN 16, 1432 BS
The Daily Star

Bangladesh's RMG market share in EU rises to 21.57%

REFAYET ULLAH MIRDHA

The market share of Bangladesh in the European Union's (EU) apparel market increased to 21.57 percent in 2025 from 20.78 percent in 2024 thanks to the rising demand for locally made apparel items in the EU.

In 2025, Bangladesh retained its position as the second-largest garment supplier to the EU, shipping apparel worth 19.41 billion euros, up from 18.31 billion euros in 2024, according to Eurostat data.

China, the largest garment exporter, held a 29.54 percent market share by exporting apparel worth 26.58 billion euros to the EU in 2025, Eurostat also reported. In 2025, the EU imported garment items worth 89.99 billion euros in total.

Turkey was the third-largest garment exporter to the EU in 2025, while India ranked fourth.

প্রথম আলো
রোববার, ১ মার্চ ২০২৬, ১৬

জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ১০ বছরে সর্বনিম্ন

বিবিএসের তথ্য পর্যালোচনা

সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট জিডিপির ২২.০৩ শতাংশের সমান ছিল বেসরকারি বিনিয়োগ। টানা চার বছর ধরে বেসরকারি বিনিয়োগ কমছে।

- গত অর্থবছরে চলতি মূল্যে জিডিপির আকার ছিল ৫৫ লাখ ১৫ হাজার ২৬ কোটি টাকা।
- জিডিপিতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৭৪ হাজার ৪৯ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ১২ লাখ ১৪ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা।

জাহাঙ্গীর শাহ, ঢাকা

গত ১০ বছরের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে কম। এখন দেশে জিডিপির আকারের মাত্র ২২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশের সমান বেসরকারি বিনিয়োগ, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। টানা চার বছর ধরে জিডিপিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অবদান কমছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি ও বিনিয়োগের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করেছে। সেখানে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের এই হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। এর আগে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের পর এত কম বেসরকারি বিনিয়োগ আর হয়নি।

কয়েক বছর ধরে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ থমকে আছে। গত অর্থবছরে তা আরও কমে যায়। অবশ্য গত অর্থবছর ছিল গণ-অভ্যুত্থানের বছর। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে গণ-আন্দোলনের সময় ব্লকেড, কারফিউ—এসব কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় থমকে যায়। বিনিয়োগ করার মতো পরিস্থিতিও দেশে ছিল না। যার প্রভাব পড়েছে পুরো অর্থবছরে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ, যা করোনাভাইরাসের প্রথম বছরের (২০১৯-২০ অর্থবছরের) কাছাকাছি। ওই অর্থবছরে ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল, যা ছিল গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম।

'চতুর্মুখী আক্রমণের ফল'

১০ বছরের মধ্যে জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগ সবচেয়ে কম কেন জানতে চাইলে কারণ হিসেবে এটিকে 'চতুর্মুখী আক্রমণের ফল' বলে মন্তব্য করেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রথমত, অন্তর্বর্তী সরকার কত দিন থাকবে, তা নিয়ে উদ্বেগ ছিল। গণতান্ত্রিক উত্তরণ সঠিকভাবে হবে কি না—এসব নিয়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাজ করেছে। তাই তাঁরা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী হননি। দ্বিতীয়ত, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দীর্ঘ মেয়াদে রাখার কারণে নীতি সুদহার বেশি ছিল। এতে মূল্যস্ফীতি কিছু কমলেও বিনিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তার মূল্য দিতে হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যবসায় খরচ কমানো, চাঁদাবাজি বন্ধ করাসহ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চতুর্থত, ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কসহ বিভিন্ন কারণে বিশ্ববাণিজ্যে অনিশ্চয়তা ছিল। এসব কারণে সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না।

জিডিপির আকার ও বিনিয়োগ কত

গত অর্থবছরে জিডিপির আকার ছিল চলতি মূল্যে ৫৫ লাখ ১৫ হাজার ২৬ কোটি টাকা। আর সরকারি-বেসরকারি মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৭৪ হাজার ৪৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ১২ লাখ ১৪ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা, যা জিডিপির ২২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এই বিনিয়োগও চলতি মূল্যেই হিসাব করা হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে ২২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছিল।

কয়েক বছর ধরেই জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩ থেকে ২৪ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ জন্য অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

বিবিএসের হিসাবে, চার বছর ধরে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল সাড়ে ২৪ শতাংশ, এখন তা ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। একইভাবে সার্বিক বিনিয়োগ ৩২ শতাংশ থেকে সাড়ে ২৮ শতাংশে নেমেছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েও বিনিয়োগে বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার বিনিয়োগ বাড়াতে রাজধানী ঢাকায় ঘটা করে বিনিয়োগ সম্মেলনও করেছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে বিনিয়োগ পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। একদিকে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, উচ্চ করের পাশাপাশি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায়ই দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ ছাড়া ঋণের সুদহার বেড়ে ১৩ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটিও বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণ বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

প্রথম আলো
রোববার, ১ মার্চ ২০২৬, ১

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

হবিগঞ্জ শিল্পপার্কে ১২ হাজার নারীর কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, হবিগঞ্জ

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে প্রায় ১২ হাজার নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তাতে হবিগঞ্জ ও আশপাশের এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল শনিবার বিকেলে হবিগঞ্জ শহরের একটি হোটেলে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল।

মতবিনিময়কালে কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক শুধু দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপার্ক নয়; এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই শিল্পপার্কে সরাসরি ১২ হাজার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পেরে আমরা আনন্দিত।' নারী কর্মীরা বিভিন্ন উৎপাদন প্ল্যান্টে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের নিয়োগ আগের তুলনায় বেড়েছে। বর্তমানে শিল্পপার্কটিতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই শিল্পপার্ক চালুর পর এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রায় ১ হাজার ১০০ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কটি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এখানে বর্তমানে ৫০টির বেশি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

সময়ের আলো ২৫ মার্চ ২০২৬

মালয়েশিয়াসহ বন্ধ শ্রমবাজার চালুর উদ্যোগ

● কূটনৈতিক প্রতিবেদক

মালয়েশিয়াসহ বন্ধ থাকা সব শ্রমবাজার পুনরায় চালু এবং অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক মঙ্গলবার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মালয়েশিয়াসহ বন্ধ থাকা শ্রমবাজারগুলো দ্রুত চালু এবং থাইল্যান্ডসহ নতুন বাজারে জনশক্তি রপ্তানির জটিলতা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে কয়েকটি দেশে নির্দিষ্ট কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সরকার নির্ধারিত ব্যয় কাঠামো প্রণয়নের কাজ করছে। নির্দিষ্ট ব্যয় নির্ধারণ করা হলে অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হবে। চাহিদা অনুযায়ী আমরা একভাবে সরবরাহ করে আসছিলাম, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার কারণে খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এটি নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে এবং দ্রুত ইতিবাচক অগ্রগতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী পাঠানো সম্ভব হবে। প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের শ্রমবাজারে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। বরং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা বাড়তে পারে। এ জন্য কর্মীদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জাপানসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাপানে কর্মী পাঠাতে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে এবং এক লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে, যা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা যাবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রচার বাড়াতে মন্ত্রণালয়গুলোকে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরও সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল ১ মার্চ ২০২৬ । ১৬ ফাল্গুন ১৪৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হলো আরও ২৯ বাংলাদেশিকে

সমকাল প্রতিবেদক

অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৯ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশের ভাড়া করা একটি বিশেষ ফ্লাইটে গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সহায়তায় ফেরত আসা কর্মীদের জরুরি সহায়তা ও বাড়ি যাওয়ার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। এ নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩২২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হলো।

সর্বশেষ গত ২০ জানুয়ারি ৩৬ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। গতকাল ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে নোয়াখালীর ১৪ জন, ঢাকার সাত, কুমিল্লার দুই, মুন্সীগঞ্জের তিন এবং ফেনী, মৌলভীবাজার, সিলেট ও মাদারীপুরের একজন করে রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই প্রথমে বৈধভাবে ব্রাজিল যান। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে তাদের জনপ্রতি প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা, কারও ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর তারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মার্কিন প্রশাসন তাদের প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেরত আসা নোয়াখালীর সাইফুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল যান তিনি। সেখান থেকে দালালের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন।

অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযান

- ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে নোয়াখালীর ১৪ জন, ঢাকার সাত, কুমিল্লার দুই, মুন্সীগঞ্জের তিন এবং মৌলভীবাজার, ফেনী, সিলেট ও মাদারীপুরের একজন করে রয়েছেন
- এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হলো ৩২২ বাংলাদেশিকে

ফেরত আসা দিয়াদ চৌধুরী জানান, তিনি ২২ লাখ টাকা খরচ করে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ২০২৪ সালের শেষের দিকে ব্রাজিল যান। সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এক বছর জেলে থেকে তিনি ফিরেছেন।

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার আবদুল সবুর জানান, তিনি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর ভিজিট ভিসায় ব্রাজিলে যান। সেখান থেকে একাধিক দেশ হয়ে ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান। আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট এক হাজার ৪১০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেছেন। এর মধ্যে নোয়াখালীর ৯৯০ জন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এর আগে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর ৩১ জন, ২৮ নভেম্বর চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জন এবং ৮ জুন চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে অন্তত ৩৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইসিই) প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে। এ বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিলে গিয়ে সেখান থেকে নানা দেশ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বিএমইটি শত শত কর্মীকে ব্রাজিলে পাঠানোর অনুমোদন দিচ্ছে। তারা প্রকৃতপক্ষে সেখানে কর্মসংস্থানের জন্য যাচ্ছেন, নাকি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন–এ বিষয়ে কার্যকর নজরদারি ছিল কিনা, সেটি খতিয়ে দেখা জরুরি। এখানে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে আরও সতর্ক হতে হবে।

কালের কণ্ঠ শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬

দক্ষ কর্মীর অভাবে অধরা নতুন শ্রমবাজার

শরীফুল আলম সুমন ▷

- জাপান, কোরিয়া ও ইউরোপের শ্রমবাজারে বড় সুযোগ
- এককেন্দ্রিক শ্রমবাজারে ঝুঁকি বাড়ছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে অনিশ্চয়তায় প্রবাসীরা

দেশে গত পাঁচ বছর ধরে একই জায়গায় আটকে আছে দক্ষ শ্রমিকের হার। এতে বাংলাদেশি শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর হয়ে পড়ছে। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে এমন চাহিদার অন্য কোনো দেশের শ্রমবাজারে জায়গা করে নিতে পারছে না বাংলাদেশ। এতে অধরাই থেকে যাচ্ছে নতুন শ্রমবাজার। ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিয়ে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি প্রবাস আয়। কিন্তু দক্ষ কর্মী তৈরিতে তেমন তৎপরতা আগের সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়ই বড় গলদ রয়েছে। পড়াশোনা মূলত সার্টিফিকেটনির্ভর। দেশে একাধিক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সেগুলো শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। এগুলো মূলত ভবনসর্বস্ব মানহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি দেশে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের মুখে নয়, সত্যিকার অর্থে কারিগরি শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাহলে নতুন নতুন শ্রমবাজারের দ্বার উন্মুক্ত হবে। প্রবাস আয়েও বড় ধরনের সফলতা আসবে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, ২০২৫ সালে ১১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৭ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ পেশাজীবী ও ২২ শতাংশ দক্ষ কর্মী। বাকি ৭৪ শতাংশই স্বল্প ও অদক্ষ কর্মী। ২০২৪ সালে ২৩.৬২ শতাংশ দক্ষ ও ৪.৫৯ শতাংশ পেশাজীবী বিদেশে গেছেন। ২০২৩ সালে ২৪ শতাংশ দক্ষ ও পেশাজীবী ছিল ৪.১৪ শতাংশ। ২০২২ সালে মোট জনশক্তির ১১.৭৩ শতাংশ দক্ষ ও ০.৩৪

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দক্ষ কর্মীর অভাবে অধরা নতুন শ্রমবাজার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ ছিল পেশাজীবী। ২০২১ সালে বিদেশে যাওয়া মোট জনশক্তির ২১ শতাংশ দক্ষ ও ০.১৪ শতাংশ পেশাজীবী কর্মী। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরের প্রতিবছরই বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই স্বল্প ও অদক্ষ কর্মী।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সত্তরের দশকে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে আমাদের অভিবাসন যাত্রা শুরু। আমরা এখনো একই জায়গায় আটকে আছি। গত পাঁচ বছরে সৌদি আরবে আমাদের যে কর্মী ছিলেন, এখন এরচেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু ওই দেশ থেকে প্রবাস আয় বাড়েনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা অদক্ষ শ্রমিক পাঠাই। অন্যদিকে আমাদের শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার খরচ সবচেয়ে বেশি। অথচ ভারত, ফিলিপিন্স, নেপালের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা কম খরচে দক্ষ শ্রমিক পাঠাচ্ছে, আয়ও বেশি করছে।'

শরিফুল হাসান বলেন, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সার্টিফিকেটনির্ভর। এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দেশে এখন নতুন সরকার। তাদের কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুধু দুর্বল শিক্ষার্থী নয়, সব শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। আমাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে, কিন্তু ভালো শিক্ষক ও যন্ত্রপাতি নেই। এতে শিক্ষার্থীরা যাচ্ছেন না। অথচ জাপান ও ইউরোপের দেশগুলোতে আমাদের বড় শ্রমবাজারের হাতছানি।'

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) বলছে, বাংলাদেশ মূলত আধা দক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পেশাজীবী কর্মীদের সংখ্যা সব সময় খুব কম। বিএমইটি থেকে দেওয়া প্রশিক্ষণের গুণগত মান, সনদের স্বীকৃতির অভাব, প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাব, জনবলের শূন্যতা ও জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের অনীহার কারণেই দক্ষ ও পেশাজীবী কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে না।

বাংলাদেশ থেকে যেসব কর্মী বিদেশে কাজ করতে যায়, তাদের তিন ভাগে ভাগ করে বিএমইটি। এই তিন ভাগের মধ্যে রয়েছে পেশাজীবী, দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কিংবা অদক্ষ কর্মী। পেশাজীবী কর্মী বলতে ডাক্তার, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট, শিক্ষক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফোরম্যান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, প্যারামেডিক ও বিক্রয়কর্মীদের বোঝানো হয়। এ ছাড়া মেকানিক, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, রংমিস্ত্রি, পাচক, ড্রাইভার, প্লাম্বার, গার্মেন্ট শ্রমিক এবং সনদপ্রাপ্ত কেয়ারগিভাররা দক্ষ কর্মী হিসেবে বিবেচিত হন। আর কৃষক, মালি, দোকানপাটে সহায়ক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহকর্মী ও বিভিন্ন ধরনের সহায়তাকারী কর্মীদের স্বল্প দক্ষ কিংবা অদক্ষ কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষ ও পেশাজীবী কর্মী বাড়ানোর জন্য দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র বেড়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রয়োজন মানসম্মত প্রশিক্ষক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদের প্রশিক্ষণ।

সম্প্রতি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইরান। এতে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রায় ৬০ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকে জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরতে পারছেন না। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ বা সীমিত থাকায় অনেকে ছুটি শেষে যথাসময়ে ফিরতে পারছেন না। কারো কারো ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন তাঁদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে, তাঁরা চাকরিচ্যুত হবেন। নতুনদের সুযোগ কমে যাবে। এতে বাংলাদেশের গোটা শ্রমবাজার ঝুঁকিতে পড়ে রেমিট্যান্সে ধাক্কা খাবে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার যে এককেন্দ্রিক হয়ে গেছে, বিএমইটির গত বছরের পরিসংখ্যানে এর প্রমাণ মেলে। ২০২৫ সালে মোট অভিবাসীর ৬৭ শতাংশ, অর্থাৎ সাত লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৯ জন সৌদি আরব গেছেন। এরপর যথাক্রমে ১০ শতাংশ, এক লাখ সাত হাজার ৫৯৬ জন কাতারে; ৬ শতাংশ, ৭০ হাজার ১৭৭ জন সিঙ্গাপুরে; ৪ শতাংশ, ৪২ হাজার ২৪১ জন কুয়েতে ও ৪ শতাংশের কাছাকাছি, ৪০ হাজার ১৩৯ জন গেছেন মালদ্বীপে।

এরপর ১৩ হাজার ৭৫২ জন গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ১২ হাজার ৩০১ জন গেছেন জর্দান, ১২ হাজার ২৫১ জন গেছেন কম্বোডিয়ায়, ৯ হাজার ৩৬৫ জন গেছেন ইতালি ও ছয় হাজার ৬৫০ জন গেছেন কিরগিজস্তান। অর্থাৎ বেশির ভাগ কর্মীই অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন।

জানা যায়, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, মায়ানমার, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম থেকে দীর্ঘদিন ধরে কর্মী নিচ্ছে জাপান। এ তালিকায় ২০১৯ থেকে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। জাপানের কম্পানিগুলো কর্মী খুঁজে পাচ্ছে না। শ্রমিকসংকট চরম আকার ধারণ করায় তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোক চাইছে। শর্ত হচ্ছে, কর্মীদের জাপানি ভাষা জানা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি যে পেশায় কাজ করতে চান, সেই দক্ষতা থাকতে হবে। আপাতত কেয়ারগিভার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যাকেজিং, ওয়েল্ডিং ও অটোমোবাইল মেকানিক খাতে বেশি লোক নিচ্ছে তারা। কিন্তু দক্ষতা না থাকায় সেই সুযোগ নিতে পারছে না বাংলাদেশ। গত সাত বছরে বেশ কিছু জাপানি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠলেও এখনো খুব বেশি সফলতা আসেনি। একই অবস্থা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও কোরিয়ায়।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিবাসনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়েই বেশি জোর দিই। বর্তমান সরকারের ইশতেহারেও এক কোটি লোক বিদেশে পাঠানোর কথা আছে। কিন্তু আমরা যদি দক্ষ কর্মী পাঠাতে পারি, তাহলে কিন্তু কম লোক দিয়েও রেমিট্যান্স বাড়বে। অভিবাসন কূটনীতি বাড়াতে হবে। আমাদের যদি দক্ষ লোক থাকে, তাদের আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন থাকে, তাহলে যাদের কর্মী দরকার তারাই খুঁজে নেবে। বিএমইটির যেসব প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে সেগুলোর আধুনিকায়ন করে ভাষা শিক্ষায় জোর দিতে হবে।'

সমকাল সোমবার। ২ মার্চ ২০২৬।

২৮ দিনের মাসেও রেমিট্যান্স তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ফেব্রুয়ারি মাসে দিন সংখ্যা কম হওয়ার পরও তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত মাসের ২৮ দিনে এসেছে ৩০২ কোটি ডলার। এ নিয়ে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে টানা তিন মাস তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি করে রেমিট্যান্স এলো। দেশের ইতিহাসে এ নিয়ে চতুর্থ কোনো মাসে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। এর আগে গত বছরের মার্চে ঈদের আগে ৩৩০ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির রেমিট্যান্স আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ৪৯ কোটি ডলার বা সাড়ে ১৯ শতাংশ বেশি। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল ২৫৩ কোটি ডলার। অবশ্য আগের মাসের তুলনায় সামান্য কম। গত জানুয়ারি মাসে প্রবাসীরা ৩১৭ কোটি ডলার দেশে পাঠান। গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ৩২২ কোটি ডলার। সাধারণভাবে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় রমজান ও ঈদকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স বেড়ে থাকে। ঈদ ও রমজানের পাশাপাশি ধারাবাহিক এভাবে রেমিট্যান্স বাড়ার পেছনে গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রভাব থাকতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সব মিলিয়ে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রবাসী আয় এসেছে দুই হাজার ২৪৫ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল এক হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার। এ সময় প্রবাসী আয় বেড়েছে ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ। আওয়ামী লীগ পতনের পর গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর রেমিট্যান্স বেড়েছিল ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। তার ওপর এই প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্বস্তি বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অর্থ পাচার ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর অবস্থান নেয়। আবার ঋণের নামে অর্থ আত্মসাৎ ঠেকানোর বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। আগে যারা দেশ থেকে অর্থ পাচার করেছে এ রকম ১০টি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলমান। সব মিলিয়ে হুন্ডি প্রবণতা কমে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ছে।

রেমিট্যান্স উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশের গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন। আর আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী যা ৩০ দশমিক ২৮ বিলিয়ন হয়েছে। দেশের ইতিহাসে রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে ২০২১ সালের আগস্টে। সেখান থেকে কমে আওয়ামী লীগ পতনের সময় গ্রস রিজার্ভ নামে ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ অনুযায়ী ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। এখন রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহের কারণে ডলারের সংকট নেই। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানি ৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি প্রায় ১ শতাংশ কমেছে। এরপরও ডলারের দর ১২২ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। চলতি হিসাবের ঘাটতি কমেছে। সামগ্রিক হিসেবে গত অর্থবছরের ৪৭ কোটি ডলারের ঘাটতি থেকে এবার ১৯৪ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে।

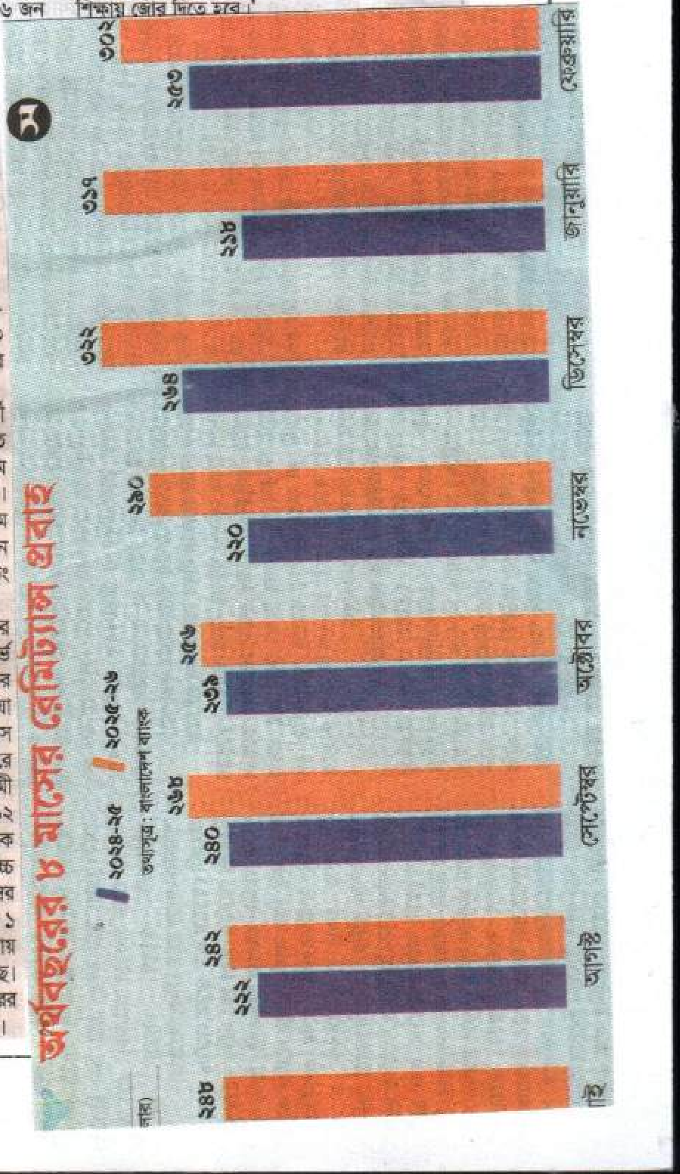

প্রথম আলো
বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬, ২৬ ফ

নারী ব্যাংকার কমেছে ৭৭০ জন

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে নারী কর্মীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৬১। গত জুন শেষে ব্যাংকে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৭৮২।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা আরও কমে গেছে। ছয় মাসের ব্যবধানে ব্যাংকে নারী কর্মী কমেছে ৭২১ জন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কমেছে ৪৯ জন। সেই হিসাবে ছয় মাসের ব্যবধানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা কমেছে ৭৭০ জন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নারী-পুরুষের সমতাবিষয়ক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে নারী কর্মীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৬১। গত জুন শেষে ব্যাংকে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৭৮২। সেই হিসাবে ছয় মাসের ব্যবধানে ব্যাংকে নারী কর্মী কমেছে ৭২১ জন। একইভাবে ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ১৯। গত বছরের জুন শেষে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬৮। সেই হিসাবে ছয় মাসের ব্যবধানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা কমেছে ৪৯ জন।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, দেশের ৬১টি ব্যাংক ও ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক খাতে ডিসেম্বর শেষে নারী-পুরুষ মিলিয়ে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৮ হাজার ৪৮৭। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৮২ হাজার ৪০৭ জন এবং নারী কর্মী ৩৬ হাজার ৮০ জন। সেই হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের মোট কর্মীর সাড়ে ১৬ শতাংশ নারী আর সাড়ে ৮৩ শতাংশই পুরুষ।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২৪ সালে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংকটে থাকা বেশ কিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত ও বন্ধের উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব উদ্যোগের কারণে বাদ পড়েছেন বা চাকরি ছেড়েছেন অনেক নারী কর্মী। এ ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণেও এ সময়ে অনেক নারী চাকরি ছেড়েছেন। তাই ব্যাংকে নারী কর্মীর সংখ্যা কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট কর্মীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪৮৪। পাঁচ বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যা বেড়েছে ২৯ হাজার। পাঁচ বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে কর্মী যতটা বেড়েছে, তার মধ্যে পুরুষ কর্মী বেড়েছে ২২ হাজার ৩১৬ জন। আর নারী কর্মী বেড়েছে ৬ হাজার ৬৮৭ জন। ২০২০ সাল শেষে ব্যাংক খাতে মোট কর্মীর মধ্যে সাড়ে ১৫ শতাংশ ছিল নারী। পাঁচ বছরের ব্যবধানে শতাংশের হিসাবে নারী কর্মী বেড়ে গত বছর শেষে সাড়ে ১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় শেষ ছয় মাসে নারী কর্মীর সংখ্যা কমেছে।

জানতে চাইলে ব্র্যাক ব্যাংকের পরিচালক ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অনিতা গাজী রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'শুধু ব্যাংক নয়, সব ধরনের কর্মক্ষেত্রেই নারীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। অথচ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি, মেধায় পুরুষের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই চিত্র বদলে যায় কর্মক্ষেত্রে এসে। কারণ, আমাদের পরিবার, সমাজব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো পুরোপুরি নারীর কর্মবান্ধব উপযোগী হয়ে ওঠেনি। এ কারণে দেখা যায়, নারীরা একটি পর্যায়ে এসে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁদের পরিবার ও সন্তান দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সমাজ, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি নারীবান্ধব হতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো খুবই জরুরি।'

> শুধু ব্যাংক নয়, সব ধরনের কর্মক্ষেত্রেই নারীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। অথচ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মেধায় পুরুষের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই চিত্র বদলে যায় কর্মক্ষেত্রে এসে।
>
> অনিতা গাজী রহমান, পরিচালক, ব্র্যাক ব্যাংক

ব্যাংক ও আর্থিক খাতে যত নারী কর্মী রয়েছেন, তার সিংহভাগই বেসরকারি ব্যাংকে। গত বছর শেষে নারী কর্মীদের মধ্যে ২২ হাজার ৯৮৩ জন বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯ হাজার ১৪৭ নারী কর্মী কর্মরত রয়েছেন রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে। এ ছাড়া গত বছর শেষে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১ হাজার ৯৪৭ জন এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ৯৮৪ নারী কর্মী কর্মরত ছিলেন। শতাংশের বিবেচনায় গত বছর শেষে সবচেয়ে বেশি নারী কর্মী কর্মরত ছিলেন বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে। এ খাতে ব্যাংকের মোট ৩ হাজার ৯৩১ কর্মীর মধ্যে ৯৮৪ জনই ছিলেন নারী, শতাংশের হিসাবে যা ২৫ শতাংশের বেশি। সংখ্যার হিসাবে বেসরকারি ব্যাংকে নারী কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হলেও শতাংশের হিসাবে এ খাতের ব্যাংকে নারীর অংশগ্রহণ কম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাংকে নারী কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মী ব্যাংকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কর্মরত—এই হার ১৭ শতাংশের বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ দশমিক ১৯ শতাংশ নারী কর্মী কর্মরত মধ্যবর্তী পর্যায়ে। এ ছাড়া ব্যাংক খাতে কর্মরত নারীদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ে বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারী কর্মীর হার সবচেয়ে কম—১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

সময়ের আলো সোমবার। ২ মার্চ ২০২৬।

রেমিট্যান্সে ধারাবাহিক সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে ধারাবাহিক সাফল্য আসছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারিতেও তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে ৩০২ কোটি ডলার এসেছে। এর আগে জানুয়ারিতে ৩১৭ ও ডিসেম্বরে এসেছিল ৩২২ কোটি ডলার।

সাধারণভাবে রমজান ও ঈদকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স বেড়ে থাকে। গত ফেব্রুয়ারিতে দিন সংখ্যা কম হওয়ার পরও এ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। আগের বছরের ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল ২৫৩ কোটি ডলার। ঈদ ও রমজানের পাশাপাশি এবারের রেমিট্যান্সে নির্বাচনের প্রভাব থাকতে পারে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

দেশের ইতিহাসে এ নিয়ে চতুর্থ কোনো মাসে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের রমজান ও ঈদের মাস মার্চে ৩৩০ কোটি ডলার এসেছিল, এ যাবতকালের মধ্যে কোনো একক মাসে যা সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ৮ মাসে প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ২৪৫ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১ হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার। এ সময় প্রবাসী আয় বেড়েছে ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ। আওয়ামী লীগ পতনের পর গত অর্থবছর রেমিট্যান্স বেড়েছিল ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। তার ওপর এই প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি ঠিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, অর্থ পাচার ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আবার ঋণের নামে অর্থ আত্মসাৎ ঠেকানোর বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান আছে। এতে হুন্ডি প্রবণতা কমে যাওয়ায় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ছে।

রেমিট্যান্স উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রস ৩৫ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। বিপিএম৬ অনুযায়ী যা ৩০ দশমিক ২৮ বিলিয়নে রয়েছে। আওয়ামী লীগ পতনের সময় যা ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়নে নেমেছিল। এতে আমদানিতে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির পরও ডলারের সংকট নেই। দীর্ঘদিন ধরে ডলারের দর ১২২ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

জানা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে এসেছে ২ হাজার ২৪৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বছর ব্যবধানে যা বেড়েছে ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ। এর আগে জানুয়ারি মাসে দেশে এসেছে ইতিহাসে কোনো এক মাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ও চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১৭ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

আর গত ডিসেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩২২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। যা ছিল দেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও চলতি অর্থবছরের কোনো এক মাসে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। গত নভেম্বরে দেশে এসেছিল ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

এ ছাড়া গত অক্টোবর ও সেপ্টেম্বরে দেশে এসেছিল যথাক্রমে ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ও ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত আগস্ট ও জুলাইয়ে যথাক্রমে দেশে এসেছিল ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ৯০ হাজার ও ২৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

এদিকে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরজুড়ে দেশে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩২ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স, যা দেশের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের রেকর্ড।

সংশ্লিষ্টরা জানান, রমজান মাস ও ঈদকে কেন্দ্র করে পরিবারের বাড়তি খরচ মেটানো এবং দেশে অতিরিক্ত অর্থ পাঠানোর প্রবণতা বাড়ে প্রবাসীদের মধ্যে। এর ফলে সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে চাঙ্গাভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স এসেছে জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ডলার।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক খাতের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অর্থ পাচার কমে যাওয়ায় অবৈধ হুন্ডি ব্যবসাও কমেছে। পাশাপাশি ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার কয়েক মাস ধরে স্থিতিশীল থাকার কারণে বৈধ পথে প্রবাসী আয় দেশের অর্থনীতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

কেন বাড়ছে রেমিট্যান্স : বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কয়েকটি কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে– ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার দর তুলনামূলক বাস্তবসম্মত হওয়া, হুন্ডির ঝুঁকি ও ব্যয় বেড়ে যাওয়া, নগদ প্রণোদনা অব্যাহত থাকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের কিছু দেশে শ্রমবাজার স্থিতিশীল থাকা এবং একই সঙ্গে নির্বাচনের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কমাতে প্রবাসীরাও আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়ছে : রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ কিছুটা কমছে, ব্যাংকগুলোর আমদানি দায় পরিশোধে স্বস্তি মিলছে এবং টাকার বিনিময় হারে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও চলতি হিসাবের ঘাটতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেও রেমিট্যান্স বড় সহায়তা করছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রবৃদ্ধি যদি আগামী মাসগুলোতেও বজায় থাকে, তা হলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেইসঙ্গে প্রবাসী শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, দক্ষ কর্মী পাঠানো এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের ওপর আস্থা আরও জোরদার করার দিকেও নজর দিতে হবে।

SUNDAY MARCH 1, 2026
FALGUN 16, 1432 BS
The Daily Star

Private investment hits 11-year low

Economists say decline threatens jobs and long-term economic growth prospects

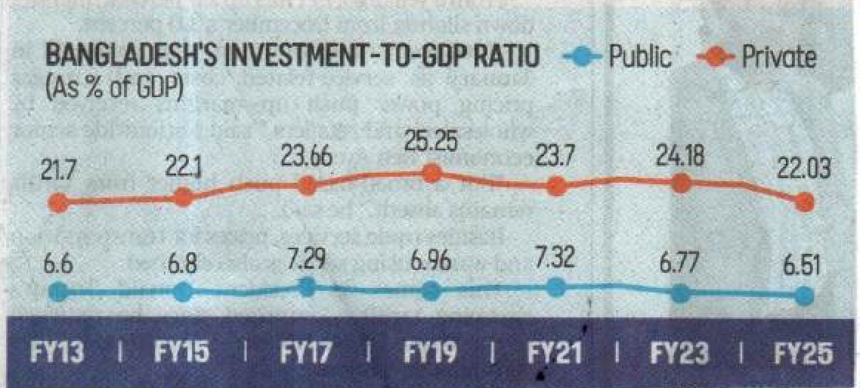

SOURCE: BBS

SOHEL PARVEZ

Bangladesh's private investment fell for the third consecutive year, reaching 22.03 percent of Gross Domestic Product (GDP) in the fiscal year 2024-25, the lowest level in 11 years, amid a weak investment climate and macroeconomic stress.

Public investment as a share of GDP, a measure of the final value of goods and services produced in the economy over a period, also declined for the third year due to slow implementation of the Annual Development Programme (ADP).

It stood at 6.51 percent of GDP in FY25, the lowest since at least FY13, down from 6.74 percent a year earlier, according to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Economists say that the falling investment trend indicates the creation of fewer jobs than required, especially for the growing number of young workers entering the labour market each year.

According to them, the investment decline also threatens future growth.

"It is very concerning, especially at a time when we need to accelerate investment to create employment and boost exports," said M Masur Reaz, chairman and founder of Policy Exchange Bangladesh.

The investment-to-GDP ratio comes alongside an estimated economic growth of 3.49 percent, the lowest since the Covid year 2020, driven mainly by private consumption. The decline suggests overall investment has not kept pace with the growth of the economy.

Reaz attributed the fall in private investment to three main factors.

"Our investment environment is weak, and it was identified nearly a decade ago," he said, citing Bangladesh's ranking in the World Bank's ease of doing business at 176 out of 190 economies.

"From that day, comprehensive and targeted reforms were necessary. But they were implemented in an isolated and fragmented manner."

The economist added that investment depends on multiple factors, including licensing, policy predictability, land, energy, and trade facilitation.

The macroeconomic crisis that began to unfold from 2023 further dampened investment sentiment, he said. Weak domestic demand, import contraction caused by the dollar shortage, and political instability ahead of the election all played a role.

"Foreign investors perceive a country as high-risk when a country suffers from a macroeconomic crisis," he said, noting that uncertainty increased after the mass uprising in July 2024 that led to the ousting of the Sheikh Hasina government.

"We have seen demonstrations and unrest, and they have affected the policy environment too. The whole fiscal year 2024-25 was full of uncertainty. The declaration of the general election date came in August of this fiscal year."

Reaz added that the recent demonstration at the Bangladesh Bank over the removal of the central bank governor could create a negative international perception, signalling fragility in decision-making and discipline.

Ashikur Rahman, principal economist at the Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh, identified a weak business climate, infrastructure bottlenecks, and waning competitiveness in international markets as production costs rose amid supply-side constraints.

He said governance breakdowns in the banking sector since around 2020 has severely distorted credit allocation.

"Instead of channelling funds toward productive small and medium-sized enterprises, the financial system became increasingly captured by entrenched economic oligarchs. Large-scale loan irregularities and weak oversight eroded confidence and crowded out genuine entrepreneurs."

Rahman added that small and mid-sized firms, traditionally the backbone of employment generation, found themselves sidelined from access to affordable finance.

"This created a perverse incentive structure in which politically connected borrowers benefited, while real sector innovators were marginalised."

He added that the decline in private investment as a percentage of GDP has profound implications for the country's economic development.

"Investment is the engine of productivity growth, job creation, and structural transformation. A sustained decline weakens the economy's capacity to generate employment, particularly for a young and expanding labour force."

Rahman said it also limits technological upgrading and diversification beyond traditional sectors.

"Moreover, without robust private investment, growth becomes increasingly consumption-driven and fiscally strained. This is not sustainable, especially as Bangladesh approaches LDC graduation and faces tighter external financing conditions. Weak investment today translates into slower growth tomorrow, and slower growth amplifies challenges such as unemployment, underemployment, and poverty," he added.

Syed Akhtar Mahmood, former global lead for regulatory reforms at the World Bank Group, said the low investment rate is caused by a mix of short and long-term issues. While governments have tried to improve the investment climate, many fundamental problems remain, including regulatory hurdles and limited access to credit.

High interest rates, bank liquidity issues, and greater

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

risk aversion have reduced the supply of credit.

"Even if investors were willing to borrow at the higher interest rates, they are not getting financing. Many investors, especially some large ones, have over-leveraged themselves by borrowing heavily when interest rates were low. These companies may not be in a position to take on large loans even if they see good investment potential," he said.

Mahmood added that energy shortages and political uncertainty have further dampened investor confidence.

"Low investment means our production capacity is not being augmented while our existing capacity is under-utilised," he commented.

According to Mahmood, this affects both current growth and future growth prospects. It also limits technological upgrading, research and development, skills development, and new product creation, all of which are necessary to enhance productivity and diversify the economy, including exports.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৩ মার্চ ২০২৬

বড় ঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার

- যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রভাব পড়বে রেমিট্যান্সে
- মোট অভিবাসীর ৬৭% যায় সৌদি আরব
- শ্রমবাজারের দ্বিতীয় স্থানে কাতার, চতুর্থ কুয়েত
- ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আরব আমিরাত ও জর্দান

শরীফুল আলম সুমন ▷

বাংলাদেশের শ্রমবাজার অনেকটাই মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। আমাদের মোট অভিবাসীর ৬৭ শতাংশই যায় সৌদি আরবে। শ্রমবাজারের দ্বিতীয় স্থানে কাতার, চতুর্থ কুয়েত, ষষ্ঠ আরব আমিরাত এবং সপ্তম স্থানে রয়েছে জর্দান। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি দেশেই যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বড় ঝুঁকিতে পড়েছে আমাদের শ্রমবাজার। আতঙ্কে আছেন প্রবাসীরা। অনেকেই ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন না। আর এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে রেমিট্যান্সে।

জানা যায়, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুই চালিকাশক্তি। বৈশ্বিক মন্দা বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময়ও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে রেমিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৫ সালে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩২.৮ বিলিয়ন ডলার, যা অন্য যেকোনো বছরের চেয়ে বেশি।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইরান।

বড় ঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এতে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রায় ৬০ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আরব আমিরাতে একজন ও বাহরাইনে একজন প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। কুয়েতে চারজন ও বাহরাইনে তিনজন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। অনেকেই জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরতে পারছেন না। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ বা সীমিত থাকায় অনেকে ছুটি শেষে যথাসময়ে ফিরতে পারছেন না। কারো কারো ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যুদ্ধ যদি স্বল্পমেয়াদি হয় বা দুই সপ্তাহের মধ্যে থেমে যায়, তাহলে শ্রমবাজারে খুব বেশি প্রভাব পড়ার শঙ্কা নেই; বরং রিকনস্ট্রাকশনের কাজে আরো বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে শ্রমবাজারে বড় ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়বে। আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা থাকবে, কাজও থাকবে না। অনেকেই দেশে ফিরতে চাইবেন। এ জন্য সরকারকে একটা হোমওয়ার্ক করে রাখা উচিত, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে কিভাবে প্রবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। অর্থাৎ বিকল্প পথগুলো বের করা থাকতে হবে।'

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ আরো বলেন, 'আমাদের শ্রমবাজার আনস্কিলড, সেমিস্কিলড পর্যায়ে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়া এসব শ্রমিকের চাহিদা নেই। এখন জাপান বা ইউরোপের দেশগুলো স্কিলড ওয়ার্কার চায়। আমাদের দেশে স্কিলড ওয়ার্কার তৈরি করতে হলে বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাহলে হয়তো আমরা এককেন্দ্রিক শ্রমবাজার থেকে মুক্তি পেতে পারি।'

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বাংলাদেশি দূতাবাস নিরাপত্তার স্বার্থে সবাইকে সামরিক স্থাপনার আশপাশ থেকে দূরে থাকতে এবং সবাইকে বাসায় অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে বলেছে। অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দূতাবাসের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কল সেন্টার ও হট লাইন খোলা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত তিন দিনে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মোট ৭৪টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে হাজার হাজার প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক যাত্রী চরম অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তিতে পড়েছেন। তবে যাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে, তাঁদের মেয়াদ বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছে এয়ারলাইনসগুলো। আর যেসব প্রবাসী যাত্রীদের বাড়ি অনেক দূরে, তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) হুমায়ুন কবির গতকাল এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'যাঁরা প্রবাসে আছেন, তাঁরা আমাদের টপ মোস্ট প্রায়োরিটি। বর্তমান সংকটে যাঁদের টিকিট রিইস্যুর ব্যাপার আছে বা ভিসাসংক্রান্ত ব্যাপার আছে, আমরা সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেব। এই সরকার জনগণের সরকার। অ্যাফেক্টেড দেশগুলোতে আমাদের যেসব প্রবাসী আছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে যা কিছু করা দরকার, তা সরকার করবে।'

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্র জানায়, ২০২৫ সালে ১১ লাখ ৩১ হাজার ১৪৪ জন কর্মী কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন। মোট অভিবাসীর ৬৭ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৯ জন গেছেন সৌদি আরবে। এরপর যথাক্রমে ১০ শতাংশ, এক লাখ সাত হাজার ৫৯৬ জন কাতারে, ৬ শতাংশ, ৭০ হাজার ১৭৭ জন সিঙ্গাপুরে, ৪ শতাংশ, ৪২ হাজার ২৪১ জন কুয়েতে এবং ৪ শতাংশের কাছাকাছি ৪০ হাজার ১৩৯ জন গেছেন মালদ্বীপে। এরপর ১৩ হাজার ৭৫২ জন গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ১২ হাজার ৩০১ জন গেছেন জর্দান, ১২ হাজার ২৫১ জন গেছেন কম্বোডিয়ায়, ৯ হাজার ৩৬৫ জন গেছেন ইতালি এবং ছয় হাজার ৬৫০ জন গেছেন কিরগিজস্তান।

চলতি বছরের গত দুই মাসের বিএমইটির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আগের মতো প্রথম স্থানে রয়েছে সৌদি আরব, গত দুই মাসে এই দেশে গেছেন এক লাখ আট হাজার ৯১৯ জন প্রবাসী। দ্বিতীয় স্থানে সিঙ্গাপুর, তৃতীয় স্থানে কাতার, চতুর্থ কুয়েত, ষষ্ঠ জর্দান, অষ্টম আরব আমিরাত ও নবম স্থানে রয়েছে ইরাক।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। যাঁরা ওই সব দেশে অবস্থান করছেন, তাঁরা আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। এখন দেখার বিষয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। সেটা হলে যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁরা চাকরিচ্যুত হবেন। নতুনদের সুযোগ কমে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই রেমিট্যান্সেও বড় ধরনের ধাক্কা আসবে। সরকারের উচিত, নতুন শ্রমবাজারে মনোনিবেশ করা, যাতে একটি অঞ্চল ঝুঁকিতে পড়লে দেশের শ্রমবাজারে কোনো প্রভাব না পড়ে। বিশেষ করে মালয়েশিয়া, জাপান, কোরিয়া ও ইউরোপের শ্রমবাজার কিভাবে ধরা যায়, সে ব্যাপারে সরকারকে কাজ করতে হবে।'

জানা গেছে, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার মালয়েশিয়া। বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় কর্মরত আছেন। চার বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে দেশটির শ্রমবাজার খুললে ওই বছর যান ৫০ হাজার ৯০ জন। ২০২৩ সালে গেছেন তিন লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন। ২০২৪ সালে যান ৯৩ হাজার ৬৩২ জন। ২০২৫ সালে মালয়েশিয়া গেছেন মাত্র তিন হাজার ৬৬ জন।

সূত্র বলেছে, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারও এখন অনিশ্চয়তায়। ২০২৪ সালের জুনে শ্রমবাজারটি আবার বন্ধ হয়েছে। মূলত বাংলাদেশি ও মালয়েশিয়ার রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট অতিরিক্ত খরচে কর্মী নিয়োগ ও দেশটিতে যাওয়া অনেক শ্রমিক বেকার থাকায় বন্ধ হয় কর্মী রপ্তানি। অনেক শ্রমিক সিঙ্গাপুরে যেতে আগ্রহী হলেও দক্ষতা না থাকায় সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বাড়ছে না।

SUNDAY MARCH 8, 2026
FALGUN 23, 1432 BS
The Daily Star

Bangladesh educates its women, but leaves many without jobs

MD ASADUZ ZAMAN

Bangladesh has made striking gains in educating its women. Universities and colleges now turn out more female graduates than ever before, nearly half of all students. But the labour market has failed to accommodate them, with female graduates nearly twice as likely to be unemployed as their male peers.

According to government data, females accounted for 47 percent of all public university graduates in 2023, up from just 14 percent in 1973.

However, the 2024 Labour Force Survey (LFS) by the Bangladesh Bureau of Statistics show that the unemployment rate among female graduates stood at 20.39 percent, compared with 11.31 percent for their male counterparts.

The disparity is even sharper among the young. Among those aged 15 to 29, unemployment hits 34 percent for women, against 26 percent for men.

As Bangladesh observes International Women's Day today under the theme "Leading the Change: Women Shaping a Sustainable Future," the gap between aspiration and opportunity remains glaring.

Analysts point to a lack of suitable job openings, inhospitable work environments, and entrenched social attitudes as the main culprits behind unemployment among women with higher education.

"Despite narrowing gender gaps in education, the labour market continues to present a starkly different reality for women," says Sayema Haque Bidisha, a professor of economics at the University of Dhaka.

She said even the official figures may understate the problem, as unemployment is counted based on just one hour of work in the previous week. Labour market trends consistently show that unemployment among women remains higher than among men.

"One key reason is the mismatch between the types of jobs available and the expectations of highly educated job seekers," Prof Bidisha added.

Individuals with higher degrees usually look for jobs that match their educational qualifications. But the number of such jobs is limited, particularly for women, she pointed out. The range of job options available to women is often narrower because of social and structural constraints.

"Many women have to consider safety, commuting, housing, and rigid working hours when looking for employment," she said. "These factors naturally limit the range of jobs they are able or willing to pursue."

She also noted that progress in women's education has yet to translate into equal representation in senior roles.

"Only about 6.2 percent of managerial positions are held by women," said the economics professor.

"This shows that even though the gender gap in education has narrowed, women's presence in high-skill and leadership roles remains very limited."

BY THE NUMBERS
(As of 2024)

JOBLESS RATES AMONG GRADUATES	
Female: 20.39%	
Male: 11.31%	
Overall: 13.54%	

She also pointed to broader structural issues, including the lack of childcare services and flexible workplace arrangements. "Many educated women initially enter the labour market but later drop out because supportive facilities such as daycare centres and flexible work arrangements are still quite limited."

Resolving these issues will be crucial for improving employment prospects for educated women, she said. "Without creating more opportunities that accommodate women's needs, many qualified female graduates will continue to struggle to find suitable employment."

The ruling Bangladesh Nationalist Party (BNP) has pledged to address some of these gaps in its electoral manifesto. "Through education and skills development, the government will expand women's employment in the formal sector," it states.

"Increasing women's employment will raise family income and facilitate education for children and poverty reduction targets," it adds.

The manifesto also promises to establish childcare centres at workplaces and set up breastfeeding corners in garment factories, industrial units, offices, and courts where mothers can safely nurse their newborns.

Providing interest-free loans to women in micro, cottage, and small industries, along with tax exemptions and marketing support to increase the self-reliance of women have also been promised.

Munia Zaman, executive director of eco-friendly lifestyle brand Kalindi and an entrepreneur, says many women abandon jobs or never enter the workforce at all because balancing family life and career proves too difficult.

"Some even end their professional careers during motherhood, especially when there is no one to look after their child at home, or they cannot take the child to the office," she said. Reflecting on her own choice to leave a traditional job before venturing into entrepreneurship, she said, "I left to become an entrepreneur because it allows me to balance family, personal life, and work more easily."

Yet entrepreneurship is no panacea. "Many women have tried, and some have succeeded, but most get stuck in documentation or business formalities. The government still has a lot to do to support women in these areas."

Rizwanul Islam, former special adviser for the employment sector at the International Labour Office in Geneva, said that in the absence of rigorous analysis, one can only speculate about the causes of higher female graduate unemployment.

Possible explanations span both supply and demand, and location – rural versus urban – may also matter. The labour market may be segmented along gender lines, he said. "If women prefer certain sectors such as education and health, and opportunities in those areas are limited or stagnant, unemployment is likely to rise."

Islam also pointed to a rural-urban divide. "Urban educated women, particularly young job seekers, often show higher unemployment rates than their rural counterparts."

On the education side, he highlighted the role of subject choice. "If they choose fields with limited labour market opportunities, higher unemployment is an inevitable outcome."

He added that gender discrimination in recruitment could be a factor.

"With men dominating managerial positions, this may be a real factor contributing to women's limited access to high-skill jobs."

THE FINANCIAL EXPRESS • March 11, 2026

Middle East war threatens Bangladesh's migrant jobs

Prolonged conflict could disrupt overseas employment, remittance inflows

SM NAJMUS SAKIB

Bangladesh's heavy dependence on overseas employment in the Middle East has come under serious threat amid the escalating war in the region, exposing the vulnerability of millions of migrant workers, particularly those engaged in low-skilled jobs.

Migrants and experts warn that if the conflict persists, new overseas employment opportunities could shrink while existing jobs may be lost, potentially slowing remittance inflows that are vital to Bangladesh's economy.

According to the International Organization for Migration (IOM), Bangladesh is the sixth-largest migrant-sending country, with over 11 million Bangladeshi migrants working worldwide.

Of the total, around 70 to 74 per cent are semi- or low-skilled workers, according to an analysis by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU).

Remittance inflows are one of the driving forces of the country's economy. Bangladesh received US$32.82 billion in remittances in 2025, marking a 22 per cent rise from the previous year.

The highest amount came from Saudi Arabia, according to official data, with an estimated 8.0 million migrants working across the Middle East.

Bangladeshi migrant Kawshik (not his real name) has been working in Kuwait for the past couple of years.

"The situation over the last two days seems calm, but there are fears among residents. We no longer feel safe," he told the FE over the phone, urging the Bangladesh government to arrange food and shelter for migrants in coordination with the Kuwaiti authorities.

Requesting not to be identified, he said that revealing the ground reality to outsiders could result in at least three years in jail along with the loss of employment.

He described an atmosphere of fear and a lack of personal security currently prevailing in the Middle East.

He suggested shifting the country's focus to other destinations, noting that the economies of many countries in the region are themselves vulnerable because they depend heavily on oil revenues.

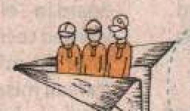

BANGLADESHI
MIGRANTS WORLDWIDE

- 11m globally
- 7-8m in the Middle East
- 70-74% semi- or low-skilled

REMITTANCE INFLOW 2025

- $32.82b total
- 22% up from 2024
  - Saudi Arabia largest source
  - 8.0m Bangladeshis work across the ME region

WAR IMPACT

- Immediate Risks
- Job losses in construction & services
- Salary delays reported
- Rising security fears among migrants

"Both government and private companies are oil-based enterprises in the Middle East. If they cannot sell oil, they cannot pay salaries," he said.

Abdul Mannan, another Bangladeshi worker from Lakshmipur employed by a construction company operating at several sites across Saudi Arabia, said the company's Egyptian owner left the country soon after the start of the US-Israel offensive against Iran.

Mannan told the FE over the phone that he and his three brothers, who also work for the same company, did not receive their salaries for February.

"We don't know what lies ahead for us as the looming war has created deep uncertainty," he said.

In response to the US-Israel offensive, Iran has attacked US military bases across the Middle East, including in the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan and Bahrain.

At least four Bangladeshi migrants have reportedly been killed since the US launched the war on Iran and retaliatory attacks began-two in Saudi Arabia, one in the United Arab Emirates and one in Bahrain.

Against this backdrop, Biman Bangladesh Airlines has suspended flights to six major Middle Eastern destinations-Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Dammam, Doha and Kuwait-for a certain period.

However, Qatar has decided to extend the validity of all types of visas by one month amid the suspension of flights across the region.

Shakirul Islam, chairperson of the Dhaka-based Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP), echoed similar concerns, saying Bangladesh may face serious repercussions if the war in the Middle East lasts long, as around 7-8 million Bangladeshi migrants work in the region.

"There is no option to leave those Middle Eastern countries if the war escalates further and continues for a long time. We do not yet know what rescue options might be available," he said.

However, he added that the situation would depend largely on the relations between the Bangladesh government and the destination countries.

"The government can initiate joint efforts and negotiations with other countries in the region, particularly in South Asia, as they too have a large number of migrants in the Middle East," the OKUP official said.

Bangladeshi migrant workers mainly work in the informal sector in the Middle East. Therefore, the companies they work for may face serious difficulties during a war and could become unable to pay wages in the days ahead, similar to what happened during the Covid-19 pandemic, Shakirul warned. He added that the real picture would become clearer next week when salaries are due.

nsrafsanju@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 11.03.2026

Women's employment in banking sector drops by 2,588 in 2025

BANKING - BANGLADESH

TBS REPORT

Bankers say decline followed dissolution of boards of several banks

- Female workforce in banks dips to 35,061 in 2025

- Women account for 16.5% of total banking workforce
- Foreign banks record highest female participation rate at 25.03%
- Women's share falls from 17% at entry level to 10% in senior roles
- Female representation on bank boards remains low at 13%
- Decline linked to board restructuring, resignations and job dismissals

The number of women working in the country's banking sector declined in 2025 despite years of steady growth, with 2,588 female officials and employees leaving the sector during the year, according to a report by the Bangladesh Bank.

Data from the central bank's Gender Equity Report shows that the number of female employees fell by 721 during the second half of the year (July-December), following a sharp decline in the first six months of 2025.

As of December 2025, the total number of women working in the banking sector stood at 35,061, down from 35,782 in June. The figure was significantly higher at 37,649 in December 2024.

Bankers say the decline followed the central bank's dissolution of the boards of several banks, leading to voluntary resignations and terminations.

The report indicates that although private commercial banks employ the largest number of female employees, foreign banks lead in terms of women's participation rate compared with men.

Currently, private commercial banks employ 22,983 women, accounting for 16.13% of their total workforce. However, these banks collectively employ around 66% of all female

Women's employment in banking sector drops in 2025

CONTINUED FROM PAGE 3

workers in the banking sector.

In the six state-owned banks, the number of female employees stands at 9,147, representing 16.90% of their total workforce. Foreign banks employ the smallest number of women – 984 – but have the highest participation rate at 25.03%. By the end of December 2025, the total number of officials and employees in the banking sector reached 2,12,427, with women making up 16.50% of the workforce.

The report notes that the number of female employees increased slightly in state-owned banks, while it declined marginally in specialised commercial banks and foreign banks. However, the drop was most notable in private commercial banks.

A senior official at the Bangladesh Bank told TBS that after the fall of the government led by Sheikh Hasina, several bank boards were reconstituted under the interim administration, prompting many employees to resign voluntarily. He added that irregularities had been detected in recruitment processes at several banks over the past year, leading to job dismissals, while new hiring also slowed.

Participation at different levels

Women's participation at the board level of banks remains relatively low at 13.11%. Among different categories, foreign banks have the highest female representation on boards at 16.95%, while state-owned banks have the lowest at 3.64%.

Women account for 17.07% of employees at the entry level and 16.19% at the mid-level, but their share drops to 10.35% in senior positions.

Age-wise, women aged below 30 represent 21.22% of female employees in the sector, while those above 50 account for only 10.92%.

The report also highlights that employee turnover among female staff is particularly high in foreign banks, reaching 29.59%, compared with the overall sector turnover rate of 17.07%.

At present, all 61 scheduled banks and 35 financial institutions in the country provide six months of maternity leave. While all banks have policies to prevent sexual harassment, only 38 banks and six financial institutions operate childcare centres. In addition, 38 banks offer transport facilities for female employees.

NEW AGE WEDNESDAY, MARCH 11, 2026

The duty to rebuild

by **Bobby Hajjaj**

THERE are moments in a nation's life when victory does not feel like triumph at all. It feels like an inventory. One counts the broken things. The bent institutions. The exhausted treasury. The roads that still exist but no longer promise movement. The school rooms in which children are present but learning is absent. The offices where authority survived but purpose did not. The new government of Bangladesh came to power not into comfort, but into consequence.

For those of us who spent more than a decade in agitation, argument, assembly, resistance and the often-lonely labour of democratic politics, government is not a coronation. It is an audition before history. One has marched for the vote; now one must justify it. One has denounced arbitrariness; now one must build order without becoming arbitrary oneself. One has spoken for the people in the long season of opposition; now one must answer to them in the morning glare of office.

That is why the manifesto placed before the nation, before the election, by Tarique Rahman — now prime minister — mattered so profoundly. It was not simply a shopping list of promises, nor the usual carnival literature of South Asian politics. At its core was a pledge to restore the dignity of the vote, rebuild accountable government, undertake constitutional and electoral reform and pursue a Bangladesh that is both economically stronger and politically more answerable. It set out 51 priority points, grouped around nine major commitments, and spoke openly of a state that would be 'directly answerable to the people.' It also married this democratic language to an ambitious economic horizon: the aspiration of a trillion-dollar economy by 2034. In a country so long blighted by the inflation of slogans and the shrinkage of institutions, the interesting thing was not the scale of the promise, but the attempt to bind prosperity to legitimacy.

Yet manifestos do not govern in the abstract. They govern in the debris of what they inherit. And what this government inherited was no small matter. The World Bank estimates Bangladesh's real GDP growth fell to 4.0 per cent in FY2025, down from 4.2 per cent in FY2024, marking a third consecutive annual slowdown. Development expenditure contracted by 25.5 per cent in FY2025. Gas shortages, the Bank noted, were undermining power generation, industry and wider economic activity. The IMF, meanwhile, identified the banking sector as the country's most pressing vulnerability. Its assessment highlighted tax revenue at only 6.9 per cent of GDP in FY2025 and system-wide non-performing loans surging to 34 per cent by June 2025. These are not numbers in a spread sheet. They are symptoms of a republic that has been living off institutional depletion.

This is the economic prose of our inheritance: slower growth, weaker investment, constrained energy supply, a fiscally frail state and a banking system that too often served influence before prudence. To this one must add the visible wear of public life itself: overburdened cities, distorted incentives, degraded service delivery and a generation of young people whose ambition exceeded the opportunities arranged for them. One may speak grandly of national destiny. But destiny, in a developing country, often comes down to whether the lights stay on, whether credit is honestly priced, whether the school teaches, whether the road connects, whether the permit is given by rule rather than favour.

And now history, in its malicious humour, has added a further burden. The new government must govern not only amid inherited fragility, but amid a turbulent world. The war in the Middle East has already begun to trouble Bangladesh's energy arithmetic. With shipping through the Strait of Hormuz disrupted and LNG deliveries from Qatar suspended, what was once a distant war has entered our fuel chain, our fertiliser chain and our calculations of price and supply. Gas must be rationed, fertiliser production has already been curtailed and every delay at sea threatens to reappear on land as costlier power, tighter transport, industrial disruption, and a fresh inflationary unease. When a narrow waterway far from our shores begins to dictate the mood of our markets, geography becomes destiny once again.

Our region, too, is not a meadow of stability. South Asia remains prey to strategic suspicion, unsettled borders, uneven growth, migration pressures and the permanent temptation of political simplification. In such a neighbourhood, a government cannot afford either romanticism or vanity. It must be serious. It must be plain in its priorities. It must understand that sovereignty in our age is not chest-thumping rhetoric but competence: food, energy, education, order, credibility.

In this setting, the prime minister's preferred idiom of leadership matters. Much in public life today is theatre: sirens, entourages, waste, upholstered ego. Against that vulgar pageantry, he has tried to project something else: restraint, sobriety, a notion of office as trusteeship rather than spectacle. One is reminded, inevitably, of the Islamic ideal of servant leadership associated in our moral imagination with Umar ibn al-Khattab: power as burden, not banquet; authority as answerability, not ornament. In a poor country, personal frugality in leadership is not cosmetic. It is pedagogic. It tells the political class that the age of indulgent government must end.

As for the cabinet, one should resist both cynicism and flattery. It is neither a gathering of miracle-workers nor a council of mediocrities. It appears, factually, to be a mixed formation: senior political veterans, recognised party figures, some technocratic appointments, and a few first-time parliamentarians shaped by the upheavals of recent years. Outside observers have already noted both the weight of the old guard and the inclusion, at junior levels, of newer protest-era voices. That seems a fair description. A cabinet in a recovering democracy need not be glamorous; it must be competent, cohesive and capable of learning in public. On that count, cautious optimism is a legitimate stance.

For my own part, serving now in government after years in democratic struggle, I feel most sharply the moral urgency of education. If politics is to mean anything beyond the capture of office, it must alter the life chances of children. In primary and mass education, we are working under the prime minister's instructions to remake the primary school into something more than a holding pen of attendance and certificates. It must become a vault of learning: the place where language is formed, numeracy secured, curiosity dignified, discipline humanised and the future made less accidental.

This is especially urgent because our present literacy claims, though often repeated with bureaucratic satisfaction, still conceal a harsher truth. Bangladesh's literacy rate for those aged seven and above was reported at 74 per cent in 2022, and functional literacy at 77.9 per cent in 2023. But literacy that means little more than name-writing, form-filling or ritual survival in the paper economy is not enough. A nation cannot modernise on signature-literacy alone. It requires real literacy: reading with comprehension, writing with clarity, reasoning with confidence.

প্রথম আলো

শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ২

মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর শ্রমবাজার, যুদ্ধের কারণে অনিশ্চয়তা

মধ্যপ্রাচ্য সংকট

গত বছর মার্চের প্রথম ১০ দিনে বিদেশ যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৪৪ জন। এ বছর একই সময়ে নিয়েছেন ২১ হাজার ১২২ জন।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বিদেশে কর্মসংস্থান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মী যান সৌদি আরবে। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ফ্লাইট অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। প্রবাসীরা ঝুঁকিতে আছেন, কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসে কেউ কেউ আটকাও পড়েছেন। অনেক নতুন কর্মী যেতে পারছেন না। সব মিলিয়ে ঝুঁকিতে পড়েছে বিদেশের কর্মসংস্থান।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যে গত বছরের তুলনায় এই সময়ে কাজের জন্য বিদেশ যাওয়া কমেছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, চলতি মার্চ মাসের প্রথম ১০ দিনে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বিদেশে যেতে ছাড়পত্র নেওয়া কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিকল্প বাজার তৈরি করা গেলে এ ঝুঁকি তৈরি হতো না। দীর্ঘ সময়েও মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বড় রকমের কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়নি। দক্ষ কর্মী তৈরি করতে না পারায় ইউরোপ, জাপানের মতো সম্ভাবনাময় বাজারে কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। প্রায় দুই বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার।

বিএমইটির তথ্য বলছে, কর্মী পাঠানোর তালিকায় ১৬৮টি দেশের নাম থাকলেও গত বছর বাংলাদেশ থেকে কর্মীরা ১৪১টি দেশে গেছেন। এর মধ্যে ৯০ ভাগ কর্মী গেছেন মাত্র ৫টি দেশে। ১৩টি দেশে মাত্র ১ জন করে কর্মী গেছেন, ৩৪টি দেশে ২ থেকে ১০ জন করে কর্মী গেছেন। ২০২৫ সালে মোট ১১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৭ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে ৬৭ শতাংশ গেছেন সৌদি আরবে।

অভিবাসন খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষত সৌদি আরবকেন্দ্রিক শ্রমবাজার হওয়ায় যুদ্ধের প্রভাবে এখন বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বিকল্প বাজার না থাকায় কর্মী পাঠানো ব্যাহত হচ্ছে, যা অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের শঙ্কা বাড়াচ্ছে। বর্তমানে আটকে পড়া কর্মীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো ও প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। উল্লেখ্য, চলমান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবে দুজন, বাহরাইনে ও আরব আমিরাতে একজন করে প্রবাসী বাংলাদেশি মারা গেছেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যুদ্ধকবলিত প্রবাসীদের সহায়তায় সার্বক্ষণিক হটলাইন ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ও আটকে পড়া কর্মীদের ভিসার মেয়াদ বাড়াতে ৯ মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিহত প্রবাসীর মরদেহ দাফন করা হয়েছে এবং বাকিদের মরদেহ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

সরকার এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উল্লেখ করে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর *প্রথম আলোকে* বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীরা ফিরে এলে তাঁদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা হবে। যাঁরা যেতে পারছেন না, তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়াতে দূতাবাসকে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও আরব আমিরাত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সরকারের লক্ষ্য হলো নতুন শ্রমবাজার তৈরি করা। এর জন্য দক্ষ কর্মী গড়ে তোলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সম্ভাবনাময় বাজার জাপান ও ইউরোপ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর বাইরে এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

১২ দিনে ৩৯১ ফ্লাইট বাতিল

ওমান থেকে গত ২১ জানুয়ারি দেশে বেড়াতে এসেছেন কুমিল্লার মোবারক হোসেন। তিনি বলেন, মার্চের শুরুতে ফেরার কথা ছিল। কোম্পানি থেকে ফোনও করেছে যেতে। ফ্লাইট না থাকায় যেতে পারছেন না। এখন যেহেতু যুদ্ধ পরিস্থিতি, কিছু করার নেই। ফ্লাইট চালু হলে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরে যেতে চান।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এরপর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বলছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মোট ৩৯১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে গত বুধবার ২৪টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে।

দেশে বেড়াতে এসে আটকা পড়েছেন কুমিল্লার ফরহাদ হোসাইন। তিনি বলেন, ওমানে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম (এসি) সংশ্লিষ্ট কাজ করেন, এ সময় তাঁর কাজের চাপ বেশি। ১৫ দিনের ছুটিতে এসে আটকা পড়েছেন। কোম্পানি থেকে ফিরে যেতে চাপাচাপি করছে। কিন্তু ফ্লাইট না থাকায় যেতে পারছেন না।

বিএমইটি বলছে, গত মাসেও বিভিন্ন দেশে গেছেন ৬৫ হাজার ৬১৩ জন। এর মধ্যে প্রথম ১০ দিনে গেছেন প্রায় ৩৮ হাজার কর্মী। ১ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত বিদেশ যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন ২১ হাজার ১২২ জন। গত বছর একই সময়ে ছাড়পত্র নিয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৪৪ জন। তার মানে যুদ্ধ শুরুর পর এটি কমে অর্ধেকে নেমেছে। সৌদিতে কিছু ফ্লাইট চালু থাকায় কর্মীদের কেউ কেউ যেতে পারছেন। কেউ কেউ ভয়ে এখন যেতে চাইছেন না।

তৃণমূল অভিবাসীদের সংগঠন অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ৪৫ থেকে ৫০ লাখ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যে আছেন। তাঁদের কী হবে, সবার চাকরি থাকবে কি না; এসব চিন্তা করতে হবে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বড় ধরনের দুর্যোগ নেমে আসবে। যাঁরা টাকা দিয়েও যেতে পারছেন না, তাঁদের ডেটাবেজ (তথ্যভান্ডার) করতে পারে সরকার, যাতে পরে যাওয়ার সুযোগ পান।

অভিবাসন খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অনেকেই বিদেশে যেতে ঋণ করেন। এখন যেতে না পারায় ঋণের টাকাও শোধ করতে পারবেন না। পরিবার উল্টো চাপে পড়বে। ঋণগ্রস্ত পরিবারকে জরুরি সহায়তা করতে পারে সরকার।

প্রলোভনের ফাঁদে পড়ার শঙ্কা

চক্র গড়ে বাণিজ্য করার অভিযোগে ২০২৪ সালের জুন থেকে বন্ধ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। উদ্যোগ নিলেও তা বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চালু করা যায়নি। গত বছরে ওমান, বাহরাইনসহ বেশ কিছু বন্ধ বাজার উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাজার এখনো সেভাবে খোলেনি। তবে শ্রমবাজার সম্প্রসারণে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সৌদি আরবের সঙ্গে মোট সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলো কাজে লাগাতে পারলে দক্ষ কর্মী পাঠানো যাবে।

বিদেশে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমবাজার মূলত সৌদিতে। দেশটির জেদ্দা ও রিয়াদে ফ্লাইট চালু থাকায় কিছু কর্মী যাচ্ছেন। তবে সেখানেও কর্মী যাওয়া কমেছে। ভিসা নিতে আতঙ্ক কাজ করছে কারও কারও। যাঁরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেননি, তাঁরা ছাড়পত্র নিচ্ছেন না। অপেক্ষা করে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে চক্রের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার বাজার খোলা যাবে না।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরু বলছে, বর্তমানে রাশিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন শ্রমবাজার। গত বছর দেশটিতে গেছেন ৪ হাজার ৬৬৩ জন। আগের বছর এটি ছিল ৯৯৩ জন। তবে ভালো বেতন ও রাশিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অভিবাসী সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে একটি চক্র। এই চক্রের একাংশ রাশিয়ার অসাধু চক্রের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশি কর্মীদের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছে।

২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ১৫ হাজার ৭৬ জন বাংলাদেশি অভিবাসী সমুদ্রপথে ইতালির উপকূলে পৌঁছেছেন। এই সংখ্যা গত বছর ইতালিতে আগত দেশগুলোর অভিবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সংখ্যাটি আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এখন নিয়মিত অভিবাসন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনিয়মিত পথে বিদেশে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।

রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, অবৈধ পথে অনিয়মিত অভিবাসনে ঝুঁকি বাড়তে পারে। ইতালি যেতে লিবিয়া বা রাশিয়া চক্রের ফাঁদে পড়তে পারে। এ মুহূর্তে কেউ যেন কোনো প্রলোভনের ফাঁদে না পড়েন। যুদ্ধাক্রান্ত দেশগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাসকে সক্রিয় হতে হবে। প্রতিদিন দেশে তথ্য পাঠানো উচিত। জরুরি কল্যাণ নিশ্চিত করা দরকার। নতুন শ্রমবাজার তৈরি করতে এ সময় দক্ষ কর্মী তৈরিতে জোর দিতে পারে সরকার।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ১৪ মার্চ ২০২৬

এভিয়েশন খাতে রক্তক্ষরণ প্রবাস আয়ে ধসের শঙ্কা

মাসুদ রুমী ▷

মধ্যপ্রাচ্যের বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ। আকাশের নীলে ধূসর ধোঁয়া। ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি শুধু ভূ-রাজনীতিতেই বিরূপ প্রভাব ফেলেনি, লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা।

এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি আকাশপথ, দীর্ঘ হচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের তালিকা। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে টালমাটাল দেশের এভিয়েশন খাত, প্রবাসী কর্মীর জীবন, সামগ্রিক অর্থনীতি। কবে আবার সুস্থির হবে মধ্যপ্রাচ্য, সেই আশায় উন্মুখ লাখো মানুষ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই সংকটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৪৭৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ ১০ হাজারের বেশি যাত্রী, যাঁদের অধিকাংশই প্রবাসী শ্রমিক। পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে।

এভিয়েশন খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যুদ্ধের প্রভাবে তাঁদের কার্যক্রম ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে গেছে। ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও এয়ারলাইনসগুলোর প্রশাসনিক ব্যয়, মেইনটেন্যান্স ও পার্কিং চার্জ থেমে নেই। মধ্যপ্রাচ্যকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য গন্তব্যে পরিচালিত বৈশ্বিক এয়ারলাইনসগুলোরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে অনেক বিমান সংস্থার ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রবাসকর্মীদের জন্য বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থাসহ সংকট মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

মিলিয়ে গেছে ছুটির আনন্দ : ঈদের ছুটিতে নাড়ির টানে বাড়ি ফিরেছেন অনেক প্রবাসী শ্রমিক। ভেবেছিলেন স্বজনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফিরবেন কর্মস্থলে। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই ফেরার পথ রুদ্ধ। আগেভাগে টিকিট কেটে রাখলেও ফ্লাইট বাতিলের কারণে তাঁরা এখন ঘরবন্দি। রুদ্ধ তাঁদের জীবিকার পথ।

'আমাদের ঈদ আনন্দ শেষ, কিন্তু কবে ফিরতে পারব জানি না।'—এমন আক্ষেপ প্রবাসীদের কণ্ঠে। দিন যত যাচ্ছে, বাড়ছে অনিশ্চয়তা। নির্ধারিত সময়ে কাজে যোগ দিতে না পারলে অনেকেরই চাকরি হারানোর শঙ্কা রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী যাত্রী মো. জাহিদ হাসান বলেন, 'আমার ফ্লাইট ছিল ৫ মার্চ, তারপর বদলে হলো ৮ মার্চ, এর পর ১২ মার্চ নির্ধারণ করা হলেও সে সময় পার হয়ে গেছে। কবে যেতে পারব, এর ঠিক নেই। ওখানে চাকরি আছে, মালিক বারবার ফোন করছেন। কী করব, বুঝতে পারছি না। আমার সঞ্চিত টাকা শেষ। এখন খরচ চালাতেও কষ্ট হচ্ছে।'

কুয়েতগামী যাত্রী আব্দুর রহিম বলেন, 'আমার ভিসার মেয়াদ আর পাঁচ দিন আছে। এই সময়ের মধ্যে যেতে না পারলে ভিসা বাতিল হয়ে যাবে। এক লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে ভিসা করেছি।'

সৌদি আরবগামী যাত্রী আবুল কালাম বলেন, 'আমি ওমরাহ করতে যাচ্ছিলাম। পুরো প্যাকেজের টাকা দিয়েছি। কিন্তু ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ওমরাহ করতে পারছি না। ট্রাভেল এজেন্সি বলছে, ফ্লাইট চালু না হলে টাকা ফেরত দেবে না।'

মরুর দেশে নিঃস্ব ওমরাহযাত্রী : সীমিত বাজেটে ওমরাহ পালনে গিয়ে সৌদি আরবে অনেক হাজিও আটকে পড়েছেন। ফ্লাইটের ঠিক নেই। অনেকের অর্থ শেষ। কেউ কেউ পরিবার থেকে টাকা নিয়ে খরচ চালাচ্ছেন। আবার চেনাজানা কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চলছেন। মানবিক সংকটের অন্য এক করুণ চিত্র দেখা যাচ্ছে সৌদি আরবে।

- ১৭ দিনে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৪৭৫ ফ্লাইট বাতিল
- ৭০-৮০ শতাংশ কমে গেছে এয়ারলাইনসের কার্যক্রম
- আটকা ১ লাখ ১০ হাজার যাত্রী
- মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে যাওয়া কার্গো ট্রাফিক ২০% কমেছে

বাংলাদেশের জন্য দ্বৈত সংকট : বাংলাদেশের জন্য এই সংকট আরো গভীর। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ওমান-বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্য। সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রায় ৪৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক এই ছয়টি জিসিসি দেশে কর্মরত। প্রতিদিন গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইটে যাত্রা করেন। কিন্তু আকাশপথ বন্ধের কারণে দাম্মাম, দোহা, দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ ও কুয়েত রুটগুলো সম্পূর্ণ স্থগিত।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) হালনাগাদ তথ্য বলছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত টানা ১৭ দিনে মোট ৪৭৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। যদিও এই ১৭ দিনে সীমিত পরিসরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে, যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অর্ধেকেরও কম।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা জানান, গত ১৭ দিনে মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইটের ৫৫ শতাংশের বেশি ক্ষমতা হারিয়েছে দেশ। বিমানবন্দরে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ফিরতি ফ্লাইটের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টারে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার ৫০০-এর বেশি কল আসছে সহায়তার জন্য।

বিমান সংস্থা বিপদে : ইউনাইটেড লিংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সৌদিয়া এয়ারলাইনসের জিএসএ আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, 'প্রতিদিনই ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বহু যাত্রী গন্তব্যে যেতে পারছেন না। কাজ, ব্যবসা বা পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কথা ছিল—এমন অনেকেই যেতে পারছেন না। আবার মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ী ও পর্যটকরাও বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। এর প্রভাব পড়েছে দেশের পর্যটন খাতেও। ঢাকার অনেক তারকা হোটেল প্রায় ফাঁকা।'

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম বলেন, 'বিমানের আয়ের অর্ধেকের বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় আমরা ব্যাপক সংকটে পড়েছি।'

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসও এই সংকটে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মো. কামরুল ইসলাম জানান, 'আমাদের ফ্লাইটের বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যগামী। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমরা প্রায় ৬০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে ছোট এয়ারলাইনস হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এটি করোনা মহামারির মতো ভয়াবহ বিপর্যয় আমাদের সবার জন্য। সরকারের উচিত এভিয়েশন খাতকে বাঁচাতে জরুরি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা।' তিনি বলেন, 'এখন আমাদের মধ্যপ্রাচ্যনির্ভরতা কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছি। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রুট খোলা, ফ্লিট বাড়ানো এবং কার্গো পরিবহনে জোর দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

বৈশ্বিক এভিয়েশন খাতে স্থবিরতা : বিশ্বব্যাপী এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, টার্কিশ এয়ারলাইনস, লুফথানসা, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মতো বড় ক্যারিয়ারগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রুট স্থগিত করেছে। ফলে ইউরোপ-এশিয়া রুটে ফ্লাইটগুলোকে দীর্ঘ পথে (আরব উপদ্বীপ বা ক্যাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিয়ে) যেতে হচ্ছে, যা জ্বালানি খরচ ২০-৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ফ্লাইট সময় তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা বাড়ছে।

এয়ার কার্গো খাতেও বড় ধাক্কা লেগেছে। মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে যাওয়া কার্গো ট্রাফিক ২০ শতাংশ কমেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হচ্ছে, পণ্যের দাম বাড়ছে।

শ্রমবাজারে বড় ধাক্কার আশঙ্কা : দেশের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি খাত সংকুচিত হলে অর্থনীতিতে প্রভাব হবে ভয়াবহ। প্রবাস আয়ের প্রায় ৪৫ শতাংশ আসে জিসিসি দেশ থেকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় দুই হাজার ২০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯৯০ কোটি ডলার এসেছে জিসিসি দেশগুলো থেকে। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চরম চাপ তৈরি হবে।

অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'এই যুদ্ধের প্রভাব দেশের শ্রমবাজার ও রেমিট্যান্সের ওপর সরাসরি ও বহুমুখী। যদি সংঘাত দীর্ঘ হয়, তাহলে অনেক দেশ বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ স্থগিত করতে পারে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও শিল্প উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। এর প্রভাব পড়বে মূল্যস্ফীতিতে, যা এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিনি বলেন, 'রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই খাতে ধস নামলে পুরো অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়তে পারে। আমদানি ব্যয় মেটানো কঠিন হবে, ডলারের দাম আরো বাড়বে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সরকারের এখনই জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

এভিয়েশন বিশ্লেষক এ টি এম নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই যুদ্ধের ফলে এভিয়েশন খাতে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা কভিড-১৯ মহামারির চেয়েও বড় ধাক্কা। মহামারির সময় মানুষ বাড়িতে ছিল বলে স্বাস্থ্যঝুঁকি ছিল, কিন্তু আকাশপথ খোলা ছিল। এখন আকাশপথই বন্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ বন্ধ থাকায় শুধু যাত্রী পরিবহন নয়, পুরো গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ও পর্যটন খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়বে। সরকার ও এয়ারলাইনসগুলোকে এখনই বিকল্প রুট ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে, না হলে ক্ষতি অপূরণীয় হয়ে যাবে।'

আকাশপথ খোলার অনিশ্চয়তা : কয়েকটি এয়ারলাইনস সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালু করলেও আকাশপথের অনিরাপত্তা ও মাঝে মাঝে বন্ধের কারণে তা অস্থির। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিকল্প রুট (যেমন তুরস্ক বা অন্যান্য দেশ দিয়ে) খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু খরচ অনেক বেশি। ইরান, ইরাক, কুয়েত, ইসরায়েল, বাহরাইন, কাতার, সিরিয়ার আকাশপথ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের আকাশপথ আংশিক সীমিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকট কমপক্ষে চার-পাঁচ মাস চলতে পারে। যুদ্ধ বন্ধ হলেও আকাশপথ পুরোপুরি চালু হতে আরো সময় লাগবে। কারণ বিমানবন্দর ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম পুনরায় চালু করতে হবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বণিক বার্তা সোমবার, মার্চ ১৬, ২০২৬ ■ চৈত্র ২, ১৪৩২

আলোচনা সভায় বক্তারা

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে লাখ লাখ কর্মীর শ্রমবাজার ঝুঁকির মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ থেকে বিদেশী শ্রমবাজারের ৭০-৮০ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। সর্বশেষ চার বছরে শুধু এ অঞ্চলেই ৪৪ থেকে ৪৮ লাখ শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। বছরে প্রায় ১১-১২ লাখ লোক মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য যান। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে লাখ লাখ কর্মীর বৃহৎ এ শ্রমবাজার।

গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিডিবিএল ভবনে ভয়েস ফর রিফর্ম ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব বলেন।

ভয়েস ফর রিফর্মের সহসমন্বয়ক ফাহিম মাশরুরের সঞ্চালনায় 'ইরান যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে যুদ্ধের প্রভাব' শীর্ষক এ আলোচনা সভায় তৈরি পোশাক খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, বৈদেশিক শ্রমবাজার এবং আমদানি ও রফতানি খাতসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও অর্থনীতিতে যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের ফলে ফ্লাইট সীমিত হওয়ায় নতুন শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়া আটকে যাচ্ছে। অনেকেরই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়ছেন অনেক শ্রমিক।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সংঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তিনটি প্রধান পথে প্রভাব ফেলতে পারে—জ্বালানি সরবরাহ ও মূল্য, রফতানি এবং প্রবাসী কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স। এর মধ্যে জ্বালানি খাতের প্রভাব সবচেয়ে দ্রুত ও সরাসরি পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানির বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের বাধা তৈরি হতে পারে। যুদ্ধ শুরুর পর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম দ্রুত বেড়েছে। এতে জ্বালানি আমদানিতে সরকারের ব্যয় ও ভর্তুকির চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। জ্বালানির সরবরাহ ব্যাহত হলে পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন এবং কৃষি খাতে সরাসরি প্রভাব পড়বে।'

তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে প্রবাসী কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহেও প্রভাব পড়তে পারে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের বড় অংশ গালফ অঞ্চলের দেশগুলো থেকে আসে। যদি ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তবে নতুন শ্রমিক পাঠানো কমে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।'

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক ও গার্মেন্টিস উদ্যোক্তা শামস মাহমুদ বলেন, 'গার্মেন্টিস খাত বাংলাদেশের প্রধান রফতানি খাত। এটি এরই মধ্যে বিভিন্ন কাঠামোগত সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২০ সাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারের অনিশ্চয়তা—এসব মিলিয়ে শিল্প খাতের ওপর চাপ বাড়ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'দেশের গার্মেন্টিস শিল্পের অন্যতম শক্তি ছিল দ্রুত সময়ে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শিপিংয়ের সময় বেড়ে গেলে এ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ফলে ইউরোপীয় ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে অর্ডার কমিয়ে তুরস্ক, মিসর বা অন্য কাছাকাছি দেশে অর্ডার দিতে পারে।'

শামস মাহমুদ আরো বলেন, 'এনার্জি সংকটও বড় একটি বিষয়। শুধু গ্যাস বা বিদ্যুতের দামই নয়, বরং গ্যাসের চাপ ও বিদ্যুতের মান ঠিক না থাকায় অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় চলতে পারছে না। প্রায় ৪০ শতাংশ উৎপাদন কমে গেছে টেক্সটাইল মিলগুলোতে। উৎপাদন কমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ভারতের ট্রানশিপমেন্ট সীমাবদ্ধতার কারণে রফতানি পরিবহন ব্যবস্থাও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।'

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ শফিকুল আলম বলেন, 'দেশের প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৬২ শতাংশই আমদানি করতে হয়। এলএনজি ও তেলের দামের সামান্য পরিবর্তনও সরাসরি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশ প্রতি বছর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ আমদানিতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, যার মধ্যে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিও অন্তর্ভুক্ত। এ বড় অংকের ব্যয়ের কারণে বৈশ্বিক বাজারে যেকোনো ধরনের অস্থিরতা দেশের জ্বালানি ব্যয় দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে।'

বায়রার সাবেক মহাসচিব শামিম আহমেদ চৌধুরী নোমান বলেন, '৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিদেশী শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। ১১ থেকে ১২ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য যান। যদি সংঘাতের কারণে প্রকল্প বা কর্মসংস্থান কমে যায়, তাহলে অনেক শ্রমিক দেশে ফিরে আসতে পারেন। এতে শুধু রেমিট্যান্স কমার ঝুঁকি নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরে বেকারত্ব ও সামাজিক চাপও বাড়তে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো শ্রমবাজার বৈচিত্র্য করা।'

সময়ের আলো

বুধবার। ২৫ মার্চ ২০২৬

ইরান থেকে দেশে ফিরেছেন ১৮৬ বাংলাদেশি

ঝুঁকিতে থাকলে সবাইকেই ফিরিয়ে আনা হবে : প্রতিমন্ত্রী

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ইরানে প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশি রয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী আছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তারা নিরাপদে আছেন। তবে ইরানে বাংলাদেশিরা জীবনের ঝুঁকিতে থাকলে সবাইকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা হবে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তারা নিরাপদে আছেন। তারা সেখানে অনিরাপদ অবস্থায় নেই। তেহরান মিশনের সঙ্গে তাদের সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রয়েছে। তবে তারা যদি কোনোভাবে জীবনের ঝুঁকিতে পড়েন, তা হলে অবশ্যই আমরা তাদের ফিরিয়ে আনব।

বাংলাদেশ বারবার বলে আসছে– যুদ্ধ বন্ধ হোক, কূটনৈতিক উপায়ে সমাধান হোক। প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মিশনগুলো কাজ করে যাচ্ছে। ঈদের আগেই তেহরান থেকে কিছু প্রবাসীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সব প্রবাসীর পক্ষে একসঙ্গে দেশে ফেরা সম্ভব নয়। তবে যারা ফিরতে আগ্রহী, তারা যেন ফিরতে পারেন– সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে ইরান থেকে গত শুক্রবার রাতে দেশে ফিরেছেন ১৮৬ প্রবাসী। তাদের মধ্যে ছিল ১১ জন নারী ও ৮ জন শিশু। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে আজারবাইজানের বাকু হয়ে তারা ঢাকায় আসেন। এমন সময়ে বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নূরুল হক।

গত শুক্রবার রাতে ইরান থেকে বাংলাদেশিরা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় ফিরলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বাংলাদেশি নাগরিকরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ১৮৬ জন খুবই দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে ইরান থেকে বের হতে পেরেছেন। বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগে তাদের প্রায় চার দিন রাস্তায় কাটাতে হয়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তেহরান, আঙ্কারা, দিল্লি, জেনেভা ও আজারবাইজানে নিযুক্ত বাংলাদেশি মিশনগুলো নিরলস পরিশ্রম করেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাও (আইওএম) পুরো যাত্রায় তাদের সহায়তা করেছে। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ফেরত আসাদের মধ্যে ১৪০ জনের কাছে পাসপোর্ট না থাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জরুরি ট্রাভেল পাস' দিয়ে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

NEW AGE MONDAY, MARCH 16, 2026,

Flight disruptions worry stuck migrant workers

Rashad Ahamad

SEVERAL thousand Bangladeshi migrant workers bound for Gulf countries are passing their days in uncertainty after flights have been suspended following the Middle East conflict.

Since the United States and Israel launched attacks on Iran on February 28, at least 539 flights from Bangladesh to major migrant worker destinations in the Gulf have been cancelled, officials said.

Authorities estimate that more than 30,000 Bangladeshi migrant workers have been stranded in the country, while many newly recruited workers have also failed to join their jobs abroad on time due to flight disruptions.

Many migrant workers fear losing their jobs as their visas or entry permits are nearing expiry or have already expired, while the situation in the region remains volatile.

State minister for the expatriates' welfare and overseas employment Md Nurul Hoque said that four destination countries — Kuwait, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates — had assured Bangladesh that migrant visas would be extended by one month.

Other Gulf countries, including the Kingdom of Saudi Arabia and Oman, however, have yet to clarify their positions.

'We are in communication with them in all possible ways and they are positive but did not confirm us anything,' he told New Age on Sunday.

Amid such uncertainties, the expatriates' welfare ministry on Saturday issued a public notice asking stranded migrants bound for Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, the UAE, Oman, and Bahrain to apply for visa extensions if their documents had already expired or were about to expire.

Meanwhile, the foreign ministry spokesperson and also director general of the Public Diplomacy Wing, SM Mahbubul Alam, said that they were in touch with the authorities in the Gulf countries so that the migrant workers failing to reach the destination countries before expiry of their visas did not face any problem due to flight disruptions amid the ongoing conflict across the Gulf.

'The foreign ministry is jointly working with the expatriates' welfare ministry on this particular issue so that our migrant workers don't face any problem due to the cancellation of flights to their destination countries in the Middle East,' he said.

Wage Earners' Welfare Board director general Barrister Md Golam Sorwar Bhuiyan said that over 300 stranded migrants had contacted them so far over their flight problems.

Since the migrants are already aware about the flight suspensions and the crisis in Middle East they were waiting, he said.

'Once the flights start we would get to know the accurate number of the stranded migrants,' he added.

The Middle East remains the principal destination for Bangladeshi migrant workers, with about 60 lakh people of the country having migrated to the region over decades.

Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair and Dhaka University political science professor Tasneem Siddiqui urged the government to intensify diplomatic efforts with destination countries to protect the migrants' jobs.

'If the government can't handle the situation properly, the migration-based employment sector might face another major setback,' she warned.

Data from the Wage Earners' Welfare Board show that the highest number of flight suspensions occurred on routes to Saudi Arabia, where 145 flights were cancelled. Saudi Arabia alone employs about 67 per cent of the Bangladeshi migrant workers.

Flights to other destinations were also heavily disrupted, including 129 flights to the UAE, 62 to Qatar, and 35 to Kuwait as of Saturday.

Many migrants who travelled back to Bangladesh for short vacations have also been unable to return to their workplaces.

Md Imran Hossain, 43, a Bangladeshi migrant worker in Qatar from Faridganj in Chandpur, said that he came home on February 22 on a 12-day vacation.

'I rescheduled my flight three times till March 11, but I still could not return to Qatar because flights kept getting cancelled,' he said.

After working abroad for three years, Imran said that he had hoped to spend some quality time with his family during the vacation.

'Now everything has turned uncertain. I am worried about returning to my job. If I can't go back, it will severely affect my life and livelihood,' he said.

Other migrants also expressed deep anxiety over the uncertain situation, saying that they had no clear information about when flights would resume or whether their visas would remain valid.

They urged the government to intensify negotiations with destination countries so that migrants stranded due to the war were granted flexibility regarding visa validity and job permits.

Sheikh Mehedi Hasan, another Bangladeshi migrant from Narail who secured a job in Kuwait, said that he had spent about Tk 8 lakh to obtain the employment.

'Everything was fine until March 3, when my flight was cancelled,' he said.

His visa is scheduled to expire on March 13, raising fears that he may lose the opportunity to join the job.

'I have invested a huge amount of money to get this job. If I can't join my work on time, it will cause a massive financial loss to me,' Mehedi said.

Officials said that the government was closely monitoring the situation and communicating with destination countries.

Meanwhile, the conflict has already affected Bangladeshi migrants living in the ME region.

So far, four Bangladeshi nationals have been killed and 23 others injured in missile or drone attacks in different Gulf countries since the hostilities began.

Iran launched retaliatory strikes after large-scale attacks on its territory by the United States and Israel on February 28. The conflict has since continued across the region.

Reports indicate that at least 1,300 people have been killed and many others injured in the ongoing hostilities, raising concerns about the safety of millions of migrant workers, including Bangladeshis, across the Middle East.

TUESDAY MARCH 31, 2026
CHAITRA 17, 1432 BS
The Daily Star

RMG sector faces headwinds, outlook cautiously moderate: BB

Report says economic recovery of importing nations, diversification, global supply chain stability key to sector's export growth

STAR BUSINESS REPORT

Readymade garment (RMG) export performance in the coming quarters will largely depend on the pace of economic recovery in major importing countries, stabilisation of global supply chains, and the ability of the sector to diversify products and markets, the Bangladesh Bank (BB) said in a report.

The near-term outlook for the readymade garments industry will remain "cautiously moderate," reflecting a combination of external demand uncertainty and emerging opportunities in key export markets, according to the "Quarterly Review of Readymade Garments (RMG): October-December of FY26" by the BB.

"Strengthening logistics, enhancing productivity and expanding into higher value apparel segments might be critical for maintaining the competitiveness of Bangladesh in the global garment market," the BB said.

The RMG sector continued to occupy the dominant share in the export basket of Bangladesh, accounting for 80.36 percent of total export earnings during the October-December period of fiscal year (FY) 2026.

Amid persistent global demand uncertainty, the sector saw a contraction, with earnings reaching $9.74 billion, a 5.99 percent decline from the $10.36 billion recorded during the same period in the previous fiscal year.

Global demand conditions, inflationary pressures in importing countries, shifts in consumer spending patterns, and supply chain adjustments continue to influence order volumes and export receipts, the BB said.

In addition, production costs, exchange rate movements, and logistical conditions play a considerable role in shaping the competitiveness of Bangladesh's garment exports.

Together, these trends show a large and resilient industry providing the bulk of export earnings and employment, yet facing growing short-term headwinds as it moves into the rest of FY26, the BB added.

Product-wise shares during the second quarter of FY26 showed that among RMG items, the contribution of knitwear exports was 41.88 percent, while woven exports was 38.48 percent.

Among non-RMG items, agricultural products accounted for 4.40 percent, jute goods for 3.35 percent, and leather and leather products for 2.39 percent.

The top destinations for Bangladesh's RMG exports during October-December of FY26, including the United States, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada, and Belgium, represented a 70.07 percent share.

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • March 17, 2026

RMG exports on downturn to all major destinations

MONIRA MUNNI

Bangladesh rues negative growth in garment exports to its major traditional destinations like the European Union and the United States and in emerging non-traditional ones so long this fiscal year amid external headwinds.

Exporters and trade officials say global trade and tariff tensions and wars cast dampers on demand for clothing all over the export market, throwing exports on a negative trajectory over the last eight months.

Germany, France, Italy, Denmark, Spain, the Netherlands and Poland are billion-dollar markets in the EU. Shipments to those countries during the eight months of the current fiscal year 2025-26 recorded negative growth ranging from 8.0 per cent to over 12 per cent, save a few where marginal growth was recorded in Export Promotion Bureau (EPB) data.

Shipments to the Netherlands recorded a sluggish 0.24-percent, Spain 3.03-percent and Poland 7.03-percent growth respectively.

The downturn shown in 15 nations also resulted in a 5.49-percent negative growth in export to the 27-nation bloc of EU.

Bangladesh received US$12.68 billion in garment export to the EU during the July-February period of 2025-26 in a fall from US$13.42 billion in the corresponding period of the fiscal (2024-24", EPB data showed.

Out of the $12.68-billion earnings, knitwear accounted for US$ 7.54 billion, down from US$ 8.10 billion in a 6.86-percent decline.

Similarly, earnings from woven items during the period also marked 3.42-percent fall to US$5.13 billion, down from US$5.31 billion.

Readymade garment shipments to non-traditional markets also marked a 6.34-percent fall during the bygone eight months of fiscal 2025-26, reflecting persistent global demand weakness and economic uncertainty across key economies, data analysis showed.

Official counts show that exports to

RMG exports on downturn to all major

| FROM PAGE 1 COL 7

new destinations - including Japan, Australia, India, Korea, Mexico, Russia and Turkey, decreased by 5.38 per cent to 24.38 per cent year on year.

Earnings from non-traditional markets during the period stood at US$4.24 billion, which was US$ 4.52 billion.

Industry insiders attribute the marginal rise to weak consumer demand in advanced and emerging markets alike, driven by high living costs, sluggish global growth, ongoing geopolitical tensions and the raging US-Israel war on Iran.

Asked about the trade situation, Mohammad Hatem, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the performance reflected a broader slowdown on the global apparel market and the impact is same for almost all manufacturing countries like that on Bangladesh.

"Uncertainty and disruptions, including the impact of new US tariff regimes, have dampened demand," he told The Financial Express, adding that the Iran war is further deteriorating the market scenario.

With an elected political government now in office, he expects a stable local environment.

He foretells that negative growth might continue until June.

Talking to the FE writer, Inamul Haq Khan, vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the rising cost of living due to high inflation forced consumers to prioritise essential needs over clothing purchases.

"And following the slow demand, buyers are also purchasing less."

The Russia-Ukraine war, US tariffs, trade tensions have eaten up demand while Iran war's impact is severe, he said, adding that negative growth might continue for next six months.

He notes that India and Bangladesh are affected much while Vietnam and Cambodia are doing better despite all the challenges.

He, however, says the local currency is depreciating against the US dollar which is not 'bad'.

He expects that currency devaluation would further sustain after Eid.

Despite the overall weakness, two traditional destinations--Canada and the UK--showed some growth of 3.08 per cent and 1.22 per cent respectively during the period.

Exports to Canada and the UK stood at US$871.58 million and US$2.96 billion respectively, according to the EPB data.

Meanwhile, exports to the United States, Bangladesh's single-largest apparel market, increased by less than 1.0 per cent to US$5.02 billion during the period under review, up from US$ 5.06 billion in the same period a year ago.

Overall, Bangladesh's total RMG exports fell 3.73 per cent year on year to US$25.79 billion in the first eight months of FY2025-26, compared with US$26.79 billion during the same period of the last fiscal year.

Munni_fe@yahoo.con

T.B.S

Inside Dhaka's informal labour markets

TUESDAY 17.03.2026

Certain intersections in Dhaka have effectively become temporary marketplaces where working people sell their labour. Their stories are about surviving in the capital amid daily uncertainty and the constant pressure to earn a living

FEATURE

ASMA SULTANA PROVA AND JUNAYET RASHEL

While most of the city's residents are still in deep sleep, some people have to leave their beds even before the first light of dawn spreads across the sky, heading out in search of a livelihood.

At different intersections, open squares, and busy roadsides of the capital, they begin to gather one by one. They wait from dawn to dusk. If fortune favours, they find work; if not, they have to return home empty-handed for the day.

Panthapath, Moghbazar Rail Gate, FDC intersection, Mirpur-1, or Gabtoli Bus Stand — such sights can be found across different parts of the capital.

If fortune favours, they find work; if not, they have to return home empty-handed for the day.

> *If I work as a labourer in the village all day, I earn about Tk400 to Tk500. In Dhaka, I get double that. Some money remains in my hand. I can send it home. That's why I stay here.*
>
> .....
>
> RAFIQUL ISLAM
> DAY LABOURER

We are talking about workers who stand at various intersections across Dhaka to sell their labour. Most of them are day labourers. They themselves call the place where they gather a "labour market." They live hand-to-mouth. Only if they find work on a given day can they secure food for the next.

That is why their waiting begins at dawn. If a contractor, a homeowner, or someone involved in construction work arrives and offers them a job, they get a chance to earn some money.

Some among them are completely destitute, with nothing to their name; others have learned certain skills and become somewhat experienced workers.

Yet, this hardly makes a significant difference. Although their situations may slightly vary, their struggles are almost the same. Their stories are about surviving in the capital amid daily uncertainty and the constant pressure to earn a living.

What drives them from village to Dhaka

Md Ziaul Islam is a resident of Chapainawabganj. This day labourer in his 50s has been working in the "labour market" for around five years.

Back in his village, he has a small family consisting of his wife and four children. Before coming to Dhaka, Ziaul mainly earned his living through farming. Cultivating crops on his grandfather's five bighas of land used to provide enough income to support the family.

But that peace did not last long.

Trouble began over the ownership of the land.

"Earlier, I used to farm on my grandfather's land. After he passed away, my elder uncle started claiming the land as his own. I couldn't really fight him over it. But you can't survive without food either. Thinking of my family, I came to Dhaka to earn a living," Ziaul said.

The early days in Dhaka were not easy for Ziaul. He wandered from place to place looking for work, and many days he could not find any. It also took him time to adjust to the unfamiliar environment of the city. Along with that, he had to endure severe financial hardship.

However, he believes he has managed to overcome those difficulties. Now, he says, his situation is somewhat better.

But the story of Rafiqul from Paikgacha in Khulna is different. Back in the village, he had started a small business with his own capital. It ran fairly well for about a year, and he was living happily with his family.

But then he started suffering heavy losses and lost everything. Left with nothing, he too set out for Dhaka. From a familiar person in his area, he learned about these temporary labour markets. And so, putting aside all other worries, he came to Dhaka in the hope of changing his fortune.

"After suffering the loss, I didn't know what to do. Later

P.T.O

০৭

প্রথম বাজার

Inside Dhaka's informal labour markets

CONTINUED FROM PAGE 8

I heard about this place from others and came here. Now I try to do whatever work people give me. I have to feed not only myself but also my wife and children," Rafiqul explained.

Another worker, Shahin from Satkhira, explains that staying in the village does not provide the kind of regular income opportunities that exist here.

He said, "Living in a shared mess costs around Tk6,000–7,000 a month. I can still save some money. I manage to send around Tk20,000 home every month. I wouldn't have been able to do that if I stayed in the village."

We spoke with another worker, Rafiqul Islam, at the Panthapath intersection. His home is in Belabo upazila of Narsingdi district. About seven years ago, he came to Dhaka in search of work.

He had no acquaintances in the city, nor did he find opportunities for other types of work. Without any capital, starting a business was also out of the question. After wandering in search of employment, he eventually began working as a day labourer.

Apart from physical labour, Rafiqul does not have any specialised skills. As a day labourer, he earns around Tk700 to Tk800 per day. However, work is not available every day. By the end of the month, he is left with an average income of about Tk12,000 to Tk15,000. When he returns home every three or four months, he can at least take some money with him. For that reason, he rarely considers leaving this profession.

Over time, Rafiqul's range of work has expanded. Sometimes he carries bricks, rods, and cement at construction sites. At other times, he helps load and unload goods at houses. He also carries furniture during house relocations or does digging work when needed. He says that most days he works at construction sites. Carrying heavy loads and lifting them to higher floors of buildings is extremely demanding work. At the end of the day, the wages are small, but he still feels happy if he gets work—because he sees no other option.

In Rafiqul's words, "If I work as a labourer in the village all day, I earn about Tk400 to Tk500. In Dhaka, I get double that. Some money remains in my hand. I can send it home. That's why I stay here."

Hazards of the job

Finding work does not mean all their worries are over. They often face various problems even after being hired. Sometimes they work the whole day but never receive their wages. Some employers say they will pay "later" and then avoid them. But that promised payment rarely comes.

Shahin expresses his frustration, "After making us work all day, they say they'll pay later. But that 'later' never comes. It feels really frustrating."

In addition, there is no safety protection. If someone gets injured while working, the employer usually does not take responsibility. The burden of medical treatment falls entirely on the workers themselves. Sometimes, they also complain that a portion of their rightful wages is unfairly deducted.

শুক্রবার, মার্চ ২৭, ২০২৬ ■ চৈত্র ১৩, ১৪৩২ বণিক বার্তা

বিদেশী কর্মী কমিয়ে আনার পরিকল্পনায় মালয়েশিয়া

ন্যূনতম বেতনসীমা বেড়ে দ্বিগুণ ফিরতে হতে পারে বহু বাংলাদেশীকে

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাসের ন্যূনতম বেতন (রিঙ্গিত)

ক্যাটাগরি	ন্যূনতম বেতন	সংশোধিত বেতন*	ভিসার মেয়াদ
১	১০,০০০ বা তার বেশি	২০,০০০ বা তার বেশি	১০ বছর
২	৫,০০০-৯,৯৯৯	১০,০০০-১৯,৯৯৯	১০ বছর
৩	৩,০০০-৪,৯৯৯	৫,০০০-৯,৯৯৯	৫ বছর

*১ জুন থেকে কার্যকর

সূত্র : মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ

বর্তমানে মালয়েশিয়ায় আট লাখের বেশি বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছেন। তবে এ সংখ্যার বাইরেও অবৈধভাবে দেশটিতে আরো কয়েক লাখ বাংলাদেশী বসবাস করছেন

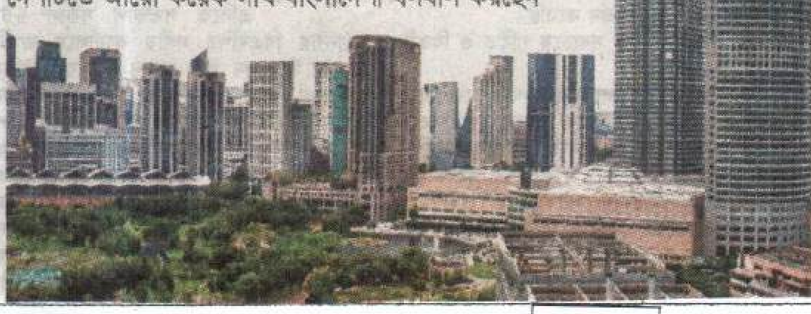

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ মালয়েশিয়ায় বর্তমানে শ্রমশক্তির ১৪ শতাংশের বেশি বিদেশী কর্মী রয়েছে। দেশটির সরকার এ হার কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় নাগরিকদের চাকরির বাজারে অংশগ্রহণ বাড়ানো। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অন্য বিদেশীদের সঙ্গে বহু বাংলাদেশী শ্রমিককেও মালয়েশিয়া ছাড়তে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে সাধারণ শ্রমিক ও কর্মজীবী পাঠানোর পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন।

মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশটিতে আট লাখের বেশি বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছেন। এর বাইরে অবৈধভাবে আরো কয়েক লাখ বাংলাদেশী সেখানে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশী কর্মীদের একটি বড় অংশ সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পেশাজীবী এমপ্লয়মেন্ট পাস ভিসা নিয়ে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন খাতে কর্মরত।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ন্যূনতম বেতনসীমা বেড়ে দ্বিগুণ

১ম পৃষ্ঠার পর

২০২৪ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিক ভিসা বন্ধ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ভিসা পুনরায় চালু করতে নানা উদ্যোগ নিলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তেমন কোনো ইতিবাচক সাড়া পায়নি। এমন পরিস্থিতির মধ্যে মালয়েশিয়া সরকারের নতুন নীতি দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের জন্য অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মালয়েশিয়ায় প্রবাসী কর্মী নিয়োগে নতুন নীতিমালা কার্যকর হবে আগামী ১ জুন থেকে। বিদেশী কর্মীদের ভিসা পেতে ন্যূনতম বেতনসীমা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশটিতে অবস্থানকাল তিনটি ক্যাটাগরি ভেদে পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। স্থানীয়দের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানো এবং বিদেশী কর্মী কমাতে মূলত এ উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার। এর ফলে মালয়েশিয়ায় কর্মরত হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্যাটাগরি অনুযায়ী শর্ত পূরণ না হলে নির্ধারিত সময় শেষে তাদের ফিরতে হবে নিজ দেশে বা খুঁজে নিতে হবে বিকল্প গন্তব্য।

নতুন নিয়মে এমপ্লয়মেন্ট পাসের তিনটি ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য ন্যূনতম মাসিক বেতনসীমা যথাক্রমে ক্যাটাগরি-১-এর ক্ষেত্রে ১০ হাজার রিঙ্গিত থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার করা হয়েছে। ক্যাটাগরি-২-এর বেতন ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৯ হাজার ৯৯৯ রিঙ্গিত। এ দুই ক্যাটাগরির ভিসার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১০ বছর। এছাড়া ক্যাটাগরি-৩-এর ক্ষেত্রে ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার ৯৯৯ রিঙ্গিত নির্ধারণ করা হয়েছে, ভিসার মেয়াদ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। প্রবাসীদের অবস্থানকাল সীমিত করার পাশাপাশি নিয়োগকর্তাদের প্রবাসীর মেয়াদ শেষে স্থানীয় কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা উপস্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

মালয়েশিয়া সরকারের ২০২৫ সালে প্রকাশিত জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার সতর্ক করে বলেছে, স্বল্পদক্ষ বিদেশী শ্রমিকের ওপর ক্রমাগত নির্ভরতা দেশের অর্থনীতির গতি শ্লথ করে দিয়েছে। ১৩তম মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়, এ পরিস্থিতি শ্রমবাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে—কম দক্ষ ও কম মজুরির কাজের আধিক্য, উৎপাদনশীলতার ধীর প্রবৃদ্ধিই এর ফল।

২০২৪ সালের হিসাবে দেশটির মোট শ্রমশক্তির ১৪ দশমিক ১ শতাংশই বিদেশী। জানুয়ারিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, উচ্চ বেতনভোগী প্রবাসীদের ক্ষেত্রে কঠোর শর্তারোপ করা হবে, যার লক্ষ্য হলো টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় প্রতিভা বিকাশ জোরদার। স্থানীয় নিয়োগ বাড়াতে তাই ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট শ্রমশক্তিতে বিদেশীদের ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে দেশটির সরকার।

মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য স্টারের তথ্যমতে, গত বছর জুন শেষে কাজের অনুমতি থাকা বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২। তবে মালয়েশিয়ায় থাকা বাংলাদেশীরা জানান, এ সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ। অনেক বাংলাদেশীই স্টুডেন্ট ভিসায় দেশটিতে গিয়ে আর ফেরেননি।

কয়েকজন বাংলাদেশীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাধ্য হলে তারা অন্য দেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। মালয়েশিয়ার সানওয়ে ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ড. মো. ইমতিয়াজ হোসেন এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা যারা দেশটিতে পেশাজীবী রয়েছি সবার মধ্যে উদ্বিগ্নতা রয়েছে। আমার সহকর্মীরাও চিন্তিত। দীর্ঘমেয়াদে এখানে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। সত্যি বলতে আজীবন থাকারই প্ল্যান ছিল কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না। বিকল্প ভাবতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'মালয়েশিয়া সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে এখনই হয়তো সবকিছু বোঝা সম্ভব না যে কতটা প্রভাব পড়বে। কারণ এইচআর থেকে আমাদের কিছু জানায়নি। তবে সরাসরি সব সেক্টরে প্রভাব না পড়লেও অনেকেরই চাকরি থাকবে না। সেটা হয়তো ধীরে ধীরে হবে। এখানে স্থানীয় ট্যালেন্ট রিপ্লেস হবে আর বিদেশীদের দেশে ফিরতে হবে।'

বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়া মালয়েশিয়া সরকারের নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন কঠিন হবে বলে জানান ড. ইমতিয়াজ হোসেন। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো (এসএমই) বাধ্য হয়েই বিদেশীদের বাদ দিয়ে স্থানীয়দের নিয়োগ দেবে বলে মনে করেন তিনি।

মালয়েশিয়ার এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন শাহরিয়ার। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'অনেক বড় প্রভাব পড়বে নতুন অভিবাসন নীতিতে। খুব বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে নিয়োগকর্তারা বাংলাদেশীদের আর কাজে রাখবে না। তারা তুলনামূলক কম বেতনে স্থানীয়দের নিয়োগ দেবে। কারণ এখানে চাকরির সংকট রয়েছে। যদিও তাদের বেতন চাহিদা অনেক বেশি, যেটি নিয়ে নিয়োগকর্তারা সন্তুষ্ট নয়।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রেমিট্যান্স আহরণের দিক থেকে মালয়েশিয়া চতুর্থ স্থানে রয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) দেশটিতে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশীরা ২০৩ কোটি ১৪ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মালয়েশিয়া থেকে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২৮০ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশের তালিকায় মালয়েশিয়ার নাম পঞ্চম স্থানে ছিল।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'মালয়েশিয়ায় যেসব প্রফেশনাল রয়েছেন তাদের কাজের দক্ষতা খুব ভালো না হলে দেশে ফেরত আসতে হতে পারে। কারণ এর থেকে কম বেতনে স্থানীয়দের নিয়োগ দেয়ার কথা ভাববে নিয়োগকর্তারা। তখন বাংলাদেশীদের কাজের জায়গাটা কমে আসবে। প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে মালয়েশিয়ার বাইরে অন্য দেশ খুঁজতে এখনই সরকারকে একটা কৌশল নিতে হবে।'

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ২৫ মার্চ ২০২৬।

রপ্তানি কমেছে ২৫% চাপে পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। তবে চলতি বছরের শুরুতেই এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে দেশের পোশাক রপ্তানি। ভোক্তা চাহিদা কমে যাওয়া, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সুদের হার বৃদ্ধি এবং খুচরা বিক্রেতাদের সতর্ক ক্রয়নীতির কারণে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গেছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ২৫.২৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪৩ কোটি ইউরোতে, যা ২০২৫ সালের একই সময়ে ছিল ১৯১ কোটি ইউরো। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ৪৮ কোটি ইউরো রপ্তানি কমেছে। এই পতন শুধু পরিসংখ্যানগত নয়, বরং দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কসংকেত।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, রপ্তানি কমার পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করেছে—রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস এবং ইউনিট মূল্য কমে যাওয়া। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যেখানে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ কোটি ৬৮ লাখ কেজি, সেখানে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৪৬ লাখ কেজিতে। অর্থাৎ ভলিউম কমেছে প্রায় ১৭.৪৯ শতাংশ।

অন্যদিকে পোশাকের গড় ইউনিট মূল্যও কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রতি কেজি পোশাকের দাম ২০২৫ সালে ছিল ১৫.০৮ ইউরো, যা ২০২৬ সালে নেমে এসেছে ১৩.৬৬ ইউরোতে। অর্থাৎ ইউনিট মূল্য কমেছে ১.৪২ শতাংশ। এই দ্বিমুখী পতন ভলিউম ও মূল্য উভয় ক্ষেত্রেই রপ্তানি আয়ের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ইউরোপের ক্রেতারা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক। উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় এবং মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তারা অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে পোশাকের মতো কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের চাহিদা কমেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা নতুন অর্ডার কম দিচ্ছে এবং আগের তুলনায় কম দামে পণ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

এর প্রভাব পড়ছে সরাসরি রপ্তানিকারক দেশগুলোর ওপর। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা ধরে রাখতে উৎপাদকদের মূল্যছাড় দিতে হচ্ছে, যা লাভের মার্জিন কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও রপ্তানির আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ইইউ বাজারে সামগ্রিকভাবেই পোশাক আমদানিতে পতন দেখা গেছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ইইউর মোট পোশাক আমদানি ১৫.৪৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭০৩ কোটি ইউরোতে, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৮৩২ কোটি ইউরো। একই সময়ে আমদানির পরিমাণও কমেছে এবং ইউনিট মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, বাজারে শুধু চাহিদা কমেনি, বরং মূল্য প্রতিযোগিতাও তীব্র হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সব প্রধান রপ্তানিকারক দেশই এই নেতিবাচক প্রবণতার শিকার হয়েছে।

ইইউতে সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ চীনও এই চাপের বাইরে নয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দেশটির রপ্তানি ৬.৯০ শতাংশ কমেছে। যদিও তাদের রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ইউনিট মূল্য কমে যাওয়ায় মোট আয় হ্রাস পেয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১৯ মার্চ ২০২৬
৫ চৈত্র ১৪৩২। ২৯ রমজান ১৪৪৭
www.kalerkantho.com

তেহরানে ফের শোকের ছায়া

ইরান থেকে আসছেন ২০০ বাংলাদেশি

সিরাজুল ইসলাম ও সাজিদুল ইসলাম
রেই শহর থেকে ▷

ইরান থেকে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি নাগরিক দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। তেহরানের বাংলাদেশ দূতাবাস চত্বর থেকে তাঁরা বাসযোগে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিবেশী দেশ আজারবাইজানের উদ্দেশে এরই মধ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রায় ১২ ঘণ্টার সফর শেষে এসব বাংলাদেশি আজারবাইজান সীমান্তে পৌঁছবেন। সীমান্তে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেখান থেকে সরাসরি রাজধানী বাকুতে নেওয়া হবে। এরপর বাকু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এসব বাংলাদেশি আজ বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ বিমান বাংলাদেশের একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। এই ২০০ বাংলাদেশির মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া রেডিও তেহরান বাংলা প্রোগ্রামের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা আছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইসরায়েল একযোগে ইরানের ওপর সামরিক আগ্রাসন শুরু করার পর এসব বাংলাদেশি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মারাত্মক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভেতরে দিন কাটাচ্ছিলেন। দেশেও তাঁদের স্বজনরা গভীর উদ্বেগে ছিলেন। ইরানে আটকে পড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে এসব নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। সরকারের এই উদ্যোগে বিশেষ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিবারের লোকজন এবং স্বজনরা। সরকারকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

লারিজানি ও দিনা জাহাজের শহীদদের জানাজা-শোকযাত্রা : ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব ড. আলী লারিজানি ও দিনা জাহাজের শহীদদের জানাজা ও শোকযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে তেহরানের ঐতিহাসিক ইনকিলাব চত্বরে। শহীদ আলী লারিজানিকে পবিত্র নগরী মাশহাদে ইমাম রেজার পবিত্র মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হবে। মঙ্গলবার ইসরায়েলের বিমান হামলায় শহীদ হন আলী লারিজানি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ইসরায়েল ও মার্কিন আগ্রাসনে শহীদ হওয়ার পর থেকে তিনি দেশের জ্যেষ্ঠ নাগরিক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আলী লারিজানি ১০ বছর ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা আইআরআইবির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি ইরানের জাতীয় সংসদে তিনবার স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযোগ : ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে হামলার ঘটনায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাশিয়া আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে। জায়োনিস্ট পত্রিকা মাআরিভ জানিয়েছে, বুশেহর বিমানবন্দরের কাছে চালানো বিমান হামলার ঘটনায় রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া জানিয়েছে, এই হামলা বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত রুশ কর্মীদের নিরাপত্তাকে গুরুতর ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

নতুন চমকের জন্য অপেক্ষা করুন মিস্টার ট্রাম্প : ইরানের খাতামুল আম্বিয়া (সা.) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের কমান্ডার বলেছেন, 'ট্রাম্প তাঁর নিজের ভাষায় অনেক চমক ঘোষণা করেছেন এবং এখন তাঁকে আমাদের চমকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' তিনি ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব, বাসিজ সংস্থার প্রধান এবং দিনা ডেস্ট্রয়ারের নাবিকদের শাহাদাত উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় এ কথা বলেন। তিনি ওই বার্তায় লিখেছেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী আল্লাহর সহায়তায় এবং জনগণের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মিথ্যা অহংকার ভেঙে দিয়েছে এবং এই প্রথম বিশ্বের পরাশক্তি উপহাসের শিকার হচ্ছে।

তিনি বলেন, শত্রুরা ইরানের নারী, পুরুষ, শিশু এবং সেবা কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। তারা তিন দিনের শিশুর প্রতিও করুণা করেনি। মেজর জেনারেল আবদুল্লাহি জোর দিয়ে বলেন, এই ধরনের অপরাধ শত্রুদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

৩ দেশের লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ : দক্ষিণ ইরানের গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনাগুলোতে হামলার পর পারস্য উপসাগরীয় তিনটি আরব দেশের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্রের আশপাশে থাকা মানুষকে জরুরিভাবে সরিয়ে নিতে আইআরজিসি নির্দেশ দিয়েছে। আইআরজিসির সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাঁচটি কমপ্লেক্স, দুটি রিফাইনারি, দুটি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এবং একটি গ্যাসক্ষেত্র এখন ইরানের পাল্টা হামলার বৈধ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আইআরজিসি এসব স্থাপনার আশপাশে থাকা নাগরিক, বাসিন্দা ও শ্রমিকদের দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে, যাতে তাঁরা নিজেদের জীবন রক্ষা করতে পারেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৮ মার্চ ২০২৬, ১

মালয়েশিয়ার নতুন শ্রমনীতিতে বিদেশি কর্মীদের উদ্বেগ

আল-জাজিরা, *কুয়ালালামপুর*

মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মীদের জন্য নতুন ভিসা নীতি এবং কর্মসংস্থান পাসের শর্ত পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে প্রবাসী কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় স্তরের (টায়ার-২) কর্মসংস্থান পাসের ক্ষেত্রে বেতনের সীমা দ্বিগুণ করা এবং কাজের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টি বড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আগামী জুন মাস থেকে বিদেশি কর্মীরা ভিসা পেতে চাইলে আগের তুলনায় অনেক বেশি বেতন দেখাতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম বেতনের সীমা প্রায় দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিয়োগকর্তারা কত দিন পর্যন্ত একই ভিসাধারীকে স্পনসর করতে পারবেন, তার ওপরও সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে সরকার।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার ২১ লাখ নিবন্ধিত বিদেশি শ্রমিকের একটি বড় অংশ কায়িক পরিশ্রমের কাজ করেন। তাঁদের মাসিক গড় বেতন ১ হাজার ৭০০ রিঙ্গিত বা ৪৩০ ডলারের কাছাকাছি। এর বাইরে একটি ক্ষুদ্র অংশ অর্থায়ন, সেমিকন্ডাক্টর, তেল ও গ্যাসের মতো উচ্চ বেতনের বিশেষায়িত খাতে কাজ করেন।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, তিন শ্রেণির কাজের পারমিটের ক্ষেত্রে মাসিক প্রারম্ভিক সর্বনিম্ন বেতন যথাক্রমে ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার রিঙ্গিত (২ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার ডলার), ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার রিঙ্গিত (১ হাজার ২৬০ থেকে ২ হাজার ৫২০ ডলার) এবং ৩ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার রিঙ্গিত (৭৬০ থেকে ১ হাজার ২৬০ ডলার) করা হচ্ছে।

তা ছাড়া ভিসার ক্যাটাগরির ওপর ভিত্তি করে নিয়োগকর্তারা প্রত্যেক বিদেশি কর্মীকে মাত্র ৫ বা ১০ বছরের জন্য স্পনসর করার অনুমতি পাবেন। বিদেশি কর্মীদের অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে নিয়োগকর্তাদের পরিকল্পনা রাখতে হবে।

মালয়েশিয়ার কর্মকর্তারা বলছেন, এ নীতির উদ্দেশ্য প্রবাসীদের প্রবেশ সীমিত করা নয়; বরং তাঁদের কর্মসংস্থান যেন স্থানীয় প্রতিভার বিকাশে প্রকৃত অর্থেই পরিপূরক হয় এবং ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে, তা নিশ্চিত করা।

কুয়ালালামপুরের অর্থনীতিবিদ ওয়ান সুহাইমি আল-জাজিরাকে বলেন, '(মালয়েশিয়ার) দীর্ঘমেয়াদি অর্জন প্রবাসীদের আটকে রাখার ওপর যতটা না নির্ভর করছে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করছে মালয়েশিয়া তাঁদের "দক্ষতা সরবরাহ" (স্থানীয় কর্মীদের বিদেশি কর্মীদের মাধ্যমে শিখিয়ে দক্ষ করে তোলা) করতে পারবে কি না, তার ওপর।'

এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, বেতনের সীমা দ্বিগুণ করাটা নিয়োগকর্তাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা। তাঁর মতে, দ্বিতীয় স্তরের কর্মসংস্থান পাসের অধীন থাকা বিদেশি কর্মীদের চাকরি খুব উচ্চাভিলাষী নিয়োগ নয়; বরং তাঁরা মূল ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কর্মী।

স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি ফার্ম 'এফএসজি অ্যাডভাইজরি'র প্রধান নির্বাহী অ্যান্থনি দাস বলেন, নতুন নীতি মধ্যম স্তরের প্রবাসী শ্রমের ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। মালয়েশীয়রা কীভাবে উপকৃত হবে, তা নির্ভর করবে স্থানীয় কর্মিবাহিনী গড়ে তোলার নীতি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার ওপর।

বণিক বার্তা শনিবার, মার্চ ২৮, ২০২৬ ■ চৈত্র ১৪, ১৪৩২

রফতানি বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের হিস্যা ২ দশমিক ৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে তৈরি পোশাক খাত। এর পরই রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য; রফতানি বাজারে যার হিস্যা মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ। এর বাইরে অন্যান্য প্রধান রফতানি পণ্যের অবদান ২ শতাংশেরও কম।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রফতানি খাতে প্রতিযোগী দেশগুলো প্রতিনিয়ত পণ্য বৈচিত্র্যায়ণের দিকে ঝুঁকছে। বিপরীতে বাংলাদেশ এখনো একটি খাতের ওপরই নির্ভরশীল। ফলে এ খাতে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তা দেশের পুরো রফতানি আয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা কাটিয়ে পণ্য বৈচিত্র্যায়ণের দিকে নজর দিতে হবে। এছাড়া যেসব পণ্য এরই মধ্যে রফতানি আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, সেগুলোর সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ প্রায় ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার পণ্য রফতানি করেছে। এর মধ্যে শুধু নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস পণ্য তথা পোশাক খাতের আয় ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৩১২ কোটি টাকা; যা মোট রফতানি আয়ের ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদ ও রফতানিসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ একমুখী নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি তৈরি করছে। বৈশ্বিক বাজারে চাহিদা, বাণিজ্যনীতি বা ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে পোশাক খাতে ধাক্কা এলে দেশের সামগ্রিক রফতানি আয় বড় ধরনের চাপের মুখে পড়তে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কারোপসহ নানা কারণে দেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হয়েছে। এছাড়া বৈশ্বিক মন্দা, মহামারী বা সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্নতার কারণেও পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তারা বলছেন, ভিয়েতনাম, চীন ও ভারতের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো এরই মধ্যে ইলেকট্রনিকস, যন্ত্রপাতি, উচ্চমূল্যের টেক্সটাইল এবং কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত পণ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রফতানি পণ্যের পরিধি বিস্তৃত করেছে। ফলে তারা বৈশ্বিক বাজারে বহুমুখী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কৌশল গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেশের রফতানি আয়ে পোশাক খাতের পরই রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রফতানির বাজারে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ হিস্যা নিয়ে এ খাতটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও এর প্রবৃদ্ধিতে খুব একটা তারতম্য হয়নি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি থেকে এসেছে ১২৩ কোটি ডলার। প্রায় আট বছর পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে রফতানি আয় হয়েছে ১৩ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বা ১১৩ কোটি ডলার (ডলারপ্রতি ১২২ টাকা হিসাবে)।

রফতানি আয়ে তৃতীয় অবস্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্যের অবদান মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ, টাকার অংকে যার পরিমাণ ১০ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা। এছাড়া হোম টেক্সটাইলে ৯ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা (১ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং তুলা ও তুলাজাত পণ্য থেকে আয় হয়েছে ৬ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা (১ দশমিক ১ শতাংশ)।

জুতা ও প্রকৌশল খাত থেকে রফতানি আয়ের অবদান ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ করে। এছাড়া রাসায়নিক পণ্য, বিশেষায়িত বস্ত্র, চিংড়ি, প্লাস্টিক পণ্য ও তামাক পণ্য থেকে হয়েছে দশমিক ৮ থেকে দশমিক ৫ শতাংশ করে রফতানি আয়। আর অন্যান্য খাত থেকে আয় হয়েছে ৬ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ শিল্প, আইসিটি সেবা, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। এসব খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, দক্ষ জনবল তৈরি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া রফতানি বহুমুখীকরণের পথে প্রধান বাধা হিসেবে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জটিল নীতিমালা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এবং আর্থিক সহায়তার ঘাটতির কথা উল্লেখ করছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, বন্দর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, স্বল্প সুদে ঋণ এবং কর-সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে এসব খাত দ্রুত বিকশিত হতে পারে।

দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে রফতানি বৈচিত্র্যায়ণের বিকল্প নেই বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

তারা বলছেন, 'টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে রফতানি ঝুঁকি কমানো জরুরি। সে ক্ষেত্রে একক খাতনির্ভরতা থেকে বের হয়ে বহুমুখী রফতানি কাঠামো গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তৈরি পোশাক খাত দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে থাকলেও এর পাশাপাশি অন্যান্য খাতকে শক্তিশালী করতে না পারলে ভবিষ্যতে রফতানি আয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। তাই এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে পণ্য বৈচিত্র্য বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া সময়ের দাবি।'

দেশের রফতানি আয়ে পোশাক খাতের পরই রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রফতানির বাজারে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ হিস্যা নিয়ে এ খাতটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও এর প্রবৃদ্ধিতে খুব একটা তারতম্য হয়নি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি থেকে এসেছে ১২৩ কোটি ডলার। প্রায় আট বছর পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে রফতানি আয় হয়েছে ১৩ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বা ১১৩ কোটি ডলার (ডলারপ্রতি ১২২ টাকা হিসাবে)

ঈদে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৪ হাজার কোটি টাকা

- মার্চের ২৩ দিনেই এলো প্রায় ২৮৩ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স
- ২০২৫ সালের মার্চ মাসের ১ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৬৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার
- সে হিসাবে চলতি বছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ৭.৪ শতাংশ
- চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে গত ২৩ মার্চ পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ৫২৮ কোটি ১০ লাখ ডলার
- আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১১২ কোটি ৩০ লাখ ডলার
- ঈদুল ফিতরের আগে প্রবাসীরা দেশে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাঠানোর কারণেই মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থপ্রবাহ বা রেমিট্যান্সে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চলতি মার্চ মাসের প্রথম ২৩ দিনেই দেশে এসেছে প্রায় ২৮৩ কোটি ডলার সমপরিমাণ প্রবাসী আয়। যা টাকার অঙ্কে ৩৪ হাজার ৭৮৪ কোটি টাকা। ঈদ উপলক্ষে পরিবার-পরিজনের খরচ মেটাতে প্রবাসীরা বেশি অর্থ পাঠানোয় এ প্রবাহ বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের ১৬ থেকে ২৩ মার্চ অর্থাৎ এ আট দিনে দেশে এসেছে ৩৯ কোটি ২০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। আর মার্চের ১ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৮২ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

গত বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে এ প্রবাহে স্পষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের ১ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৬৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সে হিসাবে চলতি বছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় সাত দশমিক চার শতাংশ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ঈদুল ফিতরের আগে সাধারণত প্রবাসীরা দেশে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাঠান। এ কারণেই মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে।

এদিকে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও প্রবাসী আয়ে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। অর্থবছরের শুরু জুলাই থেকে চলতি বছরের ২৩ মার্চ পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে দুই হাজার ৫২৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল দুই হাজার ১১২ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা এবং হুন্ডি নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপের কারণে প্রবাসী আয় বাড়ছে। এর পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের আয়ও কিছুটা বেড়েছে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে রেমিট্যান্স প্রবাহে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে কিছুটা সহায়তা করছে।

তবে তারা সতর্ক করে বলছেন, রেমিট্যান্স প্রবাহ টেকসইভাবে বাড়াতে হলে দক্ষ কর্মী পাঠানো, নতুন শ্রমবাজার খোঁজা এবং বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর সুযোগ আরও সহজ করতে হবে।

যে ব্যাংকগুলোয় সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে : এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঈদের আগে মার্চের প্রথম দুই সপ্তাহে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল দুই দশমিক ২০ বিলিয়ন (২২০ কোটি) ডলার। এ রেমিট্যান্স প্রবাহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ওই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩৭২ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলার। এ খাতে অগ্রণী ব্যাংক ১৬৪ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এনে শীর্ষে রয়েছে।

জনতা ব্যাংক ১২৯ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং সোনালী ব্যাংক ৬৩ দশমিক ০৮ মিলিয়ন ডলার নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে মোট ২৭২ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যার পুরোটা এসেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে।

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ ১,৫৫৪ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এনেছে। এ খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ৩৯৫ দশমিক ২৯ মিলিয়ন ডলার নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। এরপর ব্র্যাক ব্যাংক ২২৮ দশমিক ২৪ মিলিয়ন ডলার এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ১৬২ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহ করেছে।

বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে সর্বনিম্ন ৪ দশমিক ৫৪ মিলিয়ন ডলার। এ বিভাগে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ৩ দশমিক ৩৭ মিলিয়ন ডলার নিয়ে শীর্ষে রয়েছে।

ঈদের আগ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ অনুযায়ী শীর্ষ ১০টি ব্যাংক হলো : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ৩৯৫ দশমিক ২৯ মিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৭২ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন ডলার, ব্র্যাক ব্যাংক ২২৮ দশমিক ২৪ মিলিয়ন ডলার, অগ্রণী ব্যাংক ১৬৪ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার, ট্রাস্ট ব্যাংক ১৬২ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন ডলার, জনতা ব্যাংক ১২৯ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলার, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ১১৫ দশমিক ৩১ মিলিয়ন ডলার, ইস্টার্ন ব্যাংক ১১০ দশমিক ৪০ মিলিয়ন ডলার, সিটি ব্যাংক ৭৫ দশমিক ৬২ মিলিয়ন ডলার এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ৬২ মিলিয়ন ডলার।

প্রবাসী আয়ে চাঙ্গা রিজার্ভ : এদিকে ঈদকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ বাড়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঈদের আগে ১৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের মোট (গ্রোস) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) নির্ধারিত বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে হিসাব করলে এ রিজার্ভ ২৯ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার।

এক বছর আগে, অর্থাৎ গত বছরের মার্চে দেশের মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার, আর বিপিএম-৬ হিসাবে ছিল ২০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে এক বছরে রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার। তবে মোট রিজার্ভের পুরোটা ব্যবহারযোগ্য নয়। স্বল্পমেয়াদি দায় ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা বাদ দিলে যে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ থাকে, সেটিই অর্থনীতির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণভাবে 'ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ' হিসাব করে, যেখানে আইএমএফের এসডিআর, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাব এবং আকুর বিলের মতো কিছু খাত বাদ দেওয়া হয়। যদিও এই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এ হিসাবে বর্তমানে দেশের ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতি মাসে গড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় ধরা হলে, এ রিজার্ভ দিয়ে প্রায় পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। সাধারণত একটি দেশের জন্য অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ রিজার্ভ থাকা নিরাপদ ধরা হয়।

অতীতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপে পড়ে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। সে সময় বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার সংগ্রহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি কমিয়ে দেন। পাশাপাশি হুন্ডি ও অর্থপাচার ঠেকাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা জোরদারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে ডলার সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়। এর ফলে চাপের মুখে থাকা রিজার্ভ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তবে আগের দায় পরিশোধের চাপ থাকায় বর্তমানে রিজার্ভ ৩৩ থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ওঠানামা করছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একসময় ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০২১ সালের আগস্টে, যখন তা ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। সে সময় আন্তঃব্যাংক বাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪ টাকা ২০ পয়সা। তবে পরবর্তী সময়ে ঋণসংক্রান্ত অনিয়ম, অর্থপাচারসহ নানা কারণে রিজার্ভে চাপ তৈরি হয় এবং তা ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় রিজার্ভ নেমে আসে ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতিতে তখন রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেও অস্থিরতা দেখা দেয়, ডলারের দাম বেড়ে ১২০ টাকার ওপরে উঠে যায়, যা আগের তুলনায় প্রায় ৩৬ টাকা বেশি। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন আমদানিতে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ডলারের বিনিময় হার ধীরে ধীরে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রবাসী আয় বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমদানির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধও ধাপে ধাপে শিথিল করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক উদার নীতি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে শুরু করে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬.

মানুষ মরে, বিচার হয় না, পাচার থামে না

মানব পাচার

২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে হওয়া ৪,৪২৭ মামলার পরিসংখ্যান বলছে, ৯৪-৯৫% আসামি খালাস পেয়ে যান।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

কথা ছিল সমুদ্রপথে ইতালি নেওয়া হবে। তবে পটুয়াখালীর দেলোয়ার হোসেনকে পাঠানো হয়েছিল লিবিয়ায়। সেখানে তাঁর স্থান হয় কারাগারে। বহুদিন কারাগারে কাটানোর পর গত সপ্তাহে দেশে ফেরেন তিনি।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার কাউয়ারচরে গত ৩১ জানুয়ারি কথা হয়েছিল দেলোয়ার হোসেনের মা মোসাম্মাত সুফিয়ার সঙ্গে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'সমিতি ও পরিচিতদের থেকে সুদে পাঁচ লাখ টাহা নিয়া পোলারে বিদেশ পাডাইছি (পাঠিয়েছি)। পোলা বিপদে পড়ছে। লোনের টাহাও দিতে পারতেছি না।'

কাজের খোঁজে বিদেশে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশি তরুণেরা দেলোয়ারের মতো দালালের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছেন। দালালেরা তাঁদের বিদেশে নেওয়ার কথা বলে অনেক ক্ষেত্রে ঠেলে দিচ্ছেন অনাহারে মৃত্যুর মুখে। কেউ কেউ বিভিন্ন দেশে পৌঁছাতে পারছেন, তবে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় অনেককে কারাগারে অমানবিক অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। কখনো কখনো পথে অপহরণ করে নির্যাতনের মাধ্যমে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে মুক্তিপণ। জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার ঘটনাও ঘটছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, মানব পাচার এখন বিস্তৃত হয়ে একটি সংগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ নেটওয়ার্কে রূপ নিয়েছে।

শিকার হয়ে অনেকে প্রাণ হারাচ্ছেন সমুদ্রপথে।

সর্বশেষ উদাহরণ লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার ...থ ভূমধ্যসাগরে ভেসে থাকা অন্তত ২২ অভিবাসীর ...্যু অথবা নিখোঁজের ঘটনা, যার মধ্যে ২০ জনই ...লাদেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২৬ মার্চ গ্রিসের ...কূলে অভিযানে ৪৮ আরোহীর মধ্যে মাত্র ২৬ ...কে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বাকি ২২ জনের ...জ পাওয়া যায়নি।

মানব পাচারের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা ...ছে, এমন অনেক ঘটনায় মামলাই হচ্ছে না। কিছু ...নায় মামলা হলেও আসামি গ্রেপ্তারের হার খুবই ...। আবার বিভিন্ন পক্ষের সহযোগিতা ও উদাসীনতায় ...ৃত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া মানব পাচার প্রতিরোধ ...দমন আইনের পাঁচ বছরের (২০২০-২৪) ৪ হাজার ...৭ মামলার পরিসংখ্যান বলছে, এসব মামলার ৯৪-...ে শতাংশ আসামি খালাস পেয়ে যান। অর্থাৎ কঠোর ...স্তির হার তুলনামূলকভাবে খুবই কম। পাচারকারীরা ...া শাস্তি অথবা সাজা না হওয়ায় মানব পাচারে ...সাহিত হন, যেখান থেকে বড় আয় করেন বলে মনে ...রছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, পাচারকারীদের ...চার ও শাস্তি না হওয়ায় মানব পাচার থামানো যাচ্ছে ...।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ...নব পাচারবিরোধী ইউনিটের (টিএইচবি) এক ...সাবও এ-সংক্রান্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ...বস্থা গ্রহণ করতে না পারার ইঙ্গিত দেয়। তাদের ...ওয়া ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়কার ...৩৬টি মামলার পরিসংখ্যান বলছে, এসব মামলায় ...ভিযুক্ত করা হয়েছে ১ হাজার ৬৫৭ জনকে; কিন্তু ...প্তার করা গেছে মাত্র ৩৫৩ জনকে।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, মানব পাচার ...ন্তরাষ্ট্রীয় অপরাধ হওয়ার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ...পরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পাওয়া ...য় না। সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোতে পুলিশের প্রতিনিধি ...থাকায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় অপরাধ প্রমাণ ...নেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তদন্তকারীরাও চাইলেই ...টনাস্থলে যেতে পারেন না।

পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি ও ...আইডির সাবেক প্রধান মো. ছিবগাত উল্লাহ প্রথম ...আলোকে বলেন, অনেক মামলার ঘটনাস্থল দেশ এবং ...দেশের বাইরে—এ কারণে প্রমাণাদি হাজির করা ...কটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর ঠিকভাবে এটি করতে না ...রলে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ...ক্তভোগী টাকা পেলে আপস-মীমাংসা করে ফেলেন। ...ধরনের দুর্বলতার কারণে আসামিরা খালাস ...পেয়ে যান। এ প্রক্রিয়াগুলোতে বিশেষভাবে নজর ...দেওয়া হচ্ছে।

...পাচারের পথ

...আকাশপথ, সমুদ্রপথ ও স্থলপথ—এ তিন পথেই ...বাংলাদেশ থেকে মানব পাচার হচ্ছে। ২৫টি ঘটনা ...বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পাচারকারীরা সরাসরি ...কোনো দেশে না নিয়ে একাধিক দেশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ভুক্তভোগীদের গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। এর মাধ্যমে এমন জটিল রুট তৈরি করছে, যাতে তদন্ত কঠিন হয়ে যায়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইতালিতে মানব পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে নেপাল, ভারত বা শ্রীলঙ্কা হয়ে দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত) নেওয়া হয়। এরপর মিসর বা তিউনিসিয়া হয়ে লিবিয়ায় নিয়ে রাখা হয় বাংলাদেশি তরুণদের। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে নেওয়া হয় ইতালিতে। সিআইডির তথ্য বলছে, গত এক বছরে এভাবে ১৭ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে ইতালি পাঠানো হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া হয়ে ইন্দোনেশিয়া নেওয়া হয়, পরে সেখান থেকে ঝুঁকিপূর্ণ পথে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। ২০২৪ সালে এভাবে ৪১ জন বাংলাদেশিকে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়া থেকে প্রথমে ইন্দোনেশিয়ায় নেওয়া হয়। সেখান থেকে সমুদ্রপথে তাঁদের অস্ট্রেলিয়ার ক্রিসমাস দ্বীপে পাচার করা হয়। পরে দেশে আদায় করা হয় মুক্তিপণ।

কানাডায় পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ-নেপাল রুট ব্যবহার করা হচ্ছে। রাশিয়াগামীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব হয়ে রাশিয়ায় নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন ২০২৪ সালে চকলেট কারখানায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশিদের রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করার একটি ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে একজন রুশ নাগরিক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ড হয়ে কম্বোডিয়া বা লাওসে পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিল, তারপর মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের একটি রুট সক্রিয় রয়েছে। একইভাবে সার্বিয়া ও মেসিডোনিয়ায় পৌঁছাতে বাংলাদেশ থেকে দুবাই ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কক্সবাজার উপকূল ব্যবহার করে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নেওয়া হচ্ছে। স্থলপথে ভারতের সীমান্ত ব্যবহার করে পাচারের ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি।

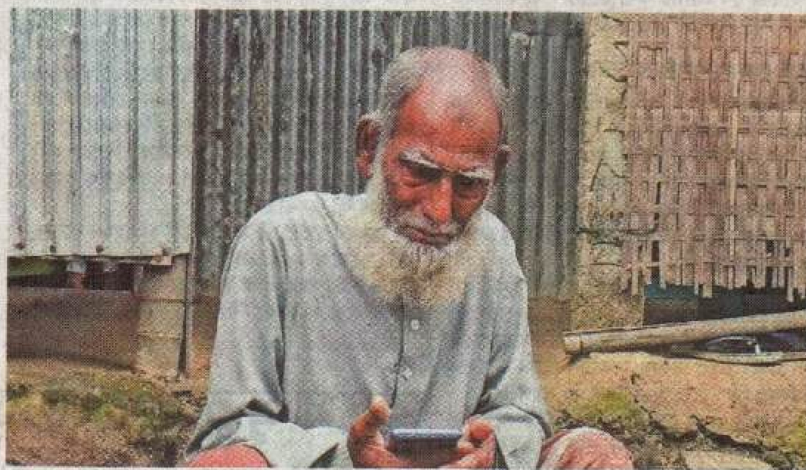

ছেলে সাজিদুর রহমানকে গ্রিসে পাঠাতে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয়েছে সত্তরোর্ধ্ব আবদুল গণিকে। সেই ছেলে ভূমধ্যসাগরে মারা গেলেন। এখন মুঠোফোনে ছেলের ছবি দেখেন আর কাঁদেন এই বাবা। গতকাল বিকেলে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

টাকাও গেল, প্রাণও গেল

সুনামগঞ্জ

খলিল রহমান, *সুনামগঞ্জ*

লিবিয়া থেকে গ্রিস ঝুঁকিপূর্ণ 'গেমযাত্রার' আগে শায়েক আহমদের (২৩) পরিবার দুই দফা দালালকে ১২ লাখ টাকা দিয়েছিল। টাকার জন্য দরিদ্র বাবা আখলুছ মিয়াকে গোয়ালের গরু, হাওরের জমি বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু শেষমেশ আর গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি শায়েক। এর আগেই ভূমধ্যসাগরে প্রাণ গেছে তাঁর।

শায়েক আহমদের বাবা ও তাঁর স্বজনেরা বুকভাঙা কান্নার সঙ্গে একটি নাম বারবার মুখে নিচ্ছেন। সেটি হলো আজিজুল ইসলাম। এই আজিজুল ইসলামের মাধ্যমেই তাঁকে গ্রিসে পাঠাতে চেয়েছিল পরিবার। শায়েকের মতো একইভাবে মারা যাওয়া জগন্নাথপুর উপজেলার অন্য চারজনকেও গ্রিসে পাঠাতে লিবিয়ায় নিয়েছিলেন 'দালাল' আজিজুল। এসব পরিবারের সবাই এখন দালাল আজিজুলসহ অন্যদের বিচার চাইছেন।

লিবিয়া থেকে ৩৮ জনকে নিয়ে রাবারের ওই বোটটি ২১ মার্চ গ্রিসের উদ্দেশে যাত্রা করার পর ভূমধ্যসাগরে পথ হারিয়ে ফেলে। সাগরে বোটটি ছিল ছয় দিন। যে কারণে খাবারের সংকট দেখা দেয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

লিবিয়া যেন মৃত্যুফাঁদ

লিবিয়া এখন বাংলাদেশিদের জন্য মানব পাচারের সবচেয়ে বিপজ্জনক গন্তব্যগুলোর একটি। সিআইডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে লিবিয়া থেকে মোট ৬ হাজার ২৬০ জন বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২ সালে ১৪৩ জন, ২০২৩ সালে ৬৪৬ জন, ২০২৪ সালে ২ হাজার ৮ জন এবং ২০২৫ সালে ৩ হাজার ৪৬৩ জন দেশে ফিরেছেন। এই পরিসংখ্যান বলছে, পাচারের প্রবণতা কমার বদলে বরং বেড়েছে।

২০২০ সালের ২৮ মে লিবিয়ার মিজদা শহরে মানব পাচারকারী মাফিয়া চক্রের হাতে ২৬ বাংলাদেশি নিহত হন। ঘটনাটি দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। তখন দেশের বিভিন্ন থানায় অন্তত ২৫টি মামলা করেছিলেন ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা। এ ঘটনায় সিআইডি মোট ১৪টি মামলা তদন্ত করে, যেখানে আসামি করা হয় ২২২ জনকে। তাঁদের মধ্যে ১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনের নামে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে।

লিবিয়া থেকে ফেরত আসা ৫৫৭ বাংলাদেশির যাত্রা, গন্তব্য, অর্থ, নিপীড়ন, উদ্ধার থেকে শুরু করে প্রত্যেকের ৫০ ধরনের তথ্য নিয়ে ২০২৪ সালে একটি গবেষণা করে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। সেখানে উঠে এসেছে, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে যাঁদের লিবিয়ায় নেওয়া হয়েছে, তাঁদের ৬৩ শতাংশই বন্দী হয়েছেন। ৫৪ শতাংশই বলেছেন, তাঁরা কখনো তিন বেলা খাবার পাননি। অন্তত ২২ শতাংশ দিনে মাত্র এক বেলা খাবার পেয়েছেন। যাঁরা বন্দী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৯৩ শতাংশ ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন। ৭৯ শতাংশ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গেছেন ৫৫৯ জন। গত বছরের একই সময়ে ভূমধ্যসাগরে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৮৭।

পাচারের ধরন বদলাচ্ছে

প্রতিনিয়তই মানব পাচারের অপরাধের ধরন বদলাচ্ছে। এই অপরাধের সঙ্গে এখন স্থানীয় লোকজনের পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেবল ভালো চাকরি ও উচ্চ আয়ের প্রলোভনই নয়, বিদেশে পড়াশোনা ও বিয়ের মাধ্যমে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েও মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে।

সিআইডির তথ্য বলছে, গত বছর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে চীনে মানব পাচারের ঘটনায় দুই চীনা নাগরিকসহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই ঘটনায় পাচারের শিকার এক ভুক্তভোগীকে চীন থেকে উদ্ধার করা হয়।

আবার পাচারের আগেই জাল ভিসা তৈরি করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিতে গড়ে উঠেছে আরেকটি চক্র। জাল ভিসা তৈরি করে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণা করা একটি মানব পাচার চক্রের দুই সদস্যকে গতকাল সোমবার গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে র‍্যাব। এই চক্র ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করত বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সিআইডির বিশ্লেষণে দেশের সাতটি জেলা মানব পাচারের 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেগুলো হলো মাদারীপুর, শরীয়তপুর, যশোর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, সিলেট ও ফরিদপুর। এ জেলাগুলোতে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। পাচারকারীরা স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে সহজেই ভুক্তভোগী সংগ্রহ করে।

মানব পাচারের অপরাধ নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করে সিআইডি। সংস্থাটি শিশু পাচার রোধে টিএইচবি মুন অ্যালার্ট নামে বিশেষ উদ্ধার কার্যক্রম চালু করেছে। মানব পাচার প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিশেষ কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এতে কিছু মানব পাচারের ঘটনা মোকাবিলা করা গেছে। তবে মোট মানব পাচারের ঘটনার তুলনায় রোধের হার খুবই কম।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরুর নির্বাহী পরিচালক তানসিম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, মানব পাচারের রুট এখন বহুমাত্রিক ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটি দেশের চক্রের সঙ্গে অন্য দেশের চক্রের সরাসরি সংযোগ থাকে না। ফলে আন্তর্জাতিক সমন্বয় ছাড়া এই নেটওয়ার্ক দমন করা কঠিন। বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থাও এ ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কাজ করছে না। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যদি কঠোর অবস্থান নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে, তবে অন্তত দেশের ভেতর থেকে মানব পাচার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

MONDAY MARCH 30, 2026
CHAITRA 16, 1432 BS
The Daily Star

Labour migration hits a wall with several key markets shut

Experts warn against overreliance on Saudi Arabia, call for recruitment reforms, diversification of destinations

MD ABBAS

- Malaysia, the UAE, several other destinations remain largely closed
- **18,000** workers stranded after missing Malaysia's visa deadline
- Fraud, 'visa trade', syndicates weakening migration system
- US-Israel war on Iran may dampen labour demand
- Oman, the Maldives halted recruitment over visa irregularities

Labour migration from Bangladesh to several major overseas destinations, including Malaysia and the UAE, has remained stalled for years, leaving tens of thousands of aspiring migrant workers in uncertainty.

Apart from Malaysia and the UAE, Oman and Bahrain either shut or restricted Bangladeshi workers' entry to their labour markets, with no clear timeline for reopening. This has left Bangladesh heavily reliant on a single destination -- Saudi Arabia -- which, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), has absorbed around 30 lakh Bangladeshi workers into its labour market over the last five years.

Experts warn that the situation could worsen, as rising geopolitical tensions in the Middle East, particularly the US-Israel war on Iran, threaten regional stability and economic activity. Any escalation could disrupt labour demand in Gulf countries, further shrinking employment opportunities for Bangladeshi migrants.

BMET data shows that 11.31 lakh Bangladeshis went abroad for work last year. Of them, 754,671 or 66.72 percent went to Saudi Arabia.

In fiscal 2024-25, Bangladesh received $30.32 billion in remittances, of which $4.26 billion or 14 percent came from migrant workers in Saudi Arabia, according to Bangladesh Bank data.

Experts say such heavy reliance on a single market raises economic risks for Bangladesh.

Industry insiders have pointed out several key reasons for the weakening of Bangladesh's labour migration system -- fraudulent practices in the migration process, aggressive recruitment, bribes for visas and syndicate control.

MALAYSIA: NO BREAKTHROUGH

Nearly 450,000 Bangladeshi workers migrated to Malaysia between August 2022 and April 2024 after the country reopened its labour market in 2021.

However, more than 18,000 workers missed their departure deadline and remain stranded.

Upon taking office, the interim government held a series of talks with the Malaysian authorities and urged them to resume recruitment. During a visit to Malaysia, the then adviser Asif Nazrul said the country would recruit a large number of workers from Bangladesh.

Instead, Malaysia imposed 10 stringent conditions for recruiting workers.

Several high-level meetings, including one involving Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during his Dhaka visit in October 2024, produced assurances but no concrete results.

Expressing his frustration, one of the stranded workers, Khijir Islam from Manikganj, said, "We have been hearing promises for months. How long are we supposed to wait?"

UAE RESTRICTIONS

The UAE, Bangladesh's second-largest labour market in the Middle East, has remained largely shut since 2013. Unofficial estimates suggest that around 12 lakh Bangladeshis currently work there.

In July 2024, the UAE quietly restricted both work and visit visas after some migrants protested there in solidarity with the quota reform movement in Bangladesh.

During the World Governments Summit in Dubai last year, Muhammad Yunus, the then chief adviser, urged UAE ministers to lift the ban, but no progress followed.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Labour migration hits a wall

An official from the expatriates' welfare and overseas employment ministry confirmed that no visit or work visas were issued last year, indicating that the restrictions remain in place.

Many workers aspiring to go the UAE are on the verge of losing hope. One of them is Abdul Hashim from Khulna.

"I submitted my passport more than a year ago, but my application for a work visa has not been processed yet," he told this correspondent.

SHRINKING MARKETS

Over the past decade, Oman, Bahrain, the Maldives, Libya, and Brunei have periodically closed their labour markets to Bangladeshi workers.

Oman suspended recruitment in September 2024 due to document forgery and violations of visa conditions, while the Maldives halted visas, citing irregularities.

Prof Tasneem Siddiqui, acting executive director of the Refugee and Migratory Movements Research Unit, said there should be a proper study to identify the causes of these closures.

"Accountability must be ensured if recruiting agencies send workers abroad without job confirmation."

She underscored the need for strengthening pre-migration training and aligning workers with suitable jobs.

Shariful Hasan, associate director of BRAC's Migration and Youth Initiatives Programme, said Bangladesh's labour market is shrinking day by day due to fraud, visa "trade", and poor governance.

He further said that geopolitical tensions in the Middle East could further disrupt labour demand.

"If conflicts involving Iran, Israel and the US escalate, it could affect regional economies and reduce labour recruitment in Gulf countries," he warned.

Pointing out Bangladesh's heavy dependence on Saudi labour market, he said, "Any shock to that market would put enormous pressure on Bangladesh's labour sector and remittance flow."

Ali Haider Chowdhury, former secretary general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies, said that during the interim government's tenure, no meaningful steps were taken to reopen closed markets.

"Promises were made, but the final result was zero," he said.

GOVT PLAN

Md Nurul Haque, state minister for expatriates' welfare and overseas employment, said the government is making diplomatic efforts to reopen overseas labour markets, including Bahrain, Oman and the UAE.

Regarding the Malaysian labour market, he said a list of companies, which have met the recruitment conditions, has already been sent to the Malaysian authorities, but they are yet to respond.

The government will step up efforts to expand opportunities for skilled migration, he said, citing an agreement to send 100,000 workers to Japan over five years.

However, experts warn that unless Bangladesh reforms its overseas recruitment system and diversifies labour destinations, ongoing geopolitical instability and market closures could place even greater pressure on the country's overseas employment sector.

সমকাল

সোমবার | ৩০ মার্চ ২০২৬

আগের সব রেকর্ড ভাঙল রেমিট্যান্স

মার্চের ২৮ দিনে এলো ৩৩৩ কোটি ডলার

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি মার্চ মাসের ২৮ দিনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ৩৩৩ কোটি ২০ লাখ ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। মাসের তিন দিনের হিসাব বাকি থাকতেই এই রেমিট্যান্স আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে। এর আগে কোনো এক মাসে সর্বোচ্চ ৩৩০ কোটি ডলার এসেছিল গত বছরের মার্চে। চলতি মার্চ নিয়ে টানা চার মাস ৩ বিলিয়নের বেশি করে রেমিট্যান্স দেশে এলো। এখন পর্যন্ত পাঁচ মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে তিন বিলিয়নের বেশি করে রেমিট্যান্স এসেছে।

গত ডিসেম্বর মাসে প্রবাসীরা ৩২২ কোটি ডলার দেশে পাঠান। পরের মাস জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৩০২ কোটি ডলার এসেছে। এর আগে গত বছরের মার্চে ঈদ ও রমজানকে কেন্দ্র করে প্রথমবারের মতো তিন বিলিয়ন ডলারের ঘর পেরিয়েছিল। ওই মাসে এসেছিল ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, রমজান ও ঈদকে কেন্দ্র করে সব সময়ই রেমিট্যান্স বেশি আসে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীদের অনেকে আতঙ্কে জমানো অর্থ পাঠিয়ে থাকতে পারেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে দুই হাজার ৫৭৮ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল দুই হাজার ১৭০ কোটি ডলার। এ সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪০৯ কোটি ডলার যা ১৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত অর্থবছর আগের অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স বেশি এসেছিল ৬৪২ কোটি ডলার বা ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি দিচ্ছে। রপ্তানি কমে যাওয়া, আমদানি বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ শুরুর পরও বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তঃব্যাংকে ডলারের দর সামান্য বেড়ে ১২২ টাকা ৭৫ পয়সায় উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে যা ১২২ টাকা ৩০ থেকে ৫০ পয়সার মধ্যে ছিল।

রেমিট্যান্স উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি হয়েছে। গতকাল দিন শেষে গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ অনুযায়ী ২৯ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। গত ৯ মার্চ আকুতে ১৩৭ কোটি ডলার পরিশোধের আগে রিজার্ভ উঠেছিল ৩৫ দশমিক ৪৯ ও ৩০ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। দেশের ইতিহাসে রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে ২০২১ সালের আগস্টে। সেখান থেকে কমে আওয়ামী লীগ পতনের সময় বিমিএম৬ অনুযায়ী ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। আর গ্রস রিজার্ভ নেমে যায় ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে।

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। মঙ্গলবার। ৩১ মার্চ ২০২৬। ১৭ চৈত্র ১৪৩২। ১১ শাওয়াল ১৪৪৭

তৈরি পোশাক নির্ভরতায় ঝুঁকিতে পড়তে পারে দেশের রপ্তানি

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক জার্নালের প্রতিবেদন

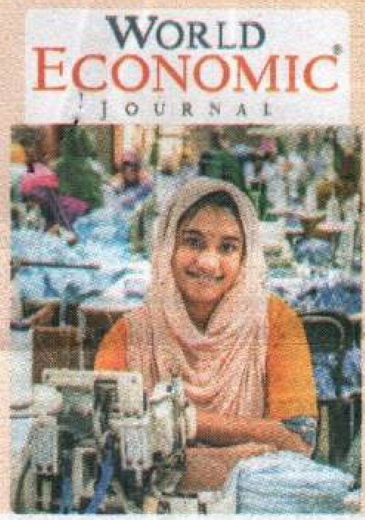

» যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতি এবং বৈশ্বিক শুল্ক সংস্কার বাংলাদেশের রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে

» মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ পোশাক খাত থেকে আসে

» ঝুঁকি কমাতে চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল খাতসহ উচ্চমূল্যের পণ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন

বাংলাদেশ গত দুই দশকে উচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বিপুল রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং তরুণ কর্মশক্তির কারণে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান নীতির ধারাবাহিকতা থাকলে দেশটির অর্থনীতি মাঝারি মানের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারবে। তবে অতিমাত্রায় তৈরি পোশাক নির্ভরতা পরিবর্তনশীল বিশ্বে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক জার্নালের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এসব কথা বলা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অ্যাস এ ফ্রান্টিয়াল মার্কেট : গ্রোথ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গ্যাপস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিস্কস' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের উন্নয়নে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি, যা রপ্তানিমুখী খাতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এনে দিয়েছে। তবে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬০.৯ শতাংশ থেকে ৫৮.৯ শতাংশে নেমে এসেছে, যার প্রধান কারণ নারীদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়া।

বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪.৮ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬.৩ শতাংশ হতে পারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে, আর্থিক ও রাজস্ব স্থিতিশীলতা নীতির ওপর নির্ভর করে ২০২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪.৭ শতাংশ অর্জিত হবে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানির মোট মূল্য প্রায় ৩৮.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে প্রায় ৫০ শতাংশ ও ১৮.৭২ শতাংশ অংশ দখল করে। যুক্তরাজ্য ও কানাডা মিলিয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ এবং জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও তুরস্কসহ অপ্রচলিত বাজারগুলো প্রায় ১৬ শতাংশ রপ্তানি আয়ের উৎস। গত দুই দশকে পোশাক রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০১৬ সালের ২৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৫ সালে প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ পোশাক খাত থেকে আসে, যা একটি একক খাতের ওপর কাঠামোগত নির্ভরতা নির্দেশ করে। সেই সঙ্গে প্রবাস আয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থিতিশীলতার উপাদান হিসেবে কাজ করছে। যদিও উচ্চমূল্যের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে বাংলাদেশ এখনো কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আইএমএফের মতে, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, রাজস্ব ঘাটতি এবং জটিল বিধি-নিষেধ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও ঋণ পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। তাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) উন্নয়ন, চুক্তি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতি এবং বৈশ্বিক শুল্ক সংস্কার বাংলাদেশের রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলেছে, বিশেষত পোশাক খাতে নির্ভরতার কারণে। ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানি ৪৮.২৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যার ৮০ শতাংশের বেশি আসে পোশাক খাত থেকে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার, যেখানে প্রায় ১৮ শতাংশ পোশাক রপ্তানি যায়। এই নির্ভরতা বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন, শ্রমমান তদারকি এবং সম্ভাব্য শুল্ক পরিবর্তন বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। যদিও উৎপাদন খরচ কম, তবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় না এবং প্রায় ১৯ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়, যা লাভের মার্জিন কমায়। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের ফলে বাণিজ্য সুবিধা হারানোর ঝুঁকিতেও রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, এই সুবিধা কমে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই শ্রম, পরিবেশ ও পণ্যের মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি কমাতে চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল খাতসহ উচ্চমূল্যের পণ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। উচ্চ প্রবৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিভিন্ন কাঠামোগত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির মুখে রয়েছে। আইএমএফের মতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ৯-১০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে, যা ব্যবসার খরচ বাড়ায় এবং বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২৫ সালে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে থাকবে, যা অবকাঠামো উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

রপ্তানি খাতের ৮০ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাকনির্ভর হওয়ায় এটি বড় ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ বৈশ্বিক চাহিদা বা নীতির পরিবর্তনে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ঝুঁকি কমাতে উচ্চমূল্যের পোশাক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ফার্মাসিউটিক্যাল ও আইসিটি খাত উন্নয়ন জরুরি। অবকাঠামো ও লজিস্টিক সমস্যাও বিনিয়োগের দক্ষতা কমায়। বন্দর জট, পরিবহন বিলম্ব ইত্যাদি রপ্তানি ব্যয় বাড়ায়। যদিও গভীর সমুদ্রবন্দর ও রেল উন্নয়ন প্রকল্প চলছে, তবে বাস্তবায়নে বিলম্ব ও অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা বড় বাধা। এলডিসি উত্তরণের ফলে উচ্চ শুল্ক ও কঠোর মানদণ্ডের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৯ মার্চ ২০২৬

যুদ্ধে লন্ডভন্ড শ্রমবাজার

জুলকার নাইন

বাংলাদেশের মোট অভিবাসীর সর্বোচ্চ ৬৭ শতাংশই যায় সৌদি আরবে। সে হিসেবে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের অর্ধেকের বেশি যায় শুধু এই দেশটিতে। শ্রমবাজারের দ্বিতীয় স্থানে কাতার, চতুর্থ কুয়েত, ষষ্ঠ আরব আমিরাত এবং সপ্তম স্থানে জর্ডান। চলতি মাসের শুরুতে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের শুরু হওয়া যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ড্রোন হামলা লন্ডভন্ড করে দিয়েছে শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যকে ট্রানজিট করে যাওয়া সব শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানো এক মাস ধরে প্রায় শূন্যের কোঠায়। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা কল্পনাতীত বলে মনে করছেন অভিবাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের শ্রমবাজার তাকিয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধের দিকে। একই সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় বিকল্প শ্রমবাজারের কর্মীরা।

জানা যায়, গতকাল ২৮ মার্চ পর্যন্ত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মোট ৭৯৭টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ১ মার্চ সর্বোচ্চ ৪০টি এবং ২ মার্চ ৪৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এ ছাড়া মাসজুড়ে প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ৩০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে ৭৯৭টিতে পৌঁছেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান সাময়িকভাবে তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। ওমান, জেদ্দাসহ মাত্র কয়েকটি বিমানবন্দর খোলা থাকলেও এভাবে সাধারণ অভিবাসী কর্মীদের জন্য তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর ফলে ঢাকার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ কার্যত বন্ধ রয়েছে।

বিএমইটি বলছে, প্রায় ৮০০ ফ্লাইট বাতিলের কারণে যেতে পারেননি কমপক্ষে ৬৫ হাজার অভিবাসী কর্মী। কারণ ফ্লাইট বন্ধের ঠিক আগের মাসেও বিভিন্ন দেশে গেছেন ৬৫ হাজার ৬১৩ জন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য বিএমইটির ছাড়পত্র নেওয়ার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে আগের চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। ১ মার্চ থেকে গতকাল পর্যন্ত ৭৩টি দেশের জন্য মাত্র ৩৬ হাজার ৬৭৩ জন ছাড়পত্র নিয়েছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবের জন্যই নিয়েছেন ১৯ হাজার ৮২৯ জন, কাতার ৩ হাজার ৯২১, কুয়েত ১ হাজার ৩৫৩ জন, জর্ডান ৮৯১ জন, আমিরাতে ৮৮৪ জন, ইরাকে ৫৯১ জন। বাকি দেশগুলোর জন্য নিয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন। কিন্তু ফ্লাইট বিড়ম্বনায় এই সাড়ে ৩৬ হাজারের কেউই দেশ ছাড়তে পারেননি।

নতুনদের বাইরে দেশে এসে আটকে পড়ার সংখ্যাও অনেক।

যুদ্ধে লন্ডভন্ড শ্রমবাজার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] তাঁরা ফ্লাইট বন্ধে দিশাহারা। তাঁদের অনেকের রয়েছে ভিসা জটিলতাও। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের আহাদ ইসলাম বলেন, 'মাত্র ১০ দিনের ছুটিতে কুয়েত থেকে দেশে এসে আটকা পড়েছি। ভিসার মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছিল। পরে কুয়েত সরকার থেকে ভিসার ব্যাপারে শিথিলতার আশ্বাস নিয়েছেন নিয়োগকর্তা। তারপরও অনিশ্চয়তা কাটছে না। আদৌ যেতে পারব কি না, তা নিয়েই রয়েছে সংশয়।' জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের কারণে অনেকে নতুন করে সেখানে যেতে ভয় পাচ্ছেন। দেশে ফেরত আসারা পড়েছেন ভিসার মেয়াদ সংকটে। পরিস্থিতি এতটাই নেতিবাচক যে আমাদের আত্মবিশ্বাসও তলানিতে ঠেকেছে।' তিনি বলেন, 'বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের কাছে ডিমান্ড নোট পাঠালেও আমরা কর্মী পাঠানোর অনিশ্চয়তার কারণে তা নিতে পারছি না।' আরেক জনশক্তি রপ্তানিকারক মোবারক উল্লাহ শিমুল বলেন, যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে শ্রমবাজারে তৈরি হয়েছে মহা অনিশ্চয়তা। নতুন ভিসা ইস্যু হচ্ছে না। সৌদি আরবনির্ভরতা কমিয়ে এনে বিকল্প শ্রমবাজার তৈরি করা গেলে এত খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ত না বাংলাদেশের শ্রমবাজার। ইউরোপ ও জাপানের পাশাপাশি মালয়েশিয়ার মতো সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারও নানা কারণে চালু করা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও প্রভাব ফেলে রাশিয়ার শ্রমবাজারে। রাশিয়া শ্রমবাজারসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতে, রাশিয়া বাংলাদেশের সম্ভাবনার শ্রমবাজার হলেও গুটি কয়েক বাংলাদেশির রাশিয়ায় যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া ও কতিপয় অসাধু রপ্তানিকারকের এ ধরনের মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকা রাশিয়ার বাজারেও ক্ষতি করেছে। অথচ যুদ্ধ বন্ধ হলে সত্যিকার রপ্তানিকারকদের মাধ্যমে রাশিয়াতেও বাংলাদেশের বড় বিকল্প বাজারের হাতছানি রয়েছে। তাই শুধু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধেরও অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশের শ্রমবাজার।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ২ মার্চ ২০২৬,

আনোয়ারা ও রূপগঞ্জে পৃথক ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) ও রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় মাচা ভেঙে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের গুন্দীপপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. সিয়াম ও মো. আনিস। সিয়ামের বাড়ি কুষ্টিয়া ও আনিসের রাজশাহী জেলায়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকালে ছয় শ্রমিক মিলে নির্মাণাধীন ছয়তলা ভবনের বাইরের অংশে পলেস্তারার কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে ভবনের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ রেলিং ভেঙে নিচে থাকা মাচার ওপর পড়ে যান সিয়াম ও আনিস। এতে মাচাটিও ভেঙে নিচে ধসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই সিয়ামের মৃত্যু হয়। সহকর্মীরা গুরুতর অবস্থায় আনিসকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ক্রেনের তার ছিঁড়ে গ্রাফ পড়ে দুই শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের গঙ্গানগর এলাকার ট্রাইকম ঘাটে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সিরাজগঞ্জ জেলার তারাজ থানার নৌখাদা এলাকার আলামিন ও একই থানার নাদোর সহিদপুর এলাকার আমিন মিয়া।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ট্রাইকম গ্রুপের মালামাল আনলোডের জন্য একটি ঘাট রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে ক্রেনচালক আমিনুল ইসলাম জাহাজ থেকে ক্রেন দিয়ে গম আনলোড করছিলেন। ক্রেনের নিচে কাজ করছিলেন তিন শ্রমিক। এ সময় নিচে কাজ করার ক্রেনের তার ছিঁড়ে গ্রাফ পড়ে ঘটনাস্থলেই আলামিন নিহত হন। আমিনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।

প্রথম আলো রোববার, ১ মার্চ ২০২৬, ১

সেপটিক ট্যাংকে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

ফেনীর সোনাগাজীতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন চরখোয়াজ এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকেরা হলেন, মোহাম্মদ সজীব (২২) ও মোহাম্মদ আরাফাত (২১)। তাঁরা সোনাগাজীর সদর ইউনিয়নের চরখোয়াজ গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন চরখোয়াজ এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে যান সজীব ও আরাফাত। প্রথমে একজন শ্রমিক ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কোনো সাড়া না পেয়ে অন্য শ্রমিকও নিচে নামেন। পরে দুজনই অচেতন হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্যাংক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করেন।

প্রতিনিধি, ফেনী

সংবাদ যুগান্তর মঙ্গলবার ৩ মার্চ ২০২৬
ঢাকা : রোববার ২৩ ফাল্গুন ১৪৩
Dhaka : Sunday 8 March 2026

মহাসড়কে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

প্রতিনিধি, গৌরনদী (বরিশাল)

বরিশালের গৌরনদীতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কসবা এলাকায় ইসলামিক মিশন এর সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গৌরনদী হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, টেকেরহাটগামী একটি যাত্রীবাহী বাস দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে চলার সময় বরিশালগামী একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মাইক্রোবাসের চালক (নাম পরিচয় অজ্ঞাত) এবং মাইক্রোবাসের যাত্রী মো. ইলিয়াস হোসেন (৫৮) গুরুতর আহত হন।

রোববার ১ মার্চ ২০২৬
১৬ ফাল্গুন ১৪৩২

সৌদিতে দুর্ঘটনায় নিহত যুবকের লাশ ব্রাহ্মণপাড়ায় দাফন

বুড়িচং (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার যুবক শাহীন মিয়া নিহত হওয়ার ২২ দিন পর লাশ দেশে পৌঁছেছে। শনিবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। শাহীন মিয়া শশীদল ইউনিয়নের নাগাইশ গ্রামের আবদুল কাদেরের ছেলে। জানা গেছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের দাম্মামে আপকিক আলহাসা সড়কে স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে গাড়ির চাপায় তিনি প্রাণ হারান। শাহীন মিয়া দীর্ঘদিন ধরে জীবিকার জন্য সৌদি আরবে একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

কয়রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পল্লী বিদ্যুতের লাইন ম্যান নিহত

■ কয়রা (খুলনা) সংবাদদাতা

কয়রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যান নিহত হয়েছেন। তিনি কয়রা উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এনামুল পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনী এলাকার আরশাদ আলী গাজীর ছেলে। জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকালে কয়রা সদরের দালাল মোড়সংলগ্ন রবিউলের বাড়িতে বিদ্যুতের পূর্ণ সংযোগ স্থাপণের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কয়রা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বলেন, 'এনামুলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

যুগান্তর রোববার ১ মার্চ ২০২৬

ইন্দুরকানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দিনমজুরে মৃত্যু

ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

ইন্দুরকানীতে পুকুর খনন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হানিফ শেখ বৈদ্য নামে এক দিনমজুরে মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার দক্ষিণ ইন্দুরকানী গ্রামের মন্ডল বাড়ির মিলন শিকদারের পুকুর খননকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী গৌরাঙ্গ শিকদার জানান, ওইদিন সকালে আমার ভাই মিলন শিকদারের পুকুর খননের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৮-১০ জন মাটি কাটা শ্রমিক আসে এবং তাদের সঙ্গে আমিও কাজ করি। মাটির কিছু অংশ কাটার পরে নাস্তা খাওয়ার জন্য আমরা উপরে উঠে কিন্তু হানিফ শেখ রোজা থাকার কারণে সে পুকুর অন্য কাজ করে।

যুগান্তর মঙ্গলবার ৩ মার্চ ২০২৬
১৮ ফাল্গুন ১৪৩২

মোহাম্মদপুরে সিলিন্ডারের আগুনে দগ্ধ ৮

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে হুমায়ুন রোডে 'মনা মোটরস সার্ভিসিং সেন্টার' নামে একটি ওয়ার্কশপে সিলিন্ডার লিকেজ থেকে লাগা আগুনে ৮ জন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন—মনা মোটরসের মালিক মো. মনা (৪০), মিরাজ (৩৬), রেহান বাদল (২৩), জনি (৩৫), আকাশ (২৫), আজাদ (৫৫), তারেক রহমান (২৩) ও ইরফান (১১)। আহতদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে মনা ও ইরফানকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন। সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। ওয়ার্কশপটিতে প্রাইভেটকারের সার্ভিসিং করা হতো। উদ্ধারকারী প্রতিবেশী মো. আরমান জানান, সার্ভিসিং সেন্টারে রাখা একটি প্রাইভেটকারের সিলিন্ডার থেকে আগুনের সৃষ্টি হয়। এতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে বিকালে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সার্জন শাওন বিন রহমান জানিয়েছেন, দগ্ধ ৮ জনের মধ্যে দুজনকে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দগ্ধ তিনজনের ১২ থেকে ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বাকিদের ১ থেকে ৩ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার
১৬ ফাল্গুন ১৪৩২, ১ মার্চ ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো দুই জন। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ও গতকাল শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজাপুর (ঝালকাঠি) সংবাদদাতা জানান, ঝালকাঠির রাজাপুরে বরিশাল-ভাণ্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে খলিল (৩০) নামের এক ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কাওসার আহম্মেদ নামের এক মোটরসাইকেল চালকের হাতের একটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার উপজেলার সমবায় নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। রাজাপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানায়, নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার মার্চ ৩, ২০২৬

একই পরিবারের দুজনসহ সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুজনসহ সারা দেশে গতকাল সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বরিশাল ও লক্ষ্মীপুরে দুজন করে এবং মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট ও রাজবাড়ীতে একজন করে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন চারজন। আহতদের উদ্ধার করে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বরত চিকিৎসকরা। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

বরিশাল: জেলার বাবুগঞ্জে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুইজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। উপজেলার নতুনহাট কদমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুইজনের মধ্যে একজন মো. শহিদুল ইসলাম (৪৮)। তিনি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার দিয়াসুর গ্রামের হাসান হাওলাদারের পুত্র। অন্যজন তার চাচি রিজিয়া পারভীন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে বরিশালগামী যাত্রীবাহী একটি সিএনজির সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিতে থাকা একই পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। স্ত্রীর মামলায় ওয়ারেন্ট জারির পর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গতকাল শহিদুল ইসলাম জামিন পান। পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সিএনজিযোগে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় দুই সদস্য আহত হন। তাদের উদ্ধার করে বরিশাল শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাবুগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মোহাম্মদ এহতেশামুল ইসলাম জানান, নিহতদের মরদেহ হাইওয়ে পুলিশের মাধ্যমে গৌরনদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর: লক্ষ্মীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ আনোয়ার হোসেন ও যুবক রাকিব হোসেন নিহত হয়েছেন। দুপুরে সদর উপজেলার শাকচর ইউনিয়নের আবুলের গোজা এলাকায় লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীরহাট সড়কে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী রাকিব মারা যান। এছাড়া রায়পুর মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে রায়পুর-লক্ষ্মীপুর সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চাপায় আনোয়ার মারা যান।

নিহত রাকিব সদর উপজেলার শাকচর এলাকার মো. জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। অন্যজন নিহত আনোয়ার রায়পুরের চরপাতা এলাকার বাসিন্দা ও টিউবওয়েল মিস্ত্রি। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় লক্ষ্মীপুর থেকে বাসটি মজুচৌধুরীরহাটের দিকে যাচ্ছিল। রাকিব তার মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুতগতিতে বাসের সামনে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে বাস সাইড নিতে গেলে মোটরসাইকেলটি চাপা পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয়ে রাকিব ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, আনোয়ার বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি সিএনজি তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ রেজাউল হক বলেন, রাকিবের মৃত্যুর ঘটনায় বাসটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। চালককে আটক করার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মুন্সিগঞ্জ: মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো একজন আহত হয়েছেন। সকাল ৮টার দিকে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের ওমপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত যুবকের নাম মো. সাবেদ (১৯)। তিনি নারায়ণগঞ্জের মো. মতিনের ছেলে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। **রাজবাড়ী:** রাজবাড়ীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সৌদি আরবপ্রবাসী নিহত হয়েছেন। রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের বাগমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোটরসাইকেলচালকের নাম জিলাল হোসেন (৪০)। তিনি কালুখালী উপজেলার কুষ্টিয়াডাঙ্গী গ্রামের তানেজ উদ্দিনের ছেলে। জিলাল ছুটিতে সৌদি আরব থেকে বাড়ি এসেছিলেন।

পাংশা হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা যায়, রাজবাড়ী থেকে মোটরসাইকেলে কালুখালী যাচ্ছিলেন জিলাল হোসেন। তিনি বাগমারা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ১০ চাকার একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলচালক জিলাল হোসেন মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিলাল হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাগেরহাট: বাগেরহাটের ফকিরহাটে প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে কৌশিক দেবনাথ (২০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। বাগেরহাট-রূপসা আন্তঃজেলা মহাসড়কের ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিস মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কৌশিক দেবনাথ ফকিরহাট উপজেলার ব্রাহ্মণ রাগদিয়া এলাকার কৃষ্ণপদ দেবনাথের ছেলে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৫ মার্চ ২০২৬।

ব্রহ্মপুত্র নদে ডুবে কৃষকের মৃত্যু

● কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে গরু নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের চ্যানেল পার হওয়ার সময় স্রোতের টানে পানিতে ডুবে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের ব্রহ্মপুত্র নদবেষ্টিত চর গুজিমারি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কৃষকের নাম তৈয়ব আলী (৫৫)। তিনি চর গুজিমারি গ্রামে মৃত আব্দুল বাছেদের ছেলে।

হাতিয়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিএম আবুল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তৈয়ব আলী একজন প্রান্তিক কৃষক ছিলেন।

গরু চরাতে গিয়ে নদীর চ্যানেলে সাঁতার কাটার সময় তার মৃত্যু ঘটে। তার দুটি গরুও হারিয়ে গেছে, যা পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরের পর তৈয়ব আলী তার ১০-১২টি গরু নিয়ে চরাঞ্চলে ঘাস খাওয়া শেষ করে ফিরছিলেন। এ সময় তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের একটি চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার চেষ্টা করলে নদীর প্রবল স্রোতে দুটি গরুসহ পানিতে তলিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করে তার মরদেহ সন্ধ্যার দিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার দুটি গরুর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩ মার্চ ২০২৬

সড়কে পাঁচ জেলায় সাতজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল একই পরিবারের দুজনসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **বরিশাল :** ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাবুগঞ্জ উপজেলার নতুনহাটের কদমতলায় গতকাল বিকালে কাভার্ড ভ্যান ও যাত্রীবাহী অটোরিকশা সংঘর্ষে একই পরিবারের দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অটোচালকসহ তিনজন। নিহতরা হলেন-গৌরনদী উপজেলার চরদিয়াসুর গ্রামের শহিদুল ইসলাম শফিক (৪৫) ও মজিবর ফরাজীর স্ত্রী রিজিয়া বেগম। **লক্ষ্মীপুর :** দুপুরে সদর উপজেলার শাকচর ইউনিয়নের অটোরিকশা চাপায় নিহত হয়েছেন আনোয়ার হোসেন (৫৫) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী। এ ছাড়া রায়পুর মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে বাস চাপায় রাকিব হোসেন (২৪) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। **রাজবাড়ী :** সদর উপজেলায় ট্রাকের চাপায় বিল্লাল হোসেন (৩৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সকালে উপজেলার বাগমাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিল্লাহ কালুখালী উপজেলার দামেজ উদ্দীনের ছেলে। তিনি সম্প্রতি প্রবাস থেকে ছুটিতে দেশে আসছিলেন। **মুন্সিগঞ্জ :** সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাবেদ (১৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন। সাবেদ নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। **লালমনিরহাট :** কালীগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় ইসমত আরা বেগম (৩৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। দুপুরে উপজেলার চৌধুরী মোড়ের বটতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইসমত আরা উপজেলার মাদাতী ইউনিয়নের কাকজিটারি গ্রামের মজমুল হকের স্ত্রী।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০২৬
২০ ফাল্গুন ১৪৩২

ফায়ার ফাইটারসহ সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে মৌলভীবাজারে মোটরসাইকেল চালক, টাঙ্গাইলে বৃদ্ধসহ দুজন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ দুজন, গাজীপুরে গার্মেন্টকর্মী, বরিশালে ফায়ার ফাইটার এবং বগুড়ায় প্রবাসী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ফুলবাড়িয়া ও গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) : মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ময়মনসিংহের ভালুকা পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নয়ন আহম্মেদ। ভালুকার সীমান্ত ফুলবাড়িয়ার উপজেলার জোরার ব্রিজ এলাকায় ভরাডোবা-সাগরদীঘি সড়কে মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি ভালুকা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাঁঠালী এলাকার আরফান আলী শেখের ছেলে। এদিকে গফরগাঁও-ভালুকা এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে লরি চাপায় যুবক সাকিবের নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে শিবগঞ্জ বাজারে পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। টমটম চালক সাকিবের বাড়ি কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা দক্ষিণ ভালিহর গ্রামে। তার বাবার নাম হক মিয়া।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : কালীগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে গার্মেন্ট কর্মী নূরে আলম নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আরও ৪ যাত্রী আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে কালীগঞ্জ বাইপাস সড়কের বালীগাঁও মোড়লবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নূরে আলম দিনাজপুরের চিরিরবন্দর থানার জুতরামপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি গাজীপুরের একটি গার্মেন্টে কর্মরত ছিল।

বগুড়া : আদমদীঘিতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে প্রবাসী আকাশ হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার যোগীহার ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি দেশে ফেরার পর তার বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। প্রবাসী আকাশ আদমদীঘি উপজেলার ডহরপুর গ্রামের রুবেল প্রামানিক ধলুর ছেলে।

গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গোপালপুর পৌর শহরের নন্দনপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ের সরকার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী খাইরুল ইসলাম খাজার বাবা। মঙ্গলবার তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ মার্চ ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

■ বদলগাছী (নওগাঁ) সংবাদদাতা

বদলগাছীতে সড়ক দুর্ঘটনায় সিএনজিচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলা বালুভরা ইউপির খলসী মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম জালাল উদ্দীন (৫০)। সিএনজিতে থাকা যাত্রীদের সূত্রে জানা গেছে, বদলগাছী থেকে নওগাঁ যাওয়ার পথে ঐ স্থানে বদলগাছীমুখী একটি ট্রাক আসছিল। ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে ব্রেক ফেইল করে রাস্তার পাশে একটি গোডাউন ঘরের ওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে সিএনজিচালক জালাল উদ্দীন মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ও ভালুকা সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কায় এক ছাত্রদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. নয়ন আহমেদ (২৭)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো এক জন। মঙ্গলবার রাতে ভালুকার সীমান্ত ফুলবাড়িয়ার উপজেলার জোরার ব্রিজ এলাকায় ভরাডোবা-সাগরদীঘি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ভালুকা পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক।

ফুলবাড়িয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোখলেছুর রহমান আকন্দ বলেন, ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নয়ন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিক ট্রাকের চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর শুক্রবার ৬ মার্চ ২০২৬
২১ ফাল্গুন ১৪৩২

বন্দরে বিস্ফোরণে দগ্ধ মিস্ত্রির মৃত্যু

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরের উত্তর লক্ষণখোলা মুন্সীবাড়ি জামে মসজিদে কেমিক্যালের খালি ড্রাম বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ টাইলস মিস্ত্রি আবদুর রহিম মারা গেছেন। বুধবার ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। একই ঘটনায় আহত মসজিদ কমিটির সম্পাদক মহসিন মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার বন্দরের উত্তর লক্ষণখোলায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, উত্তর লক্ষণখোলা মুন্সীবাড়ি জামে মসজিদে টাইলস স্থাপনের টাইলস পানিতে ভিজিয়ে রাখার জন্য একটি কেমিক্যালের খালি ড্রাম গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে কাটার চেষ্টার সময়। ড্রামের ভেতরে জমে থাকা গ্যাস থেকে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ৬ মার্চ ২০২৬।

বাসের ধাক্কায় দুই রিকশাচালক নিহত

● রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীতে বাসের ধাক্কায় দুজন রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন রিকশা চালাচ্ছিলেন, আরেকজন ওই রিকশায় বসেছিলেন। বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে মহানগরীর চৌদ্দপাই ফায়ার সার্ভিস মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মোহব আলী (৬২) ও মাসুম আহমেদ (৪০)। তাদের বাড়ি চারঘাট উপজেলায়।

মতিহার থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঢাকা থেকে একতা ট্রান্সপোর্টের একটি বাস রাজশাহীতে আসছিল। বাসটি চৌদ্দপাই মোড়ে পৌঁছালে একটি রিকশা রাস্তা ক্রস করছিল। এ সময় নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে বাসটি রিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে দুজন গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা রামেক হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর মোহব আলী মারা যান। আর মাসুম মারা যান রাত আড়াইটার দিকে। তারা দুজনেই রিকশাচালক ছিলেন। মাসুম গ্যারেজে রিকশা জমা দিয়ে মোহাবের রিকশায় বাসার দিকে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় বাসটি জব্দ করা হয়েছে। চালককেও আটক করা হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ৬ মার্চ ২০২৬
২১ ফাল্গুন ১৪৩২

সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও যুবকসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে খুলনায় শিশু, কুমিল্লায় পথচারী, দিনাজপুরে ট্রাক্টরচালক, কুষ্টিয়ায় ভ্যানচালক এবং রাজশাহীতে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কয়রা (খুলনা) : কয়রায় ইজিবাইক চাপায় শিশু রাবেয়া খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। রাবেয়া উপজেলার বামিয়া গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে। সে বামিয়া গাজী শিশু শিক্ষা নিকেতনে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বামিয়ায় মোড়ের দিবাশিস ডাক্তারের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : কুমিল্লায় বাস পথচারী আব্দুল খালেক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ময়নামতি হাইওয়ে ক্রসিং থানারসংলগ্ন এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খালেক কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বাতুইল গ্রামের মৃত আলী হোসেনের ছেলে।

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) : ফুলবাড়ীতে খাদে পড়ে ট্রাক্টর চাপায় চালক রাসেল নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার উপজেলার মাদিলাহাট-ফুলবাড়ী সড়কের খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের মুক্তারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাসেল রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সোনারপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীরের ছেলে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রলির ধাক্কায় ভ্যানচালক রাসেলের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাসেল উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের মতিনুল হকের ছেলে।

রাজশাহী : মহানগরীর উপকণ্ঠ চৌদ্দপাই এলাকায় বাস চাপায় যুবক মাসুম আহমেদের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মাসুম চারঘাট উপজেলার মুক্তারপুর এলাকার হায়দার আলীর ছেলে।

প্রথম আলো
শনিবার, ৭ মার্চ ২০২৬, ২২ ফাল্গুন ১৪৩২

রাজধানীতে রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব ও তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই মোটরসাইকেল আরোহী এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী রয়েছেন। তাৎক্ষণিক মোটরসাইকেল আরোহীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে নিউমার্কেট থানাধীন সায়েন্স ল্যাবের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। অন্যদিকে তেজগাঁও এলাকায় বিজি প্রেসের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারান সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী।

নিহত অটোরিকশার যাত্রী হলেন হারুন রহমান (৩২)। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে। বর্তমানে মহাখালী এলাকায় থাকতেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বৃষ্টি এবং বোন হ্যাপি আহত হয়েছেন। নিহত অটোরিকশাচালক আলিম (৬৫) মধ্য বাড্ডায় থাকতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২৩ ফাল্গুন ১৪৩২, ৮ মার্চ ২০২৬

পিলখানায় ১৫ তলা থেকে পড়ে রংমিস্ত্রির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর নিউমার্কেট থানাধীন পিলখানা বিজিবি হেডকোয়ার্টারের ভেতরে একটি নির্মাণাধীন ১৫তলা ভবনে কাজ করার সময় ওপর থেকে নিচে পড়ে মো. রমজান আলী (৫৫) নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালের দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিউমার্কেট থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সৈয়দ আব্দুস সাত্তার জানান, আমরা খবর পেয়ে শুক্রবার দিবাগত রাতে শহীদ জাকির হোসেন বিজিবি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, স্বজনদের মুখে জানতে পেরেছি নিহত রংমিস্ত্রি ও গ্রিলের কাজ করতেন। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে পিলখানার বিজিবি হেডকোয়ার্টারের একটি নির্মাণাধীন ১৫তলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদ জাকির হোসেন হাসপাতালে নেওয়া হলে ওখানেই তার মৃত্যু হয়।

নিহতের মেয়ের জামাতা মোহাম্মদ মিরাজ জানান, আমার শ্বশুর কাজ করার সময় ভবনের ওপর থেকে নিচে পড়ে মারা গেছেন। পরে আমরা এসে আমার শ্বশুরের লাশ শনাক্ত করি। তিনি আরো জানান, আমার শ্বশুর ময়মনসিংহের ভালুকা থানার তুলিভিটা গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে। বর্তমানে মেরুল বাড্ডা ৮ নম্বর রোডে ডিআইডি প্রজেক্টের বাবুলের গ্যারেজে থাকতেন। তিনি চার মেয়ের জনক ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২২ ফাল্গুন ১৪৩২, ৭ মার্চ ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

■ বরিশাল অফিস

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত ও চার জন আহত হয়েছে। গত শুক্রবার সকালে গৌরনদীর টরকি-সংলগ্ন কসবা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম ইলিয়াস হোসেন মুন্সী। নিহত অন্য ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি শামীম শেখ জানান, বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে একটি যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে গৌরনদীর কসবা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাইক্রোবাসের চালকসহ দুই জন নিহত ও চার জন আহত হন। আহত ও নিহতরা উভয়েই মাইক্রোবাসের যাত্রী ছিলেন। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এছাড়া বাস ও মাইক্রোবাস দুটি জব্দ করা হয়েছে। তবে বাসের চালক পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

কালুখালী (রাজবাড়ী) সংবাদদাতা জানান, কালুখালী উপজেলার গান্ধিমাড়া এলাকায় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় এক ভ্যানযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. সলিম শিকদার (৩৫)। দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকসহ আরো দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গান্ধিমাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পাংশা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট মো. শামিম হোসেন জানান, বর্তমানে লাশ রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৭ মার্চ ২০২৬

বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে দুজন নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

বরিশালে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া সিলেট ও বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পুলিশ সদস্যসহ দুজনের। নিজস্ব প্রতিবেদকদের পাঠানো খবর–

বরিশাল : বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিন যাত্রী। মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার কসবা এলাকায় গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মাইক্রোবাসের চালক বাবুগঞ্জ উপজেলার কোলচর এলাকার আজাহার মাঝির ছেলে ওয়াহেদুল ইসলাম রিপন (৪০) ও রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের বাসিন্দা আ. ওয়াহিদের ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৫৭)। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাস ও মাইক্রোবাস দুটি জব্দ করা হয়েছে। বাসের চালক পালিয়ে গেছেন। **সিলেট :** নগরীর শাহজালাল ব্রিজে বৃহস্পতিবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় সমর নাথ (২৩) নামে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। **বগুড়া :** শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলায় বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় আকবর আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

যুগান্তর
রোববার ৮ মার্চ ২০২৬
২৩ ফাল্গুন ১৪৩২

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়েসহ নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর তেজগাঁও ও সায়েন্স ল্যাব এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরও চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে চারজনের। তাদের মধ্যে বগুড়ার ধুনটে শিশু, বাগেরহাটের ফকিরহাটে মোটরসাইকেল চালক, চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ী ও নওগাঁর মহাদেবপুরে যুবক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ–

ঢাকা : রাজধানীর তেজগাঁও ও সায়েন্স ল্যাব এলাকায় শুক্রবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। তেজগাঁওয়ে নিহত হন—সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক আলিম ও যাত্রী হারুনুর রহমান। সায়েন্সল্যাবে সাজু আহমেদ সুমন ও তার মেয়ে সুমাইয়া আহমেদ তৃষা নিহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জানা যায়, হারুনুর রহমান স্ত্রী ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে রাতে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের চ্যানেল আই অফিস এলাকায় ইউটার্নে আইল্যান্ডের সঙ্গে অটোরিকশার ধাক্কা লাগে। এতে চালক ও যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। তাদের ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুইজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হারুনুর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থানার দশ কাহানিয়া এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে। একই রাতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সাজু আহমেদ ও তার মেয়ে সুমাইয়া আহমেদ নিহত হন। পথচারী রুবেল জানান, রাত ১১টার দিকে মোটরসাইকেলে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সাজু। পথে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় দুজনই ছিটকে পড়েন। এতে সাজু আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং সুমাইয়াকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিউ মার্কেট থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান বলেন, ঘাতক ট্রাকচালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সাজু গণপূর্ত অধিদপ্তরে চাকরি করতেন বলে জানতে পেরেছি। দক্ষিণ শাজাহানপুরে পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি।

সংবাদ
রাববার ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২
Sunday 8 March 2026

গোপালগঞ্জে নছিমন খাদে পড়ে চালক নিহত

প্রতিনিধি, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কংশুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নছিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে বিপ্লব বিশ্বাস (৩০) নামে এক নছিমন চালক নিহত হয়েছে। এসময় নছিমনে থাকা আরও দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়কে সদর উপজেলার কংশুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বৌলতলী পুলিশ ফাঁড়ির এস.আই মো. শামিম আল মামুন জানান, গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে যাওয়া নছিমনটি দ্রুত গতিতে কংশুর মসজিদে লাকায় মোড়ে ঘোরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় নছিমন চালক বিপ্লব ঘটনাস্থলে মারা যায়। এ ঘটনায় আহত নসিমনে থাকা দুইজনকে গুরুতর অবস্থায় গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ৮ মার্চ ২০২৬

সড়কে পাঁচ জেলায় পাঁচজনের প্রাণহানি

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের পাঁচটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিরা বিস্তারিত জানিয়েছেন :

চুয়াডাঙ্গায় গতকাল ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগতির ব্যাটারিচালিত ইজি বাইকের ধাক্কায় আব্দুল কাদের মালিতা (৬৫) নিহত হয়েছেন। সদর উপজেলার আলুকদিয়া বাজারের তেল পাম্পের কাছে সড়ক পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল কাদের মালিতা সদর উপজেলার আলুকদিয়া গ্রামের চকপাড়ার বাসিন্দা এবং মৃত হারু মালিতার ছেলে। তিনি পেশায় কাঠ ব্যবসায়ী ছিলেন।

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় সড়ক পারাপারের সময় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় সিনহা আক্তার (৭) নামের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার সোনাহাটা-বগুড়া সড়কের নান্দিয়ারপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সিনহা আক্তার উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়নের নান্দিয়ারপাড়ার সোহেল রানার মেয়ে। সে নান্দিয়ারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

বাগেরহাটের ফকিরহাটে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালভার্টের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক কে এম ইশতিয়াক আহমেদ (৩৪) নিহত হয়েছেন। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট উপজেলার কাকডাংগায় গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইশতিয়াক আহমেদ কুষ্টিয়ার কুমারখালীর নাভদিয়া গ্রামের রাশেদুল ইসলামের ছেলে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কংশুর বাসস্ট্যান্ডে নসিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে বিপ্লব বিশ্বাস (৩০) নামের নছিমন চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নওগাঁর মহাদেবপুরে সড়কে দুর্ঘটনায় তন্ময় হোসেন (২৩) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের চৌমাশিয়া (নওহাটা) মোড়ের ওহাব চালকলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তন্ময় হোসেন জয়পুরহাটের আক্কেলপুর থানার মানিকপুর গ্রামের মৃত শাহাদাত হোসেন জোনাকির ছেলে। নওহাটা মোড়ের পূর্ব পাশে ওহাব চালকলের সামনে পৌঁছালে নওগাঁর দিক থেকে আসা বিআর পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মাথা থেঁতলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। এরপর তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৫ ফাল্গুন ১৪৩২, ১০ মার্চ ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় দুই শিশুসহ নিহত ৮

■ **ইত্তেফাক ডেস্ক**

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের পাঁচ জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ আট জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহীতেই চার জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এবং বাঘায় ভটভটি ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ময়মনসিংহে এক জন করে মারা গেছে।

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ও বাঘা সংবাদদাতা জানান, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাটোরের লালপুরের নওপাড়া গ্রামের সিএনজি চালক যাত্রী নিয়ে বাঘা যাচ্ছিলেন। বাঘা-লালপুর সড়কের বাঘা উপজেলার চণ্ডীপুরে একটি ভটভটির সঙ্গে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিন জন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আরো দুই জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন নাটোরের লালপুর উপজেলার নওপাড়া গ্রামের সিএনজি চালক শরিফুল ইসলাম (৪৫), সিএনজির যাত্রী বধূপাড়া গ্রামের বিধান দাস (৫৫) ও একই উপজেলার আন্দী গ্রামের রকেনা বেগম (৯০)। এদিকে রাজশাহী শহরের রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল মালেক জানান, রবিবার দিবাগত রাত ৮টার দিকে ওভারটেক করার সময় একটি কাভার্ড ভ্যান মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক রিফাতের (২০) মৃত্যু হয়। কাভার্ড ভ্যান ও চালককে আটক করা হয়েছে। নিহত রিফাত শহরের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা।

সময়ের আলো সোমবার। ৯ মার্চ ২০২৬।

বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার নিহত

মাদারীপুরের রাজৈরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই হেলপার নিহত হন। রোববার সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর রাজৈরের আলমদস্তার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে আধা ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাজৈর থানার ওসি শেখ মো. আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন

● সময়ের আলো

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৬ ফাল্গুন ১৪৩২, ১১ মার্চ ২০২৬

খুলনায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ **খুলনা অফিস**

খুলনায় নির্মাণাধীন ক্যানসার হাসপাতালের ১৫ তলা থেকে পড়ে গিয়ে বজলুর রহমান ওরফে বজলু (৪৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে নির্মাণাধীন ক্যানসার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম। নিহত বজলু সাতক্ষীরা জেলার কুশখালী গ্রামের বাবর আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বেলা পৌনে ১২টার দিকে নির্মাণাধীন ক্যানসার হাসপাতালের ১৫ তলায় কাজ করছিলেন সিনিয়র রডমিস্ত্রি বজলুর রহমান। হঠাৎ পড়ে গিয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, তার বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার কুশখালী গ্রামে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

NEW AGE
MARCH 11, 2026,

999 service rescues worker in Dinajpur

A WORKER was rescued alive after being slipped into nearly 30 feet underground while working on a septic tank in Dinajpur, following a prompt response coordinated through the National Emergency Service 999. The incident occurred at around 10:30am on Tuesday in Dakshin Maheshpur area under Kaharol police station. According to 999 sources, a caller informed the emergency helpline that two workers were trapped underground due to a sudden landslide while working on a septic tank. Locals managed to rescue one of the workers, but another worker remained trapped up to his neck and was gradually sinking deeper into the soil. Upon receiving information, a rescue team from the Kaharol fire service rescued the trapped worker, Mohammad Azharul Islam, 38. —*BSS*

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১০ মার্চ ২০২৬।

কৃষক নিহত

● তাড়াশ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে পুকুরে সেচ চালিত মোটরের তারে জড়িয়ে ফরহাদ আলী (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। সোমবার সকালে উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের মাধাইনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক একই গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১১ মার্চ ২০২৬

সড়কে নারীসহ দুজনের প্রাণহানি

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জেলায় নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

বরিশাল : নগরীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ব্যাটারিচালিত রিকশার যাত্রী নিহত হয়েছন। এতে আহত হয়েছেন রিকশাচালক। গতকাল সকালে নগরীর সিঅ্যান্ডবি রোডের পোল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফেরদৌসি বেগম জোসনা (৪০) নগরীর সিঅ্যান্ডবি পোল বাগানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের স্ত্রী। **ভাঙ্গা (ফরিদপুর) :** ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়েতে সোমবার সন্ধ্যায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সরোয়ার হাওলাদার (৫২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি ভাঙ্গা উপজেলার লোহারদিয়া গ্রামে। –**প্রতিদিন ডেস্ক**

বণিক বার্তা শুক্রবার, মার্চ ১৩, ২০২৬

বাগেরহাটে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে বর-কনেসহ নিহত ১৪

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বাগেরহাট

বাগেরহাটের রামপালে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বর-কনেসহ অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একই পরিবারের ১০ জন রয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১৫ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের মরদেহ রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ১০ জনের মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে।

গতকাল বিকালে মোংলা-খুলনা মহাসড়কে রামপাল উপজেলার বেলাই ব্রিজ এলাকায় নৌবাহিনীর স্টাফ বাস ও যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। আহতদের উদ্ধার করে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে ১২ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন মোংলা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, তার স্ত্রী আঞ্জুমান, ভাই সামিউল আলম, ছেলে সাব্বির (বর), ইমরান ও আলামিন। এছাড়া আব্দুর রাজ্জাকের শ্যালিকার দুই মেয়ে পুতুল ও ঐশী এবং কনে মার্জিয়া মিতু, তার ছোট বোন লামিয়া, কনের নানি ও মাইক্রোবাসের চালক নাঈম শেখ।

রামপাল থানার ওসি মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, মোংলা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাব্বিরের বিয়ে হয়েছে খুলনার কয়রা উপজেলার নাকশা এলাকায়। গতকাল দুপুরে তিনি ছেলে-পুত্রবধূ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে রামপাল উপজেলার বেলাই ব্রিজ এলাকায় বিপরীত দিক থেকে নৌবাহিনীর স্টাফ বাসের সঙ্গে তাদের মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। এতে অনেকেই আহত হন। তাদের মধ্যে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চারজন ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নয়জন মারা গেছেন। আহত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নৌবাহিনীর স্টাফ বাসে থাকা অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুকান্ত কুমার পাল জানান, দুর্ঘটনায় চারজনের মরদেহ তাদের হাসপাতালে রয়েছে। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আহত

বাগেরহাটে বাস-মাইক্রোবাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

দুজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেনাজ মোশাররফ বলেন, 'সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত হাসপাতালে ১০ জনের মরদেহ এসেছে। এর মধ্যে তিনটি শিশু, তিনজন নারী আর তিনজন পুরুষ রয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো একজন মারা গেছেন।'

নিহত কনে মার্জিয়া আক্তারের (মিতু) মামা আবু তাহের জানান, খুলনার কয়রা উপজেলার নাকশা এলাকায় গতকাল দুপুরে তার ভাগ্নির বিয়ে হয়। বিয়ে শেষে মার্জিয়ার শ্বশুরবাড়ি মোংলার শেলাবুনিয়ার উদ্দেশে রওনা হয় বরযাত্রীদের মাইক্রোবাসটি। রামপালের কাছাকাছি গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে বাগেরহাট জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন ও পুলিশ সুপার মো. হাসান চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং জলবায়ু, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ মার্চ ২০২৬

তারাগঞ্জে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ট্রাকচালক নিহত

পৃথক স্থানে আরো দুই জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

তারাগঞ্জে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত হয়েছেন। পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ও গত বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

তারাগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা : তারাগঞ্জে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় ট্রাকের একজন হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার খারুভাজ ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজন ইদ্রিস আলী। নিহত অন্য ট্রাকচালকের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোস্তাফিজার রহমান।

প্রথম আলো
শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬,

গাংনী

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি ইটভাটায় মাটি নামানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ড্রাম ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অপর এক যুবক। গত বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার গাঁড়াডোব-পোড়াপাড়া এলাকায় ফাইভ স্টার নামে ইটভাটায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া চালকের নাম মহিরুল ইসলাম। তিনি গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত আবদুল মজিদের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইটভাটায় ড্রাম ট্রাক থেকে মাটি নামানোর জন্য ট্রাকের ড্রামটি উঁচু করা হলে সেটি ওপর দিয়ে যাওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে আসে। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চালক মহিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মারা যান। এ সময় ট্রাকে থাকা সজীব মিয়া গুরুতর আহত হন। সজীবকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক রাসেল রানা বলেন, আহত সজীবের ডান পা মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়েছে। গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৩ মার্চ ২০২৬

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

নওগাঁ প্রতিনিধি ▷

নওগাঁয় পৃথক ঘটনায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ধামইরহাট ও মান্দা উপজেলায় ওই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ধামইরহাট উপজেলার ভাবির মোড় এলাকার মোখলেসুর রহমানের ছেলে জালাল উদ্দীন ও মান্দা উপজেলার মোসলেমের ছেলে পিন্টু।

জানা যায়, বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশে একটি বিলে শসা তুলতে যান কৃষক জালাল উদ্দীন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁর লাশ বাড়িতে নিয়ে যান।

এদিকে মান্দা থানার ওসি মাসুদ রানা জানান, বাড়ির পাশে একটি মাঠে ধানের জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই পিন্টু নিহত হন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেকজন গুরুতর আহত হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৯ ফাল্গুন ১৪৩২, ১৪ মার্চ ২০২৬

নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে কৃষক নিহত

■ লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

লোহাগড়া উপজেলায় ঢাকা-নড়াইল-খুলনা রেললাইনে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম আমিনুর রহমান চাঁন মিয়া (৫৫)। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সারুলিয়া এলাকায় রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টায় আমিনুর রহমান চাঁন মিয়া বাড়ির পাশে রেললাইনের পাশে ছাগল বাঁধতে যান। ছাগল বাঁধার পর ছাগলটি দৌড়ে রেললাইনের ওপর চলে গেলে তিনি ছাগলের দড়ি ধরে টেনে আনতে যান। একই সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একটি ট্রেনের নিচে তিনি কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে তার লাশ বাড়িতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে লোহাগড়া থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে নেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ মার্চ ২০২৬

খালিয়াজুরীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ খালিয়াজুরী (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় বজ্রপাতে সুধীর সরকার (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়নের চাকুয়া বাজন্তি হাওরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সুধীর সরকার তার গরু চরাতে হাওরে গিয়েছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাওরে থাকা অন্যরা তাকে উদ্ধার করে খালিয়াজুরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খালিয়াজুরী থানার ওসি মো. নাসির উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সমকাল শনিবার । ১৪ মার্চ ২০২৬ ।

সাত জেলায় সড়কে প্রাণ গেল শিশুসহ ৯ জনের

- লামায় ২০০ ফুট খাদে ট্রাক পড়ে নিহত ২
- ভালুকা ও মানিকছড়িতে গাড়িচাপায় দুই শিশুর মৃত্যু
- কুড়িগ্রাম ও নেত্রকোনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সমকাল ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ ৯ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বান্দরবানের লামায় পাহাড়ের খাদে ট্রাক পড়ে দুজন, ময়মনসিংহের ভালুকা ও খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে দুই শিশু, রংপুরে দুই ট্রাকচালক, সাতক্ষীরায় এক ভ্যানযাত্রী এবং কুড়িগ্রাম ও নেত্রকোনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ও গতকাল শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

লামায় খাদে ট্রাক পড়ে নিহত ২

বান্দরবানের লামায় লাকড়িবোঝাই একটি ট্রাক ২০০ ফুট পাহাড়ের খাদে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী-লামা সড়কের ইয়াংছা টার্নিং পয়েন্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ইয়াংছা কালিরঝিরির বাসিন্দা আব্দুল কাদেরের ছেলে ট্রাকচালক মো. আলমগীর (৩৫) ও পোয়াংবাড়ীর বাসিন্দা মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে আনোয়ার হোসেন (৪৫)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে একটি ট্রাক ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের বনপুর এলাকা থেকে লাকড়ি বোঝাই করে ইয়াংছার দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটি সড়কের ইয়াংছা টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়ির চালক আলমগীর ও আনোয়ার গুরুতর আহত হন।

আক্তার মানিকছড়ি সার্কেল অফিসে কনস্টেবল পদে এবং বাবা সানোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের এএসআই পদে কর্মরত।

মানিকছড়ি থানার ওসি মাসুদ পারভেজ বলেন, একটি ট্রাক মানিকছড়ি সদরের পুরোনো উপজেলা সড়কের দিকে যাওয়ার পথে সাইকেল চালিয়ে আসা শিশু রাফিকে চাপা দেয়।

রংপুরে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে দুই চালক নিহত

রংপুরের তারাগঞ্জে পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ও ইউরিয়া সারবোঝাই বিআরটিসি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন চালকের সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টায় রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ হাজীপুর এলাকার খারুভাজ সেতুর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জলুলী গ্রামের মৃত রহিদুল ইসলামের ছেলে ইদ্রিস আলী (৩৫) ও পটুয়াখালীর বাসিন্দা আরিফ (৪৯)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, পঞ্চগড় থেকে রংপুরগামী পাথরবোঝাই ট্রাক এবং রংপুর থেকে সৈয়দপুরমুখী ইউরিয়া সারবোঝাই বিআরটিসি ট্রাক রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের খারুভাজ ব্রিজ এলাকায় পৌঁছলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই ট্রাকের সামনের কেবিন দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই দুই চালকের মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ মার্চ ২০২৬

রাজশাহীতে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর চন্দ্রিমা থানার শালবাগান সিটি গ্যারেজের পেছনে ইসমাইল হোসেনের নির্মাণাধীন চতুর্থতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সাব্বির (২৭)। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বড় ভাই শাকিল আহমেদ জানান, তারা দুই ভাই একই সঙ্গে কাজ করছিলেন নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলায়। তার ছোট ভাই সাব্বির পাটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ করে পা পিছলে পেছনের দোতলা ভবনের ছাদে পড়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। সাব্বিরের বাবা জানান, তিনি সকালবেলায় এসে ঘুরে গিয়েছিলেন। একটু পরে খবর পান তার ছোট ছেলে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। ভবন মালিক ইসমাইল হোসেন জানান, তিনি বাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে শুনতে পান তার ভবনে কাজ করা অবস্থায় এক শ্রমিক ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। চন্দ্রিমা থানার এসআই জিয়াউর জানান, সরেজমিনের তদন্ত ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী ছাদ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক রবিবার ১ চৈত্র ১৪৩২, ১৫ মার্চ ২০২৬

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

মাগুরা প্রতিনিধি : মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. আব্দুল্লাহ (২৫) নামের এক জন নিহত হয়েছে। শনিবার ঢাকা-মাগুরা মহাসড়কের মাগুরা পৌর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাগুরা হাইওয়ে থানার ওসি মো. রোকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঢাকা-মাগুরা মহাসড়কের মাগুরা পৌর এলাকার পারনান্দুয়ালী পল্লী বিদ্যুৎ অফিস এলাকায় একটি পিকআপ ও নাটা গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নাটা গাড়ির চালক মো. আব্দুল্লাহ ঘটনাস্থলে নিহত হন। ঘাতক পিকআপটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের অস্থায়ী মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা জানান, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ফরহাদ সরদার (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পাটকেলঘাটা-কেশবপুর সড়কের তালা উপজেলার রাড়ীপাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি কেশবপুর উপজেলার মহাদেবপুর গ্রামে তার শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। পাটকেলঘাটা থানার ওসি এইচ এম লুৎফর কবির জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকসহ চালক বিল্লাল গাজীকে আটক করা হয়েছে।

যুগান্তর রোববার ১৫ মার্চ ২০২৬ ১ চৈত্র ১৪৩২

রূপগঞ্জে পৃথক ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, দগ্ধ ১

যুগান্তর প্রতিবেদন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুইজন এবং ছাদ থেকে পড়ে দুইজন মারা গেছে। এ সময় আরেকজন দগ্ধ হয়েছে।

উপজেলার গোলাকান্দাইল মধ্যপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন তিনতলা ভবনে থাই গ্লাসের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভবনের মালিক আরফান মোল্লা (৫৫) ঘটনাস্থলে মারা যান। এ সময় তার ছেলে লিয়ন মোল্লা (৩২) ও থাই মিস্ত্রি সাদিকুর রহমান (৩৫) দগ্ধ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হলে রাত ৭টার দিকে সাদিকুর মারা যায়। দগ্ধ লিয়নের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সবজেল হোসেন জানান, ভবনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

একইদিন বিকালে পূর্বাচল জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের ১৬ নম্বর সেক্টরের ৫০৩ নম্বর সড়কে নির্মাণাধীন ৯তলা ভবনের ছয় তলায় প্লাস্টারের কাজ করার সময় রশি ছিঁড়ে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান দুই রাজমিস্ত্রি। নিহতরা হলেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কদমতলা গ্রামের নুরুদ্দিনের ছেলে আলমগীর ইসলাম (২৮) এবং মশলাপাড়া গ্রামের খালেকের ছেলে আলম বাদশা (৩৫)। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ । রবিবার । ১৫ মার্চ ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ৪

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানী ঢাকাসহ চার জেলায় গত দুই দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। ঢাকার খিলগাঁওয়ে গত শুক্রবার রাতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. শাহরুজ ইসলাম (১৯) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। তিনি ইম্পেরিয়াল কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

এছাড়া তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। খিলগাঁও থানার নাগদারপাড় এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহরুজ ইসলাম বনশ্রী এলাকার ১০ নম্বর সড়কের এল ব্লকের ৩৩ নম্বর বাসার বাসিন্দা শামসুল হকের ছেলে।

গোপালগঞ্জ : টুঙ্গিপাড়ার সিঙ্গিপাড়ায় গতকাল সন্ধ্যায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মোটরসাইকেল গিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খায়। এ ঘটনায় সাজিদুল মোল্লা (১৮) নামের মোটরসাইকেলচালক নিহত ও আরোহী তাঁর দুই বন্ধু গুরুতর আহত হন। নিহত সাজিদুল টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা মধ্যপাড়া গ্রামের হায়দার মোল্লার ছেলে।

ঝালকাঠি : জেলার রাজাপুরে নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তার প্রাইভেট কার খাদে পড়ে দেড় বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় গাড়িতে থাকা স্বামী-স্ত্রী আহত হন। গতকাল ব্র্যাক অফিসসংলগ্ন এলাকায় খুলনা-বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ভোলার দৌলতখান উপজেলার বাসিন্দা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ইমতিয়াজ আহমেদ বরিশাল নৌবাহিনীতে কর্মরত আছেন।

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) : জেলার ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বদিউল আলম (৭০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল জোলাভিটা এলাকায় গহিরা-ফটিকছড়ি সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 15 March 2026

রামুতে মিনিট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুর মৃত্যু

প্রতিনিধি, রামু

রামুর খুনিয়াপালংয়ে মিনিট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশু নিহত এবং চালকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের মির্জা আলীর দোকান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রামু হাইওয়ে ক্রসিং থানা পুলিশের পরিদর্শক নাছির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলো- উখিয়া উপজেলার পালংখালী এলাকার ফরিদুল ইসলামের মেয়ে বুশরা (৭) ও একই এলাকার নুরুল আলমের মেয়ে জান্নাতুল মাওয়া মনি (১৪)।

আহতরা হলেন একই এলাকার সরওয়ার আলম ফয়সালের স্ত্রী উম্মে হাবিবা বিউটি (২৬), তার মেয়ে ফায়জা বিনতে ফয়সাল (৬) এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ সাঈদী (২৭)। সাঈদী রাজাপালং ইউনিয়নের বাগনের পাহাড় এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, বিকালে কক্সবাজারমুখী একটি মিনিট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই এক শিশু নিহত হয় এবং চালকসহ চারজন আহত হন।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহত জান্নাতুল মাওয়া মনি ও উম্মে হাবিবা বিউটিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) পাঠান। তবে চমেকে নেয়ার পথে ঈদগাঁও এলাকায় পৌঁছালে জান্নাতুল মাওয়া মনির মৃত্যু হয়। আহত অন্য দুইজন বর্তমানে কক্সবাজারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পরিদর্শক নাছির উদ্দিন জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনাকবলিত মিনিট্রাক ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। নিহতদের মরদেহ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ১৪ মার্চ ২০২৬
২৯ ফাল্গুন ১৪৩২

শিশু-শিক্ষার্থী-যুবকসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় শুক্রবার দশজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রংপুরে দুই ট্রাকচালক, ময়মনসিংহ ও খাগড়াছড়িতে দুই শিশু, কুড়িগ্রামে আরোহী, দিনাজপুরে যুবক, নেত্রকোনায় বৃদ্ধ, ঠাকুরগাঁওয়ে ব্যবসায়ী, চট্টগ্রামে আইনজীবী এবং নাটোরে হেলপার রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ইভার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে উপজেলার মেদুয়ারী ইউনিয়নের বরাইদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইভা উপজেলার নিঝুরী গ্রামের মানিক মিয়ার মেয়ে।

খাগড়াছড়ি : মানিকছড়ি মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট এলাকায় পিকআপের ধাক্কায় শিশু আল ওয়াসি মুহাম্মদ রাফির মৃত্যু হয়েছে। রাফি চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের এএসআই সানোয়ার হোসেনের ছেলে। রাফী মানিকছড়ির গিল্লিকলি কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড পাবলিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

রংপুর ও তারাগঞ্জ : তারাগঞ্জে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে দুই চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের খারুভাজ ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক ইদ্রিস আলী ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জলুলী গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে। অপর চালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কুড়িগ্রাম : উলিপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী মোস্তফা মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়কের আনন্দবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোস্তফা কুড়িগ্রাম পৌর শহরের সরদারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম ফটিক মিয়া।

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) : বীরগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নুর ইসলাম নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও মহাসড়কের বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নুর বিরল উপজেলার দক্ষিণ জগতপুর গ্রামের ঠাঠাড়িপাড়ার রজব আলীর ছেলে।

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) : পূর্বধলা উপজেলার ছোছাউড়া গ্রামে মোটরসাইকেল-ট্রাক্টির সংঘর্ষে বৃদ্ধ সজুদুল নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার সদর ইউনিয়নের স্টেশন বাজার-দেওটুকোন সড়কে ছোছাউড়া গ্রামের দর্জিবাড়িসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঠাকুরগাঁও : রাণীশংকৈল উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী আনন্দ কুমার সাহার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাণীশংকৈল-হরিপুর সড়কের বলিদ্বারা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আনন্দ কুমার রাণীশংকৈল পৌর শহরের 'আনন্দ বস্ত্রালয়ের' স্বত্বাধিকারী এবং বন্দর হাটখোলা এলাকার অজিত কুমার সাহার ছেলে।

চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলী : কর্ণফুলী উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় আইনজীবী কাওসার হোসেন সম্রাট নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বড়উঠান ডাকপাড়া এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। কাওসার দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রুহুল আমিনের ছেলে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে হেলপার জামাল সরদার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার গড়মাটি এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জামাল বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ থানাধীন নুরুল্লাপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর সরদারের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২ চৈত্র ১৪৩২, ১৬ মার্চ ২০২৬

খিলক্ষেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন জনের মৃত্যু, আহত ২

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর খিলক্ষেতের খাঁ পাড়া এলাকায় বৈদ্যুতিক কাজ চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই জন। গতকাল রবিবার বিকালের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, মো. রাজিব হোসেন (২৫), রাজ্জাক মিয়া (৫৭) ও ফরিদ জামান ওরফে কালু মিয়া (৬৪)।

খিলক্ষেত থানার ওসি আব্দুল আলীম বলেন, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই পিএলসির (ডেসকোর) একটি দল ঘটনাস্থলে কাজ করছিল। বিকালে তারা খাঁ পাড়া মন্দিরের পাশে তারের একটি বড় রোল ক্রেন দিয়ে ওপরে তোলার চেষ্টা চালান। তখন পাশের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির তারের সঙ্গে লেগে রোলের তার বিদ্যুতায়িত হয়। এতে সেখানে থাকা পাঁচ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাদের মধ্যে দুজনকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং একজনকে আসিয়ান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহত অপর দুই জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ওসি জানান, মৃতদের মধ্যে রাজীব হোসেনের বাড়ি বরগুনা সদরের ফুলঝুড়িতে। তার বাবার নাম মোনায়েম হোসেন। রাজ্জাক মিয়ার বাড়ি বরগুনা সদরের বাসুকি এলাকায়। তার বাবার নাম চাঁন মিয়া। আর ফরিদ জামানের বাবার নাম আব্দুস ছালাম। তার বাড়ি জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার বাট্টাজোড় এলাকায়।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৪ মার্চ ২০২৬

মালদ্বীপে বিস্ফোরণে নিহত পাঁচ বাংলাদেশি

প্রতিদিন ডেস্ক

মালদ্বীপের দিগুরা আইল্যান্ডে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন তাজউদ্দিন ইসলাম, সদর আলী, রবিন মোল্লা, সফিকুল ইসলাম ও নুরনবী সরকার।

আহত দুজন হলেন- জামাল উদ্দিন ও সাদ্দাম হোসেন। জানা গেছে, বিস্ফোরণের পর গেস্ট হাউসের ভিতর থেকে সাতজনকে গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ হাইকমিশন মালদ্বীপের শ্রম কাউন্সিলর সোহেল পারভেজ জানান, আহতদের মধ্যে একজনকে আইসিইউতে এবং অন্যজনকে ইমারজেন্সি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে; তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থলে খোঁজ নিতে হাইকমিশনের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় এবং নিহতদের লাশ দ্রুত পরিবারের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ দুর্ঘটনায় মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২ চৈত্র ১৪৩২, ১৬ মার্চ ২০২৬

রূপগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পিতার পর দগ্ধ পুত্রের মৃত্যু

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের গোলাকান্দাইল মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা পিতা আরফান মোল্লার পর এবার দগ্ধ পুত্র লিয়ন মোল্লার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে গোলাকান্দাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন-এ।

গত শনিবার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বাজার এলাকায় ব্যবসায়ী মজিবর রহমানের বাড়ির পাশে চারতলা বাড়ির ছাদে মালিক আরফান মোল্লা স্টেইনলেস স্টিল পাইপ বসানোর কাজ করছিলেন। এ সময় পাইপটি পাশ দিয়ে যাওয়া উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে স্পর্শ করলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই আরফান মোল্লার মৃত্যু হয়। এ সময় পাশে থাকা তার ছেলে লিয়ন মোল্লা ও মিস্ত্রি সাদিকুর রহমান বাড়ির মালিক আরফান মোল্লাকে বিদ্যুৎমুক্ত করতে গেলে তারা বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দগ্ধ হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হলে শনিবার সন্ধ্যায় মিস্ত্রি সাদিকুর রহমানের মৃত্যু হয়। গতকাল দুপুরে লিয়ন মোল্লা মারা যান।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দগ্ধ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম রাজা ঘোষ বলেন, শুধু অসচেতনতার কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে অন্যরা ছাড়াতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

বণিক বার্তা
শনিবার, মার্চ ১৪, ২০২৬ ■

বজ্রপাতে মৃত্যু

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বজ্রপাতে আকাশ মিয়া (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার চণ্ডীগড় ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আকাশ ওই গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য খোকন মিয়া। আকাশ মিয়া পেশায় রাজমিস্ত্রী ছিলেন। কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলে বজ্রপাতের শিকার হন তিনি।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নেত্রকোনা

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মার্চ ১৭, ২০২৬

পাঁচ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পাঁচ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রাজবাড়ীতে ফিলিং স্টেশন থেকে জ্বালানি তেল নেয়ার সময় ট্রাকচাপায় দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া রাজধানীর উত্তরা, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর ও বরিশালে আরো চারজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন সন্ধ্যায় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রাজবাড়ী : জেলার গোয়ালন্দ মোড় এলাকায় সপ্তবর্ণা ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল নেয়ার সময় ট্রাকচাপায় অন্য একটি ট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন গোয়ালন্দ মোড় এলাকার ব্র্যাক পাড়ার বাসিন্দা ইদ্রিস পাটোয়ারীর ছেলে ট্রাকচালক সোবাহান পাটোয়ারী (৪৫) ও ধামরাইয়ের নারেইল এলাকার সরলের ছেলে স্বপন (২২)।

ঢাকা : রাজধানীর উত্তরায় গাড়ির ধাক্কায় পরশ মিয়া নামে ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উত্তরার আজমপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পরশ মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা মধ্যনগর গ্রামের হামিদ ব্যাপারীর ছেলে। তিনি উত্তরা আজমপুর চালাবন এলাকায় থাকতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩ চৈত্র ১৪৩২, ১৭ মার্চ ২০২৬

মুলাদীতে ট্রাক-মাহিন্দ্রা সংঘর্ষে নিহত ১

আহত ৯

■ মুলাদী (বরিশাল) সংবাদদাতা

বরিশালের মুলাদীতে ট্রাক-মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষে আমিনুল সিকদার (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৮টার দিকে মুলাদী-মীরগঞ্জ সড়কের মুলাদী সদর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীপুর বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় কমপক্ষে আরো ৯ জন আহত হয়েছেন। মাহিন্দ্রাটি মুলাদী সিনেমা হলের সামনে থেকে যাত্রী নিয়ে মীরগঞ্জ ফেরিঘাট যাওয়ার পথে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্ঘটনার শিকার হয়। আহতরা হলেন, নেছার উদ্দীন সিকদার (৬৫), নুরুল ইসলাম (৪৫), মো. আরিফ হোসেন (৪০), মিরাজ ব্যাপারী (২৮), মো. হানিফ (২৪), আনছার খান (১৮), আজিজুল ইসলাম (২৮), সোহানুর রহমান (২৮) এবং মো. সাইদুল ইসলাম (৩০)।

মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মোসা. ইকরা আহমেদ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৯ জনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ মার্চ ২০২৬
৩ চৈত্র ১৪৩২

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় আহত সিকিউরিটি গার্ড আফাজ উদ্দিন মারা গেছেন। সোমবার রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ঢামেক হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এর আগে রোববার সকালে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হন। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আফাজ উদ্দিন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া চরকাওনা গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৩ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 17 March 2026

সিলেটে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ধলাই নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কালাইরাগ নতুনবাজার এলাকার ধলাই নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই জেলের নাম রাম চন্দ্র তালুকদার (৫৫)। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার মহানন্দ তালুকদারের ছেলে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কালাইরাগ নতুনবাজার এলাকার একটি কলোনিতে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, রাম চন্দ্র তালুকদারসহ সুনামগঞ্জের কয়েকজন মৎস্যজীবী নতুনবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং ধলাই নদীতে জাল দিয়ে মাছ শিকার করতেন। রোববার সন্ধ্যার পর রাম চন্দ্র একাই একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে নদীতে যান। এই সময় হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হয়। রাত ৯টার দিকে নদীতে থাকা অবস্থায় তিনি বজ্রপাতে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

প্রথম আলো
বুধবার, ১৮ মার্চ ২০২৬, ৪

ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিশুসন্তানসহ দম্পতি নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

টাঙ্গাইলে বাসচাপায় নিহত অটোরিকশার তিন আরোহী। রংপুরে এনসিপির সংসদ সদস্য আহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটিতে কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে শিশুসন্তানসহ এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম পৌরসভার মির্জারকোর্ট মডেল মসজিদের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পদক্ষেপ'-এর মাঠকর্মী দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার মনসাপুর গ্রামের শরিফুল ইসলাম (৩৫), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া আক্তার (৩০) ও তাঁদের চার মাস বয়সী ছেলে আবদুল্লাহ আল হুজাইফা। এ ঘটনায় তাঁদের ১০ বছর বয়সী আরেক ছেলেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাটগ্রামের কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেলে করে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন শরিফুল। শরিফুলের শ্যালক শামীম আহমেদ বলেন, 'ঈদের আনন্দ এভাবে শোকে পরিণত হবে, তা আমরা কেউ ভাবিনি।'

অটোরিকশার চালকসহ নিহত ৩

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার নল্যা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল বিকেলে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন উপজেলার সেনবাড়ী গ্রামের অটোরিকশাচালক আকবর আলী (৫৫), অটোরিকশার যাত্রী জামালপুরের বাংগালীপাড়া গ্রামের মো. ওমর ফারুক (৫০) ও সরিষাবাড়ী উপজেলার কামরাবাদ গ্রামের মো. খোকন মিয়া (৬০)।

এনসিপির সংসদ সদস্য আহত

ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য আতিকুর রহমান (আতিক মুজাহিদ)। দুর্ঘটনায় তিনি পায়ে ও কোমরে আঘাত পেয়েছেন। তাঁর গাড়িচালকও আহত হয়েছেন।

গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের কাউনিয়া বেইলি ব্রিজের পূর্ব দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আতিক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক।

কাউনিয়া থানার ওসি এম নাজমুল বলেন, সংসদ সদস্যকে বহনকারী মাইক্রোবাসটি ঢাকা থেকে ফিরছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় সংসদ সদস্যের গাড়িটি সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।

আতিকের মামা হেলাল উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, আতিক হালকা আঘাত পেয়েছেন।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৫ চৈত্র ১৪৩২
Thursday 19 March 2026

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল সিএনজি চালকসহ ৩ যাত্রীর

প্রতিনিধি, ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বাসের ধাক্কায় সিএনজি চালক সহ দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে ধনবাড়ী পৌর এলাকার নলহরা (নল্যা) গ্রামীন ব্যাংকের সামনে এ মর্মান্তিক দুর্ঘনা ঘটে।

ধনবাড়ী থানার এসআই বজলুর রহমান জানান, জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা মধুপুরগামী একটি যাত্রীবাহি সিএনজি ধনবাড়ীর নলহরা (নল্যা) গ্রামীন ব্যাংক এলাকায় পৌঁছলে অন্যদিক ঢাকা থেকে ছেড়ে ছাড়া জামালপুরগামী এক অজ্ঞাত বাসের ধাক্কায় সিএনজিটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই সিএনজির চালকের মৃত্যু হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদেরকে উদ্ধার করে ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মৃত ঘোষণা করেন। এঘটনায় নিহতের স্বজনদের কোন অভিযোগ না থাকায় আইনী প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

নিহত সিএনজি চালক টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর পাইস্কা ইউনিয়নের সেনবাড়ী এলাকার মৃত. মোহাম্মদ আলীর ছেলে আকবর হোসেন (৫৫)। নিহত যাত্রীরা হলেন- জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার কামরাবাদ এলাকার খোকন হোসেন (৬০) ও বাউসী বাঙ্গালীপাড়ার তোরাপ মুন্সীর ছেলে ফারুক মুন্সী (৫০) তিনি পেশায় নাওগলা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬

কচুয়ায় অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকের মৃত্যু

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার জগতপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার ভোররাতে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৬ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

কচুয়া থানার ওসি মো. নোরহান উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয় এবং মরদেহ উদ্ধার করে চাঁদপুর মর্গে প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘুমন্ত বাজারে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শাহরাস্তি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তারা দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে- আনোয়ার হোসেন, ইসরাফিল মিয়া ও মোহাম্মদ নুরুল আলমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পাশাপাশি ইউসুফ আলীর স্যানিটারি দোকান, নূর মোহাম্মদের ফার্নিচার ও জুয়েল রানার অটো পার্টসের দোকান।

অগ্নিকাণ্ডের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হলো- আক্তার হোসেন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু। তিনি স্থানীয় শাহ আলম সিএনজি গ্যারেজের কর্মচারী ছিলেন। প্রতিদিনের মতো সেদিন রাতেও তিনি জুয়েল রানার অটো পার্টসের দোকানে ঘুমিয়ে ছিলেন। দোকানটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় আগুন লাগার পর তিনি বের হতে পারেননি। পরে ভস্মীভূত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০২৬ ■ চৈত্র ৫, ১৪৩২ বণিক বার্তা

বাড়ি যাওয়ার পথে বগুড়ায় মাইক্রোবাস উল্টে নিহত ৩

তিন জেলায় আরো চারজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে বগুড়ার শেরপুরে যাত্রীবাহী হাইয়েস মাইক্রোবাস মহাসড়কের ডিভাইডারের ধাক্কা লেগে তিনজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয়রা বলছেন, দুর্ঘটনার আগে গাড়িটিতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। গতকাল সকাল পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ছোনকা কলেজ রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বগুড়া : ঢাকা থেকে রংপুরগামী একটি মাইক্রোবাস বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ছোনকা এলাকায় পৌঁছলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মাইক্রোবাসটি রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে একজন ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর আরো একজন মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন। নিহতরা হলেন মাইক্রোবাসের চালক রিন্টু (৪৭), যাত্রী শিউলী বেগম (৪৮) ও তায়েবা খাতুন (৩৫)। পুলিশ তাদের পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে।

বগুড়ার শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. বখতিয়ার হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থাও গুরুতর ছিল।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ ২০২৬
৫ চৈত্র ১৪৩২

পুঠিয়ায় ট্রাকচাপায় বাবা-ছেলে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়নের বড়ধুশিয়া এলাকায় কুমিল্লা-মিরপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জালাল উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের নাগাইশ গ্রামের মৃত ফজলুর রহমানের ছেলে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সৈয়দপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী প্লাবন হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে শহরের ওয়াপদা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্লাবনের বাবার নাম ইয়াসিন আলী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাভার্ডভ্যানচাপায় অটোরিকশাচালক আশিক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মালিহাতা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আশিক সদর উপজেলার বুধল ইউনিয়নের মালিহাতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের ইরা মিয়ার ছেলে।

ভোলা : বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ হাসান নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে জেলা সদরের ইলিশা বাঘেরহাওলা মাদ্রাসাসংলগ্ন মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজবাড়ী : কালুখালীতে বাস-প্রাইভেটকার সংঘর্ষে একই পরিবারের তিন সদস্যসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কালুখালীর চাঁদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কচুয়া (চাঁদপুর) : কচুয়া উপজেলায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে খালে পড়ে পুড়ে গেছে বাস। তবে এতে কোনো যাত্রী না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বুধবার রাতে কচুয়া-সাচার-গৌরীপুর সড়কের সাজিরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১১ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 25 March 2026

লালপুরে ট্রাকচাপায় ইজিবাইকের ৩ যাত্রী নিহত, আহত ৪

প্রতিনিধি, লালপুর (নাটোর)

নাটোরের লালপুরে ট্রাকচাপায় ইজিবাইকের ৩ যাত্রী নিহত এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার নবীনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- লালপুর উপজেলার ছোট বাদকয়া গ্রামের জোহাকুল মাস্টারের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৫০), সেকেন আলীর ছেলে মনিরুল (২৭) ও ফকির আলীর ছেলে বাবুল (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে লালপুর থেকে ঈশ্বরদীর উদ্দেশে একটি ইজিবাইক যাওয়ার পথে নবীনগর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সেটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই জাহিদুল ও হাসপাতালে নেয়ার পথে মনিরুলের মৃত্যু হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবুলের মৃত্যু হয়।

আহতদের মধ্যে বড় বাদকয়া গ্রামের ইজিবাইক চালক সিদ্দিক আলীর ছেলে মো. রাব্বি (২২), অজিত সাহার ছেলে মিঠুন সাহা (৩৫) এবং রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে মজনু (৪০) ও ফজলুর রহমানের ছেলে রাজিব (২৫) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকের চালক ও সহকারী পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় এবং দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ ২০২৬, ১২ চৈত্র ১৪৩২

তিন স্থানে পুড়ল ৩৯ স্থাপনা

রূপান্তর ডেস্ক

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে সৃষ্ট আগুনে অন্তত ২৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ভূঁইয়ারহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী হারুন জানান, মঙ্গলবার রাত ৪টায় অটোরিকশার গ্যারেজের চার্জার থেকে আগুনের সূত্রপাত হলে নিমেষেই ২৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ সময় অটোমোবাইল, চালের আড়ত, মুদি দোকানসহ বিভিন্ন দোকান পুড়ে গিয়ে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক ফরিদ উদ্দিন জানান, আগুনের খবর পেয়ে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কোথা থেকে আগুনের সূত্রপাত তা নিশ্চিত করা যায়নি।

পঞ্চগড় বাজারের টিনপট্টি এলাকায় গত মঙ্গলবার ভয়াবহ আগুনে ৬টি দোকানের সব মালামালসহ মোট ১০টি দোকান পুড়ে গেছে। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুনে কাপড়ের দোকান, হার্ডওয়্যার দোকানসহ ৬টি দোকান পুড়ে গেছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও ৪টি দোকান। তাৎক্ষণিক অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। তবে ধারণা করা যাচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। পঞ্চগড় ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক ফরহাদ হোসেন বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসি। আমাদের রিজার্ভ পানি এবং পৌরসভার রিজার্ভ ট্যাংকি থেকে পানি নিয়ে দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।'

কুড়িগ্রামের উলিপুরে আগুনে পাঁচটি ঘর পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের জনতারহাট এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত নওশের আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম জীবিকার তাগিদে ঢাকায় একটি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। ঘটনার সময় তার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ করে রাতের আঁধারে রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত দেখতে পান তারা। তাৎক্ষণিকভাবে এলাকাবাসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের গোয়ালঘর, বসতঘরসহ পাঁচটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এতে গোয়ালঘরে থাকা চারটি গরু আগুনে পুড়ে মারা গেছে। খবর পেয়ে উলিপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। উলিপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৬, ২০২৬

পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদীতে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারের দুই শ্রমিক নিহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর বাউফলে লোহালিয়া নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় তরমুজবাহী ট্রলারে থাকা দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে উপজেলার বামনিকাঠি লঞ্চঘাটসংলগ্ন নৌপথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর ট্রলারটি প্রায় ৪০০ তরমুজসহ নদীতে ডুবে যায়। আহত হয়েছেন আরো দুজন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন রাঙ্গাবালী উপজেলার চরবেস্তিন গ্রামের আলী ফকিরের ছেলে নাসির ফকির (৩৬) ও নলুয়া গ্রামের-আজাদ হাওলাদারের ছেলে রেজাউল হাওলাদার (৩৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাঙ্গাবালী থেকে চারজন তরমুজচাষী ৪০ হাজার টাকায় একটি ট্রলার ভাড়া করেন। সঙ্গে দুজন ট্রলার মালিককে নিয়ে প্রায় ৪০০ তরমুজসহ বরিশালের উদ্দেশে রওনা হন। একই সময় ঢাকা থেকে পটুয়াখালী যাচ্ছিল এমভি আওলাদ-৭ নামে একটি ডাবল ডেকার লঞ্চ। ভোর সাড়ে ৩টার দিকে বামনিকাঠি এলাকায় ট্রলারটিকে ধাক্কা দেয় লঞ্চটি। এতে ট্রলারটি ডুবে যায়। ট্রলারে ছয়জন ছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন কেবিনে অবস্থান করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বের হতে পারলেও রেজাউল ও নাছির ভেতরে আটকা পড়েন। এ ঘটনার পর এমভি আওলাদ-৭ লঞ্চটির রুট পারমিট ও সময়সূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে বিআইডব্লিউটিএ।

বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর থেকেই পুলিশ সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৯ মার্চ ২০২৬

স্বজনদের আর্তনাদে ভারী বাতাস

টাঙ্গাইলে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ৫

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে সংঘটিত মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচজনের লাশ গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধায় আনা হয়েছে। পাঁচজনের মধ্যে একই পরিবারের দুজন রয়েছেন। গতকাল সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের নিজপাড়া গ্রামে তাদের বাড়িতে আনা হয়। লাশ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বজনদের আহাজারিতে শোকের ছায়া নেমে আসে পুরো এলাকায়। ঈদের ছুটি শেষে জীবিকার তাগিদে ঢাকায় ফেরার পথে এ হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। পরে দুপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়। নিহতরা হলেন নিজপাড়া গ্রামের হামিদুল ইসলাম ওরফে হাম্বুর স্ত্রী নার্গিস অক্তার (৪০) ও তার ছেলে নীবর মিয়া (১৫) এবং সুলতান মাহমুদ (৩০), রিপা (২০) ও ছত্রগাছা গ্রামের দোলা বেগম (৪২)। তারা সবাই গামেন্টশ্রমিক হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য শাহাদত হোসেন বলেন, ঈদের ছুটি শেষে গত শুক্রবার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন তারা। পথিমধ্যে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে তাদের মৃত্যু হয়।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মার্চ ২৭, ২০২৬

কুমিল্লায় বাসের ধাক্কায় প্রাইভেট কারের পাঁচ যাত্রী নিহত

চার জেলায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক

কুমিল্লায় বাসের ধাক্কায় প্রাইভেট কারের পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য। গতকাল সন্ধ্যায় বুড়িচং উপজেলার কালাকচুয়া মিয়ামি হোটেলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া কক্সবাজারে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে আরো তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। রাঙ্গামাটিতে যাত্রীবাহী বাস উল্টে ১৯ জন আহত হয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কুমিল্লা: ঢাকা থেকে একটি প্রাইভেট কার নোয়াখালী যাচ্ছিল। বুড়িচং উপজেলার কালাকচুয়া মিয়ামি হোটেলের সামনে স্টারলাইন পরিবহনের ধাক্কায় প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারচালক জামাল হোসেন (৫২) নিহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় শিশুসহ চারজনকে ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চারজনের মৃত্যু হয়। তারা হলেন আব্দুল মুমিন (৪৮) ঝর্ণা আক্তার (৪২), লাবিবা আক্তার (১৪) ও আরশাদ (১০)। তারা নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী এলাকার বাসিন্দা।

ময়নামতি হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুল মুমিন জানান, স্টার লাইন পরিবহনের সঙ্গে প্রাইভেট কারের সংঘর্ষ হয়। এতে একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটিও উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

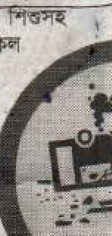

প্রথম আলো
শনিবার, ২৮ মার্চ ২০২৬,

চালক ও নারীসহ তিন জেলায় চারজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

নাটোর, কুমিল্লা ও গাজীপুরে এসব প্রাণহানি হয়। যশোরে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রীদের।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাইভেট কারের চালক, অটোরিকশার যাত্রী ও একজন নারী রয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার ভোর থেকে দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার থানা মোড় এলাকায় গতকাল ভোরে মহাসড়কে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন প্রাইভেট কারের চালক সাগর হোসেন (২৯)। তিনি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বোয়ালমারী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ঢাকা থেকে মেহেরপুরগামী প্রাইভেট কারটির সঙ্গে ঢাকাগামী ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা হবে।

কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার কালিকাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল দুপুরে মহাসড়কে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী আবদুল জলিল (৭০)। তাঁর বাড়ি উপজেলার সুবিল ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামে। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর নিউ সুগন্ধা পরিবহন নামের ওই বাসের চালক মো. রাজা মিয়াকে স্থানীয় লোকজন পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। তাঁর বাড়ি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার মোহনপুর গ্রামে।

মিরপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক আনিসুর রহমান বলেন, পিটুনিতে আহত বাসচালককে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পৃথক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে জিরানী এলাকায় মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় ট্রাকচাপায় নিহত হন সাহেদা বেগম (৬৫)। তিনি সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার হরিনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি কালিয়াকৈরে ছেলের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। ভোরে মহাসড়কের খাড়াজোড়া এলাকায় বাসচাপায় নিহত হন এক ব্যক্তি (৬০)। তাঁর পরনে ছিল চেক লুঙ্গি ও সাদা পাঞ্জাবি। স্থানীয় লোকজনের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি সেখানে কয়েক দিন ধরে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।

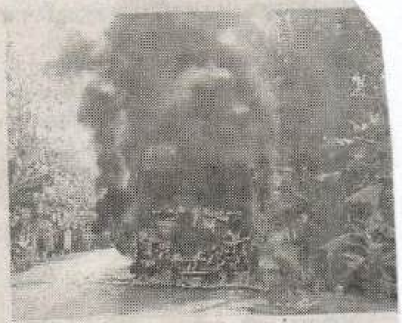

চলন্ত অবস্থায় আগুন লেগে যায় যাত্রীবাহী বাসটিতে। গতকাল বিকেলে যশোরের ফতেপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ড

যশোর সদর উপজেলায় 'যান্ত্রিক ত্রুটি'র কারণে একটি চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে যাত্রীরা দ্রুত দরজা ও জানালা দিয়ে নেমে যাওয়ায় কেউ হতাহত হননি। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে যশোর-নড়াইল জাতীয় মহাসড়কের ফতেপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে দেখা যায়, বাসটি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে যশোর থেকে অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে নড়াইল এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি বাস ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। বাসটি ফতেপুর এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনে আগুন দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন বাসের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বাসটি বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে জানালা ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় মহাসড়কে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, যশোর থেকে বাসটি ছাড়ার আগে চালক বাসটির ইঞ্জিনে ত্রুটির কথা জানান বাসমালিকদের। এরপরও মালিকদের জোরাজুরিতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩০ মার্চ ২০২৬

সড়কে দুই শিশুসহ আটজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ আটজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর-

বরিশাল : গৌরনদী উপজেলায় বাস খাদে পড়ে নারীসহ দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- বরিশাল নগরীর গুরুদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী ইতি চক্রবর্তী (৪৫) ও স্বরূপকাঠি উপজেলার দক্ষিণ কৌড়িখাড়ার পবিত্র মজুমদার (৫০)। **দিনাজপুর :** বিরামপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বালুবাহী ট্রাকের পেছনে স্লিপার বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হন। আরও ছয় যাত্রী আহত হন। নিহতরা হলেন মুন্সীগঞ্জের মোশাররফ হোসেন বাবু (৫৭) ও বাসচালকের সহকারী দিনাজপুরের রাজিউল ইসলাম (২৫)। **বগুড়া :** আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় হাবিবা খাতুন (৪) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। হাবিবা একই এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে। **কিশোরগঞ্জ :** ভৈরব উপজেলার শম্ভুপুর এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের চালক মিরাজ (৪১) নিহত হন। **মেহেরপুর :** শহরের কোর্টপাড়ায় ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ইমন (৩০) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। **ঝিনাইদহ :** কালীগঞ্জে আলমসাধু চাপায় মরিয়ম (৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। **নীলফামারী :** ডোমার বাস, ট্রাক ও অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন।

বরিশালে বাস উল্টে খাদে

যুগান্তর | শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০২৬
১৩ চৈত্র ১৪৩২

ফেরিতে উঠতে গিয়ে পদ্মায় বাসডুবি

চালকসহ ২৬ লাশ উদ্ধার দুই তদন্ত কমিটি গঠন

আর কেউ নিখোঁজ নেই, উদ্ধার অভিযান স্থগিত

টিসি কর্মকর্তার অবহেলার অভিযোগ

রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পদ্মায় বাসডুবির ঘটনায় চালকসহ ২৬ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। বাসডুবিতে আর কেউ নিখোঁজ নেই বলে জানান রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর মো. হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, যেহেতু কেউ তাদের কোনো স্বজনের সন্ধান করছেন না সেহেতু বলা যায় কেউ আর নিখোঁজ নেই।

এদিকে বাসডুবির ঘটনায় টিসি (টার্মিনাল চার্জ) কর্মকর্তার অবহেলাকে দায়ী করেছেন বাসের সুপারভাইজার মনির হোসেন। তিনি বলেন, ঘাট ব্যবস্থাপনায় তার গাফিলতির কারণেই বাসটি নদীতে পড়েছে। এখানে অন্য কারও দোষ নেই। তবে টিসি কর্মকর্তা বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, ফেরিঘাটে আমার দপ্তরের সবাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছিল, যদি কেউ আমাদের গাফিলতির কথা বলে সেটা সঠিক নয়। বাসডুবির ঘটনায় আমাকেও তদন্ত কমিটির সদস্য রাখা হয়েছে।

২৬ লাশ উদ্ধারের পর বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উদ্ধার অভিযান স্থগিতের ঘোষণা দেন ফরিদপুরের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন।

এ বিষয়ে গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাথী দাস বলেন, আপাতত উদ্ধার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। যদি কারও কোনো স্বজন নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে আবারও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হবে। আমরা দুপুর ১টা পর্যন্ত কারও কোনো অভিযোগ পাইনি। এ বিষয়ে জরুরি ক্ষেত্রে ০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বাসটি নদীতে পড়ার আগে যাত্রীদের কয়েকজন বিভিন্ন কারণে বাস থেকে নেমেছিলেন। এছাড়া ডুবন্ত বাসের জানালা দিয়েও কয়েকজন বের হয়ে সাঁতরে ওপরে উঠে আসেন।

বুধবার রাত ১টার দিকে দৌলতদিয়া ঘাটে আসেন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। এর আগে রাত সাড়ে ১২টার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি কমিটি ৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। এছাড়া নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের আরেকটি কমিটি ৩ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।

তিনি জানান, লাশগুলো শনাক্তের পর জেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জনের মাধ্যমে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। দাফনের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া আহত কেউ থাকলে তাকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান আরও বলেন, উদ্ধার অভিযানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখেন এবং স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

এ সময় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এমপি, রাজবাড়ী-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. হারুন-অর-রশিদ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা, জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ, জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুস সালাম মিয়া, গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাথী দাস, ওসি মুমিনুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২৬ লাশের পরিচয় : রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার পশ্চিম খালখোলার আরব খানের ছেলে বাসটির চালক আরমান খান (৩১), রাজবাড়ী পৌর শহরের ভবানীপুর এলাকার মৃত ইসমাইল হোসেন খানের স্ত্রী রেহেনা আক্তার (৬১) ও ছেলে আহনাফ তাহমিদ খান (২৫), একই এলাকার বিল্লাল হোসেনের মেয়ে ফাইজ শাহানূর (১১), সজ্জনকান্দার মৃত ডা. আবদুল আলীমের মেয়ে জহুরা অন্তি (২৭), কাজী মুকুলের ছেলে কাজী সাইফ (৩০), কেবিএম মুসাব্বিরের ছেলে তাজবিদ (৭), পৌর শহরের সোহেল মোল্লার মেয়ে সোহা আক্তার (১১), রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের সোবহান মণ্ডলের মেয়ে লিমা আক্তার (২৬), একই ইউনিয়নের বড় চর বেনি নগর গ্রামের মান্নান মণ্ডলের স্ত্রী জ্যোস্না (৩৫), দাদশী ইউনিয়নের আগমারাই গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে সাবিত হাসান (৮), গোয়ালন্দ উপজেলার ছোটভাকলা ইউনিয়নের চর বারকি পাড়া গ্রামের রেজাউল করিমের স্ত্রী মর্জিনা আক্তার (৩২), রেজাউলের মেয়ে সাফিয়া আক্তার রিছি (১২), রাজবাড়ীর কালুখালি উপজেলার মদেন্দ্রপুর ইউনিয়নের বেলগাছি গ্রামের আব্দুল আজিজের স্ত্রী নাজমিরা জেসমিন (৩০), একই ইউনিয়নের রতনদিয়া গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে আব্দুর রহমান (৬), বেলগাছি গ্রামের আকসারের ছেলে আশরাফুল (৩৫), বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত সানাউল্লাহর ছেলে মো. জাহাঙ্গীর (৫৫), কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাগড়বাড়ীয়া গ্রামের হিমাংশু বিশ্বাসের ছেলে রাজীব বিশ্বাস (২৮), জেলার খোকসা উপজেলার সমাজপুর ইউনিয়নের ধুশুন্দু গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ইস্রাফিল (৩), কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৮নং ওয়ার্ডের মজমপুর গ্রামের আবু বক্কার সিদ্দিকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৬), খোকসা উপজেলার সমসপুর গ্রামের গিয়াসউদ্দিন রিপনের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১৩), ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার কাচেরকোল ইউনিয়নের নুরুজ্জামানের ৭ মাস বয়সি শিশুপুত্র আরমান, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার আমতলী ইউনিয়নের নোথায়া গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মুক্তা খানম (৩৮), রাজবাড়ীর কালুখালি উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ঝাউগ্রামের মজনু খানের ছেলে উজ্জল খান (৩০), দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের মাথুয়ারাই গ্রামের মৃত নূর ইসলামের স্ত্রী নাছিমা (৪০) এবং ঢাকার আশুলিয়া উপজেলার বাগধুনিয়া পালপাড়ার মো. নুরুজ্জামানের স্ত্রী আয়েশা আক্তার সুমা (৩০)।

কুষ্টিয়ার তিনজনের দাফন : কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জানান, বাসডুবিতে কুষ্টিয়ার চারজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে কুষ্টিয়ার খোকসার সন্তোষপুর গ্রামের দোয়লোয়ার হোসেনের তিন বছরের ছেলে ইসরাফিলের লাশ বাড়িতে আনা হয়। প্রায় একই সময়ে নিহত আয়শা সিদ্দিকার (১৩) লাশ শোমসপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নিহত রাজিব বিশ্বাসের (২৬) লাশ বহন করা অ্যাম্বুলেন্সটি তার গ্রামের বাড়ি খাগড়বাড়িয়ায় পৌঁছায়। অপরজন কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৬)। একে একে লাশগুলো পৌঁছানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে গ্রামগুলোতে শোকাহত মানুষের ঢল নামে। এ সময় স্বজন-প্রতিবেশীদের আর্তনাদে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এদের মধ্যে ৩ জনকে দাফন করা হয়েছে। আরেকজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

নিহতদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে লিগ্যাল নোটিশ : বাসডুবিতে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ন্যূনতম ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি জানানো হয়েছে। বুধবার সুপ্রিমকোর্টের তিন আইনজীবী অ্যাডভোকেট নেওয়াজুল আসিফ সাদ, ব্যারিস্টার রাফি জি রহমান ও অ্যাডভোকেট জায়েদ বিন নাসের যৌথভাবে জনস্বার্থে এই নোটিশটি পাঠান। নোটিশে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী, নৌপরিবহণমন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, সেতু বিভাগের সচিব এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ২৯ মার্চ ২০২৬
১৫ চৈত্র ১৪৩২

ঝড় শিলাবৃষ্টি

বজ্রপাতে ঝিনাইদহ ফরিদপুর ও নওগাঁয় ৪ কৃষকের প্রাণহানি

- রংপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও পঞ্চগড়ে গাছচাপায় দুই বৃদ্ধার মৃত্যু
- লালমনিরহাটে খোলা আকাশের নিচে শত শত পরিবার
- বিভিন্ন স্থানে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

যুগান্তর ডেস্ক

ঝিনাইদহ, ফরিদপুর ও নওগাঁয় বজ্র পাতে চার কৃষকের প্রাণহানি হয়েছে। রংপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এবং পঞ্চগড়ে ঝড়ে গাছ উপড়ে চাপা পড়ে মারা গেছেন দুই বৃদ্ধা। লালমনিরহাটে শিলাবৃষ্টিতে শত শত ঘরের টিন ছিদ্র হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। অনেক পরিবার খোলা আকাশের নিচে চরম কষ্টে দিনযাপন করছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। দেশজুড়ে বজ্র সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এ সময় কমবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির প্রবণতা থাকবে। আর বুধবার থেকে বাড়তে পারে গরম। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : ঢাকাসহ সারা দেশে বজ্র সহ বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজসহ আগামী দুদিন দেশের সব বিভাগেই কয়েক জায়গায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু এলাকায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই পরিস্থিতি পরদিনও থাকতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার পর্যন্ত এই তাপমাত্রা কমার প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে বুধবারের পর বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে তাপমাত্রা আবার বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়ার সিনপটিক অবস্থা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৭ মার্চ ২০২৬ ॥

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরায় বাসের ধাক্কায় পথচারী অটোরিকশাচালক মো. জাহাঙ্গীর (৩৮) নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে উত্তরার রাজলক্ষ্মী মার্কেট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় এ ঘটনা ঘটে। নরসিংদীর রায়পুরা কাচারি কান্দি গ্রামের মৃত আরব আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর। বর্তমানে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টর এলাকায় থাকতেন। এক ছেলে এক মেয়ের পিতা ছিলেন তিনি। জাহাঙ্গীরের ভাই আলমগীর জানান, বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হওয়ার পর তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর ঢামেক হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বজ্রপাতে ঝিনাইদহ ফরিদপুর ও নওগাঁয় ৪ কৃষকের প্রাণহানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্কে বলা হয়, লঘুচাপের একটি বর্ধিতাংশ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। পাশাপাশি মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করায় বৃষ্টিপাতের এই প্রবণতা তৈরি হয়েছে। শনিবার আবহাওয়া অফিস জানায়, ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দিনাজপুরে। এছাড়া রংপুরে ৪০ মিলিমিটার, ডিমলায় ৩২ মিলিমিটার, রাজারহাটে ২৯ মিলিমিটার এবং কিশোরগঞ্জের নিকলীতে ১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, খুলনাসহ অন্যান্য অঞ্চলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৩৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেঁতুলিয়ায় ১৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সাময়িক এই বৃষ্টিপাতের ফলে গরমের তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে, তবে মাসের শুরুতেই আবার তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

ঝিনাইদহ : শৈলকুপা উপজেলার ওমেদপুর ইউনিয়নের খড়িবাড়িয়া গ্রামে বজ্র পাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৪ জন। শনিবার দুপুর ১২টার দিকে গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। হতাহতের খবর নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আল মামুন। মৃত ব্যক্তিরা হলেন খড়িবাড়ী গ্রামের প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে অপু এবং সুনীল বিশ্বাসের ছেলে সমির। গুরুতর আহতদের মধ্যে রনজিৎকে শৈলকুপা এবং অপর তিনজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানান শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। হতাহতরা সকালে মাঠে পেঁয়াজখেতে কাজ করতে যান।

নওগাঁ : পত্নীতলায় জমি থেকে গম কাটার সময় বজ্র পাতে আশরাফ আলী নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। শনিবার সকালে উপজেলার শিহারা ইউনিয়নের তেপুকুরিয়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া আশরাফ আলী উপজেলার শীতল গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে। পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, মাঠে গম কাটতে গিয়ে বজ্র পাতে কৃষক আশরাফের মৃত্যু হয়েছে। আহত বাকি চারজন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রংপুর : আকস্মিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাতভর দমকা হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু এবং একই পরিবারের আরও চারজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে নগরীর বাহার কাছনা রামগোবিন্দ বাঙ্গীটারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া কাজলী বেগম ওই এলাকার চা বিক্রেতা সাইফুল ইসলামের স্ত্রী। পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতের ঝড়ে সাইফুল ইসলামের বাড়ির বিদ্যুতের মিটারের একটি তার ছিঁড়ে গিয়ে টিনের ঘরের সঙ্গে লেগে থাকে। এতে পুরো ঘর বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। শনিবার সকালে নামাজ আদায়ের জন্য ঘরের দরজায় হাত দিলে কাজলী বেগম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী সাইফুল ইসলাম, মেয়ে সাবরিনা, ভাসুর হাফিজুল ইসলাম ও ভাবি রত্না বেগমও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হন। তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে কাজলী বেগমের মৃত্যু হয়। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাহার কাছনা এলাকার সিটি পুলিশ সদস্য রফিকুল ইসলাম।

ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ভুট্টা, ধান ও বিভিন্ন শাকসবজির খেত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। অনেক খেতেই শিলার আঘাতে গাছ ভেঙে পড়েছে এবং ফলন নষ্ট হয়ে গেছে। জেলা কৃষি কর্মকর্তা রোকনুরজ্জামান বলেন, রাত থেকে ভোর পর্যন্ত দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিপাতে কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রংপুর আবহাওয়া অফিস জানায়, শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলায় ৪৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়াবিদ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, মৌসুমি বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ ধরনের ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা আরও কিছুদিন থাকতে পারে।

পঞ্চগড় : ঝড়ে গাছ উপড়ে বসতঘরের ওপর পড়ে চাকতি বালা নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ১টায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার সদর ইউনিয়নের চাঁনপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। চাকতি বালার ছেলে হরেন চন্দ্র বলেন, প্রচণ্ড ঝড়ে বাড়ির পাশের একটি বিশাল গাছ উপড়ে ঘরের ওপর পড়ে। এতে ঘরটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চাকতি বালা গাছের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পঞ্চগড় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকতি বালার পরিবারের হাতে ২০ হাজার টাকা, চাল ও শুকনা খাবার তুলে দেন।

কিশোরগঞ্জ : নজিরবিহীন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে কিশোরগঞ্জে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বোরো চাষিদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত হিসাবানুযায়ী ৩ হাজার ৮৬৪ হেক্টর বোরো জমি এমন ক্ষয়ক্ষতির দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে এর পরিমাণ ১০ হাজার হেক্টরেরও বেশি বলে দাবি ভুক্তভোগী বোরো চাষিদের।

লালমনিরহাট : লালমনিরহাটে ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ জনপদ। শুক্রবার মধ্যরাতে জেলার পাঁচটি উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ি ও উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শিলার আঘাতে শত শত ঘরের টিন ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। বর্তমানে অনেক পরিবার খোলা আকাশের নিচে চরম কষ্টে দিনযাপন করছে। শুক্রবার রাত ১২টার দিকে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এবং বড় আকারের শিলাবৃষ্টি। ঝড়ে অনেক ঘরবাড়ির চাল ও বেড়া উড়ে গেছে। বিশাল আকৃতির শিলার আঘাতে ঘরবাড়ির টিন ছিদ্র হয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকে আসবাবপত্র ও গৃহস্থালি সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছপালা পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে পুরো জেলায়। শনিবার সকালে অনেক পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির পাশে খোলা মাঠে বা পলিথিন টাঙিয়ে আশ্রয় নিতে দেখা গেছে।

লালমনিরহাট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মীর ফয়সাল আলী বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ মাঠপর্যায়ে চলছে। আমরা ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করেছি। সরকারি বরাদ্দ হাতে পেলেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।'

ফরিদপুর : ফরিদপুরে বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করার সময় বজ্র পাতে দেলোয়ার হোসেন নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার মেনদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক দেলোয়ার হোসেন মেনদিয়া গ্রামের আফসার সরদারের ছেলে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামে ঝড়সহ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঝড়সহ শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধানসহ শাকসবজির ক্ষতি হয়। কৃষকরা জানান, এ মৌসুমে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় চলতি মৌসুমে পাট, সবজিসহ বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হবে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, হঠাৎ শিলাবৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করা যায়নি।

যুগান্তর | রোববার ২৯ মার্চ ২০২৬
১৫ চৈত্র ১৪৩২

মোটরসাইকেল টেনে নিল বাস, বিএনপি নেতা নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় দ্রুতগতির একটি বাস একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার টেনে নিয়ে গেছে। এতে মোটরসাইকেলের আরোহী এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। এছাড়া জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। রাজধানীসহ আরও পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৭ জনের। তাদের মধ্যে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে কলেজছাত্র ও উত্তরায় বৃদ্ধ, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পৃথক দুর্ঘটনায় দুইজন, চাঁদপুরে শিশু, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এনজিও কর্মী এবং কুমিল্লার হোমনায় যুবক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

নাটোর ও বড়াইগ্রাম : বড়াইগ্রামে দ্রুতগামী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত আব্দুল আজিজ পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। শুক্রবার রাতে বড়াইগ্রামের রাজ্জাক মোড়ে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, আব্দুল আজিজ মোটরসাইকেলে বাড়িতে ফিরছিলেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে তিনি মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। ঢাকাগামী একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেলটি বাসের চাকায় আটকে যায়। চালক প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত মোটরসাইকেলসহ বাসটি চালিয়ে নিয়ে যান। এতে তিনি মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ট্রাকচাপায় নিহত ইজিবাইকচালক মিন্টু মিয়া সিংড়া উপজেলার বিজয় নগর এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে। শুক্রবার রাতে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের নাটোর সদরের নওপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৭ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 31 March 2026

ঘোড়াঘাটে ট্রাক দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ১

প্রতিনিধি, হিলি (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে বালুবোঝাই বিকল ট্রাকের পেছনে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকের ধাক্কায় একজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন।

গত রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঘোড়াঘাট ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হন নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার কেয়াপাড়া গ্রামের আপন চন্দ্র দাস (২৬)। আহত চালক বিকাশ চন্দ্র দাস (৩০) ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকল হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালুবোঝাই ট্রাকের পেছনে দ্রুতগতির গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ধাক্কা দিলে ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে চালক ও সহকারী কেবিনে আটকা পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেবিন কেটে একজনের মরদেহ ও আহত চালককে উদ্ধার করে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৫ চৈত্র ১৪৩২

কালবৈশাখীতে লণ্ডভণ্ড ঘরবাড়ি নারীসহ প্রাণ গেল চারজনের

- পাঁচ জেলায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি
- উপড়ে গেছে গাছপালা, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি
- অচল হয়ে পড়েছে অনেক স্থানের বিদ্যুৎ সরবরাহ

রূপান্তর ডেস্ক

পঞ্চগড়ে আকস্মিক ঝড়ে গাছ ভেঙে ঘরে চাপা পড়ে চাকাতি বালা (৭৫) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১টার দিকে সদর উপজেলার চানপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পৌরশহরসহ উপজেলা জুড়ে হাজারেরও বেশি ছোট-বড় গাছ উপড়ে গেছে। অসংখ্য বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ভুট্টা, মরিচ ক্ষেতসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রথমে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় শুরু হয়। প্রচণ্ড বাতাসে চাকাতি বালার বসতঘরের পাশে থাকা একটি বিশাল 'সড়কজিয়া' গাছ উপড়ে পড়ে। এতে ঘরটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চাকাতি বালা গাছের নিচে চাপা পড়েন। ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ছাড়া, উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের ঘাটিয়ারপাড়া এলাকায় ঝড়ের সময় বসতঘরের উপর পাশের চারতলা নির্মাণাধীন বাসার দেয়াল ধসে ময়নুল ইসলাম (৫০) ও তার স্ত্রী খুকুমনি (৩৮) আহত হয়েছেন।

পঞ্চগড় সদর উপজেলা ও আটোয়ারী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আকস্মিক ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে সদর উপজেলার হাড়িভাসা, চাকলাহাট, মাগুড়া, ধাক্কামারা ইউনিয়ন এবং আটোয়ারী উপজেলার ঝলই শালশিরি, মির্জাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর ও গাছপালা ভেঙে গেছে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল পর্যন্তও বিদ্যুৎ সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়নি। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবাও বন্ধ হয়ে যায়।

নিহত বৃদ্ধার ছেলে হরেণ চন্দ্র বলেন, 'মা ওই ঘরে একাই ছিলেন। ঝড়ের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে গাছটি পড়ার পর আমরাও ঘর থেকে বের হতে পারিনি। পরে ঝড় থামলে আমরা গিয়ে মাকে মৃত অবস্থায় পাই।' পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক শুকরিয়া পারভীন বলেন, 'ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা চলছে। আমরা কিছু কিছু এলাকায় তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করছি।'

লালমনিরহাটে আকস্মিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ঘরবাড়িসহ উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে জেলার পাঁচটি উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই দুর্যোগে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ জনপদ। শিলাবৃষ্টির আঘাতে বহু মানুষের ঘরের টিন ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে কষ্ট নিয়ে জীবনযাপন করছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। গতকাল সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ঝড়ে উপড়েপড়া গাছপালা পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। ঘর হারিয়ে অনেক পরিবার খোলা মাঠে বা পলিথিন টাঙিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষি খাতে। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল ভুট্টা, তামাক, পেঁয়াজ, রসুন ও বাদাম ক্ষেত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

লালমনিরহাট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মীর ফয়সাল আলী বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ মাঠপর্যায়ে চলছে। আমরা ইতিমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করেছি। সরকারি বরাদ্দ হাতে পেলেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

নীলফামারীতে কালবৈশাখী ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে স্মরণকালের সর্বোচ্চ শিলাবৃষ্টিতে কৃষিজমির ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোথাও কোথাও শিলার আঘাতে ঘরবাড়ির ক্ষতির পাশাপাশি ঝড়ে উড়ে গেছে স্থাপনা। তবে বৃষ্টির পানির চেয়ে শিলার তোপে মাটিতে নুয়ে পড়েছে কৃষকের সবুজ ক্ষেত। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় কৃষকরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি কৃষি বিভাগ।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পেঁয়াজ তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে সমির বিশ্বাস (৪০) ও অপু বিশ্বাস (২২) নামে দুই কৃষক মারা গেছেন। সে সময় বজ্রপাতে আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। গতকাল বেলা ১২টার দিকে শৈলকুপা উপজেলার খড়িবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সমির বিশ্বাস খড়িয়াবাড়িয়া গ্রামের সুশীল বিশ্বাসের ছেলে ও অপু বিশ্বাস একই গ্রামের প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সকাল থেকেই কৃষকরা পেঁয়াজ তোলার কাজ করছিলেন। বেলা ১২টার দিকে ঝড়ো বাতাস শুরু হয়। ওই সময় আকস্মিকভাবে ফসলের মাঠে কয়েকটি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারপরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদ আল মামুন বলেন, বজ্রপাতে সমির বিশ্বাস ও অপু বিশ্বাস নামে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। মৃত অবস্থায় তাদের মরদেহ হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্বজনরা। রনজিত মাস্টার নামে আরেকজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মাগুরার শ্রীপুরে পেঁয়াজ ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরুজ আলী (৩৫) নামে এক কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুরুজ আলী পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের গুলবার আলীর ছেলে। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। শ্রীপুর থানার ওসি শাহিন মিয়া জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ চৈত্র ১৪৩২, ৩০ মার্চ ২০২৬

বিরামপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় নিহত ২

কালীগঞ্জে শিশুর মৃত্যু

■ বিরামপুর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের বিরামপুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালুবাহী ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই যাত্রী নিহত ও ছয় জন আহত হয়েছে। রবিবার উপজেলার চণ্ডীপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বিরামপুর উপজেলার চণ্ডীপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা বালুবাহী একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের বাম পাশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় বাসের চালকের সহকারী ও এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত ছয় জনকে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। নিহতদের মধ্যে এক জনের নাম মোশাররফ হোসেন বাবু (৫৭)। অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। বিরামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আতাউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা জানানা, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আলমসাধুর (ভটভটি) চাপায় মারিয়া (৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে উপজেলার ভাটাডাঙ্গা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বাড়ির সামনে রাস্তা পার হচ্ছিল মারিয়া। এ সময় দ্রুতগামী একটি অবৈধ আলমসাধু তাকে চাপা দিলে সে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. শিশির কুমার সানা জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৭ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 31 March 2026

যশোরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

যশোর সদর উপজেলার সতীঘাটায় মেটাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন সুমন নামে এক শ্রমিক। গতকাল দুপুর ২টার দিকে সতীঘাটার কানাইতলায় সালেহা মেটাল ফ্যাক্টরিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সুমন যশোর শহরের শংকরপুর এলাকার মোরশেদ হোসেনের ছেলে। তিনি ওই ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকর্মীরা জানান, এদিন দুপুরে সুমন সালেহা মেটাল ফ্যাক্টরির চালের ওপর কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ওপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

এতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে গুরুতর দগ্ধ হন।

সোমবার, মার্চ ৩০, ২০২৬ ■ চৈত্র ১৬, ১৪৩২ বণিক বার্তা

সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে দিনাজপুর ও বরিশালে চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর শ্যামপুর বাজার, কিশোরগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বগুড়া ও মেহেরপুরে আরো পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

দিনাজপুর: বিরামপুরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে হেলপারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাসের অন্তত ১০ যাত্রী। গতকাল ভোর ৫টার দিকে উপজেলার চণ্ডীপুর এলাকায় দিনাজপুর-গাইবান্ধা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে মোশারফ হোসেন বাবু নামে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের বাসিন্দা। আহতদের উদ্ধার করে বিরামপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বিরামপুর থানার উপপরিদর্শক আমির হুসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দিনাজপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বরিশাল: গৌরনদীতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল ভোরে উপজেলার বাটাজোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজন ইতি চক্রবর্তী (৪৫)। তিনি বরিশাল নগরীর কাউনিয়া এলাকার গুরুদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এছাড়া দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আহত যাত্রী পবিত্র মজুমদার (৫০)। তিনি বরিশাল নগরীর কাটপট্টি এলাকার সুন্দরী জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী।

গৌরনদী হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. শামিম শেখ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢাকা: রাজধানীর শ্যামপুর বাজার এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মো. শেখ ফরিদ আহমেদ (৫০) নামে সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শেখ ফরিদকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মামা মো. সোয়াইব বলেন, 'শেখ ফরিদ ফুটপাতে ব্যবসা করতেন। তার গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানার বালাশপুর গ্রামে। পরিবারের সঙ্গে কদমতলীর ধনিয়া এলাকায় বসবাস করতেন তিনি।'

কিশোরগঞ্জ: ভৈরবে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক মো. মিরাজ মিয়া (৪১) নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার শম্ভুপুর এলাকায় ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ট্রাক ফেলে পালিয়ে যান চালক। নিহত মিরাজ মিয়া রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া দক্ষিণ কুতুবখালী এলাকার শাহজাহান শেখের ছেলে।

ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি সুমন কুমার চৌধুরী জানান, ঘটনাস্থলে থেকে ট্রাক ও ক্ষতিগ্রস্ত পিকআপ ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। এ সময় দুর্ঘটনার কারণে সড়কে সৃষ্ট যানজট স্বাভাবিক করা হয়। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ: কালীগঞ্জে নসিমনচাপায় মরিয়ম খাতুন (৫) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার দুলালমুন্দিয়া-চাপরাইল সড়কের ভাটাডাঙ্গা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মরিয়ম খাতুন ওই গ্রামের আব্দুল মান্নান শেখের মেয়ে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, নসিমন ও চালককে আটকের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার মামলা করবে বলে জানিয়েছে।

বগুড়া: জেলার আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় হাবিবা খাতুন (৪) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চাঁপাপুর-চৌমুহনী সড়কের আড়াইল মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাবিবা উপজেলার চাঁপাপুর ইউনিয়নের ভেনলা গ্রামের ইদ্রিস আলীর মেয়ে।

মেহেরপুর: ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা আরো একজন। গতকাল দুপুরে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন হোসেন (২৮) শহরের বোসপাড়ার বাবুল হোসেনের ছেলে। আহত সাগর আহমেদ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার আবুল হোসেনের ছেলে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৭ চৈত্র ১৪৩২

বাবার কিনে দেওয়া মোটর সাইকেলে প্রাণ গেল ছেলের

সাত জেলায় নিহত আরও ৯

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় বাবার কিনে দেওয়া মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ছেলের। সায়েদাবাদে ঝরেছে অটোরিকশা আরোহীর প্রাণ। এ ছাড়া ছয় জেলায় নিহত হয়েছেন আটজন। তাদের মধ্যে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে দুজন, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুজন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় বৃদ্ধ, ফেনীতে ট্রাকচালক, দিনাজপুরে চালকের সহকারী ও ফরিদপুরের সালথায় বৃদ্ধ রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ঢাকা : সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে ভেবে প্রথমে রাজি না হলেও ছেলের শখের কাছে হার মানেন বাবা, মাসখানেক আগে কিনে দেন মোটরসাইকেল। আর সেই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় না ফেরার দেশে চলে গেছে ছেলে মো. ফাহিম (১৭)। সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর মধ্যবাড্ডা এলাকার ইউলুপ ব্রিজের কাছে একটি অটোরিকশার ধাক্কায় মারা যান তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা ফাহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। সোমবার বিকালে ফাহিমের বাবা-মা ঢামেক হাসপাতালে গিয়ে শনাক্ত করেন। হাসপাতাল মর্গে ছেলের লাশের মাথায় হাত রেখে বিলাপ করতে করতে বাবা মো. হালিম বলছিলেন, 'আমি চাইছিলাম না মোটরসাইকেল কিনতে। পরে ছেলের খুশির জন্য কিনে দিলাম। সেই মোটরসাইকেলেই আজ আমার ছেলেকে নিয়ে গেল ... আমার ছেলে আর নাই।' ফাহিমের মা সাথী বেগমও ছুটে আসেন হাসপাতালে। সন্তানের শোকে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন তিনি। স্বজনরা তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তার কান্না থামছিল না। বাড্ডার সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাহিম। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে সে ছিল বড়। এ ছাড়া রাজধানীর সায়েদাবাদ করাতিটোলা রেলগেট এলাকায় বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত এক অটোরিকশার আরোহী নিহত হয়েছেন। তার নাম তাসলিমা আক্তার। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন রিকশাচালক। এ ঘটনায় তিসা পরিবহণের বাসটি আটক করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাসলিমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বংশাল মাহুতটুলীর জয়নাল মাদবরের মেয়ে তাসলিমা। স্বামী রশিদ আহমেদ বাপ্পি ও সন্তানকে নিয়ে ৭৩/১ দক্ষিণ সায়েদাবাদে থাকতেন।

কাউনিয়া (রংপুর) : চাকা পাংচার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহতরা হলেন— রংপুরের কাউনিয়ার হরিশ্বর গ্রামের শাহাবুদ্দিনের ছেলে আল-আমিন ও সাহাবাজ গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে রকি মিয়া। রোববার রাতে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের কুমেরপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : হাইস মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত দুজনের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। সোমবার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিরাজনগরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : ভুটকি বোঝাই ট্রাক অটোরিকশাকে চাপা দেওয়ায় নিহত সুবল চন্দ্র দাস আখাউড়া পৌরশহরের দুর্গাপুর মধ্যপাড়ার হীরা লাল চন্দ্র দাসের ছেলে। রোববার রাতে আখাউড়া-আগরতলা বাইপাস সড়কের চৌরাস্তা মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফেনী : কাভার্ডভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ওমর ফারুক বগুড়ার শাহজাহানপুর থানার ডোমন পুকুর গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে। রোববার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর নাছির মেমোরিয়াল কলেজের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হাকিমপুর (দিনাজপুর) : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে দ্রুতগতির আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় নিহত আপন চন্দ্র দাস নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার কেল্লাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। রোববার রাতে পৌরশহরের ঘোড়াঘাট ফিলিং স্টেশনের সামনে মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফরিদপুর : নসিমন-ইজিবাইকের সংঘর্ষে নিহত ইকরাম মোল্লা বোয়ালমারী উপজেলার কুমড়োল গ্রামের মৃত আমির হোসেন মোল্লার ছেলে। সোমবার সালথা উপজেলার গোপীনাথপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩০ মার্চ ২০২৬

বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় পুকুরে গোসল করতে গিয়ে বজ্রপাতে আবুল খায়ের (৬২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পৌর এলাকার সোনাকাটিয়া গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। গতকাল বিকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রশিদ আহমেদ চৌধুরী। জানা গেছে, গতকাল দুপুরে আবুল খায়ের জমিতে কাজ শেষে পুকুরে গোসল করতে নামেন। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। -কুমিল্লা প্রতিনিধি

NEW AGE
TUESDAY, MARCH 31, 2026,

3 killed in road accident in Moulvibazar

Staff Correspondent · Sylhet

THREE people, including the driver of a CNG-run auto-rickshaw, were killed and three others were injured critically in a head-on collision with a speeding microbus at Shrimangal upazila in Moulvibazar on Monday evening.

Awlad Miah, member of Kalapur union parishad of Shrimangal upazila, said that the auto-rickshaw driver Abdul Hannan, 50, could be identified but the identities of its two passengers were not known immediately after the accident.

He said that the deadly accident took place on the Shrimangal-Moulvibazar Road at Lamua area of Kalapur union at about 6:00pm when a Shrimangal-bound speeding microbus coming from Moulvibazar district town smashed into the auto-rickshaw from opposite direction.

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৩১ মার্চ ২০২৬।

মাছ ধরতে পুকুরে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জেলের মৃত্যু

● আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার পার্শ্ববর্তী রানীনগর উপজেলার কদমগাড়ী গ্রামে পুকুরে মাছ ধরতে নেমে বিদ্যুতায়িত হয়ে নিরেন চন্দ্র নামের এক জেলের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত হয়েছেন কালাচান ও দিপেন নামের আরও দুই জেলে। সোমবার সকাল ৮টার দিকে কদমগাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে আদমদীঘি থানার ওসি কামরুজ্জামান মিয়া জানান, পরিবারের লোকজনের কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৮টার দিকে কদমগাড়ী গ্রামে পুকুরে মাছ ধরতে আসেন পারইল গ্রামের একদল জেলে। ওই পুকুরে আগে থেকেই পানি সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক সাবমারসিবল পাম্প বসানো ও সংযোগ দেওয়া ছিল। জেলেরা পুকুরে মাছ ধরতে নামলে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন নিরেন চন্দ্র। এ ছাড়া পারইল গ্রামের কালাচান ও বিশিয়া গ্রামের দিপেন চন্দ্র বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৭ চৈত্র ১৪৩২

মালয়েশিয়ায় সড়কে কেন্দুয়ার যুবক নিহত

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় গাড়ি চাপা পড়ে রোববার মোস্তফা বাবু নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি কেন্দুয়ার মাসকা ইউনিয়নের মাচিয়ালী গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে। জানা গেছে, বাবু তিন বছর ধরে মালয়েশিয়ায় একটি কোম্পানিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। রোববার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ঘোরাঘুরির জন্য সাইকেল নিয়ে বের হন। একপর্যায়ে দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাবুর মৃত্যু হয়। ইউএনও মো. রিফাতুল ইসলাম বলেন, মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোস্তফা বাবু নিহতের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

যুগান্তর | রোববার ১ মার্চ ২০২৬ | ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

রূপগঞ্জে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে আহত ২০

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর)*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় ধাওয়া-পালটাধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, যাত্রীবাহী গণপরিবহণ ও গার্মেন্ট ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল ছুড়েছে। এ ঘটনায় পথচারী, শ্রমিক ও সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার মৈকুলীতে বি ফোর ব্রাদার্স গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রায় ৪ ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কের উভয় পাশে প্রায় ১৮ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পরিবহণ শ্রমিকরা। আটকা পড়ে বেশ কয়েকটি জরুরি রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্সও।

এছাড়া গাজীপুরের টঙ্গীতে বকেয়া বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন শ্রমিকরা। রূপগঞ্জে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা জানান, বি ফোর ব্রাদার্স কোম্পানি লিমিটেড পোশাক কারখানায় প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। মালিকপক্ষ দেই-দিচ্ছি করে তাদের ঘোরাচ্ছেন। যারা প্রতিবাদ করছেন কর্তৃপক্ষ তাদের আটকে রেখে নির্যাতন ও ছাঁটাই করছেন বলে তাদের অভিযোগ। শ্রমিকরা আরও জানান, শনিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার ভেতরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে কিছু শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নেন। বাকি শ্রমিকদের কারখানা কর্তৃপক্ষ ভেতরে আটকে রাখেন। এ নিয়ে কারখানার ভেতরে ও বাইরে শ্রমিকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বাইরে থাকা শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সড়কের উভয় পাশে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ যায়। পরে মালিকপক্ষ কারখানার ভেতরে থাকা শ্রমিকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তারাও বের হয়ে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা সাড়ে ১০টার দিকে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ এসে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে সমঝোতার চেষ্টায় বেশ কয়েকবার বসে। কিন্তু শ্রমিকরা বকেয়া বেতন না পেলে সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন। দুপুর পৌনে ১টার দিকে শিল্প পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, জেলা পুলিশের সদস্যরা লাঠিচার্জ করেন। এতে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায়। একপর্যায়ে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। উত্তেজিত শ্রমিকরা সড়কে আটকেপড়া বাস-ট্রাক, সিএনজি অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহন ভাঙচুর শুরু করেন। এছাড়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে গার্মেন্ট ভাঙচুর করে। এ সময় শ্রমিক, পুলিশ, পথচারী ও সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান বলেন, শিল্প পুলিশের একটি টিম যখন কারাখানার ভেতরে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি সুরাহার চেষ্টা করছিল তখন কিছু শ্রমিক কারখানার গেটে আগুন ধরিয়ে দেন। পুলিশ আগুন নেভাতে এলে শ্রমিকরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়েন শ্রমিকরা। এতে পুলিশের ৭ সদস্য আহত হয়েছেন। উত্তেজিত শ্রমিকরা বেশ কয়েকটি যানবাহন ও গার্মেন্ট ভাঙচুর করেছে।

তিনি বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ (শনিবার) ব্যাংক বন্ধ থাকায় বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। সোমবার সব বকেয়া পরিশোধ করা হবে বলে তারা আশ্বাস দিয়েছেন।

টঙ্গীতে বিক্ষোভ-মানববন্ধন : ৩ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে টঙ্গীতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন শ্রমিকরা। শনিবার দুপুর ১২টায় টঙ্গী প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। টঙ্গী কাঁঠালদিয়া এলাকায় অবস্থিত আলট্রা ওয়াশিং অ্যান্ড ডায়িং লিমিটেড কারখানার দেড় শতাধিক শ্রমিক মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শ্রমিকরা জানান, ৩ মাসের বেতন বকেয়া রেখেই কোনো প্রকার পূর্ব ঘোষণা বা নোটিশ ছাড়াই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।

বণিক বার্তা | রোববার, মার্চ ১, ২০২৬

চট্টগ্রামে আবুল খায়ের স্টিল মিলে ভাংচুর, নিরাপত্তা কর্মী আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শীতলপুর এলাকায় আবুল খায়ের স্টিল মিলের অফিসে ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের এক নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। এ ব্যাপারে গতকাল সীতাকুণ্ড মডেল থানায় মামলা হয়েছে। কারখানার একজন নিরাপত্তা কর্মী মামলাটি করেছেন বলে জানিয়েছেন থানার ওসি মো. মহিনুল ইসলাম। মামলায় ১০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১৫-২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে ১০-১৫ জন লোহা ও রড লুটের চেষ্টা চালায়। এ সময় নৈশপ্রহরী ক্ষতেন ত্রিপুরা ও অফিস স্টাফ আব্দুল মোতালেবসহ কয়েকজন শ্রমিককে পিটিয়ে আহত করে তারা। অফিস ও গেটেও ভাংচুর করা হয়।

আবুল খায়ের গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) ও এইচআর অ্যাডমিন ইনচার্জ ইমরুল কাদের ভূঁইয়া বলেন, 'অস্ত্রধারীরা কারখানায় লুটপাটের চেষ্টা চালায়। এ সময় মিলের শ্রমিকরা এলাকাবাসীর সহযোগিতা চাইলে তারা এগিয়ে আসে। পরে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।'

সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসি মো. মহিনুল ইসলাম জানান, কারখানার এক নিরাপত্তা কর্মী থানায় মামলা করেছেন। ঘটনা তদন্তে পুলিশ কাজ করছে।

সময়ের আলো | সোমবার। ২ মার্চ ২০২৬

চাটমোহরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

● চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার চাটমোহরে পূর্বশত্রুতার জেরে ইদ্রিস আলী নামে এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তি উপজেলার পার্শ্বডাঙা ইউনিয়নের আলমনগর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত ৮টার দিকে।

ইদ্রিস আলীর ছেলে এনামুল জানান, সন্ধ্যায় আলমনগর এলাকার চায়ের স্টল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাঠের মধ্যে নওশের ও মনোয়ার মাস্টার আমার বাবাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এ সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নওশের ও মনোয়ার মাস্টার দৌড়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। পরে ইদ্রিস আলীকে উদ্ধার করে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক ও পরে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার হুমায়ুন কবির জানান, ইদ্রিস আলীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে এএসপি (চাটমোহর সার্কেল) আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। চাটমোহর থানার ওসি গোলাম সারওয়ার হোসেন জানান, কৃষক হত্যার ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার | ৩ মার্চ ২০২৬

হাজার ৩৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

শরণখোলায় প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসী নিহত তিন জন গ্রেফতার

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

শরণখোলার পল্লীতে প্রতিপক্ষের হামলায় রবিবার রাতে আরিফুল ইসলাম মাসুম (২৬) নামে এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। অপরদিকে, নিহত মাসুম ছাত্রদলের নেতা এবং হত্যার ঘটনায় জামায়াত-শিবির জড়িত বলে বিএনপির অভিযোগের প্রতিবাদে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী গতকাল সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

শরণখোলা থানার মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আরিফুল ইসলাম মাসুম রবিবার রাত ৯টার দিকে শরণখোলা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরছিল পথিমধ্যে ২০-২৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল তাকে গতিরোধ করে মারধর করে। মারধরে আহত মাসুমকে রাত সাড়ে ১১টার দিকে শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাসুম মারা যায় বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. প্রিয় গোপাল বিশ্বাস জানান। নিহত মাসুম উপজেলার শরণখোলা গ্রামের মৃত. আব্দুল মজিদ হাওলাদারের ছেলে। সে দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় থেকে সম্প্রতি বাড়িতে আসে। এদিকে, নির্বাচনি রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে জামায়াত-শিবিরের লোকজন হামলা করে মাসুমকে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছেন উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মো. বেল্লাল হোসেন মিলন। অপরদিকে, বিএনপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা রফিকুল ইসলাম কবীর সোমবার (২ মার্চ) দুপুরে শরণখোলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মাসুম হত্যায় জামায়াত শিবিরের কেউ জড়িত নয়। পারিবারিক ও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের লোকেরা মাসুমকে মারধর করেছে উল্লেখ করে তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । সোমবার । ২ মার্চ ২০২৬

এবার সাভারে মিলল যুবকের দেহের খণ্ডিত অংশ

৬ জেলায় ৩ খুন, ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীতে কাটা হাত-পা উদ্ধারের পর সাভারে মিলল যুবকের দেহের খণ্ডিত অংশ। জয়পুরহাটে টাকার লোভে প্রবাসী স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। রাজবাড়ীতে মাদকাসক্তের লাঠিপেটায় বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রামে অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, পরিবারের দাবি তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে উদ্ধার করা হয়েছে চারজনের মরদেহ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

সাভার (ঢাকা) : রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সড়ক থেকে যুবকের কাটা হাত-পা উদ্ধারের পর সাভারের আমিনবাজারে তুরাগ নদ থেকে ওই যুবকের দেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার দুপুরে সালেপুর ব্রিজের নিচ থেকে মৃতদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাকির হোসেন।

এর আগে সকালে মতিঝিল থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করেন।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে জোরারগঞ্জ থানার পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় ওসমানপুর ইউনিয়নের মুহুরী প্রজেক্ট এলাকায় মহিলা মেম্বারবাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত নারীর নাম ফারজানা আক্তার প্রিয়া (২৮)। তিনি স্থানীয় নুরুল আবসারের ছেলে মেসবাহ উদ্দিন রানার স্ত্রী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের দাম্পত্য কলহ চলছিল এবং স্বামী তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন।

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) : উপজেলা সদরে রূপালী ব্যাংক পিএলসির শাখা থেকে অঞ্জন মল্লিক (৫২) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে ব্যাংকের শাখা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, অঞ্জন মল্লিকের বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হুলহরা ইউনিয়নে। তিনি ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকায় একটি চায়ের দোকান পরিচালনা করতেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর-মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০২৬
২০ ফাল্গুন ১৪৩২

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

ধামরাইয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কৃষকের হাত-পা

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে ঢাকার ধামরাইয়ে বৃদ্ধ কৃষককে উপর্যুপরি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে হাত-পায়ের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে দেওয়া হয় বিলের পানিতে কচুরিপানার নিচে। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করেন পথচারীরা। এখন তিনি হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। ওই বৃদ্ধ কৃষকের নাম মোহাম্মদ নাতু মিয়া। তিনি উপজেলার নান্নার ইউনিয়নের রঘুনাথপুর জমিদার বাড়ি এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথপুর বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ধামরাই থানায় এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। তবে কী কারণে এ হামলা তা জানা যায়নি।

সূত্র জানায়, রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা কিশোরী ডালিমনের বাবা নাতু মিয়া মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত করে। এরপর তার হাত-পায়ের হাড় গুড়িয়ে দিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে বিলের পানিতে কচুরিপানার নিচে নিক্ষেপ করে। পথচারীরা দূর থেকে এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা সটকে পড়ে। পরে বিলের কচুরিপানার নিচ থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় বৃদ্ধকে উদ্ধার করা হয়। তাকে প্রথমে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে অপর একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন বলে পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে। ডালিমন জানায়, হামলায় আহসান হাবিব নামে এক চিহ্নিত সন্ত্রাসীসহ বেশ কয়েকজন জড়িত ছিল।

এ বিষয়ে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজমুল হুদা খান বলেন, বৃদ্ধ কৃষকের ওপর নৃশংস ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 3 March 2026

দোহারে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব : একজনকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি, দোহার (ঢাকা)

ঢাকার দোহার উপজেলায় নয়াবাড়ি ইউনিয়নের আন্তাবহ্রা এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের দ্বন্দ্বে নুর মোহাম্মদ নুরু (৬০) নামে এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার আন্তাবহ্রা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার আন্তাবহ্রা এলাকার সেলিমের সঙ্গে নুর মোহাম্মদ নুরুর জমি নিয়ে প্রায় বছর দেড়েক ধরে বিরোধ চলছিল। গত রোববার সকালে নুরু জমিতে কাজ করতে গেলে সেলিমের ছেলে রেজাউল নুরুকে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে নুরুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নুরুর ছেলে মেসবাহ জানান, তার বাবা সকালে জমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেলে সেলিমের ছেলে রেজাউল কুপিয়ে হত্যা করে। তিনি এ হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার চান। অন্যদিকে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত রেজাউলসহ তার পরিবারের সদস্যরা গা ঢাকা দিয়েছে। এ বিষয়ে দোহার থানার ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ঘটনা জানতে পেরে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৫ মার্চ ২০২৬

জমির বিরোধে কুপিয়ে হত্যা ভ্যানচালককে

নওগাঁ ও কক্সবাজার প্রতিনিধি

নওগাঁর সাপাহারে জমি নিয়ে বিরোধে শহিদুল ইসলাম (৪৭) নামে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে গোয়ালা লক্ষ্মীতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গতকাল রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে কক্সবাজারের রামুতে একটি বাসা থেকে বেলাল উদ্দিন জিহাদ প্রকাশ বাদল (২৫) নামে এক টমটম চালকের গলা কাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল পূর্ব মেরোংলোয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে তার স্ত্রী তাহেরা বেগম আঁখি নিখোঁজ রয়েছেন। তিনি টিকটকার হিসেবে পরিচিত। পুলিশের ধারণা, অন্তত তিন দিন আগে বেলালকে হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৬ মার্চ ২০২৬

মুক্তিপণ দিয়ে ফিরেছেন ১৪ জন

আবারও তিন জেলে অপহরণ

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনে আবারও তিন জেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে শরণখোলা রেঞ্জের শৌলা ও আড়ুয়াগাং এলাকায় বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর সদস্যরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে। অপহৃত জেলেদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন– বাগেরহাটের শরণখোলা গ্রামের রায়হান ও সুমন। অন্যদিকে অপহরণের প্রায় তিন সপ্তাহ পর মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১৪ জেলে। তবে এখনো ১২ জেলে জিম্মি রয়েছেন। সুন্দরবনের শুঁটকি জেলে পল্লি শেলার চরের মৎস্য ব্যবসায়ী আরিফ হোসেন মিঠু গতকাল মোবাইল ফোনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বনদস্যুদের হাতে অপহৃত প্রত্যেক জেলেকে মুক্ত করতে দস্যুদের ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিতে হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে ছয় জেলে ও ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ২০ জেলেকে অপহরণ করা হয়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০২৬
২০ ফাল্গুন ১৪৩২

জমি নিয়ে বিরোধ

নওগাঁয় ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা গ্রেফতার ৫

নওগাঁ প্রতিনিধি

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নওগাঁর সাপাহারে ভ্যানচালক শহিদুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বুধবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার গোয়ালা গ্রামের মৃত আমির আলীর ছেলে। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন- উপজেলার গোয়ালা গ্রামের মতিবুর ইসলাম, তার ছেলে আল মামুন, মৃত নজর আলী মন্ডলের ছেলে রফিকুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম ও মজিবর রহমানের ছেলে আবদুর রায়হান।

স্থানীয় ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জমিজমা নিয়ে শহিদুলের পরিবারের সঙ্গে প্রতিপক্ষ মতিবুর ইসলাম গংদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শহিদুল তার ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গোয়ালা লক্ষীতলা এলাকায় পৌঁছলে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। তাকে প্রথমে সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মা বাদী হয়ে সাপাহার থানায় হত্যা মামলা করেছেন। সাপাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনারুল ইসলাম বলেন, আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২১ ফাল্গুন ১৪৩২, ৬ মার্চ ২০২৬

সুন্দরবনে বনদস্যুদের অপহরণ থামছেই না, আরো তিন জেলে অপহৃত

মুক্তিপণ দিয়ে ফিরলেন ১৪ জেলে

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

সুন্দরবনে বনদস্যুদের অপহরণ থামছেই না। বুধবার রাতে আরো তিন জেলেকে অপহরণ করেছে করিম শরীফ বাহিনী। এদিকে, অপহরণের প্রায় তিন সপ্তাহ পর মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১৪ জেলে। সুন্দরবনে একাধিক দস্যুতার ঘটনায় এ পর্যন্ত থানায় একটি ডাকাতি মামলা হয়েছে।

নিরাপত্তার অভাবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শরণখোলা বাজারের একজন মৎস্য ব্যবসায়ী জানান, বুধবার রাতে সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শৌলা ও আড়ুয়াগাং এলাকায় বনদস্যুরা তিন জেলেকে অপহরণ করেছে। অপহৃত জেলেদের মধ্যে দুই জনের নাম জানা গেছে। এরা হচ্ছেন—রায়হান (২২) ও সুমন (২৪)। তাদের বাড়ি শরণখোলার শরণখোলা গ্রামে।

এদিকে পূর্ব সুন্দরবনের জেলেপল্লি শেলারচরের মৎস্য ব্যবসায়ী আরিফ হোসেন মিঠু বৃহস্পতিবার দুপুরে জানান, দস্যুরা চার মহাজনের ১৪ জেলেকে ছেড়ে দিয়েছে। এখনো দুই মহাজনের ১২ জেলে তাদের হাতে জিম্মি রয়েছেন। প্রত্যেক জেলের জন্য ৭০-৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দস্যুদের দিতে হয়েছে বলে তিনি জানান।

অপরদিকে, গত তিন-চার মাসে সুন্দরবন ও সাগরে বেশ কিছু ডাকাতি ও অপহরণের ঘটনা ঘটলেও এ পর্যন্ত শরণখোলা থানায় একটি ডাকাতি মামলা রেকর্ড হয়েছে। শরণখোলা উপজেলার সোনাতলা গ্রামের মৎস্য ব্যবসায়ী ফিরোজ হাওলাদার বাদী হয়ে বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী প্রধান জাহাঙ্গীরকে প্রধান আসামি করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শরণখোলা থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেছেন।

ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ধানসাগর নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, জাহাঙ্গীর ডাকাতের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলছে। অপহৃত জেলেদের জাহাঙ্গীর বাহিনী ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। দস্যুদের বিরুদ্ধে শিগগিরই সুন্দরবনে অভিযান চালানো হবে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনী পূর্ব সুন্দরবনের শেলার চর শুঁটকিপল্লিতে হানা দিয়ে একটি ট্রলারসহ ছয় জেলেকে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় ২০টি ট্রলার থেকে ২০ জেলেকে অপহরণ করেছিল বনদস্যু জাহাঙ্গীর ও সুমন বাহিনী।

শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্র দুবলার চরের বিশেষ টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফরেস্ট রেঞ্জার) মিল্টন রায় অপহৃত জেলেদের মহাজনদের বরাত দিয়ে বলেন, চাহিদা অনুযায়ী চাঁদা না পাওয়ায় সংঘবদ্ধ দস্যুরা যে কোনো সময় শুঁটকিপল্লিতে হানা দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক জেলে অপহরণের হুমকি দিয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শুঁটকি উৎপাদনকারী চরগুলোতে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সুন্দরবনে দস্যু নির্মূলে কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী অভিযান শুরু হলেও পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ এলাকায় এর কোনো প্রভাব পড়েনি। যে কারণে শরণখোলা রেঞ্জের বনাঞ্চল এখন দস্যুদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। তারা জেলে অপহরণসহ মহাজনদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। তাই দ্রুত শরণখোলা রেঞ্জে অভিযান পরিচালনার দাবি জানান এই বন কর্মকর্তা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৮ মার্চ ২০২৬

রাজধানীতে গৃহবধূ ও রং মিস্ত্রির অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় এক গৃহবধূ ও এক রং মিস্ত্রির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন- রিপা (২২) ও মো. রমজান আলী (৫৫)। গতকাল শনিবার তাদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠায় সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ। রিপার স্বামী গার্মেন্টসকর্মী আরিফ শেখ জানান, গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর কমলাপুর গ্রামের সৈয়দ আলী মাতব্বরের মেয়ে রিপা।

চকবাজার হরনাথ সেন রোডে একটি বাসায় থাকতেন তারা। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে প্রতিবেশীরা ফোন দিয়ে জানান, রিপা ঘরে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দ্রুত বাসায় এসে দরজা ভেঙে রিপাকে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলন্ত দেখতে পাই। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আরিফ শেখ আরও জানান, রিপার আরেকটি ছেলের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। এ বিষয় নিয়ে মাঝে-মধ্যেই তাদের ঝগড়া হতো। গতকাল সকালেও এ বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। এ সময় রিপাকে চড়থাপ্পড় মেরে কাজে চলে যান। ওই ক্ষোভ থেকে রিপা আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।

এদিকে পিলখানা বিজিবি হেডকোয়ার্টারের ভিতরে একটি নির্মাণাধীন ১৫ তলা ভবনে কাজ করার সময় নিচে পড়ে মো. রমজান আলী নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার তুলিভিটা গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে রমজান আলী। মৃতের মেয়ের জামাতা মোহাম্মদ মিরাজ জানান, আমার শ্বশুর পেশায় রংমিস্ত্রি ও গ্রিলের কাজ করতেন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আমরা জানতে পারি, কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ভবনের ওপর থেকে নিচে পড়ে মারা গেছেন তিনি।

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ মার্চ ২০২৬
২১ ফাল্গুন ১৪৩২

সন্তানের সঙ্গে মোহাম্মদ জাহিদ
এ ছবি এখন স্মৃতি

কুয়েতে ইরানের হামলায় সন্দ্বীপের শ্রমিক নিহত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

কুয়েতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত জাহিদ সন্দ্বীপ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কামাল দফাদারের ছেলে।

পরিবার সূত্র জানায়, জীবিকার তাগিদে প্রায় আড়াই বছর আগে কুয়েতে পাড়ি জমান জাহিদ। সেখানে তিনি একটি উটের খামারে কাজ করতেন। আসন্ন কুরবানির ঈদে তিনি দেশে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। তার অকাল মৃত্যুর খবরে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৭ মার্চ ২০২৬
২২ ফাল্গুন ১৪৩২

স্বামীর ছুরিকাঘাতে শ্রীপুরে পোশাক শ্রমিক নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া বাজারে ছুরিকাঘাতে শারমিন রুমা নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্বামী রতন মিয়ার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত স্বামী পালিয়ে যান। শুক্রবার কেওয়া বাজার এলাকার ইব্রাহিম খলিলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রুমা নেত্রকোনা সদর উপজেলার জয়নগর গ্রামের সাহেব আলীর মেয়ে। তিনি কেওয়া বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় কারখানায় চাকরি করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী পোশাক শ্রমিক খোদেজা আক্তার জানান, নিহতের দ্বিতীয় স্বামী রতন মিয়া এসে রুমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি পেছন দিক থেকে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আল নাফিস জানান, ওই রোগীর তার বুকে গুরুতর জখম রয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির আহমেদ জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

প্রথম আলো
রোববার, ৮ মার্চ ২০২৬, ২

স্থলমাইন বিস্ফোরণে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশি কাঠুরের পা

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত

নাইক্ষ্যংছড়ির পাইনছড়ার ৭-৮ জন কাঠুরে শূন্যরেখায় কাঠ কাটতে গেলে শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রতিনিধি, *বান্দরবান*

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরিত হয়ে আবদুল জব্বার (৫৩) নামের এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নিচের অংশটি উড়ে গেছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মাইন বিস্ফোরিত হয়ে গুরুতর আহত আবদুল জব্বারের বাড়ি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের পাইনছড়া এলাকায়। তিনি পেশায় একজন কাঠুরে। বর্তমানে তিনি কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দোছড়ি ইউনিয়নের পাইনছড়া গ্রামটি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। শুক্রবার এই এলাকার সাত-আটজন কাঠুরে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঠ কাটতে যান। এ সময় সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে একটি স্থলমাইন বিস্ফোরিত হয়ে গুরুতর আহত হন আবদুল জব্বার। বিস্ফোরণে তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যায়। এ ছাড়া মাইন বিস্ফোরণের ঘটনায় তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

মাইন বিস্ফোরিত হয়ে একজন বাংলাদেশি গুরুতর আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বাতেন মৃধা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সীমান্তের শূন্যরেখায় স্থলমাইন বিস্ফোরিত হয়ে আহত হওয়ার পর আবদুল জব্বার নামের ওই কাঠুরেকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর পাঠানো হয় কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে।

মিয়ানমার সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষ প্রায়ই মাইন ও আইইডি (ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণে হতাহত হচ্ছেন। মিয়ানমারে দেশটির সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতে ব্যাপক হারে প্রাণঘাতী স্থলমাইন ও গোলাবারুদ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থলমাইনে যেসব দেশে হতাহতের ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মিয়ানমার।

২০১৭ সাল থেকে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে অন্তত ৬৩ জন মাইন বিস্ফোরণে হতাহত হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৫ জন। আর পা হারিয়েছেন অন্তত ৪৮ জন। বাকিদেরও বিভিন্ন অঙ্গহানি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ২০২৫ ও ২০২৪ সালে। ২০২৪ সালে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে ১০ জন এবং ২০২৫ সালে ১৮ জন হতাহত হন।

যুগান্তর
শনিবার ৭ মার্চ ২০২৬

কারওয়ান বাজারে ভাঙা কাচের আঘাতে কিশোরকে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে মাদক সেবন নিয়ে বিরোধের জেরে এক কিশোরের হাতে ময়জুল (১৬) নামের আরেক কিশোর খুন হয়েছে। শুক্রবার রাতে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ময়জুল কারওয়ান বাজারে থাকত এবং কাগজ কুড়িয়ে তা বিক্রি করে জীবিকা চালাত। ঘটনার পর হামলাকারী কিশোরকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন পথচারীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. ফজলুল করিম। তিনি বলেন, রাত সাড়ে আটটার দিকে ভাঙা কাচ দিয়ে ময়জুলের ঘাড়ের পেছনে আঘাত করা হয়। এতে ময়জুল রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। ঘটনায় এক কিশোরকে আটক করে তেজগাঁও থানায় সোপর্দ করেছেন পথচারীরা। কিশোরের মা-বাবা বা স্বজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। ময়জুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথশিশু মরিয়ম বেগম জানায়, ময়জুলের মা-বাবার কোনো খোঁজ নেই।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ মার্চ ২০২৬

আশুলিয়ায় শ্রমিকের গলায় ফাঁস লাগানো লাশ উদ্ধার

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি কারখানার ভেতর থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় হাবিবুল্লাহ (৪০) নামক এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে নিহতের মরদেহটি ফ্লোরের সঙ্গে লাগানো থাকায় মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নিহত হাবিবুল্লাহ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খেরকাঠি গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। তিনি আশুলিয়ার পলাশবাড়ী এলাকায় অবস্থিত গিল্ডেন জিএবি কারখানায় সুইং লোডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কারখানার সিকিউরিটি ইনচার্জ মজিবর রহমান জানান, সকালে দায়িত্বে এসে তারা কারখানার সিঁড়ি ও লিফটের পাশের একটি স্থানে কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় হাবিবুল্লাহকে ঝুলতে দেখেন। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানালে তারা এসে মরদেহটি উদ্ধার করে। তবে ঘটনাটি নিয়ে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকের দাবি, নিহতের হাঁটু গেড়ে পা মাটিতে লাগানো অবস্থায় মরদেহ পাওয়া গেছে। ফলে মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

যুগান্তর
রোববার ৮ মার্চ ২০২৬
২৩ ফাল্গুন ১৪৩২

গোয়াইনঘাটে ব্রিজের নিচ থেকে যুবক উদ্ধার, পরে মৃত্যু

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি

গোয়াইনঘাটে ইয়াহিয়া নামে নিখোঁজ এক যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের জাফলং ব্রিজের নিচ থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত ইয়াহিয়া উপজেলার নাইন্দা হাওড় এলাকার বুরহান উদ্দিনের ছেলে। তিনি তরমুজখেতের পাহারাদার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। নিহত ইয়াহিয়ার চাচাতো ভাই আলী আহমদ বলেন, ইয়াহিয়া প্রতিদিন নাইন্দা হাওড়ে তরমুজখেত পাহারা দিত। বৃহস্পতিবার রাতে সেহরির পর থেকে তরমুজখেতের টং ঘরে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার তারাবির নামাজের আগ মুহূর্তে খবর পাই ইয়াহিয়া জাফলং ব্রিজের নিচে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধারের সময় সে কিছুটা কথা বলতে পারছিল এবং বলেছিল কেউ তাকে ভাবের পানি পান করিয়েছে, এতে তার গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৮ মার্চ ২০২৬,

দেশে ফেরার পথে দুবাইয়ে নিখোঁজ প্রবাসী রফিকুল

ময়না আকন্দ, জামালপুর

- আট দিন ধরে যোগাযোগ নেই পরিবারের সঙ্গে
- বাতিল হওয়া ফ্লাইট ৪ মার্চ দেশে এলেও খোঁজ নেই রফিকুলের

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সৌদি আরব থেকে দুবাই হয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে রফিকুল ইসলাম (৪০) নামে এক প্রবাসী শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তার পরিবারের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ রফিকুল ইসলাম জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের মদনগোপাল এলাকার মৃত লাল মাহমুদ মণ্ডলের ছেলে। তার স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রয়েছে। জীবিকার তাগিদে পাঁচ বছর আগে সৌদি আরবে যান তিনি। সেখানে আল কাসিম শহরে মিনিস্টার বলোদিয়া কোম্পানির অধীনে গ্যারেজে কাজ করতেন। ঈদ উপলক্ষে কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফেরার উদ্দেশে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায় সৌদি আরবের আল কাসিম বিমানবন্দর থেকে এয়ার অ্যারাবিয়া এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। বিমানটি দুপুর ২টার দিকে দুবাইয়ের শারজাহ বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগে দুবাই থেকে বাংলাদেশগামী ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। ওইদিন বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টা পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে তার কথা হয়। এরপর থেকে তার ইমো, ফেসবুক ও মেসেঞ্জারসহ সব যোগাযোগমাধ্যম অফলাইন দেখাচ্ছে। বাতিল হওয়া ফ্লাইটটি গত ৪ মার্চ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলেও রফিকুল ইসলাম বাড়ি ফেরেননি এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

রফিকুলের স্ত্রী আর্জিনা বেগম বলেন, 'সাহরির সময় তার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। আট দিন ধরে তিনি নিখোঁজ। কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কিছুই জানি না। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।'

বড় মেয়ে রাফিয়া ইসলাম বলে, 'বাবার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি। ঈদে বাবার সঙ্গে থাকার আশা ছিল। আপনাদের কাছে অনুরোধ, বাবার সন্ধান দিন।'

রফিকুলের প্রবাসী ভাগ্নে জামাই ফরহাদ হাসান বলেন, 'জীবিকার তাগিদে খালুশ্বশুর পাঁচ বছর আগে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। আট দিন ধরে যোগাযোগ নেই। আমি নিজেও একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধা হিসেবে সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, তার সন্ধান বের করা হোক।'

মাদারগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুমন চৌধুরী বলেন, 'একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করব।'

প্রথম আলো
রোববার, ৮ মার্চ ২০২৬, ২

ভ্যান ছিনতাই, রাস্তায় বৃদ্ধের আহাজারি

জামালপুরে এক বৃদ্ধের ব্যাটারিচালিত ভ্যান ছিনতাই হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেলে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় ছিনতাইয়ের এ ঘটনা ঘটে। ওই বৃদ্ধের নাম আকালু মিয়া (৬০)। বাড়ি উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়নের ধাতুয়াকান্দা গ্রামে। ভ্যান হারিয়ে বৃদ্ধের আহাজারির একটি ভিডিও গতকাল শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আকালু মিয়া। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আশপাশের লোকজনকে বলছেন, 'ভাইয়েরা, আমার ভ্যানটা নিয়ে গেল! এই ভ্যানটাই ছিল সবকিছু। সারা দিন কষ্ট করে ভ্যান চালিয়ে যা আয় করি, তা দিয়েই সংসার চলে। আমার মতো অসহায় লোকের গাড়িটি নিয়ে গেল। সমিতির কিস্তি নিয়ে গাড়িটি কিনেছিলাম, এখন কিস্তি দেব কীভাবে?' কথার এক পর্যায়ে আকালু মিয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন, মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকেন। একজন বৃদ্ধের এমন আহাজারি শুনে আশপাশের অনেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা জানান, শুক্রবার বিকেলে ওই বৃদ্ধের ভ্যানে ওঠেন এক ব্যক্তি। ভ্যানটি ওই উপজেলার নামাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে আকালুকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেন তিনি। পরে ভ্যানটি নিয়ে দ্রুত সটকে পড়েন। ঘটনাটি পৌর শহরের বাইরে হওয়ায় কোনো সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি বলে জানান বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মকবুল হোসেন। তিনি বলেন, ছিনতাইকারীকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রতিনিধি, জামালপুর

যুগান্তর
রোববার ৮ মার্চ ২০২৬
২৩ ফাল্গুন ১৪৩২

টঙ্গীতে শিল্পপতির অফিসের সামনে গুলি, আহত ১

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে শিল্পপতি মায়ের দোয়া রিয়েল এস্টেটের মালিক কামরুল ইসলামের অফিসের সামনে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নিরাপত্তা কর্মীকে মারধর করে আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে স্থানীয় সাতাইশ গুটিয়া এলাকার বাগানবাড়ি রোডে এ ঘটনা ঘটে।

নিরাপত্তা কর্মী নান্টু মিয়া জানান, প্রথমে দুজন এসে আমার মালিক কামরুল ইসলামকে খুঁজতে ভেতরে যেতে চায়। আমি বাধা দিলে তারা মালিকের অবস্থান জানতে আমাকে চাপ দেয়। এক পর্যায়ে তারা আমাকে রাস্তার পাশে নিয়ে যায়। এ সময় আরও দুজন আসে। চারজন মিলে আমাকে কিল-ঘুষি মেরে মালিককে এনে দিতে বলে। আমি চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তিন রাউন্ড গুলি করে ও একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শিল্পপতি কামরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সন্ত্রাসীরা আমাকে কেন খুঁজছে আমি জানি না। ঘটনার পর প্রশাসনের লোকজন এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে গেছেন। তিনি তার ও তার প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা দাবি করেন।

এ বিষয়ে জানতে টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমানকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। এরপর জিএমপির অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদকে ফোন দিলে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রথম আলো
সোমবার, ৯ মার্চ ২০২৬, ২

দশতলা থেকে পড়ে গৃহকর্মী নিহত

রাজধানীর বনানী এলাকার একটি ১০ তলা বাসা থেকে নিচে পড়ে এক গৃহকর্মী (১৫) মারা গেছে। গতকাল রোববার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপকমিশনার এম তানভীর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল ও আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। একটি ফুটেজে মেয়েটিকে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেছে। তিনি বলেন, কেউ তাঁকে ফেলে দিয়েছে, নাকি একাই লাফিয়ে পড়েছে, সেটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ বলছে, গৃহকর্মীকে মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে এমন খবরে বনানীর ওই বাসার সামনে জড়ো হন কয়েক শ মানুষ। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত গৃহকর্মীর গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই থানার নিজগাঁও গ্রামে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১০ মার্চ ২০২৬।

গাজীপুরে কুপিয়ে ১ লাখ ৮১ হাজার টাকা ছিনতাই

- **গাজীপুর প্রতিনিধি**

গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকায় প্যারাসুট নারিকেল তেল কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশনের কাজে নিয়োজিত এক সেলসম্যান ও প্রাইভেটকার চালকসহ তিনজন ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছেন। এ সময় ছিনতাইকারীরা তাদের কাছ থেকে ১ লাখ ৮১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। হামলায় সেলিম নামে এক ডিস্ট্রিবিউটর গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার রাত ৯টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানাধীন গাজীপুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম ও গাছা থানা পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন উভয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। জানা যায়, প্যারাসুট নারিকেল তেল কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশনের কাজে নিয়োজিত সেলসম্যান ও তার সহকর্মীরা ব্যবসার টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনজন ছিনতাইকারী তাদের গতিরোধ করে।

সংবাদ : সোমবার ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২ Monday 9 March 2026

বনানীতে ভবন থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু উত্তেজিত জনতার বাসায় ঢোকার চেষ্টা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর বনানী এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এক বাসার গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পিংকি নামের ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোরী ৯ তলা ভবনের তৃতীয় তলার একটি বাসার গৃহকর্মী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জে। গতকাল বিকেল ৩টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ বনানী ১৩/এ সড়কের 'ডি' ব্লকের ৭৯ নম্বর বাসার নিচ থেকে 'মেয়েটির লাশ উদ্ধার করে বলে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান জানান।

তিনি বলেন, 'তৃতীয় তলার ছাদ থেকে লাফ দেয়ার সুযোগ নেই, ছাদ থেকেই পড়েছে। এখন সে নিজে লাফ দিয়েছে, নাকি তাকে কেউ ফেলে দিয়েছে সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই।' পিংকি তৃতীয় তলায় যার বাসায় কাজ করতেন সেই গৃহকর্তার নাম রাকিবুল হাসান। তিনি ওই বাসায় স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করেন।

মেয়েটি পড়ে যাওয়ার পর আশপাশের উত্তেজিত জনতা অভিযোগ করেন, তাকে 'নির্যাতন করে' ফেলে দেয়া হয়েছে। একপর্যায়ে উত্তেজিত একদল লোক গেট দিয়ে বাসার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। পরে বাড়তি পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিদর্শক মেহেদী বলেন, 'আমরা বাসার সিসিটিভি ভিডিও যাচাই বাছাই করছি। বাসার একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সে একাই দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।' এখন ছাদে সে একাই উঠেছে, নাকি তার সঙ্গে আরও কেউ ছিল, সে বিষয়ে যাচাই বাছাই চলছে।'

গৃহকর্তা রাকিবুলের বরাতে পুলিশ বলছে, ওই বাসায় আরও একজন গৃহকর্মী আছেন। তিনি পিংকির পূর্ব পরিচিত। মোবাইলে কারো সঙ্গে 'কথা বলা নিয়ে ঝামেলা থেকে' এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে গৃহকর্তা ধারণা করছেন। পুলিশ কর্মকর্তা মেহেদী বলেন, 'ক্রাইম সিন টিম এসেছে, তারা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করবেন।

কোনকিছু জব্দের প্রয়োজন হলে আমরা সেটি করব। ক্রাইম সিট টিমের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।' লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইতোমধ্যে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজনে গৃহকর্তাসহ অন্য আরেকজন গৃহকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানান তিনি।

সমকাল | মঙ্গলবার | ১০ মার্চ ২০২৬ |

পায়ের রগ কেটে যুবককে হত্যা

সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজার আড়তে মেহেদী হাসান অপু (২৫) নামে এক যুবককে পায়ের রগ কেটে হত্যা করা হয়েছে। তিনি মাছের আড়তে কাজ করতেন। গত রোববার রাতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। গতকাল সোমবার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠায় পুলিশ।

যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মোহাম্মদ রাজু সমকালকে বলেন, রোববার রাত ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী মাছের আড়ত থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রচুর রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ওসি জানান, নিহত ব্যক্তি মাদক সেবন করতেন। বিস্তারিত জানতে ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপু ঝালকাঠির রাজাপুর থানা এলাকার মৃত বাদশা মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২, ৯ মার্চ ২০২৬

নারায়ণগঞ্জে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, কুষ্টিয়ায় রংমিস্ত্রি খুন

ইত্তেফাক ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছিনতাইয়ের সময় গণপিটুনিতে এক অজ্ঞাত যুবক (২৬) নিহত হয়েছেন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা দুই সহযোগী পালিয়ে যায়। পরে উত্তেজিত জনতা ছিনতাইকারীদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গতকাল রবিবার ভোর ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের জালকুড়ি কড়ইতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিকে একই দিন দুপুরে কুষ্টিয়ায় মাদক সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে সাগর (২৭) নামে একজন রংমিস্ত্রি খুন হয়েছেন। তিনি শহরের চৌড়হাস এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, ভোরে লিংক রোড দিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় যাত্রীরা চলাচল করার সময় তিন যুবক একটি মোটরসাইকেলে করে এসে একটি অটোরিকশার গতিরোধ করে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এ সময় পাশ দিয়ে আরেকটি অটোরিকশা যাওয়ার সময় যাত্রীরা ঘটনাটি দেখে ফেলেন এবং চিৎকার শুরু করেন। আশপাশের পথচারী ও স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে দুই জন দৌড়ে পালিয়ে গেলেও একজনকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। পরে উত্তেজিত জনতার গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলেই ঐ যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা ছিনতাইকারীদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ও সিআইডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের মরদেহ এবং আগুনে পোড়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আতাউর রহমান জানান, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও এলাকাবাসীকে উদ্ধৃত করে **কুষ্টিয়া প্রতিনিধি** জানান, দুপুর ১টার দিকে প্রতিপক্ষের প্রবাল ও তার সহযোগীরা রংমিস্ত্রী সাগরকে চৌড়হাস এলাকায় ডেকে নেয়। আসার পর পরই ধারালো দেশীয় অস্ত্রে উপর্যুপরি কুপিয়ে তাকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় কুষ্টিয়া ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসার এক পর্যায়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান।

চৌড়হাস এলাকার বখাটে যুবক প্রবালের সাথে সাগরের বেশ সখ্য ছিল। কিন্তু মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রতি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এই দ্বন্দ্বে জেরে কাণ্ডটি সংঘটিত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মো. কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, লাশ উদ্ধার ও সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। খুনের সাথে জড়িত কাউকে এখনো আটক করতে পারেনি পুলিশ। তবে জড়িতদের আটকের জোর চেষ্টা চলছে বলে ওসি জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন | সোমবার ॥ ৯ মার্চ ২০২৬

রাজধানীতে গৃহকর্মীর লাশ পাওয়া গেল ভবনের সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বনানী এলাকার একটি সাততলা ভবনের সামনে থেকে এক গৃহকর্মীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম পিংকি (১৫)। গতকাল বনানী ১৩ নম্বর রোডের ডি-ব্লকের ৮৭ নম্বর বাসার সামনে থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই গৃহকর্মী ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে দাবি করেছে তার কর্মস্থল ভবনের তৃতীয় তলায় থাকা পরিবারের সদস্যরা। তবে পিংকি আত্মহত্যা করেছে নাকি তাকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে ওই গৃহকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে- এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উত্তেজিত জনতা অবস্থান নেয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে মো. বিজন নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে সিআইডি ক্রাইম সিন টিম বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে। জানা গেছে, পিংকি তৃতীয় তলায় যার বাসায় কাজ করতেন সেই গৃহকর্তার নাম রাকিবুল হাসান। তিনি ওই বাসায় স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান জানান, তৃতীয় তলার ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার সুযোগ নেই, ছাদ থেকেই পড়েছে। এখন সে নিজে লাফ দিয়েছে, নাকি তাকে কেউ ফেলে দিয়েছে সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নই। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ১৫ মার্চ ২০২৬

ছয় জেলায় ৬ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ ও হবিগঞ্জে মোট ছয়জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ হত্যার শিকার হলেও কেউ কেউ আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

স্বরূপকাঠি : পিরোজপুরের স্বরূপকাঠির একটি ইটভাটা থেকে মস্তকবিহীন এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যার পর উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের পূর্ব সারেংকাঠি গ্রামের মেসার্স তাছলিমা ব্রিকস ফিল্ড নামের ইটভাটাসংলগ্ন সন্ধ্যা নদীর তীর থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর নাম গোপাল (৪০)। তিনি বরিশালের কাশিপুর এলাকার পরিমলের ছেলে। শনিবার লাশ ময়নাতদন্তে পিরোজপুর মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় নেছারাবাদ থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। নেছারাবাদ থানার ওসি মো. মেহেদী হাসান জানান, নিহতের পরিচয় শনাক্ত ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজতে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় তদন্ত কার্যক্রম চলমান।

খুলনা : খুলনায় নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর ভৈরব নদ থেকে রিকশাচালক হানিফ শেখের (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল শনিবার ভোরে নগরীর জেলখানা খেয়াঘাট এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, সাহরির কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা ভৈরব নদে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে থানায় খবর দেন। খুলনা নৌ পুলিশের সদর থানার ওসি বাবুল আক্তার জানান, প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গত বৃহস্পতিবার ভোরে ভৈরব নদের ৪ নম্বর ঘাটে গোসল করতে নেমে প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হন হানিফ শেখ। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। হানিফ শেখ নগরীর ৪ নম্বর ঘাট এলাকার বাসিন্দা আজিজ শেখের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১ চৈত্র ১৪৩২, ১৫ মার্চ ২০২৬

হত্যা, আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ৩৪ বাংলাদেশি নিহত

শতাধিকের হদিস নেই • কারোই লাশ আসেনি • পরিবার দেশে এনে দাফন করতে চায়

■ জামিউল আহসান সিপু

চাকরি ও স্থায়ী উন্নত জীবনের লোভে পড়ে রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেওয়া শতাধিক বাংলাদেশি তরুণের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৪ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রয়েছে শতাধিক বাংলাদেশি তরুণ। ব্যাংককভিত্তিক ফোর্টিফাই রাইটস এবং ইউক্রেনভিত্তিক ট্রুথ হাউন্ডস নামে দুটি সংগঠন সম্প্রতি বাংলাদেশে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশি তরুণদের অংশগ্রহণের ওপর একটি যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

গবেষণা রিপোর্টটি বাংলাদেশ এবং ইউক্রেনের ২৪ জনের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি, নিহতদের পরিবার এবং শ্রীলঙ্কা ও নেপালের যুদ্ধবন্দির সাক্ষাৎকার রয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইউক্রেনীয় তথ্যের ভিত্তিতে কমপক্ষে ১০৪ জন বাংলাদেশিকে এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে কমপক্ষে ৩৪ জন মারা গেছেন। তবে গবেষকরা বলেছেন, প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে এবং অনেকে সাক্ষাৎকারে 'ডজন ডজন' বাংলাদেশি নিহত হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম এবং ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংখ্যাটি সম্ভবত একটি ন্যূনতম অনুমান এবং প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে।

ফোর্টিফাই রাইটসের পরিচালক জন কুইনলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'সাক্ষাৎকারে অনেক আত্মীয়স্বজন তাদেরকে (গবেষক) জানিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রিয়জনদের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করছেন। তারা এখনো তাদের মৃতদেহ গ্রহণ করতে পারেননি। তারা তাদের ছেলেদের লাশ দেশে এনে ধর্মীয় রীতিতে সঠিকভাবে দাফন করতে চান। তারা এখনো অপেক্ষা করছেন।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশিদের নিয়োগের ধরন নিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অনেক পুরুষ দালালদের প্রতি ব্যক্তিকে ১,০০০ থেকে ৫,০০০ ডলারের মধ্যে অর্থ প্রদান করেছিলেন এই বিশ্বাস করে যে, তারা বিদেশে চাকরি পাচ্ছেন। কেউ কেউ ভেবেছিলেন তারা ইউরোপের কারখানায় কাজ করবেন। অন্যরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নন-যুদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করবেন।'

গবেষকদের মতে, পুরুষরা রাশিয়ান ভাষায় লেখা নথিগুলো সম্পূর্ণরূপে পড়তে পারতেন না, তাদের অনুবাদক বা আইনি সহায়তা দেওয়া হয়নি এবং তারা যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছেন যা সম্পূর্ণরূপে না বুঝেই স্বাক্ষর করা হয়েছিল।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একজন বাংলাদেশি গবেষকদের জানিয়েছেন যে, তিনি তার দরিদ্র পরিবারকে টাকা পাঠানোর আশায় 'সাইন আপ' করেছেন। তার বিশ্বাস ছিল, তিনি একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর, তাকে অধিকৃত ইউক্রেনে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং সম্মুখ সারিতে পাঠানো হয়েছিল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, তখন মতবিরোধের পর কমান্ডাররা তাকে মারধর করেছিলেন। পরে ঐ তরুণ বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ফর্টিফাই রাইটস তার সাক্ষাৎকার নেয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'রাশিয়া অধিকৃত ইউক্রেনে তার সঙ্গে থাকা অন্যরা ফিরে আসতে পারবেন না।'

ইউক্রেনভিত্তিক ট্রুথ হাউন্ডসের সহনির্বাহী পরিচালক ওকসানা পোকালচুক তার প্রতিবেদনে বলেছেন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং ভারত থেকেও অনেকে একইভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানো সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, পুলিশ এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে পাচারবিরোধী সমন্বয় জোরদার এবং দেশে ফিরে আসা বেঁচে যাওয়াদের জন্য আরো ভালো সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ১১ মার্চ ২০২৬

রাজধানীতে অটোরিকশা চালককে কুপিয়ে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানাধীন শান্তিবাগে সেকান্দার আলী (৩২) নামে এক অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার দিবাগত রাতে ভাঙারি গুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পূর্বশত্রুতার জেরে মাদক ব্যবসায়ীদের ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ স্বজনদের। নিহত সেকান্দার কুমিল্লার তিতাস উপজেলার গাজীপুর গ্রামের আবদুর রবের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও তিন মেয়েকে নিয়ে রামপুরার উলন বাজার এলাকায় থাকতেন।

নিহত সেকান্দারের ভাই আমির আলীর অভিযোগ, এলাকার মাদককারবারি বুলেট মামুন, আকিসন ও মামুনের শ্যালক হান্নানসহ কয়েকজন মিলে আমার ভাইকে কুপিয়ে আহত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাত ২টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শাহজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৮ মার্চ ২০২৬

শাবলের আঘাতে রংমিস্ত্রি নিহত

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোর শহরের কান্দিভিটুয়া এলাকায় প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি-সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধ এবং গলিতে মোটরসাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করে হামলায় শাবলের আঘাতে আবুল কালাম (৪৫) নামে এক রংমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। এ সময় রক্তাক্ত জখম হন তার ছেলে কাউসার ও তার মামা সজল। তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রাত দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা হলো প্রতিবেশী হাফিজ, তার মামা আব্দুল হাই ও মামাতো ভাই ইমন। নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখার আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পর মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। নাটোর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, মামলার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই দিন আগে গলিতে মোটরসাইকেল রেখে বাড়িতে যান কাউসার। একই গলি দিয়ে হাফিজের বাড়িতে আসবাবপত্র নেওয়ার সময় কাউসারের মোটরসাইকেলের সাইড লাইট ভেঙে যায়। এ ঘটনায় সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তর্কাতর্কির জেরে সজলকে চর মারেন হাফিজের মামা আব্দুল হাই। পরে রাত দেড়টার দিকে হাফিজের পরিবারের লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

সমকাল
শনিবার। ১৪ মার্চ ২০২৬

বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা, দিনমজুর ও নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

সমকাল ডেস্ক

বরগুনার আমতলীতে বিরোধপূর্ণ জমির তালগাছ থেকে রস সংগ্রহ নিয়ে বিরোধের জেরে আতাহার হাওলাদার নামে এক বৃদ্ধকে প্রতিপক্ষ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর ইউনিয়নের চলাভাঙ্গায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলাভাঙ্গা গ্রামের সাইদুল মৃধা ও আতাহার হাওলাদার প্রতিবেশী। একখণ্ড জমি নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বিরোধপূর্ণ জমিতে একটি তালগাছ রয়েছে। ঘটনার দিন রস সংগ্রহের জন্য আতাহার হাওলাদার গাছটি প্রস্তুত করেন। এ নিয়ে দুপক্ষের তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে সাইদুল আতাহারকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। স্বজনরা আতাহারকে উদ্ধার করে আমতলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দিনমজুরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বগুড়ার গাবতলীতে শাহাদাৎ হোসেন রতন নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণপাড়া ইউনিয়নের হরিতলা গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে রতনের (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রতন একই ইউনিয়নের হরিতলা গ্রামের মৃত আব্দুল সাত্তারের ছেলে।

সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে রাজমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার

ভোলার দৌলতখানে নিখোঁজের তিন দিন পর প্রতিবেশীর নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে লিটন নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করেছেন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। শুক্রবার সকালে চরখলিফা ইউনিয়নের নায়েব বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

NEW AGE
WEDNESDAY, MARCH 18, 2026

Six fishermen rescued from Sundarban

Bangladesh Sangbad Sangstha · Khulna

MEMBERS of the Bangladesh Coast Guard early Tuesday rescued six fishermen who had been held hostage by the notorious 'Nana Bhai' pirate gang in Sundarban.

The rescue operation was conducted in the Kali Khal area adjacent to the Shibsa River, following a tip-off, coast guard officials said.

According to Lieutenant Commander Sabbir Alam Sujon, media officer of the coast guard, the fishermen were abducted on March 7 while they were fishing and collecting crabs in Sundarban.

The pirates reportedly held them captive and subjected them to torture in an attempt to extort ransom.

The incident came to light after a relative of one of the victims informed the coast guard through its emergency hotline 16111, stating that his brother had been held hostage for around 10 days.

Acting on the information, coast guard personnel from Nalian Outpost carried out a special operation early Tuesday.

During the operation, six fishermen were rescued from the pirates' custody. However, sensing the presence of law enforcers, the pirates fled into the forest, leaving the hostages behind. No arrests could be made.

The rescued fishermen Rafiqul, 30, Alamin, 26, and Ismail Shana, 24, from Koyra upazila of Khulna, and Ramzan Ali, 36, Rezwan, 22, and Mia Raj, 18, from Shyamnagar upazila of Satkhira were under coast guard care.

Officials said that necessary procedures were underway to hand them over to their respective families.

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১৮ মার্চ ২০২৬,

ঋণ থাকায় রিকশা চালকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মুগদা উত্তর মাণ্ডা বড় পাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে শহিদ মিয়া (৪৫) নামে এক রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্বজনরা জানান, ঋণগ্রস্ত হওয়ায় হতাশায় ভুগছিলেন শহিদ মিয়া। এ কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার শহিদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ। মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মোমেন জানান, খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরের দিকে মুগদার উত্তর মাণ্ডা বড় পাড়ার ২০৩/২২ নম্বর বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় শহিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

শহিদ একজন অটোরিকশাচালক। ঋণগ্রস্ত হয়ে মানসিক সমস্যাজনিত কারণে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেচিয়ে ফাঁস দেন বলে ধারণা নিহতের পরিবারের। শহিদ মিয়ার ছেলে সাজেদুল ইসলাম জানান, তার বাবা পেশায় একজন রিকশাচালক। পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা ছিল এবং ঋণগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে হতাশায় ভুগছিলেন তিনি। তাদের বাড়ি সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ থানার ভাটারাই গ্রামে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৮ মার্চ ২০২৬

ডেকে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা ভ্যানচালককে

লাকসাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

লাকসামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আবদুল মান্নান (৬৫) নামে এক ভ্যানচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। লাকসাম পৌরসভার গুন্তি উত্তরপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মান্নান ওই গ্রামের ছফর আলীর ছেলে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আবদুল মান্নান রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বড় ভাই সামছুল হক, তার মেয়ে বকুল বেগম ও বকুলের স্বামী পৌরসভা তাঁতীদল সভাপতি শোকর আলী তাকে ডেকে তাদের ঘরে নেন। এরপর তিনজন মিলে মান্নানকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে লাকসাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গতকাল সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন বলেন, বাবাকে জায়গা দখলের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার জেঠা, তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাই ঘরে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। পাশের ঘরের লোকজন আমাদের রাতে খবর দিলে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে নেওয়ার আগেই বাবা মারা যান। এ হত্যার বিচার চাই। শোকর আলী বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে মামলা সাজানোর জন্য মিথ্যা কাহিনি রটানো হচ্ছে। এখানে বহু মানুষ ছিল। তাকে কোনো মারধর করা হয়নি। শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। একপর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লাকসাম থানার ওসি মাকছুদ আহমেদ বলেন, লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ ২০২৬
১২ চৈত্র ১৪৩২

গাইবান্ধায় দিনমজুরের পায়ের রগ কেটে দিয়েছে দাদন ব্যবসায়ীরা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রহমতপুরে সুদের টাকা পরিশোধের পরও বাড়তি টাকা দিতে না পারায় দাদন ব্যবসায়ীরা পায়ের রগ কেটে দিয়েছে দিনমজুর তারা মিয়ার। বর্বর এ ঘটনায় থানায় মামলা হলেও এখনো পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। জানা গেছে, সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নজুড়ে ফিরোজুল বাহিনী দীর্ঘদিন থেকে দাদন ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। বিপদে পড়ে ৫ বছর আগে একই এলাকার দিনমজুর তারা মিয়া সুদের ওপর ৪০ হাজার টাকা নেন ফিরোজুলের কাছ থেকে। দিনে দিনে এই ৪০ হাজার টাকা সুদসহ ৩ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। কিস্তিতে ৪০ হাজার টাকাসহ সুদ ৩ লাখ টাকাও পরিশোধ করেন তিনি। অথচ দাদনের সব টাকা পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেনি ফিরোজুল। বাড়তি টাকা দাবি করেন তারা মিয়ার কাছে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে ফিরোজুল বাহিনী ঈদের আগের দিন রাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায় ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে। পরে তাকে ধরে ডান পায়ের রগ কেটে দেয়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ১৯ মার্চ তারা মিয়ার স্ত্রী শিমু আক্তার সদর থানায় ফিরোজুলকে প্রধান আসামি করে মামলা করেছেন।

এ ব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি কথা বলতে রাজি হননি। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিবকে জানানো হলে তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হবে। দাদন ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের আওতায় আনা হবে।

যুগান্তর
বুধবার ১৮ মার্চ ২০২৬
৪ চৈত্র ১৪৩২

৪০০ টাকার বিরোধে চা বিক্রেতা খুন

খুলনা ব্যুরো

খুলনার রূপসা উপজেলায় মাত্র ৪০০ টাকার পাওনা নিয়ে বিরোধের জেরে এক চা দোকানদারকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে এ ঘটনায় নিহত দীন মোহাম্মদ ঢালী (৫২) ওই গ্রামেরই আবুল কাশেম ঢালীর ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, ঘাটভোগ ইউনিয়নের কৃষক দল নেতা ও ভ্রাম্যমাণ মাংস বিক্রেতা আবুল খায়ের লস্কর দীন মোহাম্মদের কাছে মাংস বিক্রির বাকি ৪০০ টাকা পেতেন। ওই টাকা আদায়ে তিনি একাধিকবার তাগাদা দিলেও তা পরিশোধ করা হয়নি। মঙ্গলবার বিকালে আবুল খায়ের আবার দীন মোহাম্মদের দোকানে এসে টাকা দাবি করলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা ধস্তাধস্তিতে রূপ নেয়। এ সময় আবুল খায়ের ইট দিয়ে দীন মোহাম্মদের মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত দীন মোহাম্মদের পরিবারে স্ত্রী ও চার মেয়ে রয়েছে। রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, ৪০০ টাকার বিরোধকে কেন্দ্র করে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মাথায় আঘাত পেয়ে দীন মোহাম্মদ গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ চৈত্র ১৪৩২, ১৯ মার্চ ২০২৬

ফেসবুক পরিচয়ে ডেকে কিশোরীকে ধর্ষণ

গ্রেফতার ৪

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ভালুকায় ফেসবুক পরিচয়ের সূত্রে দেখা করতে আসা ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে চার তরুণকে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার পাঁচগাঁও এলাকার আত্তু মিয়ার ছেলে মো. হোসাইন (২১), আব্দুল মোতালিবের ছেলে মো. ফারুক আহাম্মেদ (১৭), মো. শহীদের ছেলে মো. আরিফ (১৭) এবং মঞ্জুরুল হকের ছেলে মো. মেহেদী হাসান (২০)। ধর্ষণের শিকার কিশোরী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা গেছে, ফেসবুকে 'জিসান ইসলাম' নামের এক ব্যক্তির (আইডি) সঙ্গে ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিচয় হয় এবং সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে দেখা করতে গত ১৪ মার্চ দিবাগত রাতে ঐ কিশোরী ময়মনসিংহ থেকে বাসযোগে ভালুকা আসে। বাসস্ট্যান্ড থেকে এক ব্যক্তি তাকে সিএনজিতে তুলে পাঁচগাঁও খালের পাশে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে আরো তিন জন আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। পরে চার জন মিলে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং খালের পাড়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ভালুকা মডেল থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে এবং এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

ডিবি ও থানা পুলিশের যৌথ দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই চার জন আসামিকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা ধর্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়।

পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। সৎ-মায়ের সঙ্গে বসবাস করত। পারিবারিক সমস্যার কারণে দুই মাস আগে বাড়ি ছেড়ে ময়মনসিংহে এসে একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ডাক্তারের সহকারীর কাজ শুরু করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮ মার্চ ২০২৬

গফরগাঁওয়ে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে রিকশাচালক যুবককে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে এই হত্যার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। নিহতের নাম আলম মিয়া (৩০)। গ্রেফতারকৃতরা হলেন মো. আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ মাজাহারুল ও গফরগাঁও ইউনিয়ন ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান ইসলাম।

থানা পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, আলম মিয়ার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী আমান মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের বাড়ির সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলমান ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে উক্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনার একপর্যায়ে আলম মিয়া প্রতিপক্ষ আমান মিয়ার মা আসিয়া বেগমকে মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। আসিয়া বেগমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার জের ধরে আমান মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরা আলম মিয়াকে জোরপূর্বক তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি কক্ষে আটকে রেখে বেদম মারধর করে। এর ফলে ঘটনাস্থলেই আলম মিয়ার মৃত্যু ঘটে। আলমের মৃত্যুর পর তার মরদেহ বাড়ির উঠানে ফেলে রেখে বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়ে যায় সবাই। গফরগাঁও থানার ওসি আ স ম আতিকুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ
শনিবার ১৪ চৈত্র ১৪৩২
Saturday 28 March 2026

নিরাপত্তাকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ শহরের নিতাইগঞ্জে একটি তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে মো. আরিফুল ইসলাম (মাসুম) (৩৮) নামে এক নিরাপত্তাকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল দুপুরে বাদ জুমা ডাইলপট্টি পুরাতন বি.কে রোডের ওই ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. আরিফুল ইসলাম বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বইরকাঠি এলাকার মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে। পরিবার নিয়ে ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় ভাড়ায় বসবাস করে আসছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী জামাল শপ বিল্ডিং এর নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরিবার ও পুলিশের সূত্রে জানা যায়, নিহত আরিফুল চাকরীর সুবাদে গত ৭ বছর যাবত নারায়ণগঞ্জে তার স্ত্রী নিপা খানম, মেয়ে সুমাইয়া ও ছেলে আদিব হাওলাদারকে নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। প্রতিদিনের মতো গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনি কর্মস্থলে যান। রাতে মধ্যে দু-একবার বাড়ি আসে, আবার কাজে ফিরে যান। পরদিন দুপুরে তার স্ত্রী ছাদে কাপড় শুকাতে গেলে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এ সময় তার চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসে এবং পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে প্রেরণ করে।

নিহতের স্ত্রী নিপা খানম জানান, 'আরিফুল ইসলাম মাদকাসক্ত। এর আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।'

তবে নিহতের মা রুমা বেগমের দাবি, পারিবারিক কলহের জেরে নিপা খানম তার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এর আগে নিপা খানম একাধিকবার আরিফুলকে পুলিশে দেয়া ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আল মামুন বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আত্মহত্যা। বাকিটা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে।'

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬,

সাতক্ষীরায় উদ্ধার চিকিৎসক ও নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরায় একই ভোরে পৃথক দুটি স্থানে এক চিকিৎসক ও এক নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বুধবার ভোররাতে শহরের কাটিয়া ও রসুলপুর গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা দুটি ঘটে, যা নিয়ে বর্তমানে এলাকায় নানা গুঞ্জন ও রহস্যের দানা বাঁধছে। পুলিশ উভয় ঘটনায় তদন্ত শুরু করলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা কাটেনি।

সাতক্ষীরা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন্স) সুশান্ত ঘোষ জানান, বুধবার দুপুর ২টায় মরদেহগুলো উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ময়নাতদন্ত ও অধিকতর তদন্ত শেষে এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শহরের কাটিয়াস্থ সাতক্ষীরা সদর মন্দিরসংলগ্ন নিজ বাসভবন থেকে ডা. সজীব দত্তের (২৭) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সজীব ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি লন্ডনে উচ্চতর এফসিপিএস পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই কিছুদিন আগে বাড়িতে ফেরেন বলে জানান সজীবের আত্মীয় ও প্রতিবেশী উৎপল সাহা।

সজীবের বাবা তপন কুমার দত্ত জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সজীব তার ঘরে ঘুমাতে যান। বুধবার সকালে তার মা কাঞ্চন দত্ত পূজা করার জন্য ওই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে কোনো সাড়া না পেয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন এবং ছেলেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। মেধাবী এই চিকিৎসকের এমন মৃত্যুতে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অন্যদিকে, একই সময়ে শহরের কদমতলা বাজারসংলগ্ন রসুলপুর গ্রামে আব্দুর রাজ্জাক (৪৮) নামে এক নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি কলারোয়া উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামের শামসুদ্দীন সরদারের ছেলে। রাজ্জাক রসুলপুর গ্রামের 'ফাল্গুনী বস্ত্রালয়'-এর বাড়িতে নৈশপ্রহরী ও কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানেই তার ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া যায়। স্বজনরা জানান, ভোররাতে রাজ্জাক সাহরির খাবারও খান। স্থানীয় প্রতিবেশী রবিউল ইসলাম জানান, পারিবারিক বা সাংসারিক কোনো জটিলতার কারণে এই অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মার্চ ২৭, ২০২৬

নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে নাটোরে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের যন্ত্রাংশ লুট

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নাটোর

নাটোরের বড়াইগ্রামে নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে রেখে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পাওয়ার গ্রিডের ৩৬৮টি ব্যাটারিসহ প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার রাত ৮টা থেকে ২টার মধ্যে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সহকারী প্রকৌশলী বাবুল কুমার দাস জানান, বুধবার রাত ৮টার দিকে প্রথমে পাঁচ-ছয়জন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের গেটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুজনের হাত-পা বেঁধে রাখে। পরে আরো ২০-২৫ জন প্রবেশ করে। সেখানে থাকা ছয়জন নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে মালপত্র লুট করে তারা। এ সময় ৩৬৮টি ব্যাটারি, পাওয়ার কেবল, ওয়েল্ডিং মেশিনসহ অন্তত ২ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ লুট করে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকালে অন্য নিরাপত্তাকর্মীরা গিয়ে পুলিশে খবর দেন। বেলা দেড়টার দিকে নাটোর ডিবি পুলিশ ও বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

বড়াইগ্রাম থানার ওসি আব্দুস সালাম জানান, এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডাকাতির ঘটনায় পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ মামলা করেছে।

প্রথম আলো
সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬,

লিবিয়ার বন্দিশালায় দুই বাংলাদেশির মৃত্যু

অবৈধ পথে ইউরোপযাত্রা

নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যাওয়া ওই দুই তরুণের বাড়ি মাদারীপুরে। লাশ ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় পরিবার।

প্রতিনিধি, মাদারীপুর

ইলিয়াস হাওলাদার

ফারুক হাওলাদার

লিবিয়ায় বন্দিশালায় নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন দুই বাংলাদেশি তরুণ। এক সপ্তাহের বেশি সময় আগে তাঁদের মৃত্যু হলেও পরিবারের কাছে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন দালালেরা। সম্প্রতি মৃত্যুর বিষয়টি জানার পর লাশ দ্রুত দেশে আনার দাবি জানিয়েছে দুই তরুণের পরিবার।

দুই তরুণ হলেন মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার দক্ষিণ জনারদন্দি এলাকার ইলিয়াস হাওলাদার (২৫) ও ডাসার উপজেলার বিনতিলুক এলাকার ফারুক হাওলাদার (৩৫)। গত শনিবার প্রথম আলোর কাছে তাঁদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে দুই তরুণের পরিবার।

পরিবার ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে কাতারে যান ইলিয়াস। সেখান থেকে বাংলাদেশি এক দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গত বছরের আগস্টের শুরুতে কাতার থেকে দালালের সহযোগিতায় লিবিয়ায় পৌঁছান। সেখানকার একটি বন্দিশালায় ইলিয়াসকে বন্দী রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে পরিবারের কাছ থেকে কয়েক দফায় ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন দালাল চক্রের সদস্যরা। ২৩ মার্চ ওই বন্দিশালায় দালালের নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা যান ইলিয়াস। মৃত্যুর চার দিন পরে গত বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় এক দালালের মাধ্যমে ইলিয়াসের মৃত্যুর খবর পায় পরিবার। এর পর থেকে পরিবারের চলছে মাতম।

গতকাল রোববার ইলিয়াসের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বড় ছেলেকে হারিয়ে অনেকটা বাকরুদ্ধ ইলিয়াসের বাবা কালাম হাওলাদার ও মা রানু বেগম। ইলিয়াসের দুই বছর বয়সী এক ছেলে আছে। ইলিয়াসের স্ত্রী বীথিও কাঁদছিলেন।

কালাম হাওলাদার বলেন, 'আমার দুই ছেলে। দুজনই কাতারে থাকত। বড় ছেলে ইলিয়াস আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে লিবিয়া যায়। লিবিয়া যাওয়ার পরে আমরা জানতে পারি। ছেলের মুখের দিকক চাইয়ে আমি অনেক কষ্ট করে ২০ লাখ টাকা দালাল হাবিব মাস্টারের কাছে দিই। তবু আমার ছেলেডা মরে গেল।'

ইলিয়াস হাওলাদারের মা রানু বেগম বলেন, 'আমার বাপজানের হায়াত নাই। ওরে আল্লাহ নিয়া গেল। আমরা কোনো বিচার চাই না, পোলাডার লাশ যেন দেশে ফিরা আহে, সেটাই চাই।'

অন্যদিকে ডাসার উপজেলার বিনতিলুক এলাকার ফারুক হাওলাদার লিবিয়ার বন্দিশালায় দালালের নির্যাতনে মারা গেছেন ১৮ মার্চ। পরিবার ফারুকের মৃত্যুর খবর পেয়েছে ২৫ মার্চ।

ফারুকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে ফারুক রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি উন্নত জীবনের আশায় চার মাস আগে স্থানীয় দালাল হাবিবুর রহমানের মাধ্যমে সৌদি আরব হয়ে লিবিয়ায় পৌঁছান। পরে তাঁকে একটি বন্দিশালায় আটক রেখে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। তাঁকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে নেওয়ার কথা থাকলেও নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে দাবি পরিবারের।

গতকাল বিকেলে ফারুকের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, একটি ভাঙাচোরা টিনশেড ঘরে ফারুকের পরিবার থাকে। মা মালেকা বেগম, স্ত্রী লাবণী আক্তার ছাড়াও ফারুকের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। ফারুকের মা মালেকা বেগম বলেন, 'গেম ঘরে (বন্দিশালা) কী থেকে কী হইছে, জানি না। আমার ছেলেডা আর বাঁইচা নাই। ওরে ছাড়া ক্যামনে বাঁচমু? ওর ছোট্ট দুই ছেলেমেয়ে, ওরাও অবুঝ। ওগের কী হবে? কে দ্যাখব?'

এ বিষয়ে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, লিবিয়ার বন্দিশালায় দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হয়নি। তবে পরিবার থানায় অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে। দালালদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে বলেও তিনি জানান।

প্রথম আলো
সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬,

ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন

ভূমধ্যসাগরে অনাহারে ২০ বাংলাদেশির মৃত্যুর শঙ্কা

অবৈধ পথে ইউরোপযাত্রা

উদ্ধার করা ২৬ জন নৌকার আরোহীর মধ্যে ২১ জন বাংলাদেশের নাগরিক।

> আমাদের এখন প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে যে বাংলাদেশিদের জীবন বেঁচে গেছে, তারা ক্যাম্পে কী অবস্থায় আছে, তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
>
> **শামা ওবায়েদ ইসলাম**, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা

লিবিয়া থেকে গ্রিস যাওয়ার পথে ছয় দিন ধরে ভূমধ্যসাগরে ভেসে থাকা অন্তত ২২ অভিবাসীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। মারা যাওয়া কিংবা নিখোঁজ ওই ২২ অভিবাসীর অন্তত ২০ জন বাংলাদেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও ২১ মার্চ লিবিয়া থেকে রাবারের নৌকায় গ্রিসগামী ৪৮ জনের মধ্যে ২৬ জনকে উদ্ধার করার পর মারা যাওয়া ও নিখোঁজ লোকজনের ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃত কিংবা নিখোঁজ ২২ জনের মধ্যে কতজন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন, সে বিষয়ে গ্রিসের কাছ থেকে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানতে পারেনি।

গতকাল সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিকে এএফপি, আল-জাজিরা ও ইউরোনিউজ গ্রিসের কোস্টগার্ড ও ইউরোপের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (ফ্রন্টেক্স) কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে গত শনিবার লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে যাওয়ার সময় ৪৮ জনের হতাহতের খবর প্রচার করে।

লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের একটি সূত্র জানায়, ২১ মার্চ লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের বন্দর শহর তোব্রুক থেকে মানব পাচারকারীরা রাবারের নৌকায় ৪৮ যাত্রী নিয়ে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। নৌকাটির যাত্রীরা সবাই বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

গ্রিসে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করে জানা গেছে, গ্রিসের কোস্টগার্ড ও ফ্রন্টেক্স ২৬ মার্চ গ্রিসের উপকূলে ক্রিট দ্বীপের কাছে যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে প্রায় ছয় দিন ধরে সমুদ্রে ভাসমান থাকার পর ক্রিটের দক্ষিণে প্রায় ৫৩ নটিক্যাল মাইল দূরে নৌকাটি উদ্ধার করা হয়।

৪৮ আরোহীর মধ্যে মাত্র ২৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাকি ২২ জন হয় মৃত কিংবা নিখোঁজ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গ্রিসের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ঢাকায় পররাষ্ট্র ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে, উদ্ধার করা ২৬ জন নৌকার আরোহীর মধ্যে ২১ জন বাংলাদেশের নাগরিক। অন্য ৫ জনের মধ্যে ৪ জন সুদানের ও ১ জন চাদের নাগরিক।

ঢাকার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গ্রিসে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থানীয় কোস্টগার্ডসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করেছে। তবে সরকারি ছুটির কারণে গ্রিসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

উদ্ধারকৃতদের শিবিরে নেওয়া হয়েছে

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশিসহ উদ্ধার করা ২৬ জনকে ক্রিট দ্বীপের থেসালোনিকি-মালাকাসা শিবিরে নেওয়া হয়। পরে উদ্ধার করা ব্যক্তিদের শিবিরে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশের ২১ নাগরিকের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রার বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধির আলাপের সময় উদ্ধার হওয়া কয়েকজন বাংলাদেশি জানান, লিবিয়া থেকে যাত্রার সময় নৌকায় অন্তত ৪০ জন বাংলাদেশি ছিলেন। নিখোঁজ ২২ জনের মধ্যে অন্তত ২০ জন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারেন। ক্লান্তি, পানিশূন্যতা ও অনাহারের কারণে তাঁরা মারা গেছেন। যাঁদের মরদেহ পাওয়া যায়নি, নৌকায় থাকা এক মানব পাচারকারীর নির্দেশে সেগুলো সাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, লিবিয়া থেকে গ্রিসগামী নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পর এটি দিকনির্দেশনা হারিয়ে ফেলে সাগরে ভাসতে থাকে। প্রায় ছয় দিন ধরে সমুদ্রে ভাসমান থাকার পর ক্রিটের দক্ষিণে প্রায় ৫৩ নটিক্যাল মাইল দূরে নৌকাটি উদ্ধার করা হয়।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থাকে (ইউএনএইচসিআর) উদ্ধৃত করে শনিবার আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে পৌঁছে ১৬ হাজার ১১০ জন শরণার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়েছেন। গত বছর গ্রিস পৌঁছাতে গিয়ে অন্তত ১০৭ জন সাগরে ডুবে মারা গেছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ইউরো নিউজ শনিবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গেছেন ৫৫৯ জন। গত বছরের একই সময়ে ভূমধ্যসাগরে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৮৭।

একটু সময় লাগবে

লিবিয়া থেকে ইতালিতে যাওয়ার পথে নৌকায় বাংলাদেশিদের মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম গতকাল দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'যারা এই মানব পাচার করে, তারা লিবিয়ারও আছে এবং বাংলাদেশিও আছে। ধারণা করছি যে এটা একটি চক্র, যারা সব সময় বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের বিপদে ফেলে, তাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে যায়। এখানে বেশ কিছু দেশের নাগরিক ছিল, তার মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের কিছু নাগরিক ছিল, একজন নারী ও একটি শিশুও ছিল। তাদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং কাউকে কাউকে একটি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।'

মরদেহ ও বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের একটু সময় লাগবে। আমাদের দূতাবাস প্রথমে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করবে। আমাদের এখন প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে যে বাংলাদেশিদের জীবন বেঁচে গেছে, তারা ক্যাম্পে কী অবস্থায় আছে, তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সেটা নিশ্চিত হওয়ার পর ক্যাম্পের থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রথম আলো
রোববার, ২৯ মার্চ ২০২৬,

গ্রিসে যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরে মৃত্যু ৪ বাংলাদেশির

নিজস্ব প্রতিবেদক, সুনামগঞ্জ

লিবিয়া উপকূল থেকে নৌকায় করে গ্রিসে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে যে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের চারজন বাংলাদেশি। তাঁদের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় বলে জানা গেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছয় দিন সাগরে ভেসে থাকার পর গত শুক্রবার রাতে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের উপকূল থেকে ইউরোপীয় সীমান্ত সংস্থার একটি জাহাজ এক নারী, এক শিশুসহ ২৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সেই ব্যক্তিরা ২২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি ওই সংস্থাকে জানান।

জীবিত উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি গতকাল শনিবার সুনামগঞ্জের চারজনের পরিবারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওই চারজন হলেন দিরাইয়ের আবু সরদারের ছেলে মো. নুরুজ্জামান সরদার ওরফে ময়না (৩০), আবদুল গণির ছেলে সাজিদুর রহমান (২৮), ইসলাম উদ্দিনের ছেলে সাহান এহিয়া (২৫) ও আবদুল মালেকের ছেলে মুজিবুর রহমান (৩৮)।

তারাপাশা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক ইউপি সদস্য এওর মিয়া *প্রথম আলো*কে জানান, মারা যাওয়া চারজনই তাঁর আত্মীয়। গতকাল বিকেলে একই নৌকায় থাকা গ্রামের আবদুল কাহারের ছেলে রোহান আহমদ (২৫) ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। রোহান জানিয়েছেন, নৌকায় খাবার ও পানির সংকটের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে অনেকেই মারা যান। তাঁদের মধ্যে এই চারজনও আছেন। পরে তাঁদের লাশ সাগরে ফেলে দেওয়া হয়।

যুগান্তর | রোববার ২৯ মার্চ ২০২৬
১৫ চৈত্র ১৪৩২

রাজৈরে উঠানে গাছের ডালে যুবকের লাশ

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

মাদারীপুরের রাজৈরে বাড়ির উঠানের গাছের মগডাল থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মাইক্রোচালক আরিফের (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। শনিবার সকালে খালিয়া গাঙ্গুলী বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। আরিফ ওই এলাকার মৃত সাহেবালির ছেলে। পারিবারিক কলহের জেরেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি এলাকাবাসীর। আরিফের ছেলে ৮ম শ্রেণির ছাত্র আরাফাত শেখ জানান, 'বাবা প্রথমে আমার মা নাজি বেগমকে বিয়ে করেন এবং পরে তিনি কনা বেগম নামে আরেকজনকে বিয়ে করেন। এতে আমার মা এই সংসার ছেড়ে চলে যান। বাবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং আমি কার কাছে থাকব; এই নিয়ে বাবা ও মার মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত।'

NEW AGE SUNDAY, MARCH 29, 2026,

22 migrants die in sea

21 Bangladeshis among 26 rescued from Mediterranean Sea

Staff Correspondent

AT LEAST 26 migrants, including 21 Bangladeshis, were rescued from the Mediterranean Sea after 22 other migrants died during a six-day ordeal at sea off the Greek coast while attempting to reach Europe from Libya, reports agencies.

Whether any Bangladesh nationals were among the deceased could not be confirmed immediately.

Twenty migrants hoping to reach Europe died off the coast of Greece after spending six days adrift in a rubber boat, survivors told the Greek coastguard on Saturday, the Agence France-Presse reported from Athens, Greece.

The Greek coastguard said that 26 people, including a woman and a minor, were rescued late Friday by a vessel of the European Border and Coast Guard Agency off the island of Crete.

Survivors said that the bodies of those who died were thrown into the sea during the journey.

Two survivors were taken to hospital in Heraklion, the coastguard said.

Bangladesh ambassador to Greece Nahida Rahman Shumona said on Saturday evening that they came to know about the boat capsize off the coast of Greece.

'But we are not yet informed anything officially about identities of the victims,' she told New Age, adding that they were not sure whether there were any Bangladeshis among the deceased victims or the survivors.

She said that they were expecting official communications in this regard on Monday after the weekend.

Based on survivor statements, the coastguard said that the boat had left Tobruk on March 21, heading for Greece, a key gateway for migrants seeking asylum in the European Union.

'During the journey, the passengers lost their bearings and remained at sea for six days without food or water,' the coastguard said, adding that the bodies of those who died were thrown into the sea on the orders of one of the smugglers.

Greek authorities arrested two youths as suspected smugglers, one a South Sudanese, 19, and another aged 22 years.

They are under investigation on charges of illegal entry and negligent homicide.

The vessel carrying the migrants was located about 53 nautical miles south of Ierapetra, where it faced unfavourable weather conditions.

A coastguard spokesman said that harsh weather, along with a shortage of food and water, led to the death of 22 migrants due to exhaustion.

According to the International Organization for Migration, at least 559 people died in the Mediterranean Sea during January and February this year, compared with 287 in the same period last year.

প্রথম আলো
২৯ মার্চ ২০২৬, ১৫ চৈত্র ১৪৩২

১৩ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

কক্সবাজারের টেকনাফ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার

মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) সদস্যরা কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীর মোহনা থেকে তিনটি মাছ ধরার নৌযানসহ ১৩ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছেন। গতকাল শনিবার সকালে সাগর থেকে মাছ শিকার শেষে ফেরার পথে শাহপরীর দ্বীপের নাইক্ষ্যংদিয়া নামক এলাকা থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়।

জেলেরা হলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৪০), মো. ফরিদ হোসেন (৩০), মো. রবিউল হাসান (১৭), মো. কালাম (৩০), মো. হোসেন আহমদ (৩৮), মো. মীর কাশেম আলী (৪০), মো. গিয়াস উদ্দিন (১৮), মো. সালাউদ্দিন (১৮), মো. মহিউদ্দিন (২২), মো. কালু মিয়া (৫৫), মো. আবু তাহের (৪০), মো. আবদুল খালেক (৪০), মো. জাবের মিয়া (২৪)। তাঁরা সবাই টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের ইউপি সদস্য আবদুস সালাম বলেন, তিনটি নৌকার ১৩ জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জেলেপল্লিতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমামুল হাফিজ বলেন, 'জেলেদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুনেছি। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি জানার চেষ্টা চলছে। আমাদের সীমান্তে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে জেলেদের ফেরত আনার প্রচেষ্টা চালানো হবে।'

স্থানীয় জেলেদের মতে, গত দুই বছরে অন্তত পাঁচ শতাধিক জেলেকে নানা সময় আরকান আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক জেলেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সবশেষ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেরত আসেন ৭৩ জেলে। আরও দেড় শতাধিক জেলে আরাকান আর্মির হেফাজতে আটকা রয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ মার্চ ২০২৬

মানিকগঞ্জে অটোরিকশার জন্য বন্ধুকে ডেকে নিয়ে হত্যা

পিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার ৩

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় অটোরিকশা চুরির লোভে রফিক মিয়া (২৮) নামে এক চালককে নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত নিহতের বন্ধুসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) মানিকগঞ্জ। তবে হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পার হলেও নিহতের বিচ্ছিন্ন মাথাটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একটি সাধারণ অটোরিকশাকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডে জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল শনিবার সংবাদ সম্মেলনে পিবিআই মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন।

জানা গেছে, ঘিওর উপজেলায় বানিয়াজুরী গ্রামের রফিক মিয়ার অটোরিকশাটি হাতানোর পরিকল্পনা করে তার বন্ধু নির্মাণশ্রমিক রিপন মিয়া (৩০)। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত ২৪ মার্চ রাতে গাঁজা সেবনের প্রলোভন দেখিয়ে রফিককে সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের পাছবারইল এলাকায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রিপনের সঙ্গে যোগ দেয় তার সহযোগী আরমান হোসেন (২০) ও সজিব (২৫)। নদীর পাড়ে পৌঁছানোর পর আরমান হাতুড়ি দিয়ে রফিকের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর রিপন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে গলা কেটে হত্যা করে। এসময় আরমান ও সজিব রফিককে চেপে ধরে রেখেছিল। হত্যার পর মরদেহ ও বিচ্ছিন্ন মাথা নদীতে ফেলে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। ভোরে রফিকের অটোরিকশাটি নিয়ে

ধামরাইয়ের কালামপুর এলাকায় চলে যায় প্রধান অভিযুক্ত রিপন।

অপরদিকে ২৫ মার্চ বিকালে নদী থেকে মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধারের পর পিবিআই ছায়া তদন্ত শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের শনাক্ত করা হয়।

২৬ মার্চ ধামরাইয়ের কালামপুর থেকে রিপনকে আটক করা হয় এবং তার কাছ থেকে ছিনতাই করা অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়। রিপনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার দুই সহযোগী আরমান ও সজিবকে গ্রেফতার করে পিবিআই।

পিবিআই মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী জানান, আসামিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সহায়তায় কালীগঙ্গা নদীতে নিহতের বিচ্ছিন্ন মাথাটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯ মার্চ ২০২৬

চট্টগ্রামে নিখোঁজের দুই দিন পর তুলার কারখানায় মিলল কিশোরীর লাশ

চার জেলায় আরো ছয় মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

চট্টগ্রামে নিখোঁজের দুই দিন পর এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধারসহ দেশের কয়েকটি জেলায় পৃথক ঘটনায় আরো ছয়টি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যজনক ও নৃশংসতার আলামত মিলেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ থেকে ইত্তেফাকের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে নিখোঁজের দুই দিন পর ১১ বছর বয়সি আরেফিন আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার উপজেলার আমান বাজারের ইসহাক কলোনির একটি তুলার কারখানা থেকে তার বিকৃত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পায়। গত ২৬ মার্চ নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে জিডি করা হয়েছিল। পুলিশ ধারণা করছে, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মাদারীপুরের রাজৈরে মালয়েশিয়া প্রবাসীর স্ত্রী রুমি বেগম (২৯)-এর ঝুলন্ত মরদেহ নিজ ঘর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে শাখারপাড় গাঙ্গকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

অন্যদিকে, নীলফামারীর জলঢাকায় ধানখেত থেকে মমিনুর রহমান (১৬) নামে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন থাকায় এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করছে পুলিশ। একই জেলার সৈয়দপুরে পৃথক ঘটনায় মুকুল (৪৫) ও সিরাজুল ইসলাম (২৯) নামে দুই জন আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার দুপুরে এসব ঘটনা ঘটে। লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় পৃথক দুটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে ববিতা বেগম (৩০) নামে এক নারীর গলাকাটা মরদেহ ভাড়া বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঢোলভাঙ্গা বাজার এলাকার একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে কেটে ফেলা একটি গোপনাঙ্গের অংশ পাওয়া গেছে। পুলিশ ঘটনার রহস্য উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে।

এছাড়া মাদারীপুরের রাজৈরে মাইক্রোচালক আরিফ (৩০)-এর গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ বাড়ির উঠানের গাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে জানিয়েছে পরিবার ও পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৫ চৈত্র ১৪৩২, ২৯ মার্চ ২০২৬

লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে সুনামগঞ্জের চার জনের মৃত্যু

২১ বাংলাদেশি জীবিত উদ্ধার

■ দিরাই (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা

লিবিয়া হয়ে সাগরপথে অবৈধভাবে ইউরোপের দেশ গ্রিসে যাওয়ার সময় অন্তত ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার চার জন রয়েছেন। নিহতরা হলেন উপজেলার তারাপাশা গ্রামের আবু সাঈদ সরদারের ছেলে নুরুজ্জামান সরদার ময়না (৩০), আব্দুল গণির ছেলে সাজিদুর রহমান (২৮), ইসলাম উদ্দিনের ছেলে শাহান মিয়া (২৫) এবং রনারচর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মুজিবুর রহমান (৩৮)।

জানা যায়, গত ২১ মার্চ লিবিয়ার তুবরুক উপকূল থেকে প্রায় ৫০ জন যাত্রী নিয়ে একটি ছোট নৌকা গ্রিসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। পথে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়েন তারা। টানা ছয় দিন খাবার ও পানির অভাবে নৌকায় থাকা যাত্রীরা মানবেতর জীবন যাপন করেন। এ সময় অসুস্থতা ও অনাহারে কয়েক জনের মৃত্যু হলে মানব পাচারকারীরা তাদের মরদেহ সাগরে ফেলে দেয় বলে জানা গেছে। নিহত নুরুজ্জামান সরদার ময়নার মামা উমেদ আলী জানান, দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামের ওয়াকিব মিয়ার ছেলে মুজিবুর রহমান নামের এক মানব পাচারকারীর সঙ্গে জনপ্রতি প্রায় ১২ লাখ টাকায় চুক্তি করে তারা লিবিয়া হয়ে গ্রিসে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। স্থানীয়রা দ্রুত মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে এ ঘটনায় জড়িত মানব পাচার চক্রকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।

এদিকে ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান জানায়, উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করা ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী গ্রিসের উপকূলে একটি রাবারের নৌকায় ছয় দিন সমুদ্রে থাকার পর মারা গেছেন। বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা গ্রিক কোস্ট গার্ডকে এ তথ্য জানিয়েছেন। কোস্ট গার্ড শুক্রবার গভীর রাতে জানায়, ফ্রন্টেক্সের একটি জাহাজ ক্রিট দ্বীপের কাছে ২৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে, যাদের মধ্যে এক জন নারী ও এক জন নাবালক রয়েছে। পরে কোস্ট গার্ড বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানায়, বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের মধ্যে ২১ জন বাংলাদেশি, চার জন দক্ষিণ সুদানের নাগরিক এবং এক জন চাদের নাগরিক রয়েছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৭ চৈত্র ১৪৩২

নোয়াখালীতে মাদক নিয়ে দ্বন্দ্ব

যুবককে কুপিয়ে হত্যায় দুজন গ্রেফতার

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীতে মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে মো. নিরব নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। জানা যায়, রোববার সদর উপজেলার পূর্ব মাইজচরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে একইদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত নিরব একই এলাকার আব্দুল গনির ছেলে। নিরব পেশায় একজন স'মিল শ্রমিক ছিলেন। পুলিশ জানায়, কিছু দিন আগে মাদক নিয়ে একই গ্রামের ইটভাটা শ্রমিক রুবেল মাঝির ভাতিজার সঙ্গে নিরবের বিরোধ দেখা দেয়। ওই বিরোধের জেরে রোববার সকাল ১০টার দিকে নিরব তার তিন সহযোগীকে নিয়ে রুবেল মাঝির ওপর হামলা চালান। এ সময় তাদের ছুরিকাঘাতে রুবেলের ৩-৪ অনুসারী আহত হন। পরে এ নিয়ে ধাওয়া-পালটাধাওয়ার একপর্যায়ে দুপুর ১২টার দিকে নিরবের অনুসারীরা প্রতিপক্ষ রুবেলের বাড়ির সামনে চলে যায়ন। তখন রুবেলের লোকজন ধাওয়া দিয়ে নিরবকে আটক করে বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬
১৭ চৈত্র ১৪৩২

সাভারে ভ্যান চালককে জবাই করে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারে মহিদুল ইসলাম নামে এক যুবককে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তার বয়স আনুমানিক ৩২। সে ভ্যান চালিয়ে জীবন চালাতো। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লাশ উদ্ধার করেছে। সোমবার বিকালে সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের যাদুরচর এলাকার আনন্দনগর হাউজিংয়ের ভেতরে যুবকের লাশ পাওয়া যায়। মহিদুল ইসলাম ঝিনাইদ সদর থানার চরমোড়ারিদ গ্রামের আব্দুর সাত্তার মন্ডলের ছেলে।

সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মেহেদী হাসান বলেন, নিহত যুবককে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তার গলায় ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রোববার দিনগত রাতের কোনো একসময় যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়া তার হাতের আঙুলের ছাপের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। সে স্থানীয়ভাবে নিজ ভ্যান চালিয়ে এলাকায় বসবাস করত।

এ ঘটনায় সাভার মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ৩০ মার্চ ২০২৬
১৬ চৈত্র ১৪৩২

তাহিরপুরে বালু ধসে শ্রমিক নিহত লাশ গুমের চেষ্টা

যুগান্তর প্রতিবেদন, *তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ)*

তাহিরপুরে জাদুকাটায় বালি ধসে লিয়াকত আলী নামে এক শ্রমিক নিহতের পর লাশ গুমের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার ভোরে তাহিরপুরের সীমান্ত নদী জাদুকাটার পশ্চিম তীরে (পাড়) কেটে খনিজ বালি চুরির করতে গিয়ে বালি ধসে বালি চাপায় ওই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত লিয়াকত বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সিরাজপুর বাগগাঁও গ্রামের মৃত কুদ্দুছ মিয়ার ছেলে। স্থানীয় লোকজন, থানা পুলিশ জানায়, তাহিরপুরের সীমান্ত নদী জাদুকাটার পশ্চিম পাড়ে ইজারাবহির্ভূত নদী পাড়ে ঘাগটিয়ার চাঁনমিয়ার ছেলে মুসালমের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন একই গ্রামের মাছুম, গড়কাটি, লাউরগড়ের ৫ থেকে ৭ জনের একটি প্রভাবশালী চক্র শনিবার মধ্যরাত পরবর্তী সময়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিয়োজিত করে রাতের আঁধারে নদীর পাড় কেটে খনিজ বালি চুরিতে। এদিকে তড়িঘড়ি করে থানা পুলিশকে অবহিত না করেই বালি খেকো মুসালম চক্রের গোপন সমঝোতায় গোপনে লাশ দাফনের জন্য শ্রমিক লিয়াকতের মরদেহ ট্রলারযোগে ঘটনাস্থল থেকে অতি গোপনে সরিয়ে নিয়ে যায় শ্রমিক সর্দার জাহাঙ্গীর, নাদিম চক্র। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন। অ্যাডভোকেট শাহ আলম তুলিপ বলেন, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে দরিদ্র শ্রমিকের অবৈধভাবে জাদুকাটা নদীর পাড় কাটতে রাতের আঁধারে নিয়োজিত করা, শ্রমিকের বালিধসে মৃত্যু পরবর্তী সময়ে গোপনে লাশ সরিয়ে ফেলা এটি আইনের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ডের প্ররোচনার পর লাশ গুমের চেষ্টার শামিল বলে ধারণা করছি।

কালের কণ্ঠ
। সোমবার । ৩০ মার্চ ২০২৬

লিবিয়া থেকে বোটে গ্রিসযাত্রা

সুনামগঞ্জের তিন উপজেলার ১২ যুবকের মৃত্যু অনাহারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও দিরাই প্রতিনিধি ▷

আস্তরবিহীন টিনশেডের ঘর। সস্তা ফার্নিচার। নিরাভরণ কক্ষ। খাটে বসে বিলাপ করছেন মা আঁখি বেগম। প্রতিবেশী ও স্বজনরা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু কোনো সান্ত্বনায় তাঁর কান্না বন্ধ হচ্ছে না। মায়ের আহাজারি ও বিলাপে স্বজনরাও অশ্রুসিক্ত। এই দৃশ্য দেখা গেল ভূমধ্যসাগরে সলিলসমাধি হওয়া জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের চিলাউড়া মাঝপাড়া গ্রামের মারা যাওয়া তরুণ নাইম মিয়ার (২৪) বাড়িতে। রবিবার সকাল থেকেই এলাকার মানুষ জড়ো হয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল পরিবারের সবাইকে। এই গ্রামের একই পাড়ার ইজাজুল হক রেজা নামের যুবকেরও সলিলসমাধি হয়েছে। এই হতভাগা দুই তরুণের মতো জেলার ১২ যুবক গ্রিসে যাওয়ার পথে লিবিয়া থেকে রওনা দেওয়ার পর গ্রিসের উপকূলে গিয়ে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার না পেয়ে মারা গেছেন। সুনামগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের ডিএসবি শাখাও ১২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে দিরাইয়ের ছয়জন, জগন্নাথপুরের পাঁচজন এবং দোয়ারাবাজারের একজন রয়েছেন।

পুলিশ, এলাকাবাসী, নিহতের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের চিলাউড়া মাঝপাড়া গ্রামের দুলন মিয়ার ছেলে নাইম মিয়া (২৪), একই গ্রামের শামছুল হকের ছেলে ইজাজুল হক রেজা (২৩), রানীগঞ্জ ইউনিয়নের টিয়ারগাঁও গ্রামের আখলুছ মিয়ার ছেলে শায়েক আহমদ জনি (২৫), ইছগাঁও গ্রামের বশির মিয়ার ছেলে আলী আহমদ (২২) এবং পাইলগাঁও (হাড়গ্রাম) গ্রামের সাবেক শিক্ষক হাবিবুর রহমানের ছেলে আমিনুর রহমান (২৬)।

নাঈমের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর বাবা নির্বাক। স্ত্রী কাঁদছেন অঝোরে। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিচ্ছে ছেলেহারা মা, বাবাসহ ভাই-বোনদের। নাঈমের বাবা দুলন মিয়া বলেন, 'ইছগাঁও গ্রামের আজিজুল ইসলামের মাধ্যমে ১৩ লাখ টাকা চুক্তিতে আমার ছেলেকে গ্রিসের জন্য পাঠিয়েছিলাম। প্রায় তিন মাস আগে আজিজুল আমার ছেলেকে গ্রিসে নেওয়ার জন্য প্রথমে লিবিয়া নেয়। সেখানে পৌঁছার পর গেইমে তোলার নামে আরো পাঁচ লাখ টাকা চায়। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমার ছেলেকে নির্যাতন করা হয়। পরে তাকে টাকা দিলে গত ২১ মার্চ ছেলেকে গেইমে তোলে। শনিবার শুনি সে সাগরে না খেয়ে মারা গেছে। তার মরদেহ ফেলে দিয়েছে সাগরে। তিনি বলেন, 'আমি দালালের বিচার চাই। দালাল আমাকে শুধু নিঃস্ব করেনি, আমার ছেলেকেও কেড়ে নিয়েছে।'

একই গ্রামের মাঝপাড়ার ইজাজুল হক রেজার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর বাবা শামছুল হক ও পরিবারের লোকদের সান্ত্বনা দিচ্ছে প্রতিবেশী ও স্বজনরা। শামছুল হক জানান, ছাতকের শক্তিগাঁও গ্রামের দুলাল মিয়ার মাধ্যমে ১২ লাখ টাকার চুক্তিতে তিন মাস আগে ছেলেকে লিবিয়া পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে গ্রিসে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছিল দালাল। তার সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হলেও গ্রিসে পাঠানো নিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকে দালালচক্র। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে ঈদের আগে ভয়েস কলে জানায়, দালাল আমাদের খাওয়া-দাওয়া দিচ্ছে না, মারধর করছে, বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার জন্য দোয়া কইরো। এরপর আমার ছেলের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমরা অনেক চেষ্টা করেও দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এখন শুনি আমার ছেলে মারা গেছে। আমি দালালের বিচার চাই। ক্ষতিপূরণ চাই।'

পাইলগাঁও গ্রামের নিহত আমিনুর রহমানের বড় ভাই মিজানুর রহমান বলেন, 'আমিন ইউরোপে যেতে খুবই আগ্রহী ছিল। কিন্তু দালালের মাধ্যমে বিদেশ যেতে আমাদের পরিবারের কেউ রাজি ছিল না। সেটা বুঝতে পেরে আমার ভাই কাউকে না জানিয়ে লিবিয়া চলে যায়। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক মাস আগে জানতে পারি সে লিবিয়ায় আছে। সর্বশেষ ঈদের দিন আমার ভাই আব্বা-আম্মার সঙ্গে কথা বলেছে। বলছে দোয়া করতে। তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। এখন আমার ভাইকে লিবিয়া নিয়ে গ্রিসে পাঠানোর কথা বলে সাগরে মেরে ফেলেছে দালালচক্র।'

জগন্নাথপুরের পাশাপাশি দিরাই উপজেলার কুলঞ্জ ইউনিয়নের তারাপাশা গ্রামের সাহিদ সরদারের ছেলে নুরুজ্জামান ময়না (৩০), ইসলাম উদ্দিনের ছেলে শাহান মিয়া (২৫), আব্দুল গণির ছেলে সাজিদুর রহমান (২৮), রাজানগর ইউনিয়নের ররনারচর গ্রামের আব্দুল মালিকের ছেলে উপজেলা যুবদলের সদস্য মজিবুর রহমান (৩৮), জগদল ইউনিয়নের বাসুরি গ্রামের সোহানুর রহমান (২৮), করিমপুর ইউনিয়নের মাটিয়াপুর গ্রামের তায়েফ মিয়া (৩০) ও দোয়ারাবাজার উপজেলার দোহালিয়া ইউনিয়নের কবিরপুর গ্রামের ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে আবু ফাহিমও হতভাগাদের শামিল।

নিহতের স্বজনরা জানায়, কেউ চার মাস আগে, কেউ তিন মাস আগে, কেউ এক মাস আগে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। স্থানীয় দালালরা তাঁদের মূল দালালের মাধ্যমে লিবিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লিবিয়া থেকে গেইমে (বোটযাত্রা) তুলে তাঁদের সাগরপথে ট্রলারে গ্রিসে পাঠানো হচ্ছিল। পথে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তাঁরা ট্রলারেই মারা যান। প্রত্যেকের কাছ থেকে ১২-১৩ লাখ টাকা করে নিয়েছে দালালচক্র। সাগর থেকে গ্রিসের কোস্ট গার্ড তাঁদের উদ্ধারের পর তাঁরা জানিয়েছেন যাঁরা মারা গেছে, তাঁদের সাগরেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা জগন্নাথপুর, দিরাইসহ সুনামগঞ্জের অন্যান্য জায়গার ছিলেন, তাঁরাই এই তথ্য জানান সেখানকার কোস্ট গার্ডকে।

প্রশাসনের ভাষ্য : লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ইউরোপের দেশ গ্রিসে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে ভাসমান নৌকায় থাকা কমপক্ষে ২২ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের ১২ জন রয়েছেন

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয়
বাংলাদেশ
দৈনিক
প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩০ মার্চ ২০২৬

লিবিয়ার বন্দিশালায় দুই বাংলাদেশির মৃত্যু লাশের অপেক্ষা

মাদারীপুর প্রতিনিধি

উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে ইউরোপ যাওয়ার পথে লিবিয়ায় জীবন গেল মাদারীপুরের দুই যুবকের। কাতার ও সৌদি আরব হয়ে লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর তাদের বন্দিশালায় আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান তারা। লাশ ফিরিয়ে আনার আকুতি জানিয়েছেন নিহতের স্বজনরা। তারা হলেন– কালকিনি উপজেলার দক্ষিণ জনারদন্দি এলাকার কালাম হাওলাদারের ছেলে ইলিয়াস হাওলাদার (২৫) এবং ডাসারের গোপালপুর ইউনিয়নের বিনতিলুক গ্রামের মৃত সেকেন হাওলাদারের ছেলে ফারুক হাওলাদার (৩৫)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ইলিয়াস কয়েক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সোমবার ৩০ মার্চ ২০২৬
১৬ চৈত্র ১৪৩২
যুগান্তর
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.com

মতলবে শ্রমিকের হাতে শ্রমিক খুন

যুগান্তর ডেস্ক

মতলব দক্ষিণে গরুর খামার থেকে রোববার মনজিল শেখ নামে এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খামারে আরেক শ্রমিক সাগর হোসেনের রডের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ব্রাহ্মণপাড়া ও আনোয়ারায় গৃহবধূ, কবিরহাটে শ্রমিক, জিয়ানগরে যুবক ও পটুয়াখালীতে তরুণীর লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে** খাদেরগাঁও ইউনিয়নের নারায়ণপুর প্রধানীয়া বাড়ির সেলিম প্রধানের গরুর খামার থেকে রোববার মনজিল শেখ নামে এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই খামারে আরেক শ্রমিক সাগর হোসেনের রডের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। মনজিল নারায়ণপুর পৌরসভার উত্তর বাড়েগাঁও এলাকার মৃত কালু শেখের ছেলে। ঘাতক সাগর হোসেন সাতক্ষীরা সদরের আব্দুল জব্বারের ছেলে। খামার মালিকের ভাই ইয়াকুব প্রধান বলেন, সকালে আমি গরুর খামারের খোঁজ নিতে এলে দেখি, শ্রমিকদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। ডাকাডাকি করে দেখতে পাই মনজিলের নিথর দেহ চৌকির ওপর পড়ে রয়েছে। ওসি হাফিজুর রহমান মানিক বলেন, এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন। **চট্টগ্রামের আনোয়ারায়** বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ হেডপাড়া এলাকা থেকে রোববার জিন্নাত আরা ঝিনুক নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার ওমর ফারুকের স্ত্রী। স্বামী ওমর ফারুক জানান, আর্থিক সংকটের কারণে স্ত্রীর স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখেছিলেন। এসব স্বর্ণ ফেরত আনার জন্য স্ত্রী তাকে চাপ দেওয়ায় শনিবার রাতে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। রোববার বাইরে থেকে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে পরিবারের দাবি ঝিনুককে হত্যা করা হয়েছে। ওসি মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণপাড়া আনোয়ারা কবিরহাট জিয়ানগর ও পটুয়াখালীতে ৫ লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীর কবিরহাটে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর সোহেল রানা নামে এক ইটভাটা শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নের পূর্ব রাজুরগাঁও গ্রামের রাজী সাহেব ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অফিসের পাশের ডোবা থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নের উত্তর শান্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা অলি উদ্দিনের ছেলে। বাবা অলি উদ্দিন জানান, শুক্রবার তার ছেলে ইটভাটায় কাজে যাননি। বিকালে তাকে জোরপূর্বক ইটভাটায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তার মামা কামাল ও সাইফুল মাঝির ভাই আলতাব। এ সময় তাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এরপর সন্ধ্যার পর থেকেই সোহেল রানা নিখোঁজ ছিল। ওসি নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ। **পিরোজপুরের জিয়ানগরে** কলেজ মোড় সংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে রোববার তুহিন হাওলাদার নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ঝালকাঠি সদরের আগরবাড়ি এলাকার এনায়েত হাওলাদারের ছেলে। তার স্ত্রী জিয়ানগর এলজিইডি অফিসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। স্ত্রী ফারজানা বেগম জানান, স্বামীর চাকরি চলে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। রোববার সকালে অন্যরুমে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তিনি। এসআই ইসমাইল হোসেন জানান, ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যা। **কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায়** সদর ইউনিয়নের কল্মবাস এলাকা থেকে রোববার ফারহানা নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার মেহেদী হাসান অনিক স্ত্রী। ঘটনার দিন জুয়েল কলা বিক্রির জন্য ব্রাহ্মণপাড়া সদর বাজারে যান। এ সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বাসায় ফিরে ফারহানার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান জুয়েল। **পটুয়াখালী** সদরের লাউকাঠি ইউনিয়নের ৫ নাম্বার ওয়ার্ডে মির্ধা বাড়ি এলাকা থেকে রোববার জান্নাতি নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার ফারুক মৃধার মেয়ে। পুলিশ জানায়, জান্নাতি সকালে খাবার খেয়ে বের হয়। পরদিন স্থানীয়রা গাছের সাথে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। খালা ইসরাত জাহান জানায়, জান্নাতির পা মাটিতে লাগানো ছিল, কেউ তাকে হত্যার পর ঝুলিয়ে রেখেছে।

লিবিয়ার বন্দিশালায় দুই

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বছর আগে জীবিকার তাগিদে কাতারে গিয়েছিলেন। পরে দালালের প্রলোভনে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশে লিবিয়া পৌছান। সেখানে তাকে একটি বন্দিশালায় আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। পরিবারের কাছ থেকে কয়েক দফায় প্রায় ২০ লাখ টাকা আদায় করা হলেও গত ২৩ মার্চ নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান।

ইলিয়াসের বাবা কালাম হাওলাদার বলেন, আমার ছেলে কাতারেই ভালো ছিল। দালালের কথায় লিবিয়ায় গেছে। অনেক কষ্ট করে টাকা দিলাম, তবুও আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না। মা রানু বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার ছেলেকে আর পাব না, শুধু তার লাশটা দেশে ফেরত চাই।

অন্যদিকে, ফারুক হাওলাদার চার মাস আগে সৌদি আরব হয়ে লিবিয়া যান। তাকে বন্দিশালায় আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয় এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকা আদায় করা হয়। পরে ১৮ মার্চ তার মৃত্যু হয়। ফারুকের মা মালেকা বেগম বলেন, আমার ছেলেডা আর বাঁচে নাই। ওরে ছাড়া কেমনে থাকমু? ওর ছোট ছোট বাচ্চার কী হবে? ফারুকের শাশুড়ি নাজমা বেগম যোগ করেন, প্রথমে লাশ দেশে আসুক, তারপর বিচার চাইব। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডাসার ও কালকিনির বিভিন্ন এলাকার যুবকদের লিবিয়া হয়ে ইউরোপ পাঠানোর জন্য একটি সংঘবদ্ধ মানব পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে। বন্দিশালায় আটক অবস্থায় পরিবার থেকে মুক্তিপণ আদায় করা এবং শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মাদারীপুর উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ বলেন, দরিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বিদেশে উচ্চ আয়ের প্রলোভন তরুণদের ঝুঁকিপূর্ণ পথে ঠেলে দিচ্ছে। বৈধ প্রক্রিয়া এড়িয়ে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা প্রায়শই প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান থাকবে।

সংবাদ
সোমবার ১৬ চৈত্র ১৪৩২
Monday 30 March 2026

অটোরিকশার লোভে বন্ধুকে হত্যা, আটক ৩

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় অটোরিকশা দখলের লোভে পরিকল্পিতভাবে বন্ধুকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে অটোরিকশা চালক রফিক মিয়াকে। এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। তবে ঘটনার কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও উদ্ধার হয়নি নিহতের বিচ্ছিন্ন মস্তক

গত শনিবার সকালে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পিবিআই মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, নিহত রফিক মিয়ার বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধারে অভিযান চালানো হলেও এখনও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সহায়তায় নদীতে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গত শনিবার দুপুরে আটককৃত রিপন, আরমান ও সজিবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

২৫ মার্চ বিকেলে নদী থেকে মরদেহ উদ্ধারের পর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করে পিবিআই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। মো. আবু কাউছারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২৬ মার্চ ঢাকা জেলার ধামরাই থানাধীন কালামপুর বাজার এলাকা থেকে রিপনকে আটক করে। তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয় এবং পরবর্তীতে আরমান ও সজিবকেও গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আরমান ও সজিব মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পাঁচবারইল গ্রামের বাসিন্দা।

পিবিআই সূত্রে জানা যায়, ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী গ্রামের বাসিন্দা অটোরিকশা চালক মো. রফিক মিয়াকে (২৮) পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। গত ২৪ মার্চ রাতে গাঁজা খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে আরেকটি অটোরিকশায় করে সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের পাছবারইল এলাকার কালীগঙ্গা নদীর পাড়ে নিয়ে যায় তার বন্ধু নির্মাণ শ্রমিক মো. রিপন মিয়া (৩০), সজিব (২৫) ও আরমান হোসেন (২০)।

নদীর পাড়ে নেয়ার পর আরমান প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে রফিকের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে রিপন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করে। এ সময় আরমান ও সজিব তাকে ধরে রাখে বলে জানায় পিবিআই।

হত্যাকাণ্ডের পর তারা মরদেহ কালীগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়। তবে দেহ ভেসে উঠলে সেটি নদীর তীরে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে ভোর রাতে রফিকের অটোরিকশা নিয়ে রিপন ধামরাইয়ের কালামপুর এলাকার দিকে চলে যায়।

পিবিআই আরও জানায়, গত ২৭ মার্চ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সহায়তায় কালীগঙ্গা নদীতে দীর্ঘ সময় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হলেও নিহতের বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অভিযান এখনও চলমান রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৩১ মার্চ ২০২৬

কুমিল্লায় ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করা যুবক বখাটেদের হাতে খুন

৫ জেলায় ২ খুন, ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় হামলার শিকার হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। টাঙ্গাইলের সখীপুরে ছেলের হাতে খুন হয়েছেন মা।

এ ছাড়া ঢাকার সাভার, ফরিদপুর ও বাগেরহাটে চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মেঘনা (কুমিল্লা) : ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত শাহজালাল ওরফে সাব্বির (২০) মারা গেছেন। সোমবার রাত আড়াইটার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। একই ঘটনায় আহত জিহাদ (২২) এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ মার্চ রাতে উপজেলার মুগারচর গ্রামে আলী শাহ্ ভাণ্ডারীর বার্ষিক ওরস মাহফিল চলাকালে কয়েকজন বখাটে কিশোর স্থানীয় কিশোরী ও নারীদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে। এ সময় সাব্বির, জিহাদসহ কয়েকজন এর প্রতিবাদ করলে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় এবং বখাটেরা সেখান থেকে চলে যায়। এরই জের ধরে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় রাধানগর ইউনিয়নের লক্ষ্মণখোলা বাজার রাস্তার মোড়ে পূর্বপরিকল্পিত প্রতিশোধমূলক হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ২৮ মার্চ আহত জিহাদের বাবা রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মেঘনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : উপজেলার গজারিয়া পশ্চিমপাড়া এলাকায় রবিবার রাতে মাকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই গ্রামের প্রবাসী আলহাজ মিয়ার স্ত্রী মুক্তা আক্তার তাঁর ছেলে মোরাদ হাসান ও শিশুকন্যা ইয়ামিনকে নিয়ে প্রতিদিনের মতো রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের কোনো একসময় মোরাদ তাঁর মাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে। পরে ঘরে তালা ঝুলিয়ে ছোট বোনকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘরে তালা দেখে বাড়ির লোকজন সন্দেহবশত তালা ভেঙে মুক্তা বেগমের লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান জানান, ছেলেটা মাদকসেবী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। অনিয়মিত ছাত্র। মাদকের টাকা না পেয়ে সে তার মাকে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সখীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ হেলাল উদ্দিন বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সাভার (ঢাকা) : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) মেইন গেটের বিপরীতে গতকাল বিকেলে একটি গাছে ঝুলন্ত অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের (৪৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে কান্দার চর আনন্দনগর হাউজিংয়ে ফাঁকা জমি থেকে গতকাল দুপুরে এক যুবকের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কান্দার চরে নিহত মহিদুল ইসলাম (৩৪) ঝিনাইদহ সদর থানার চরমুরারীদহ গ্রামের আব্দুল সাত্তার মণ্ডলের ছেলে। তিনি ঝিনাইদহ ট্রাক মালিক সমিতির সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর দেহ তল্লাশি করে প্রাপ্ত আইডি কার্ড থেকে নাম-পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরিদপুর : শহরে হেলিপ্যাড বাজার এলাকার একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সকালে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ২৬ বছর। ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিলেন।

শরণখোলা (বাগেরহাট) : বাইজিদ মোল্লা (১৫) নামের এক ওয়ার্কশপ শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শ্রমিক উপজেলার খোন্তাকাটা ইউনিয়নের পূর্ব রাজৈর গ্রামের মৃত জলিল মোল্লার ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাইজিদ শরণখোলা থানার সামনে একটি ওয়ার্কশপে কাজ করত। দুপুরের দিকে ওয়ার্কশপের মালিক বাইজিদসহ কয়েকজন শ্রমিককে কদমতলা গ্রামে একটি বাড়িতে কাজ করতে পাঠান। এ সময় অ্যাঙ্গল ঝালাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় বাইজিদ। সহকর্মীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের চাচা ইব্রাহিম মোল্লা তাঁর ভাতিজার মৃত্যু রহস্যজনক দাবি করে বলেন, তার মুখ ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে।

সংবাদ
সোমবার ১৬ চৈত্র ১৪৩২
Monday 30 March 2026

ভূমধ্যসাগরে ডুবে ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু, ১২ জনই সুনামগঞ্জের

মুজিবুর রহমান

সাজিদুর রহমান

নুরুজ্জামান সর্দার

সাহান এহিয়া

শায়ক মিয়া

আমিনুর রহমান

সুহানুর রহমান

মো. নাঈম

অভ্র ফাহিম

মো. আলী

প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে যাওয়ার পথে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে অন্তত ২২ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৮ জনই বাংলাদেশি। এদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার তিন উপজেলার মোট ১২ জন রয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

প্রাথমিকভাবে জেলায় ১০ জনের তথ্য পাওয়া গেলেও সর্বশেষ দিরাই উপজেলার আরও দুইজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ জনে। এর মধ্যে দিরাই উপজেলায় ৬ জন, দোয়ারাবাজারে ১ জন এবং জগন্নাথপুর উপজেলায় ৫ জন রয়েছেন।

উদ্ধার হওয়া জীবিতদের বরাতে জানা যায়, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তীব্র খাবার ও পানির সংকটে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন যাত্রীরা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। পরে পাচারকারীদের নির্দেশে মৃতদেহগুলো ভূমধ্যসাগরে ফেলে দেয়া হয়।

নিহতদের মধ্যে দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামের নুরুজ্জামান সরদার ময়না (৩০), সাজিদুর রহমান (২৮), শাহান মিয়া (২৫), রনারচর গ্রামের মুজিবুর রহমান (৩৮), বাসুরি গ্রামের মো. সুহানুর রহমান এবং মাটিয়াপুর গ্রামের তায়েফ মিয়া রয়েছেন।

দোয়ারাবাজার উপজেলার কবিরনগরের আবু ফাহিম মুন্না (২২) এবং জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাও গ্রামের মাষ্টার হাবিবুর রহমানের পুত্র আমিনুর রহমান (৩৫) রানিগঞ্জ ইউনিয়নের ইছগাও গ্রামের বশির উদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ আলী (২৭) একই ইউনিয়নের টিয়ারগাও গ্রামের আকলু মিয়ার পুত্র শায়েখ আহমদ (২২) চিলাউরা হলদি পুর ইউনিয়নের দুলন মিয়ার পুত্র নাইম আহমদ (২৫)ও চিলাউরা মাঝপাড়া গ্রামের ইজাজুল হক সজীব (২৭)।

নিহতদের স্বজনদের অভিযোগ, দিরাই উপজেলার এক মানবপাচারকারীর সঙ্গে জনপ্রতি প্রায় ১২ লাখ টাকায় চুক্তি করে তারা লিবিয়া হয়ে গ্রিসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। চুক্তি অনুযায়ী বড় ও নিরাপদ নৌযানে নেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের ছোট ও ঝুঁকিপূর্ণ নৌকায় তুলে দেয়া হয়, যা এই মর্মান্তিক ঘটনার অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের পরিবারের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ। স্থানীয়রা দ্রুত নিহতদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে জড়িত মানবপাচার চক্রকে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তারা।

সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলার ১২ জন টগবগে যুবকের নিহতের ঘটনায় পুরো সুনামগঞ্জ জেলা জুড়েই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের আহাজারীতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সবার একই দাবি প্রশাসনের কাছে, যে সব দালাল চক্রের মাধ্যমে এই বিপদ জন পথে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয় তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

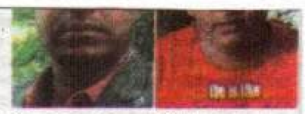
নিহত ফারুক ও ইলিয়াস

লিবিয়ার বন্দীশালায় নির্যাতনে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, মাদারীপুর

লিবিয়ায় বন্দীশালায় দালালের নির্যাতনে মাদারীপুরের দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এক সপ্তাহের বেশি সময় আগে তাদের মৃত্যু হলেও পরিবারের কাছে তা গোপন রাখা হয়েছিল। নিহত দুই যুবকের লাশ দ্রুত দেশে আনার দাবি করেছে পরিবারগুলো।

নিহত দুই যুবক হলেন মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার দক্ষিণ জনারদন্দি এলাকার কালাম হাওলাদারের ছেলে ইলিয়াস হাওলাদার (২৫) এবং ডাসার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

লিবিয়ার বন্দীশালায় নির্যাতনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের বিনতিলুক এলাকার প্রয়াত সেকেন হাওলাদারের ছেলে ফারুক হাওলাদার (৩৫)। নিহত দুজনের পরিবার গতকাল তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উন্নত জীবনের আশায় প্রায় তিন বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে গিয়েছিলেন ইলিয়াস। সেখান থেকে বাংলাদেশি এক দালালের প্রলোভনে পড়ে অবৈধ পথে ইতালি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পরে গত বছরের আগস্টের শুরুতে কাতার থেকে দালালের সহযোগিতায় লিবিয়ায় পৌছান ইলিয়াস। সেখানকার একটি বন্দিশালায় ইলিয়াসকে বন্দী রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে পরিবারের কাছ থেকে কয়েক দফায় ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন দালাল চক্রের সদস্যরা। গত সোমবার ওই বন্দীশালায় দালালের নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা যান ইলিয়াস। মৃত্যুর চার দিন পরে গত বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় এক দালালের মাধ্যমে ইলিয়াসের মৃত্যুর খবর পায় পরিবার। এর পর থেকে পরিবারের চলছে মাতম।

ইলিয়াসের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির বড় ছেলেকে হারিয়ে অনেকটা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন ইলিয়াসের বাবা কালাম হাওলাদার ও মা রানু বেগম। ইলিয়াসের দুই বছর বয়সী এক ছেলে আছে। বাবা যে আর কখনো ফিরবে না, সেটা বুঝতে পারছে না অবুঝ শিশুটি। ইলিয়াসের স্ত্রী বীথিও কাঁদছিলেন।

কালাম হাওলাদার বলেন, 'আমার দুই ছেলে। দু'জনই কাতারে থাকত। ওখানেই ভালো ছিল। বড় ছেলে ইলিয়াস আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশে লিবিয়া যায়। লিবিয়াতে যাওয়ার পরে আমরা জানতে পারি। ছেলের মুখের দিকে চাইয়ে আমি অনেক কষ্ট করে ২০ লাখ টাকা দালাল হাবিব মাস্টারের কাছে দিই। তবুও আমার ছেলেডা মরে গেল।' তিনি বলেন, 'ঘটনার পরে গত শুক্রবার ঢাকায় দালাল আমাদের নিয়ে বসেছে। তিনি আমার ছেলের লাশ দেশে ফিরিয়ে এনে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণও দিবে বলেছেন। তবে সেটা কবে দিবে, তা সঠিক ভাবে জানায় নাই।'

নিহত ইলিয়াসের স্ত্রী বীথি আক্তার, 'আমার স্বামীকে ওরা নির্যাতন করে হত্যা করে ফেললো। এই হত্যার বিচার কী কোনদিনো পাবো না। আমার দুই বছর বয়সী দুধের শিশুকে নিয়ে আমি কিভাবে বাঁচবো, তার কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। সরকার যেন আমার স্বামীর লাশটা দেশে এনে দেয়। এটাই আমার চাওয়া।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাবিব মাস্টার ওরফে হাবিবুর রহমান খন্দকারের বাড়ি ডাসার উপজেলার দক্ষিণ গোপালপুর এলাকায়। তিনি একটি মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক। বাংলাদেশে থেকে লিবিয়ার মানব পাচার চক্রের অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করে আসছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় জড়িত থাকলেও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে আছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কালকিনি ও ডাসার উপজেলা থেকে অন্তত তিন শতাধিক যুবককে লিবিয়া হয়ে ইতালিতে পাঠিয়েছেন হাবিব। এখনো লিবিয়ার বন্দীশালায় তার অন্তত শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশী আছেন।

এ বিষয়ে বক্তব্যের জন্য অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান খন্দকারের বাড়িতে গেলে তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তার পরিবারের কোন সদস্য এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

অন্যদিকে ডাসার উপজেলার বিনতিলুক এলাকার ফারুক হাওলাদার লিবিয়ার বন্দিশালায় দালালের নির্যাতনে মারা গেছেন ১৮ মার্চ। পরিবার ফারুকের মৃত্যুর খবর পেয়েছে গত বুধবার।

নিহত ফারুকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে ফারুক রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি উন্নত জীবনের আশায় চার মাস আগে স্থানীয় দালাল হাবিবুর রহমানের মাধ্যমে সৌদি আরব হয়ে লিবিয়ায় পৌছান। পরে তাকে একটি বন্দীশালায় আটক রেখে তার পরিবারের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। তাকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে নেয়ার কথা থাকলেও নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে দাবি পরিবারের।

গতকাল বিকেলে ফারুকের বাড়ি বিনতিলুক এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, একটি ভাঙাচোরা টিনশেড ঘরে ফারুকের পরিবার থাকে। মা মালেকা বেগম, স্ত্রী লাবণী আক্তার ছাড়াও ফারুকের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। ফারুকের এমন মৃত্যুতে তার পরিবারসহ প্রতিবেশীরাও শোকাহত।

ফারুকের মা মালেকা বেগম বলেন, 'গেম ঘরে (বন্দীশালা) কী থেকে কী হইছে জানি না। আমার ছেলেডা আর বাঁইচা নাই। ওরে ছাড়া ক্যামনে বাঁচমু? ওর ছোট্ট দুই ছেলে-মেয়ে, ওরাও অবুঝ। ওগের কী হবে? কে দ্যাখব? আমরা গরিব মানুষ।'

ফারুকের স্ত্রী লাবনী আক্তার বলেন, আমার স্বামীকে নির্যাতন করে লিবিয়ার গেম ঘরে হত্যা করা হয়েছে। আমি আমার স্বামীর লাশটাকে দেখতে চাই। তাকে এই দেশের মাটিতে রাখতে চাই। সরকার আমার স্বামীর লাশটা যেন দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। এটাই আমার একমাত্র দাবি এখন।

এ বিষয়ে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, লিবিয়ার বন্দীশালায় দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় এখনও কোনো মামলা হয়নি। তবে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার থানায় অভিযোগ দিলে মামলা নেয়া হবে। এ ছাড়া দালালদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে বলেও তিনি জানান।

ভূমধ্যসাগরে ডুবে ১৮ বাংলাদেশির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাস্তির বিধান করা। যাতে আর কোনো মায়ের বুক খালি না হয়।

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের রনারচর গ্রামের আব্দুল মালেকের পুত্র মুজিবুর রহমান (৪২)। একজন ব্যবসায়ী। এক সন্তানের জনক। এলাকায় স্বচ্ছল পরিবার হিসেবে পরিচিত। তার চার ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই এমরান হোসেন লন্ডন প্রবাসী। বর্তমানে দেশে আছেন। অন্য দুই ভাই একলিম হোসেন ও ফয়জুল হোসেন ফ্রান্সে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে জমি জমা ও আছে। তার পর ও কেন উন্নত জীবনের আশায় এই বিপদ জনক পথে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা এই ভেবেই পরিবারের ও গ্রামের লোকজন হিসাব মেলাতে পারছেন না। তার বড় ভাই এমরান হোসেন জানান, তার এভাবে বিদেশ যাওয়ার তো কোন দরকার ছিল না। তার বোন জামাই ও একই কথা বলেছেন। তারা জানান সে কাউকে কিছু না বলে প্রথমে সৌদি আরব যায়। সেখানে যাওয়ার পর ফোন করে বলে সে ইউরোপ যাবে। সেখান থেকেই লিবিয়া এবং লিবিয়া থেকে সাগর পথে রাবারের নৌকায় গ্রীস হয়ে ইতালি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। সাগরের পানিতে ডুবে মরতে হলো লাশটা ও স্বজনদের দেখা হলোনা। তার পরিবারে এখন শোকের মাতম চলছে।

জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউরা হলদিপুর ইউনিয়নের চিলাউরা গ্রামের নিহত নাইমের বাবা দুলন মিয়া ও মা আখি বেগম অনবরত কান্না করছেন। তাদের অভিযোগ এলাকার ইছগাঁও গ্রামের আজিজুল হকের সঙ্গে ১৩ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। সে অনুযায়ী তাকে গত জানুয়ারি মাসে লিবিয়া পাঠানো হয়। কিছুদিন পর আরও ৫ লাখ টাকা দাবী করে দালাল। তখন তার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আর ৫ লাখ টাকা দিলেও ইতালি পাঠাতে দেরি করে। তাগাদা দিলে শুধু তারিখ করে। বলে গেম দিয়ে দিবে ইত্যাদি। গত ২১ মার্চ লিবিয়া থেকে রাবারের নৌকায় করে অনেকের সঙ্গে তাকে ও গ্রীস হয়ে ইতালি যাওয়ার জন্য ভূমধ্যসাগরে পাড়ি জমায়। সেখানে খাদ্য ও পানির অভাবে মারা যান। তারা জানান, গত শনিবার আমরা খবর পাই আমাদের নাইম আর নেই। আমরা তার লাশ চাই এবং দালাল চক্রের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। চিলাউরা মাঝপাড়া গ্রামের ইজাজুল হক সজীবও নিহত হয়েছেন। তার বাড়িতে ও শোকের মাতম চলছ। একই দালাল চক্রের মাধ্যমে সে ও একই পদ্ধতিতে গিয়ে নিহত হয়েছে। চিলাউরা হলদিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম বকুল বলেন, সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে একটি দালাল চক্র মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বড় অংকের টাকায় এই বিপদ জনক পথে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে পাঠায়। এটাকে তারা গেম বলে। তারা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। অন্য দিকে এভাবেই প্রতিনিয়ত মায়ের বুক খালি হয়। এসব দালাল চক্রের সদস্যদের খোঁজে বের করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানান তিনি।

দিরাই উপজেলার ইউএনও সনজিত সরকার তারাপাশা গ্রামের নিহতের বাড়ি পরিদর্শন এবং তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি দিরাই উপজেলায় ৬ জনের নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান আমি ও দিরাই থানার ওসি সাহেব দালাল চক্রের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছি। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকেও মামলা দায়ের করলে আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেব।

দোয়ারাবাজার উপজেলার ইউএনও অরূপ রতন সিংহ নিহতের বাড়ি গিয়ে শোক সনতপ্ত পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দেন।

পুলিশ সুপার এবিএম জাকির হোসেন বলেন দালাল চক্রের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া বলেন যারা নিহত হয়েছেন বৈধ পথে না যাওয়ায় তাদের তথ্য আমাদের কাছে নেই। তিন উপজেলার ইউএনও গণনিহতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছেন। পাশাপাশি দালাল চক্রের সদস্যদের ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছেন। আমরা এ সব দালাল চক্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আমরা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ও যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

ইত্তেফাক ৩১ মার্চ ২০২৬

সাভারে ট্রাকচালককে হত্যা ও এক জনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে পৃথক স্থান থেকে এক ট্রাকচালকের গলাকাটা মৃতদেহ এবং এক অজ্ঞাত ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার তাদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, সোমবার দুপুরে সাভার উপজেলার হেমায়েতপুরের জয়নাবাড়ী এলাকার কান্দারচর আনন্দনগর হাউজিংয়ের ফাঁকা জমিতে এক যুবকের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। পরে সাভার ট্যানারি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। নিহত ঐ যুবকের নাম মো. মেহেদুল ইসলাম (৩৪)। তিনি ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার চরমুরারীদহ গ্রামের আব্দুল সাত্তার মণ্ডলের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক এবং ঝিনাইদহ ট্রাক মালিক সমিতির সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ আরো জানায়, নিহতের পরনে নীল চেক শার্ট, কালো রঙের প্যান্ট, কালো জুতা ও কালো বেল্ট ছিল। পরে তার দেহ তল্লাশি করে পাওয়া আইডি কার্ড থেকে তার পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

অন্যদিকে একই দিন বেলা প্রায় ৪টার দিকে সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) সামনে থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একটি আম গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় অজ্ঞাত ঐ ব্যক্তির (৪৫) লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

সাভার মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) হেলাল উদ্দিন বলেন, নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। উদ্ধার করা লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ মার্চ ২০২৬

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত অটোরিকশা চালক অবশেষে মারা গেছেন

■ পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় এক সিএনজিচালক ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। নিহত চালককে গত ২৬ মার্চ ছুরিকাঘাত করা হয়। রবিবার দিবাগত রাতে চমেক হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবারের লোকজন জানিয়েছে—জায়গা-জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে সিএনজি চালক মাহবুব আলমকে (৩২) ছুরিকাঘাত করা হয়। তিন দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান বলে নিশ্চিত করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. ইমরুল। নিহত মাহবুব আলম পটিয়া উপজেলার ছনহরা ইউনিয়নের চাটরা গ্রামের এজাহার মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্র জানায়, একই এলাকার সরাফত আলীর ছেলে নুর মোহাম্মদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল মাহবুব আলমের। এরই জেরে গত ২৬ মার্চ সকাল ১১টার দিকে দুই জনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নুর মোহাম্মদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাহবুবকে ছুরিকাঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. রায়হান উদ্দিন জানান, জমি নিয়ে বিরোধ থেকেই এ হামলার ঘটনা ঘটে। এদিকে পটিয়া থানা পুলিশ জানায়, ঘটনার দিনই একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং অভিযুক্ত নুর মোহাম্মদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহত মাহবুব আলমের মৃত্যু হওয়ায় মামলাটি এখন দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় হত্যা মামলায় রূপান্তর করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১৭ চৈত্র ১৪৩২
Tuesday 31 March 2026

নোয়াখালীতে মাদক নিয়ে দ্বন্দ্ব: ১ তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

নোয়াখালী সদর উপজেলার মাইজচরায় মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বের জের, মো. নিরব (২৬) নামে এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যা। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক পুলিশ ২জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরন করেন।

জেলা পুলিশ সূএ জানায়, গত রোববার দুপুরের দিকে সদর উপজেলার আন্ডারচর ইউনিনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মাইজচরা গ্রামের বাংলা বাজারের উত্তর পাশে কালা দুলালের বাপের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে একই দিন সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত নিরব একই ওয়ার্ডের আব্দুল গনি বাড়ির আব্দুল গনির ছেলে। নিরব পেশায় একজন স'মিল শ্রমিক ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিরব পেশায় একজন স'মিল শ্রমিক ছিলেন। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। কিছু দিন আগে মাদক নিয়ে একই গ্রামের ইটভাটা শ্রমিক রুবেল মাঝির (২৮) ভাতিজার সাথে নিরবের বিরোধ দেখা দেয়। ওই বিরোধের জের ধরে রোববার সকাল ১০টার দিকে নিরব তার তিন সহযোগীকে নিয়ে আন্ডারচর ইউনিয়নের বাংলাবাজারের উত্তর পাশে রুবেল মাঝির ওপর হামলা চালায়। ওই সময় তাদের ছুরিকাঘাতে রুবেল মাঝির ৩-৪ জন অনুসারী আহত হয়। পাল্টাপাল্টি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে দুপুর ১২টার দিকে নিরবের অনুসারীরা প্রতিপক্ষ রুবেল মাঝির বাড়ির সামনে চলে যায়। তখন রুবেল মাঝির লোকজন ধাওয়া দিয়ে নিরবকে আটক করে বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ চৈত্র ১৪৩২, ৩১ মার্চ ২০২৬

সাত জেলায় সাত মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক মাদ্রাসাছাত্র, সাতক্ষীরায় একজন, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে এক কিশোর, পটুয়াখালীর গলাচিপায় এক জন, ময়মনসিংহের গৌরীপুরে এক জন, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক জন, সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার যাদুকাটা নদী থেকে আজগর আলী (৫৫) নামে এক কৃষকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজগর বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিয়ারচর গ্রামের ইসমাইলের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৬ ফাল্গুন ১৪৩২, ১ মার্চ ২০২৬

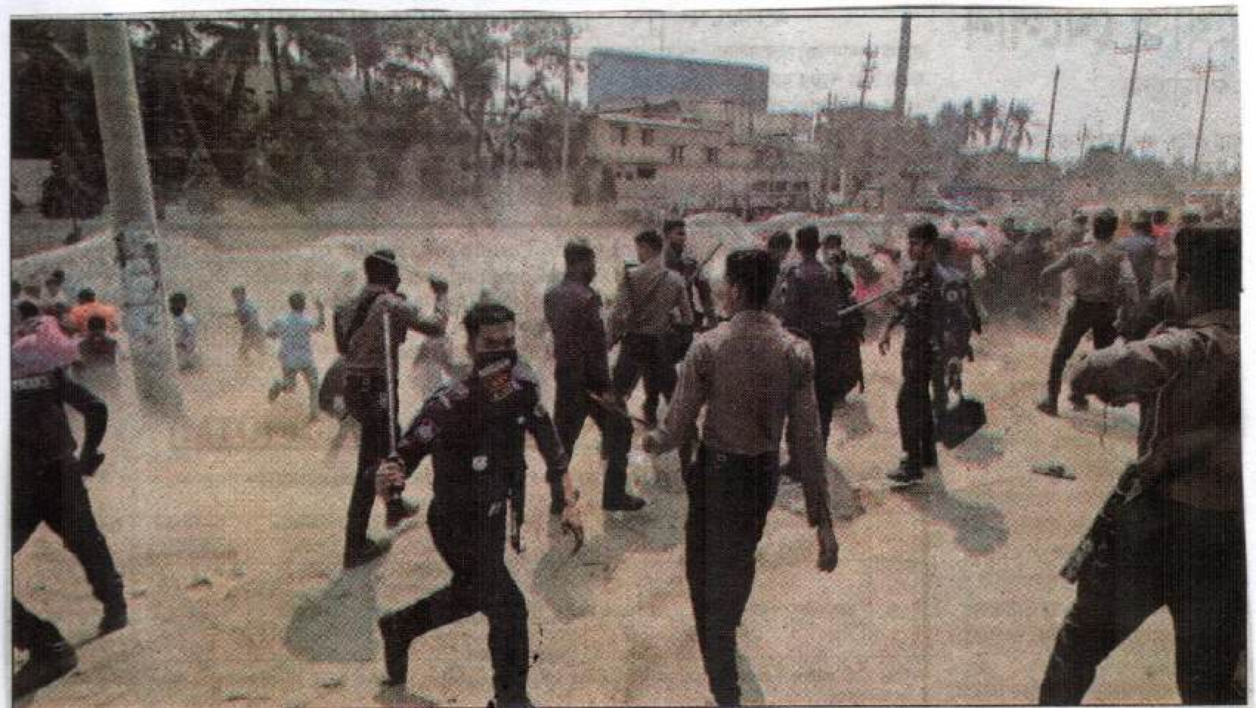

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : বকেয়া বেতনের দাবিতে তারাবো পৌরসভার বি ব্রাদার্স কোম্পানির শ্রমিকরা গতকাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে —ইত্তেফাক

রূপগঞ্জে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি টিয়ারশেল নিক্ষেপ, আহত ২০

বকেয়ার দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, ২০ কিলোমিটার যানজট

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা বি ব্রাদার্স কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবা ও তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রূপগঞ্জের মৈকুলী এলাকায় অবরোধকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। সংঘর্ষে শ্রমিক, পথচারী ও সাত পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতে পাঠানো হয়েছে।

শ্রমিকরা জানায়, রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা বি ব্রাদার্স কোম্পানি লিমিটেডে গত ডিসেম্বর থেকে চলতি ফেব্রুয়ারি মাসসহ তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। মালিকপক্ষ বেতন দেই দিচ্ছি বলে টালবাহানা করছে। শ্রমিকরা পাওনা বকেয়া বেতনের দাবি করলে কিংবা নির্যাতনের প্রতিবাদ করলে তাদের ছাঁটাই করছে মালিকপক্ষ। প্রতিবাদ করায় কারখানার ডাইং অ্যান্ড ফিনিশিং সেকশনের শ্রমিক সজীব মিয়াকে বেধরক মারধর করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় কাজে যোগ না দিয়ে শ্রমিকরা কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মৈকুলী এলাকায় অবরোধ করে। একপর্যায়ে কিছু শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নেন। অবরোধে যাতে অংশ নিতে না পারে সেই জন্য অন্য শ্রমিকদের কারখানার ভেতরেই আটকে রাখা হয়। এ নিয়ে কারখানার ভেতরে এবং বাইরের শ্রমিকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সকাল ১০টার দিকে পুনরায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে। এ সময় কাঁচপুর থেকে আধুরিয়া পর্যন্ত মহাসড়কের উভয়দিকে প্রায় ২০ কিলোমিটার জুড়ে দীর্ঘ যানযটের সৃষ্টি হয়।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মহাসড়ক থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। এ সময় শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। মহাসড়কের পাশের বালির স্তূপ থেকে বালু পুলিশের চোখে-মুখে ছুঁড়ে দেয়। উপায়ন্তর না দেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ছয় রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ সময় উত্তেজিত শ্রমিকেরা কারখানার ভবনের জানালার কাঁচ ও মহাসড়কের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় মহাসড়কের কয়েকটি বাস, ট্রাক, অটোরিক্সাসহ ৮/১০টি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়।

রূপগঞ্জ আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা দুপুর ২টার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাইকিং করে শ্রমিকদের মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ যৌথভাবে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে দেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু ও রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন।

কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শরীফ আহমেদ বলেন, নানা প্রতিকূলতায় শ্রমিকদের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তবে ঈদের আগেই তাদের সব পাওনাদি পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিকরা হঠাৎ করে আন্দোলনে নেমে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে।

নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শ্রমিকরা আছে বলেই আমাদের এই শিল্প কারখানা বেঁচে আছে। তাই শ্রমিক বেঁচে থাকলেই শিল্প কলকারখানা বেঁচে থাকবে। কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই ও নির্যাতন করা হবে না।' পরে কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পর্যায়ক্রমে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে দাঁড়ায়। পরে সড়কের উভয়দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উল্লেখ্য, কারখানার মালিক নুরুল হক মোহন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমানে আত্মগোপনে রয়েছেন। কারখানায় তিন সহস্রাধিক শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে।

সমকাল ■ রোববার । ১ মার্চ ২০২৬ ।

সীতাকুণ্ডে আবুল খায়ের স্টিলের কারখানায় হামলা লুটপাটের চেষ্টা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড

- আবুল খায়ের স্টিলের কারখানায় হামলা, লুটপাটের চেষ্টা
- অফিস ভাঙচুর ও দুই কর্মীকে মারধরের ঘটনায় মামলা

■ **সীতাকুণ্ড** (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি**

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপের মালিকানাধীন আবুল খায়ের স্টিল (একেএস) কারখানায় হামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার শীতলপুর এলাকায় অবস্থিত কারখানা থেকে স্ক্র্যাপ, লোহা ও রড লুটের চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা। তাদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছেন নৈশপ্রহরী ক্ষতেন ত্রিপুরা, অফিস স্টাফ আবদুল মোতালেবসহ কয়েকজন শ্রমিক।

এ বিষয়ে গতকাল শনিবার সীতাকুণ্ড থানায় মামলা হয়েছে। এতে আসামি করা হয়েছে রাজিব ওরফে বাইল্লা, রাজু, মান্না, রবিউল হোসেন, বাচা মিয়া, ইমন-১, ইমন-২, সুমন, রাকিব ও ফারুককে। এ ছাড়া মামলাটিতে ১৫ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, দেড় বছরে একেএসের কারখানাটিতে ২২ দফা লুটপাট চালিয়েছে সংঘবদ্ধ ডাকাতেরা। এ বিষয়ে চারটি মামলা করলেও পুলিশ লুটের পণ্য উদ্ধারে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। এ কারণে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আবুল খায়ের গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) ও এইচআর (এডমিন) ইনচার্জ ইমরুল কাদের ভূইয়া বলেন, সংঘবদ্ধ অস্ত্রধারী ডাকাত দল রাত ১টার দিকে কারখানায় লুটপাটের চেষ্টা চালায়। এ সময় শ্রমিকেরা ডাকাত প্রতিরোধে এলাকাবাসীর সহায়তা চান। তখন আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাতেরা পিছু হটে। তবে তারা নৈশপ্রহরী ক্ষতেন ত্রিপুরা ও অফিস স্টাফ আবদুল মোতালেবসহ কয়েকজনকে শ্রমিককে পিটিয়ে আহত করে। ডাকাতেরা অফিস ও মেইন গেইটেও ভাঙচুর চালায়।

ইমরুল কাদের ভূইয়া জানিয়েছেন, গত দেড় বছরে এ কারখানায়, ২২ বার লুটে ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ একাধিবার চুরি, ডাকাতি ও লুটের ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ চারটি মামলা করেছে। লুট হওয়া মালপত্র উদ্ধারে পুলিশ দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ডাকাতেরা বেপরোয়াভাবে কারখানার চারপাশে লুটপাট চালায়। এসব কারণে কারখানায় কর্মরত ৫ হাজারের বেশি শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলা করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামি ধরতেও অভিযান চলছে।

চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) আহসান হাবীব এ বিষয়ে গতকাল শনিবার রাতে সমকালকে বলেন, 'আবুল খায়ের স্টিলের কারখানায় হামলার বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি। যাদের নামে মামলা হয়েছে, তাদের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখছি। যারা এই অপরাধে যুক্ত আছে, তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। আমরা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পর্যবেক্ষণ করব।'

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Monday 2 March 2026

টঙ্গীতে বকেয়া না দিয়েই কারখানা বন্ধ দ্রুত বেতন পরিশোধের আল্টিমেটাম শ্রমিকদের

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরের টঙ্গীতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। গত শনিবার দুপুরে টঙ্গী প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নেন টঙ্গী পশ্চিম থানার কাঠালদিয়া এলাকায় অবস্থিত আলট্রা ওয়াশিং অ্যান্ড ডাইং লিমিটেড কারখানার দেড় শতাধিক শ্রমিক।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা বা নোটিস ছাড়াই কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বেতন না পেয়ে শ্রমিকদের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকের ঘরে চুলা জ্বলছে না, শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, ঘরভাড়া ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানান তারা।

কারখানার শ্রমিক শামীম সরকার বলেন, কর্তৃপক্ষ বারবার সময় নিয়ে শুধু আশ্বাসই দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এক টাকাও পরিশোধ করেনি। কারখানা কবে চালু হবে, সে বিষয়েও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি। এতে শ্রমিকদের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

মানববন্ধন শেষে শ্রমিকরা কারখানার গেটে গিয়ে বিক্ষোভ করেন এবং দ্রুত বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা পুনরায় চালুর নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণার দাবি জানান। দাবি মানা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।

সংবাদ
াকা : বুধবার ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২
: Wednesday 11 March 2026

বকেয়া বেতনের দাবিতে কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুমিল্লা

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় অবরোধে মহাসড়কটির উভয় পাশে অন্তত ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মো. রুহুল আমিন।

উপজেলার হাড়িখোলা মাজার এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে এই বিক্ষোভকারীরা বেলাশহর এলাকার 'ডেনিম প্রসেসিং প্ল্যান্ট লিমিটেড' নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক। আন্দোলনরত একাধিক শ্রমিক জানান, দুই মাস ধরে তাদের বেতন দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। কারও ৩০ হাজার, কারও ৪০ হাজার টাকার বেশি বকেয়া। এতে শ্রমিকেরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। এ ছাড়া সামনে ঈদ, তাই বাধ্য হয়ে তারা মহাসড়কে নেমেছেন।

তাদের অবরোধের কারণে ঢাকাগামী ও চট্টগ্রামমুখী সব যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উভয়মুখী লেনে শুরু হয় তীব্র যানজট। একপর্যায়ে উপজেলার কুটম্বপুর থেকে নুড়িতলা পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকায় যানজট ছড়িয়ে যায়। এর আগেও বিভিন্ন সময় ওই পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। গত বছরের ঈদের আগেও একই চিত্র দেখা যায়।

কুমিল্লা থেকে ঢাকাগামী একটি পরিবহনের বাসচালক বেলাল হোসেন বলেন,'প্রতিবছরই কয়েকবার ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে।

সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে দাবি আদায় করা হচ্ছে।' খবর পেয়ে চান্দিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশরাফুল ইসলাম, চান্দিনা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান, ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি রুহুল আমিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৮ ফাল্গুন ১৪৩২, ৩ মার্চ ২০২৬

বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে সাভারে শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০ রমজানের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা এবং বেতনের সমপরিমাণ ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন এবং সমাবেশ করেছে শ্রমজীবী ঐক্য পরিষদ। এ সময় তারা ছাটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, লে-অফ প্রত্যাহারসহ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান। গতকাল সোমবার দুপুরে সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকার রানা প্লাজার সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

NEW AGE

MONDAY, MARCH 2, 2026, PHALGUN 17, 1432 BS

The Bangladesh Trade Union Centre brings out a procession with several demands, including the outstanding wages and bonus equivalent to one month's salary by the Ramadan 20, on the Topkhana Road in Dhaka on Sunday. — New Age photo

Day labourer family shocked as fire kills 21 goats, two cows

Our Correspondent ·
Barishal

A DAY labourer's family has been left devastated after fire gutted their home and killed 21 goats and two cows at Babuganj in Barishal early Sunday.

The fire started around 10:00pm at the house of Mujammel Haque at Shilandia village of Birshreshtha Jahangir Nagar union under Babuganj and extinguished after two hours.

On Sunday morning, Babuganj upazila nirbahi officer Asma Ul Husna visited the home and assured the affected family of assistance.

Mizanur Rahman, Gaurnadi Fire Service and Civil Defence station officer, said that they received the information at around 10:25pm and went the spot within half an hour.

'By the time we reached, locals extinguished the blaze. We later learned that 21 goats, two cows and the dwelling house were completely destroyed. The estimated loss may be around Tk 4 lakh,' said the fire service official.

He added that preliminary findings suggest the fire might have originated from a mosquito coil.

People of the area said that a mosquito coil had been lit inside the cowshed to protect the animals from mosquito bites, and the fire might have started from there.

People of the area said that the incident was horrifying, saying that the cries of the burning animals left them deeply shaken.

During the visit of the house, journalist found Mujammel grieving beside the charred remains of his livestock.

Mujammel said, 'I do not know how I will survive without the livestock. These animals were my only assets.'

He said that the blaze left him destitute. 'Only one cow and three goats survived but rest were severely burnt.'

Mentioning that the fire has taken everything away in a moment, Mozammel said that he used to run his family by selling goats, while milk from the cows covered daily household expenses.

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
২০ ফাল্গুন ১৪৩২, ৫ মার্চ ২০২৬

কর্মবিরতিতে জয়পুরহাট পৌরসভার শ্রমিক কর্মচারীরা

■ জয়পুরহাট প্রতিনিধি

চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন জয়পুরহাট পৌরসভার শ্রমিক-কর্মচারীরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকে কাজে না গিয়ে জয়পুরহাট পৌরসভার সামনে তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। এতে পৌরসভার বিভিন্ন শাখার দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক ও কর্মচারীরা অংশ নেন। কর্মসূচি চলাকালে অনেকে সড়কের ওপর শুয়ে পড়েন। এ সময় তাদের চার দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট পৌরসভা শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মহন চন্দ্র দাস, সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসনাত হোসেন প্রমুখ।

মানববন্ধনে শ্রমিক নেতারা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন আড়াই শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারীকে হাজিরা বেতন দেয়নি পৌর কর্তৃপক্ষ। ভোটের দিনের বেতনের টাকা পরিশোধসহ বর্তমান ৩৭৫ টাকা হাজিরা থেকে বাড়িয়ে ৫৫০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া কোনো শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবারকে পৌরসভার পক্ষ থেকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎসবভাতা বাড়াতে হবে। এসব দাবি না মানা হলে এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। জয়পুরহাট পৌরসভায় বর্তমানে দৈনিক মজুরিতে ২৬৩ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার ॥ ১১ মার্চ ২০২৬

বেতন-বোনাস দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ যানজট

কুমিল্লা প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে কুমিল্লার চান্দিনায় বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে অন্তত ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন চালক ও যাত্রীরা। চান্দিনা উপজেলা প্রশাসন ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় শ্রমিকদের দ্রুত সময়ের মধ্যে বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

বেতন-বোনাস দাবিতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] গতকাল প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী পোশাক কারখানা 'ডেনিম প্রসেসিং প্ল্যান্ট লিমিটেড'-এর শ্রমিকরা মহাসড়কের উপজেলার হাঁড়িখোলা মাজার এলাকায় এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল আমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। শ্রমিকরা জানায়, তিন মাস ধরে তাদের বেতন দিচ্ছে না ডেনিম প্রসেসিং প্ল্যান্ট লিমিটেডের মালিকপক্ষ। এতে একেকজনের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বেশি বকেয়া রয়েছে। বাধ্য হয়ে তারা মহাসড়ক আবরোধ করে আন্দোলনে নামেন। এ বিষয়ে চান্দিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশরাফুল ইসলাম বলেন, চান্দিনা থানার ওসি আতিকুর রহমান, ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি রুহুল আমিনসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলি। মালিকপক্ষ দ্রুত বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

NEW AGE
FRIDAY, MARCH 6, 2026,

The National Garment Workers Federation brings out a procession with several demands, including the reopening of closed apparel factories and the payment of wages and the Eid bonus of the workers in time, on the Topkhana Road in Dhaka on Thursday. — New Age photo

RMG unit reopening, payment demanded

Staff Correspondent

LEADERS of National Garment Workers Federation on Thursday at a rally in Dhaka called on Bangladesh Nationalist Party government to take steps for reopening the garment factories which were closed during 18 month rule of the interim government.

The leaders also called on the government and garment factory owners to take steps to pay wage and festival allowance of the workers before Ramadan 20.

The federation organised the rally in front of the National Press Club where its president Amirul Haque Amin chaired.

Amirul Haque Amin said at the rally that low-paid garment workers would not be able to enjoy Eid festival if they did not get their wage and festival allowance by Ramadan 20.

General secretary Mohammad Rafiqul Islam, central leaders Jesmin Akter, Mohammad Kabir Hossain, Monira Munni and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded several city roads

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 3 March 2026

যশোরে চালডাল ডটকমের ছয়শ' কর্মী ৪ মাস বেতনহীন, চলছে কর্মবিরতি

যশোর অফিস

দেশে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বিতর্কের মুখে পড়েছে দেশের অন্যতম অনলাইন গ্রোসারি শপ 'চালডাল ডটকম'। যশোরের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির কল সেন্টারের প্রায় ৬০০ কর্মীর বেতন গত চার মাস ধরে বকেয়া থাকার অভিযোগ উঠেছে। বকেয়া এ বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন ভুক্তভোগী কর্মীরা।

যশোর আইটি পার্কের ১২ ও ১৪ তলায় চালডালের বিশাল কল সেন্টারটি পরিচালিত হয়। সেখানে কর্মরত একাধিক কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, গত চার মাস ধরে তারা কোনো বেতন পাচ্ছেন না। কেউ কেউ দু-এক মাসের আংশিক বেতন পেলেও সিংহভাগ কর্মীর পকেট শূন্য।

এক ভুক্তভোগী কর্মী বলেন, 'আমরা কাজ করেও বেতন পাচ্ছি না। বাসা ভাড়া দিতে পারছি না, মুদি দোকানের দেনা জমে গেছে। অর্ধাহারে দিন কাটছে আমাদের। অথচ বেতন চাইলে উল্টো চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেয়া হচ্ছে।'

যশোর আইটি পার্কের ১২ তলায় চালডালের অফিসে গিয়ে দেখা যায়, কর্মীরা কাজ বন্ধ করে অবস্থান করছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৪ তলায় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অফিসের দারোয়ান জানান, ভেতরে কোনো স্যার নেই। তবে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় অফিসের ভেতর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চলাফেরা করতে দেখা গেলেও তারা সামনে আসতে রাজি হননি। কর্মীদের অভিযোগ, কর্মকর্তাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তারা সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা না বলে কৌশলে এড়িয়ে চলছেন।

বৈশ্বিক ট্রিলিয়ন ডলারের ই-কমার্স বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান যখন সংহত হওয়ার কথা, তখন চালডালের মতো বড় প্রতিষ্ঠানের এই 'নৈরাজ্য' নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গ্রাহকদের কাছে বিশ্বস্ততার দাবি করা এই প্রতিষ্ঠানটি নিজের কর্মীদের প্রতি কতটা মানবিক, তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ভুক্তভোগী কর্মীরা দ্রুত তাদের পাওনা পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সমকাল
মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬

সারাদেশের নির্মাণ শ্রমিকদের ঈদ বোনাসের দাবিতে গতকাল সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন নির্মাণ শ্রমিকদের মানববন্ধন ফোকাস বাংলা

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১১ মার্চ ২০২৬

ঈদের আগে সব শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন-বোনাস পরিশোধ ও মজুরি কমিশন গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ করে 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ'। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

সময়ের আলো
বুধবার। ১১ মার্চ ২০২৬

বোনাসের দাবিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

বরিশাল ব্যুরো

ঈদে বেতন ও বোনাসের দাবিতে বরিশালে কর্মবিরতি পালন করছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা। মঙ্গলবার দুপুরে কর্মবিরতির অংশ হিসেবে নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। বিক্ষোভে আসা শ্রমিকদের দাবি, ঈদ ঘনিয়ে এলেও আনন্দ নেই এসব শ্রমিকের পরিবারে। এই ঈদে সন্তানকে একটি নতুন জামা কিনে দিতে পারবেন কি না সেই নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না অসহায় মা-বাবারা। আর তাই ঈদ বোনাসের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন সিটি করপোরেশনের দুই সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী। ঈদের আগে বকেয়া বেতন এবং ঈদ উৎসব ভাতা না দিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি এবং শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার না করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা।

এদিকে মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী। এ বিষয়ে তিনি বলেন, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক যারা তাদের ঈদ বোনাস না দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট পরিপত্র রয়েছে। এখন আন্দোলন করলেও ঈদ বোনাস দেওয়া সম্ভব না। বোনাস দিতে হলে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লাগবে।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী রবি দাস বলেন, মাসে ৩০ দিন কাজ করে ২২ দিনের হাজিরার টাকা পাই আমরা। বাকি ৮ দিন হাজিরার টাকা কোথায় যায় সেই হিসাব আদৌ পাইনি। গত বছর ঈদ বোনাস দেওয়া হলেও এ বছর ঈদ বোনাস দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

বরিশাল সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শ্রম অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ সভার মাধ্যমে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের বেতন ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৬ হাজার টাকায় উন্নীত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ওই গেজেটে উল্লেখ করা হয়, মজুরি বৃদ্ধি করায় দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা কোনো ধরনের উৎসব ভাতা পাবেন না। এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। তাদের দাবি, সারা বছর দিন-রাত শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেও ধর্মীয় উৎসব ভাতা না দেওয়া তাদের প্রতি অবিচার এবং বৈষম্য। সবাই ঈদ বোনাস পেলেও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরই শুধু বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 11 March 2026

ভোলায় বাস-অটোরিকশা শ্রমিকদের সংঘর্ষ, ৫ ঘণ্টা বন্ধের পর চলাচল

প্রতিনিধি, ভোলা

গাড়িতে যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় বাস ও অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বাস শ্রমিকরা। প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাস চলাচল শুরু হয় বলে জানান ভোলা জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান বাচ্চু মোল্লা।

এদিন দুপুর ১২টার দিকে চরফ্যাশন সরকারি টাফনাল বারেট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানান ভোলা মডেল থানার ওসি মো. মনিরুল ইসলাম। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে অটোরিকশায় যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে বাস ও অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়ালে উত্তেজনা ছড়ায়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাস শ্রমিকরা বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বাস স্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘাটে ও বাস স্ট্যান্ডে কয়েকশ যাত্রী আটকা পড়েন। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ যাত্রীরা। ভোলা বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেন, বাস শ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ভোলা-চরফ্যাশন পথে বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অটোরিকশা শ্রমিকদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।

তিনি বলেন, কয়েকদিন পরপর অটোরিকশা শ্রমিকরা কারণে অকারণে তাদের লোকজনের ওপর হামলা করে। এ ঘটনায় সুষ্ঠু সমাধানের দাবি করেন তিনি। এদিন বিকাল সাড়ে ৫টায় বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির নেতা ফজলুর রহমান বলেন, মোটামুটি সমাধান হয়েছে। এখন বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে ভোলা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানান তিনি। ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাস চলাচল শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৮ ফাল্গুন ১৪৩২, ১৩ মার্চ ২০২৬

ভালুকায় কারখানায় ইফতার খেয়ে অসুস্থ অর্ধশত শ্রমিক

ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

গতকাল বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহের ভালুকায় গ্লোবাল সুজ লিমিটেড নামক একটি পোশাক কারখানায় ইফতার খাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রায় ৫০ জন শ্রমিক। অসুস্থ শ্রমিকদের দ্রুত ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। গুরুতর অসুস্থ কয়েক জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায়, তাদের কারখানাটিতে প্রায় ১ হাজার ২০০ শ্রমিক কাজ করেন। রমজান মাস উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই শ্রমিকদের জন্য কারখানার পক্ষ থেকে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। গতকাল ইফতারের জন্য উপজেলার সিডস্টোর বাজারের খান হোটেল থেকে কারখানায় বিরিয়ানি সরবরাহ করা হয়। কারখানার সুইং সেকশনের শ্রমিক ফাহাদ মিয়া জানান, ইফতার করার পাঁচ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যেই কয়েক জন শ্রমিক বমি করতে শুরু করেন। এরপর ধীরে ধীরে আরো অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সুইং সেকশনের ইনচার্জ আমিনুল ইসলাম বলেন, বিরিয়ানি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই প্রায় অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডা. মেহেদী হাসান বলেন, বিরিয়ানি খাওয়ার পর অজ্ঞাত বিষক্রিয়ার উপসর্গ নিয়ে শ্রমিকরা হাসপাতালে আসেন।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১০ মার্চ ২০২৬

ঈদে সাংবাদিকদের বেতন বোনাস ও ৫ দিনের ছুটি দা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাংবাদিকদের চলতি মাসের বেতনসহ বোনাস দেওয়া এবং সংবাদপত্রে পাঁচ দিন ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। গতকাল সোমবার বিএফইউজের সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন ও মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী এবং ডিইউজের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানান। বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, ঈদের ছুটি আসন্ন। অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। অনেকে নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে সাংবাদিকদের নামমাত্র বেতন দিয়ে এলেও ঈদ উপলক্ষে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সেই বেতন ও বোনাস পরিশোধে নানা টালবাহানা করছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। বিএফইউজে ও ডিইউজে অবিলম্বে সাংবাদিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি জানায়।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করেন শেফার্ড জিন্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ● সময়ের আলো

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক

বেতন-বোনাসের দাবিতে অবরোধ ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট

● ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

জেলার ভালুকায় বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও বার্ষিক ছুটির টাকা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শেফার্ড (গ্রুপ) জিন্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করলে সড়কে প্রায় ৫০ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বুধবার বেলা ১১টা থেকে শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। পরে প্রায় সোয়া ২টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন তারা। অবরোধের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দূরপাল্লার যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

বিক্ষোভরত শ্রমিকদের অভিযোগ, ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও বার্ষিক ছুটির টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। ১০ মার্চের মধ্যে এসব পরিশোধ করার কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

কারখানার শ্রমিক পপি আক্তার বলেন, এখনও বেতন, ঈদ বোনাস ও ছুটির টাকা দেওয়া হয়নি। কবে দেওয়া হবে সে বিষয়েও কেউ স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছে না।

আরেক শ্রমিক সুমন বলেন, ঈদের আগে যদি শ্রমিকদের বেতন-বোনাস না দেওয়া হয়, তা হলে

■ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

আমরা পরিবার নিয়ে কীভাবে চলব? মালিকপক্ষ আমাদের দাবির প্রতি কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, ভালুকা থানা পুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। শ্রমিকরা দুপুর ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার না করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শেফার্ড (গ্রুপ) জিন্স লিমিটেডের জিএম সাকিবুর রহমান জানান, শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ঈদ বোনাস আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে দেওয়া হবে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫-এর পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, রমজানের মধ্যে মহাসড়ক অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘ এ যানজটে আটকে পড়া যাত্রীদের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে এবং মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ভূঁইয়া ফেব্রিকস নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে তারাবো পৌরসভার খাদুন এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ কর্মসূচি পালন করে।

স্থানীয় ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, তারাবো পৌরসভার খাদুন এলাকার ভূঁইয়া ফেব্রিকস পোশাক কারখানায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকদের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও ঈদের বোনাস বকেয়া থাকলেও মালিকপক্ষ তা দিই-দিচ্ছি বলে টালবাহানা করে আসছিলেন। বুধবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসে জানতে পারেন বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস ১৮ মার্চ পরিশোধ করা হবে বলে মালিকপক্ষ জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ ৮ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। মালিকপক্ষ আগামীকাল ১২ মার্চ বেতন ও বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা পুনরায় কাজে যোগ দেয়। এতে স্বাভাবিক হতে শুরু করে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যান চলাচল।

রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক এসআই হুমায়ুন আহমেদ বলেন, মালিকপক্ষ আগামীকাল শ্রমিকদের বেতন প্রদানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ উঠিয়ে কাজে যোগ দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পাতবার
২৭ ফাল্গুন ১৪৩২, ১২ মার্চ ২০২৬

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা ভুঁইয়া ফেব্রিকসের শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের খাদুন এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় মহাসড়কের উভয়দিকে প্রায় আট কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকরা জানান, এই কারখানায় প্রায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু তাদের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ঘোষিত বোনাস এখনো পরিশোধ করা হয়নি। কয়েক দফা আশ্বাস দেওয়া হলেও মালিকপক্ষ নানা অজুহাতে বেতন-ভাতা পরিশোধে তালবাহানা করে আসছিল। গতকাল বুধবার সকালে কারখানায় এসে তারা জানতে পারেন আগামী ১৮ মার্চ বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করা হবে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। অবরোধের ফলে মহাসড়কের উভয় পাশে প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক ও ব্যক্তিগত যানবাহন আটকা পড়ে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ১২ মার্চ শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দিলে দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিয়ে পুনরায় কাজে যোগ দেন।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা ভুঁইয়া ফেব্রিকসের শ্রমিকদের বকেয় বেতন ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক ও ব্যক্তিগত যানবাহন আটকা পড়ে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। পরে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস আজ ১২ মার্চ দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, মার্চ ৩, ২০২৬ ■ ফাল্গুন ১৮, ১৪৩২

যশোরে বিক্ষোভ-ভাংচুর

বকেয়া বেতনের দাবিতে যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে অবস্থিত গ্রোসারি শপ 'চালডাল ডটকম'-এর কর্মীরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল পার্কের ভেতরে ও কার্যালয়ের অভ্যন্তরে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় পার্কের বাইরে থাকা কর্মীরা ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়। এতে কর্মীরা প্রধান ফটক ভাংচুর করেন। এ ঘটনায় দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আন্দোলনকারীরা জানান, প্রতিষ্ঠানটিতে আট শতাধিক কর্মী নিয়মিত অফিস করলেও তিন মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, যশোর

সমকাল
শুক্রবার । ১৩ মার্চ ২০২৬ ।

বেতন-বোনাস দাবিতে গত বুধবার থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন বরিশাল সিটি করেপারেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার ঝাড়ুমিছিল করেন তারা ■ সমকাল

পরিচ্ছন্নকর্মীদের ধর্মঘট নগরীতে বর্জ্যের স্তূপ

বরিশাল সিটি করপোরেশন

- নগরে ডাস্টবিন নেই, প্রতিটি মহল্লায় বাসাবাড়ির বর্জ্য সড়কের ওপর নির্ধারিত স্থানে রাখা হয়

■ বরিশাল ব্যুরো

ঈদ বোনাসের দাবিতে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) পরিচ্ছন্নকর্মীদের ধর্মঘট গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিন পেরিয়েছে। টানা ৪৮ ঘণ্টায় বর্জ্য অপসারণ না করায় নগরের সড়ক ও অলিগলিতে বর্জ্যের স্তূপ জমেছে। দুর্গন্ধময় হয়ে পড়েছে ওইসব এলাকা। এদিকে বিক্ষুব্ধ পরিচ্ছন্নকর্মীরা গতকাল সকালে নগরীতে ঝাড়ুমিছিল করেন। ধর্মঘট অবসানে গতকাল বিকেল পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বিসিসিতে প্রায় এক হাজার ৩০০ পরিচ্ছন্নকর্মী কাজ করেন। তারা সবাই দৈনিক মজুরি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত। ঈদ বোনাসের দাবিতে এক সপ্তাহ আগ থেকে তারা নগরীতে বিক্ষোভ করে আসছিলেন। গত মঙ্গলবার রাত থেকে তারা পরিচ্ছন্নের কাজ বন্ধ করে দেন। জানা গেছে, নির্বাচিত মেয়র থাকাকালীন উৎসবে শ্রমিকদের ভাতা দেওয়া হতো। বিসিসির প্রধান নির্বাহীর দাবি, মেয়ররা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্নভাবে তহবিল সংগ্রহ করে শ্রমিকদের অনুদান দিতেন। সেটি ভাতার মধ্যে পড়ে না।

বরিশাল নগরে ডাস্টবিন নেই। প্রতিটি মহল্লায় বাসাবাড়ির বর্জ্য সড়কের ওপর নির্ধারিত স্থানে রাখা হয়। সেখান থেকে বিসিসির ট্রাকে তুলে দূরবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে ফেলানো হয়। দুদিন ধরে ময়লা অপসারণের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ফেলা ময়লা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এমনকি নগরীতে সড়ক ঝাড়ু দেওয়ার কার্যক্রমও বন্ধ। ফলে সব সড়ক অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নগরীর পোশাক বিক্রির প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা হলো চকবাজার, কাঠপট্টি ও হেমায়েত উদ্দিন রোড। ঈদ উপলক্ষে এসব এলাকায় এখন ক্রেতার উপচে পড়া ভিড়। বিসিসি কর্মীরা পরিষ্কার না করায় এসব এলাকায় সড়কের ওপর পলিথিন ও অন্যান্য কাগজের প্যাকেটের স্তূপ জমেছে।

বিসিসির পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ইউসুফ হোসেন জানান, তিনি ঢাকায় আছেন। শুনেছেন সমঝোতার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, নগরীতে দৈনিক ২০০ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়। সে অনুযায়ী গত দুদিনে প্রায় ৪০০ টন বর্জ্য জমেছে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর বরিশাল জেলা সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ময়লা-আবর্জনায় নগরীর অবস্থা যেমন খারাপ হচ্ছে, তেমনি পরিচ্ছন্নকর্মীদের ঈদ উৎসবও মাটি হয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রশাসক বলেছেন, ফান্ডে টাকা নেই। গতকাল বিকেল ৪টায় মনীষা চক্রবর্তী সমকালকে জানান, তিনি শুনেছেন বিসিসি পরিচ্ছন্নকর্মীদের সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে তখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাননি।

বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী বলেন, তারা চেষ্টা করছেন পরিচ্ছন্নকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে। বাসদ নেত্রী মনীষা চক্রবর্তীর আগ্রহে শ্রমিকদের সঙ্গে তারা বসতে চান। বিকেল পর্যন্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের কেউ যাননি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার বরাত দিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, 'নির্দেশনা হচ্ছে–জরুরি কাজের জন্য নিয়োজিত সাময়িক শ্রমিক অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৭ ফাল্গুন ১৪৩২, ১২ মার্চ ২০২৬

ত্রিশালে বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ত্রিশালে বেতন-বোনাসের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা গতকাল বুধবার ঘণ্টাব্যাপী ত্রিশাল-বালিপাড়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। পরে কর্তৃপক্ষ বেতন-বোনাস ঈদের আগে দেওয়ার ঘোষণা করলে শ্রমিকরা তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। গতকাল বুধবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে ত্রিশাল থানার রামপুর ইউনিয়নের বীর রামপুর সাকিনের জেওসি বিডি গার্মেন্টস কোম্পানি লিমিটেডের সব গার্মেন্টস শ্রমিকের উদ্দেশে গার্মেন্টস মালিক মিস্টার ও দোভাষীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, চলতি মাসের ১৫ দিনের বেতন প্রদান করবেন এবং বোনাস ঈদের পরে দেওয়া হবে। এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ত্রিশাল-বালিপাড়া আঞ্চলিক সড়ক বেলা পৌনে ১২টা থেকে পৌনে ১টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন এবং ঈদের আগে বেতন-বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করতে থাকেন। খবর পেয়ে ত্রিশাল থানা পুলিশসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রায়হানা আক্তার এবং সহকারী পুলিশ সুপার লুৎফুর রহমান ও ত্রিশালের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক এবং গার্মেন্টস মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তী সময় গার্মেন্টস মালিকপক্ষ আগামী ১৬ মার্চ ১০ দিনের বেতন এবং ঈদের বোনাস দেবেন বলে ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

যুগান্তর
রোববার ১৫ মার্চ ২০২৬,
১ চৈত্র ১৪৩২

গাজীপুরে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *গাজীপুর*

বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট কম দেওয়ার অভিযোগে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। শনিবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর নাওজোড় এলাকায় উড়ালসড়কের নিচে শ্রমিকরা ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। পুলিশ জানায়, নাওজোড় এলাকার মাস্টার চ্যাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সঙ্গে প্রত্যাশার তুলনায় কম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়। ইনক্রিমেন্ট বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে নাওজোড় উড়াল সড়কের নিচে জড়ো হয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ওই মহাসড়কে নিচ দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প পুলিশ ও বাসন থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। পরে তাদের বুঝিয়ে বেলা ১২টার দিকে সরিয়ে দেয়। শ্রমিকরা জানায়, তাদের বেশ কিছু দাবি রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১২ মার্চ ২০২৬

ভালুকায় বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিচার্জ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও বাৎসরিক ছুটির টাকা পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শেফার্ড (গ্রুপ) জিন্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

অবরোধের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দূরপাল্লার যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও বাৎসরিক ছুটির টাকা এখনো পরিশোধ করা হয়নি। ১০ মার্চের মধ্যে এসব পরিশোধ করার কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, ভালুকা থানা পুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান।

শ্রমিকরা দুপুর ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার না করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়াপালটা-ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। শেফার্ড (গ্রুপ) জিন্স লিমিটেডের জিএম সাকিবুর রহমান জানান, শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ঈদ বোনাস আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে দেওয়া হবে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫ এর পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, রমজানের মধ্যে মহাসড়ক অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘ এ যানজটে আটকে পড়া যাত্রীদের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে এবং মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ মার্চ ২০২৬

নারায়ণগঞ্জ : গতকাল ফতুল্লার গাবতলী এলাকায় সেঞ্চুরি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা পুরাতন সড়ক অবরোধ করেন —তাপস সাহা

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা সড়কে শ্রমিক বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার গাবতলী এলাকায় বকেয়া বেতন, ওভারটাইমের মজুরি ও বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গাবতলী এলাকার সেঞ্চুরি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা কারখানার সামনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা পুরাতন সড়ক অবরোধ করলে ঐ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে। একাধিক বার কারখানা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো সমাধান না হওয়ায় তারা সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বকেয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা।

কারখানার কাটিং ম্যান আব্দুল খালেক বলেন, গত দুই মাস ধরে বেতন ও ওভারটাইমের কোনো টাকা দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। গত সোমবার বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও তা পরিশোধ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা সড়কে নেমে আন্দোলন করছেন। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি আব্দুল মান্নান বলেন, বকেয়া বেতন, ওভারটাইমের মজুরি ও বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ও মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে। পরে শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হলে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তারা সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নিলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ মার্চ ২০২৬
৩ চৈত্র ১৪৩২

ঈদ উৎসব বোনাস না দেওয়ার অভিযোগ অনেক শ্রমিকের

যুগান্তর প্রতিবেদন

সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে প্রায় ৫৪ শতাংশ কারখানায় ঈদের বোনাস দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিকরা। যদিও রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের প্রধান দুই সংগঠন বিজিএমইএ-বিকেএমইএ বলছে, সোমবার পর্যন্ত প্রায় শতভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক নেতাদের দাবি, অনেক কারখানায় এখনো বেতন-বোনাস দেওয়া হয়নি।

গত ৩ মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শিল্প মালিকদের ৯ মার্চের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং ১২ মার্চের মধ্যে বোনাস দিতে হবে।

বিজিএমইএ'র তথ্যমতে, সারা দেশে বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানা আছে ২ হাজার ২১৭টি। এর মধ্যে ২ হাজার ২১৬টি কারখানা জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। অর্থাৎ একটি কারখানা বেতন দেয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে ২ হাজার ৯০টি কারখানা। এমনকি সরকারের নির্দেশ না থাকলেও মার্চ মাসের অগ্রিম বেতন দিয়েছে ৪৭৮টি কারখানা। অন্যদিকে বোনাস দিয়েছে ২ হাজার ৫১টি কারখানা। অর্থাৎ ৯৬ শতাংশের বেশি কারখানায় বোনাস দেওয়া হয়েছে। বিকেএমইএ'র তথ্যমতে, সারা দেশে সদস্যভুক্ত নিট কারখানার ৯৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে। আর ৯৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ কারখানা ঈদের বোনাস ইতোমধ্যেই দিয়েছে।

গার্মেন্টি শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু বলেন, মালিকরা প্রতিবারই একই কথা বলে, এবারও তাই। সরকার ও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০ রমজানের মধ্যে বেতন-বোনাস পরিশোধ করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কারখানায় বেতন বোনাস হয়নি।

আরেক শ্রমিক নেতা জলি তালুকদার বলেন, সারা বছর শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে। তাদের ঘামের ওপর মালিকরা বড় বড় শিল্প-কারখানা তৈরি করেছে। অথচ শ্রমিকরা এখনো ঘামের ন্যায্য মজুরি পায় না। প্রতিবছর ঈদ এলেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস নিয়ে হাহাকার শুরু হয়। এজন্য মালিকদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।

সামগ্রিক বিষয়ে নিটপণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, অন্য বছরের তুলনায় এবার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দ্রুততম সময়ে দেওয়া গেছে। সদস্যভুক্ত প্রায় শতভাগ কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দেওয়া হয়েছে। দু-একটি বাকি থাকতে পারে। ঈদের ছুটির আগে এগুলো যেন বেতন-বোনাস দিতে পারে, সেজন্য নিবিড় মনিটরিং করা হচ্ছে। আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে নতুন সরকার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ না দিলে বেতন-বোনাস দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। এজন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

শিল্পপুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর তথ্যের সঙ্গে বিজিএমইএ-বিকেএমইএ'র বেতন-বোনাসের তথ্যে তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন, সারা দেশের সব গার্মেন্টি নিয়ে শিল্পপুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রিপোর্ট তৈরি করে। এ তালিকায় এমন অনেক কারখানা থাকে, যেগুলো বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ সদস্য নয়। সেগুলো বেতন-বোনাস না দিলেও বিজিএমইএ-বিকেএমইএ-কে দায়ী করা হয়। ওইসব কারখানা বেতন-বোনাস না দিলেও এই দুই সংগঠনকে জবাবদিহি করতে হয়, যা অযৌক্তিক।

শ্রমিক ইউনিয়নের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেম বলেন, গার্মেন্টি কারখানাগুলো বেতন-বোনাস দেয়নি বা দিচ্ছে না—শুধু মৌখিকভাবে এমন অভিযোগ করলে হবে না। কোথায়, কোন কারখানা বেতন-বোনাস দেয়নি, তার সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ দিলে আমরা সেসব কারখানা মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। কিন্তু এই ইস্যুতে অনেক ইউনিয়ন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছে। শ্রমিকদের বেতন হিসাবে সরকারের দেওয়া অর্থকে ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে প্রণোদনা হিসাবে উপস্থাপন করছে কোনো কোনো সংগঠন। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া ঋণ ভিন্ন খাতে নেওয়ার সুযোগই নেই। কারণ ঋণের অর্থ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে। তাই চাইলেও গার্মেন্ট মালিক এই অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৮ মার্চ ২০২৬

বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানায় তালা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ঈদের ছুটি শুরুর আগের দিন 'জায় ফ্যাশন' নামের একটি পোশাক কারখানায় বকেয়া বেতন না দিয়ে মালিক পালিয়ে যাওয়ায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল দুপুরে নগরীর অলংকার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, গতকাল ছিল শেষ কর্মদিবস। কিন্তু সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন কারখানার মূল ফটকে তালা ঝুলছে। মালিক বা কোনো কর্মকর্তাকে না দেখে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা কারখানার সামনের সড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় যানজট। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও যানবাহন চালকরা। শ্রমিকরা বলেন, তাদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। ঈদের আগে সব পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু কাল রাতে কিংবা সকালে কারখানায় তালা দিয়ে মালিক পালিয়ে গেছেন। ঈদে বেতন-বোনাস না পেয়ে আমরা চরম সংকটে পড়েছি। পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, কারখানাটিতে প্রায় ১০০ শ্রমিক কাজ করেন। অতীতেও বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। মালিক জামাল হোসেন কারখানায় তালা দিয়ে পালিয়ে গেছেন, এমনকি তার বাসাও তালাবদ্ধ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সংশ্লিষ্ট বায়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের প্রায় ৫০ শতাংশ বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি অর্থ ঈদের পর পরিশোধ করা হবে। শ্রমিকরা আপাতত তা মেনে নিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৯ ফাল্গুন ১৪৩২, ১৪ মার্চ ২০২৬

নারায়ণগঞ্জ : ঈদের আগে মোতালেব মনোয়ার গার্মেন্টিসের বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সমাবেশ —তাপস সাহা

NEW AGE SUNDAY, MARCH 29, 2026,

LABOUR LAW AMENDMENT

Transformation of ordinance into law demanded

Staff Correspondent

LEADERS Of the Bangladesh Trade Union Federation on Saturday urged the parliament to enact the Bangladesh labour act amendment ordinance, 2025 in the next session for the welfare of the workers.

The federation made the demand at a human chain in front of the National Press Club in the capital.

Addressing the human chain as the chair, the federation acting president Taslima Akhter said that the parliament has already accepted 133 reform proposals developed during the interim government's rule, noting that the proposals were important for the welfare of the workers community.

She called on the government of Bangladesh Nationalist Party to adopt the labour amendment ordinance 2025 in the parliament.

Teacher of Jahangirnagar University Hasan Ashraf, labour leaders Bachchu Bhuiyan, Ailf Dewan, Anjan Das, Belal Hossain, Aparajita Deb, Nurul Haque and others spoke in the human chain rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded several city roads.

The Bangladesh Trade Union Federation holds a rally, calling on the government to adopt the Labour Ordinance 2025 in the parliament to make it a law, in front of the National Press Club in Dhaka on Saturday. — New Age photo

বণিক বার্তা
সোমবার, মার্চ ১৬, ২০২৬

ধামরাইয়ে বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাভার

ঢাকার ধামরাইয়ে মার্চের অর্ধেক বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন মুইন টেক্সটাইল নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ২টার দিকে উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নের বেলীশ্বর এলাকায় কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন তারা।

শ্রমিকরা জানান, সকালে তারা কাজে যোগ দেন। এ সময় তারা কর্তৃপক্ষের কাছে মার্চের ১৫ দিনের বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবি জানান। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ পাওনা না দেয়ায় তারা কর্মবিরতি শুরু করেন। বেলা ২টার দিকে কারখানার বাইরে আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

খোদেজা নামে এক নারী শ্রমিক বলেন, 'ঈদের আগে মার্চের অর্ধেক বেতন ও ঈদ বোনাস দেয়ার দাবি করেছি। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সেটি দিতে রাজি হয়নি। তাই আমরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমেছি।'

কারখানা পরিচালক ইমাম হোসেন বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী মাসের শেষে বেতন পরিশোধ করা হয়। ফেব্রুয়ারির বেতন ১৩ মার্চ পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া কাজের সময়কাল অনুযায়ী তাদের পাওনার একটি অংশ পরিশোধ করা হবে।'

যুগান্তর
শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬
২৮ ফাল্গুন ১৪৩২

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

ফতুল্লায় দাবি পূরণের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে এক ঘণ্টা পর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়ক অবরোধ ছেড়েছেন ফতুল্লার একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ফতুল্লার পাবতলী এলাকায় অবস্থিত সেঞ্চুরি গার্মেন্টের শ্রমিকরা এ অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কে দীর্ঘ যানজট লেগে পথচারীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। কারখানার কাটিং ম্যান আব্দুল খালেক বলেন, দুই মাস ধরে বেতন ও ওভারটাইমের কোনো টাকা দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। গত সোমবার বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে সড়কে নেমে আন্দোলন করতে হয়েছে।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। মালিকপক্ষ দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ মার্চ ২০২৬

নারীর নিরাপত্তা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ১০ দফা দাবি

চার সংগঠনের যৌথ আলোচনা সভা

নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করেছে চারটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান।

আজ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল শনিবার রাজধানীতে 'নারীর নিরাপত্তা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান 'নারী উন্নয়ন শক্তি'র প্রশিক্ষণ কক্ষে এক আলোচনা সভায় এই দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন শক্তির সঙ্গে যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এফসিএইচডি), ইয়াং উইম্যান ফর ডেভেলপমেন্ট রাইট এন্ড ক্লাইমেট (ওয়াইডব্লিউডিআরসি) এবং ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এম্পাওয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিডব্লিউইএবি)।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক এবং ডিডব্লিউইএবির সভাপতি ড. আফরোজা পারভীন বলেন, নারীর নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নারী উন্নয়ন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক সুরক্ষায় বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা জরুরি।

এফসিএইচডির সভাপতি সাহিদা ওয়াহাব বলেন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও নাগরিক সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াইডব্লিউডিআরসির নির্বাহী চেয়ারপারসন নুসরাত সুলতানা আফরোজ, ডিডব্লিউইএবির সেক্রেটারি জেনারেল নাসিমা খান, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সদস্য ড. সুলতান মুহাম্মদ রাজ্জাক, শ্রমিক নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসাইন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুরশিদা আখতার প্রমুখ।

সভায় বক্তারা নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে—নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন ও বিচার প্রক্রিয়া কার্যকর করা; নারীর নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য বাজেট বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণে নারীদের সুযোগ সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও বাজারসংযোগ বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা করা; 'গৃহশ্রমিকসহ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীদের আইনি স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ইত্যাদি। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৬ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 30 March 2026

শ্রম অধ্যাদেশকে আইন করার দাবি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রমিক অধিকার ও শ্রম খাতের সংস্কারের দাবিতে শ্রম অধ্যাদেশ (২০২৫) দ্রুত আইনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (টাফ)। গত শনিবার আয়োজিত এই কর্মসূচি থেকে জাতীয় সংসদ ও সরকারের প্রতি এ আহ্বান জানানো হয়।

টাফের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

এতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ, টাফের যুগ্ম সম্পাদক আলীফ দেওয়ান, হকার সমিতির সভাপতি বাচ্চু ভূঁইয়া, রিকশা-ভ্যানচালক শ্রমিক সংহতির বেলাল হোসাইন, নারী সংহতির অপরাজিতা দেব, আউটসোর্সিং শ্রমিক কর্মচারী পরিষদের নুরুল হকসহ আরও অনেকে। সভা পরিচালনা করেন টাফের নেতা অঞ্জন দাস।

বক্তারা বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে শ্রম অধ্যাদেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেশের বৃহৎ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান, অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের আলোচনার ভিত্তিতে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়।'

তারা বলেন, 'অধ্যাদেশটি এখন সংসদে আইনে রূপ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি পাস না হলে বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ঈদের পরবর্তী সংসদ অধিবেশনেই দ্রুত এটি আইন হিসেবে পাস করার দাবি জানান বক্তারা।'

নেতারা জানান, সংশোধিত অধ্যাদেশে মোট ১২৫টি ধারা পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত সহজ করা, গৃহশ্রমিকদের স্বীকৃতি, মাতৃত্বকালীন ও উৎসব ছুটি বৃদ্ধি, তিন বছর পরপর ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়নের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাদের মতে, এসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্প খাতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ বাড়বে এবং শ্রম খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি কমবে। বক্তারা সতর্ক করে বলেন, কোনো অজুহাতে এই অধ্যাদেশ আইনে রূপ নিতে ব্যর্থ হলে তা হবে সরকারের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্যে তাসলিমা আখতার বলেন, 'শ্রমিক অধিকার ও শ্রম খাতের সুরক্ষায় শ্রম অধ্যাদেশ (২০২৫) দ্রুত আইনে পরিণত করা জরুরি। তাই সরকারের কাছে এটা আইনে পরিণত করার দাবি জানাচ্ছি আমরা।'

সমকাল ■ রোববার । ২৯ মার্চ ২০২৬

শ্রমিক অধিকার ও শ্রম খাতের সুরক্ষা-সংস্কারসহ বিভিন্ন দাবিতে শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের মানববন্ধন ■ সমকাল

শ্রম অধ্যাদেশকে দ্রুত আইনে রূপান্তরের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিক অধিকার, সুরক্ষা ও শ্রমখাত সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (টাফ)। শ্রম অধ্যাদেশ (২০২৫) দ্রুত জাতীয় সংসদে পাস করে আইনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন টাফের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও শ্রমিকনেতা তাসলিমা আখতার। তিনি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদ (এনটিসিসি) ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য এবং গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান।

কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। সেখানে শ্রমিক, মালিক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও আইনজীবীরা একসঙ্গে কাজ করে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদেও সরকার, মালিক ও শ্রমিকরা সমন্বিতভাবে কাজ করেছেন। এই ধারাবাহিকতায় শ্রম অধ্যাদেশটি দ্রুত সংসদে আইনে পরিণত করার আহ্বান জানান তিনি।

টাফ নেতা অঞ্জন দাসের পরিচালনায় বক্তারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে শ্রম অধ্যাদেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমকাল । মঙ্গলবার । ৩১ মার্চ ২০২৬ ।

খামারবাড়িতে আউটসোর্সিং কর্মীদের বিক্ষোভ

■ সমকাল প্রতিবেদক

চুক্তি বাতিল, বকেয়া বেতন ও পুনর্বহালের দাবিতে উত্তাল ডিএই

চুক্তি বাতিল, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেটের খামারবাড়িতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ পাওয়া গাড়িচালক ও বিভিন্ন হর্টিকালচার সেন্টারের কর্মীরা। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খামারবাড়ি চত্বরে অবস্থান নিয়ে তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। বিকেল ৫টার দিকে কর্মসূচি শেষ হলেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা।

তারা জানান, ডিএইর অধীনে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ পাওয়া ২৫৭ গাড়িচালক চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে ১৫০ জন ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মেসার্স ওয়াসি এন্টারপ্রাইজ এবং ১০৭ জন ২০১৯ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে মেসার্স জাহান এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সর্বশেষ নভেম্বর ও জানুয়ারিতে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও পুনর্নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

চালকদের অভিযোগ, বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করেও তাঁরা স্থায়ী নিয়োগ পাননি। উল্টো কোনো পূর্ব নোটিশ বা বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই চুক্তি বাতিল করে তাঁদের কর্মহীন করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু চালকরাই নন, ডিএই'র আওতাধীন বিভিন্ন হর্টিকালচার সেন্টারে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মীরাও একই সংকটে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৮১ কর্মীকে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ২০২৫ সালের ১৫ জুন তাঁরা কাজে যোগ দেন। কিন্তু যোগদানের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারেন, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

কর্মীরা বলেন, টেন্ডার নবায়নের আশ্বাস দিয়ে তাঁদের দিয়ে কাজ করানো হলেও টানা ৮ মাস ১৫ দিন দায়িত্ব পালনের পরও মাত্র ১৫ দিনের বেতন দেওয়া হয়েছে। বাকি সময়ের কোনো বেতন না পেয়ে তাঁরা ভীষণ আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

এদিকে চালক সংকটের কারণে ডিএই'র মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, কাজের চাপ কমেনি, বরং বেড়েছে। গাড়িচালক না থাকায় মাঠে যাওয়া সীমিত হয়ে পড়ছে। এতে কৃষকদের কাছে সেবা পৌঁছানো বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ১৬ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 30 March 2026

লরি শ্রমিকদের কারাদণ্ড: উত্তরের ৮ জেলায় তেল সরবরাহ বন্ধ

প্রতিনিধি, নীলফামারী

তেল চুরির দায়ে তিন শ্রমিককে কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছে রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন।

সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান বলেন, গতকাল সকাল ৮টায় দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপোর সব কার্যক্রম বন্ধ রেখে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এ কারণে নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ের কোনো পাম্পে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে না।

তিনি দাবি করেন, এ কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করেছে রংপুর বিভাগের আট জেলার পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্টরা।

নীলফামারীর পাশাপাশি দিনাজপুর ও রংপুরের পেট্রোল পাম্পের মালিকরাও জানাচ্ছেন, তারা গতকাল কোনো জ্বালানি তেল পাননি। তাদের কাছে থাকা মজুত তেল প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফলে দ্রুত তারা এই সমস্যার সমাধান চান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানায়, জ্বালানি তেলবাহী লরি থামিয়ে পেট্রোল চুরি করার সময়ে চালক-হেলপারসহ

লরি শ্রমিকদের কারাদণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনজনকে আটক করে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর নিয়াজ ভূঁইয়া এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন– দিনাজপুরের পার্বতীপুরের হরিরামপুর এলাকার একরামুল ইসলাম (৩০), একই উপজেলার মন্মথপুর কৈবর্তপাড়া এলাকার শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দাস (৩৫) ও নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের দুহুলিপাড়া এলাকার মো. রিফাত ইসলাম (১৮)।

তবে ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা দাবি করেন, রাতে পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপোর যমুনা কোম্পানি থেকে জ্বালানি তেল নিয়ে তিন শ্রমিক নীলফামারীর দুটি পাম্পে যাচ্ছিলেন। পথে নীলফামারী শহরের মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের কাছে তেলবাহী লরির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। শ্রমিকরা গাড়ির কেবিন খুলে কাজ করছিলেন। এ সময় নীলফামারী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী হাকিম ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) নিয়াজ ভূঁইয়া তেল চুরির অভিযোগে তিনজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেন। রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান বলেন, 'লরিটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় তারা মেরামত করছিলেন। কোনো চুরি বা অনিয়ম হয়নি। আমাদের নিরপরাধ শ্রমিকদের বিনা অপরাধে সাজা দেয়া হয়েছে।

'এই ??'অন্যায়' সাজার প্রতিবাদে শ্রমিকরা তাৎক্ষণিক কর্মবিরতির ডাক দেন। আটক শ্রমিকদের মুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলি ও সুষ্ঠু তদন্ত না হলে কর্মবিরতি চলবে। দাবি মানা না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র বলেন, বিধি অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে।

পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপো ইনচার্জ আহসান হাবিব বলেন, প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত জ্বালানি সরবরাহে ট্যাংক-লরি লোড করে বিভিন্ন পাম্পে পাঠানো হত। গতকাল সকাল থেকে ডিপোতে জ্বালানি তেল নিতে কোনো ট্যাংক লরি আসেনি।

'পরে জানতে পারি, তিন শ্রমিককে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের প্রতিবাদে সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছে রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন।'

তিনি বলেন, বর্তমানে ডিপোতে ৩২ লাখ লিটার ডিজেল, ৬৫ হাজার লিটার পেট্রোল এবং ৮৪ হাজার লিটার অকটেন মজুত রয়েছে। কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হলে পুনরায় জ্বালানি দেয়া শুরু হবে।

এদিকে ট্যাংক-লরি শ্রমিকদের কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করার কথা জানিয়েছে রংপুর বিভাগের আট জেলার পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্টরা। নীলফামারীর মেসার্স হক ফিলিং স্টেশনের মালিক শামসুল হক বলেন, 'শ্রমিকদের ওপর অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দ্রুত এই রায় প্রত্যাহার না করা হলে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে না।'

তিনি বলেন, তার পাম্পে পাঁচ হাজার লিটার পেট্রোল এবং ৬ হাজার লিটার ডিজেল ছিল। এগুলো বেলা ১১টার দিকে শেষ হয়ে গেছে। সদর উপজেলার রাজা ফিলিং স্টেশনের মালিক রাজা আহমেদ বলেন, 'সংকটের এই সময়ে অনেক সময় পাম্পে জ্বালানি তেল আসতে সময় লাগে। তেল আসার পর সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ না করে একদিন পরে করি। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া অনেক পাম্পে ম্যাজিস্ট্রেটরা গিয়ে জরিমানা করছেন। এতে পাম্প মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে।'

নীলসাগর ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার জিকরুল হক বলেন, এরই মধ্যে জেলার পাম্পগুলোতে জ্বালানি মজুত শেষ হয়েছে। সকালে ট্যাংকলরি না আসায় অনেক পাম্পগুলোতে সকাল থেকে জ্বালানি তেল বিতরণ বন্ধ রেখেছে। প্রশাসনকে দ্রুত এটির সমাধান করতে হবে।

সমকাল

সোমবার। ৩০ মার্চ ২০২৬।

মালয়েশিয়া শ্রমবাজার সিন্ডিকেট ভাঙা ও বিচারের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট ভেঙে তা সব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে বায়রা সিন্ডিকেটবিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট। একই সঙ্গে সিন্ডিকেট চক্রের হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব এম এ সালাম, জ্যেষ্ঠ সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন লিন্টু, সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মফিজ উদ্দীন, আকবার হোসেন মঞ্জু, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট চক্র মালয়েশিয়া শ্রমবাজারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় এবং সাধারণ কর্মীদের নিঃস্ব করে। এতে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ব্যবসায়িকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বলেন, এই সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার হওয়ায় বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত নিজাম হাজারী, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল, কালা ফিরোজ, মনসুর কালাম, কাজী মফিজসহ সংশ্লিষ্টদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, মার্চ ৩১, ২০২৬ ■

বকেয়া পরিশোধসহ সাত দাবি

ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল শ্রমিকদের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নাটোর

বকেয়া পাওনা পরিশোধসহ সাত দফা দাবিতে 'ফটক সভা' করেছেন নাটোরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীরা। গতকাল সকালে লালপুরে অবস্থিত মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাবি পূরণ না হলে আগামী শনিবার থেকে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌসুমি জনবলকে স্থায়ী পদে পদায়ন, চুক্তিভিত্তিক জনবলদের বয়স শিথিল করে স্বপদে নিয়োগ, সরকার ঘোষিত ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধার বকেয়াসহ প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান, শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বৈষম্যহীন জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা, ২০০২ সালের সেটআপ অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা প্রদান, ইক্ষু পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত চালক ও হেলপারদের ইনসেনটিভ বিল বাড়ানো, কৃষি খামারের দৈনিক হাজিরা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো এবং অবসরপ্রাপ্তদের ৩০ দিনের মধ্যে পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা পরিশোধ।

সভায় বক্তব্য দেন শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, সহসাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিব হাসান, ধর্ম ও ক্রীড়া সম্পাদক হাকিমুর রশিদ (লিটু), প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

সুগার মিল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মানিক বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে মানবিক দাবিগুলো জানিয়ে আসছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা আমলে নিচ্ছে না। ফলে শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।'

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন পিন্টু বলেন, 'আগামী শনিবারের মধ্যে দাবি না মানলে আমরা কাজ বন্ধ রেখে লাগাতার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

দাবির বিষয়ে মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদ হোসেন ভূঁইয়া জানান, মিলের যাবতীয় কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। শ্রমিকদের উত্থাপিত দাবিগুলো সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন পেলেই কেবল এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

সমকাল ■ সোমবার | ৩০ মার্চ ২০২৬

কৃষিতে নারী মজুরি পান ২৬% কম

■ আবু হেনা মুহিব

অন্যান্য পেশার মতোই কৃষিতেও নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্য বেশ প্রকট। কৃষি কাজে একজন নারী শ্রমিকের মজুরি পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অন্তত ২৬ শতাংশ কম। এই প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের এ-সংক্রান্ত সর্বশেষ এক জরিপ বলছে, গত ডিসেম্বর মাসে যেখানে একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক দৈনিক ৬২৫ টাকা মজুরি পেয়েছেন, সেখানে একজন নারী কৃষি শ্রমিক মজুরি পেয়েছেন মাত্র ৪৬২ টাকা। কৃষি শ্রমে নিয়োজিত ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সী শ্রমিকের মজুরির মাঠচিত্র জানতে এ-সংক্রান্ত জরিপ করে থাকে বিবিএস। 'শস্য পরিসংখ্যান ও কৃষি শ্রম মজুরি' নামের এই জরিপ প্রতিবেদনটি গতকাল রোববার বিবিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

জানতে চাইলে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিআইএলএসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, মজুরির এই বৈষম্য মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কৃষিসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক সব খাতেই এরকম মজুরি বৈষম্য রয়েছে। কৃষি কাজে একে তো মজুরি কম, তার ওপর আবার বৈষম্য। বরেন্দ্র অঞ্চলে ঘোষণা দিয়ে পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক মজুরি দেওয়া হয় নারী শ্রমিককে। নারীর এই মজুরি বৈষম্যের কারণে সে পারিবারিকভাবে নিগৃহীত হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ের এটা অন্যতম বড় কারণ। তিনি বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কিংবা সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে একটা জাতীয় মজুরি কাঠামো গঠনের সুপারিশ করেছেন তারা। যাতে একজন শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে পরিবার নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। এতে মজুরি বৈষম্য কমবে। এ ছাড়া শ্রমিকের একটা তথ্য ব্যাংক ও পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা এবং অন্তত জেলা পর্যায়ে শ্রম-সংক্রান্ত অভিযোগে প্রতিকার দেওয়ার জন্য সরকারি নির্দিষ্ট দপ্তর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন তারা, যাতে শ্রমিক তার যে কোনো বঞ্চনা জানিয়ে সহজেই প্রতিকার পেতে পারেন। এর আগে জারি করা শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশটি এখন জাতীয় সংসদে রয়েছে– এটি আইন আকারে পাস হলে মজুরি বৈষম্য কমতে পারে।

> বিবিএসের জরিপ
>
> শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় মজুরি কাঠামো গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ সংসদে রয়েছে। এটি আইন আকারে পাস হলে মজুরি বৈষম্য কমবে
>
> **সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ**
> শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

বিবিএস মাসিক ভিত্তিতে কৃষি মজুরির হারের পরিসংখ্যান প্রস্তুত করে। কৃষি মজুরির হার সংগ্রহের জন্য প্রতিটি উপজেলা থেকে নমুনা হিসেবে ১০ জন কৃষি দিনমজুরের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপজেলার কৃষি শ্রমের হার গণনা করা হয়। সব জেলার মজুরির হার পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি মজুরির হার গণনা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের সর্বশেষ ২০২৪ সালে প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৪৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত। দেশের মোট শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা দুই কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত আছে দুই কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার। ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস-সিএসআরএলের উপাত্ত বলছে, বাংলাদেশে কৃষি খাতের ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭ ধরনের কাজেই গ্রামীণ নারীরা অংশগ্রহণ করে। গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, নারীরা পুরুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি কাজ করে। তারপরও নারীদের শ্রম মূলত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

জরিপ বলছে, গত ডিসেম্বর মাসে তিন বেলা খোরাকির সঙ্গে একজন পুরুষ শ্রমিক মজুরি পেয়েছেন ৫২৩ টাকা, যা নারী শ্রমিকের জন্য ছিল ৩৮৫ টাকা। অন্যান্য মাসেও প্রায় অভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। অর্থাৎ, এখনও মজুরির সঙ্গে তিন বেলা খোরাকি দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে কৃষি কাজে। এক বেলা ও দুই বেলার রেওয়াজ আছে কোথাও কোথাও। তবে জরিপে এ ধরনের এলাকাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। অবশ্য, জরিপ বলছে, খোরাকি এক বেলা হোক অথবা তিন বেলা যাই হোক না কেন, মজুরি বৈষম্য সব ক্ষেত্রেই খাড়া।

জরিপে খোরাকিসহ মজুরি এবং খোরাকি ছাড়া মজুরির চিত্র আলাদা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, খোরাকিবিহীন একজন কৃষি শ্রমিক গত ডিসেম্বর মাসে দৈনিক মজুরি পেয়েছেন গড়ে ৬২৫ টাকা, যা একজন নারী শ্রমিক পেয়েছেন ৪৬২ টাকা।

সমকাল
শনিবার ৭ মার্চ ২০২৬

শ্রমিকের জন্য বোনাস মালিকের আনন্দও বাড়ায়

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ

ঈদুল ফিতর

১৪১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) ও আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (আরএমজি টিসিসি) বৈঠকে ঈদের আগেই শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও বোনাস দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী (সমকাল, ৩ মার্চ ২০২৬)।

ঈদ ও পূজার মতো বড় ধর্মীয় উৎসবগুলো আমাদের সমাজে শুধু আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় নয়; এগুলো সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক মিলন এবং সামষ্টিক আনন্দের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। কিন্তু এই উৎসবের আনন্দ সবার জীবনে সমানভাবে ধরা দেয় না। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জন্য উৎসব অনেক সময় আনন্দের পাশাপাশি আর্থিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ উৎসব এলেই দৈনন্দিন খরচের বাইরে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। নতুন পোশাক, খাবারদাবার, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা যাতায়াতের খরচ–সব মিলিয়ে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। অথচ আমাদের দেশের একটি বড় অংশের শ্রমিক এমনিতেই সীমিত আয়ের মধ্যে জীবনযাপন করেন। ফলে উৎসবের সময় তাদের আর্থিক সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

এই বাস্তবতায় ঈদ ও পূজার আগে শ্রমিকদের উৎসব বোনাস পাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল একটি আর্থিক সুবিধা নয়; বরং শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গেও জড়িত। আমাদের দেশে শ্রম আইন অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের উৎসব বোনাস দেওয়ার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে শিল্পকারখানা ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি স্বীকৃত একটি অধিকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রতিষ্ঠানে সময়মতো বোনাস দেওয়া হয় না, আবার কোথাও কোথাও শ্রমিকদের নানা অজুহাতে বোনাস থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয় এবং উৎসবের আনন্দও অনেকটা ম্লান হয়ে যায়।

উৎসব বোনাসের বিষয়টি শুধু আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকরা তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান বা অর্থনীতিকে সচল রাখেন। একটি কারখানা, প্রতিষ্ঠান কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে থাকে মূলত শ্রমিকদের অবদানের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং উৎসবের মতো বিশেষ সময়ে তাদের ন্যূনতম আর্থিক স্বস্তি নিশ্চিত করা নৈতিক দায়িত্বও বটে। একটি সমাজ কতটা মানবিক, তা অনেকাংশেই বোঝা যায় সেই সমাজে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আচরণ ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে। যদি শ্রমিকরা উৎসবের সময় সামান্য আর্থিক সহায়তাও না পান, তবে তা সামাজিক বৈষম্যেরই প্রতিফলন হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের আরেকটি বড় বাস্তবতা হলো, অসংখ্য মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। রিকশাচালক, দিনমজুর, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র দোকানের কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিকসহ নানা পেশায় নিয়োজিত এই মানুষগুলোর অধিকাংশই কোনো আনুষ্ঠানিক শ্রম চুক্তি বা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নেই। ফলে তারা উৎসব বোনাস তো দূরের কথা, অনেক সময় নিয়মিত আয় নিশ্চিত করতেও হিমশিম খান। অথচ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অবদানও কম নয়। শহর ও গ্রাম–সব জায়গাতেই অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমশক্তি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

এই প্রেক্ষাপটে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সাম্প্রতিক সময়ে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' বা পরিবারভিত্তিক সহায়তা ব্যবস্থার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ এটি সরাসরি দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা করে। তবে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা আরও বাড়াতে হলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে এর আওতায় আনা জরুরি।

বর্তমানে দেখা যায়, অনেক প্রকৃত দরিদ্র বা শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন কারণে এসব সহায়তা কর্মসূচির বাইরে থেকে যান। তথ্যভিত্তিক তালিকার ঘাটতি, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব কিংবা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক সময় প্রকৃত সুবিধাভোগীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। ফলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। তাই দরকার একটি সমন্বিত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং তাদের 'ফ্যামিলি কার্ড' বা অনুরূপ সহায়তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা যদি যৌথভাবে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজে অংশ নেয়, তাহলে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা অনেক সহজ হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরি করে শ্রমজীবী মানুষের তথ্য সংরক্ষণ করা গেলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নও আরও কার্যকর হতে পারে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উৎসবের আগে বাজারদর সাধারণত বেড়ে যায়। খাদ্যপণ্য, পোশাক কিংবা পরিবহন খরচ–সবকিছুতেই বাড়তি চাপ তৈরি হয়। এর ফলে সীমিত আয়ের মানুষের জন্য উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত।

ঈদের মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের আগে অল্প আয়ের মানুষদের প্রতি সমাজের ধনী ও মালিকপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিকের জন্য বোনাস মালিকের ঈদের আনন্দও বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি তারা নিজেদে এ দায় পালন করে, আমরা সামষ্টিকভাবে আরও কিছুটা অগ্রসর হতে পারব। এটিও আমাদের মনে রাখতে হবে কেবল বড় বড় কলকারখানার মালিক নয়, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে যারা শ্রম দেন, বাড়ির কাজে সহায়তা করেন, তাদের প্রতিও একই দায় ও দরদ দিয়ে আচরণ করতে হবে। তারাও ঈদের বোনাস পাবে, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উৎসবের আনন্দ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যদি উৎসবের সময়টুকু কিছুটা স্বস্তি ও আনন্দ বয়ে আনে

উৎসবের আনন্দ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যদি উৎসবের সময়টুকু কিছুটা স্বস্তি ও আনন্দ বয়ে আনে, তাহলে সেটিই হবে একটি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের পরিচয়। তাই ঈদ ও পূজার আগে শ্রমিকদের উৎসব বোনাস নিশ্চিত করা তাদের আইনি ও নৈতিক অধিকার।

বাজারে অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা গেলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর উৎসবের সময়ের চাপ অনেকটাই কমে আসবে।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বড় একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের ভেতরগত বৈষম্যগুলো আমাদের সামনে উঠে এসেছে। যদি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিম্ন আয়ের মানুষদের অধিকার সঠিক সময়ে যথাযথভাবে তুলে দিতে পারি, তাহলে এটিও একটি বড় সংস্কারের অংশ। যার যার প্রাপ্য, অধিকার, তা বুঝিয়ে দেওয়াও আমাদের সবার দায়িত্ব।

তাহলে সেটিই হবে একটি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের পরিচয়। তাই ঈদ ও পূজার আগে শ্রমিকদের উৎসব বোনাস নিশ্চিত করা যেমন তাদের আইনি ও নৈতিক অধিকার, তেমনি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা সময়ের দাবি। রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ–সবার সম্মিলিত উদ্যোগেই কেবল এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

■ সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)

সংবাদপত্রে বিলস